Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

2/250 3/133

1/123

37

সুগম সাধন-পন্থা।

প্রথম খণ্ড

প্রথম ভাগ।

শ্রীমৎ দণ্ডি স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী।

LIBRARY
No. ...
...mayee Ashram
3/133

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
BHADAINI, VARANASI-1
No. 3/133
Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/133

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

নিবেদন।

পরম পূজ্যপাদ শ্রী১০৮ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ দণ্ডি-স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজ প্রণীত সুগম সাধন-পন্থা গ্রন্থরত্নখানি বৃহৎকায়বিশিষ্ট হওয়ায় প্রকাশের সুবিধার জন্য দুই ভাগে বিভক্ত করত পুণর্মুদ্রিত হইতেছে। প্রথম ভাগে প্রথম খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত এবং দ্বিতীয় ভাগে একাদশ হইতে চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ মুদ্রিত হইল। পরম প্রিয়ভাজন গুরুভ্রাতা দেহাটী নিবাসী শ্রীগিরিশচন্দ্র পাল এই প্রথম খণ্ডের পুণর্মুদ্রণের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিয়া পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুদেবের অশেষ কৃপাভাজন হইয়াছেন। কলিপাবন মহাজন প্রেমাবতার শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ বাবা এই ধর্ম্মগ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"স্বামিজী মহারাজের এই চারিখণ্ড সুগম সাধন-পন্থা যেমন সাগরের উপমা সাগর, আকাশের উপমা আকাশ, তদ্রূপ সুগম সাধন-পন্থার উপমা সুগম সাধন-পন্থা। এ মহাগ্রন্থ যে কেহ আশ্রয় করিবেন তিনি কৃতার্থ হইবেন সীতারামের এ সম্বন্ধে কোনও সংশয় নাই।"

জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা তিথি
১৩৭২ বঙ্গাব্দ।
শ্রীগুরুমন্দির, মেদিনীপুর।

চির-সেবক,—চির-কিঙ্কর—
শ্রীকৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

LIBRARY
No. 3/133
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র।

বিষয়—	পরিচ্ছেদ		পৃষ্ঠা
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি	...	...	।০
অবতরণিকা	...	...	।৵০
গঙ্গোত্তরী	...	...	(১)
সুগম সাধন-পন্থা কি ? মহাজনো যেন গতঃ স	প্রথম পরিচ্ছেদ	...	১
পন্থা কি এবং কতকগুলি ?	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	...	২৫
ভক্তি কাহাকে বলে ?	তৃতীয় পরিচ্ছেদ	...	৩৬
পরাভক্তি কাহাকে বলে ?	চতুর্থ পরিচ্ছেদ	...	৪১
অপরাভক্তি কাহাকে বলে ? একত্র কি এই নবধা	পঞ্চম পরিচ্ছেদ	...	৪৮
ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে হইবে ?	ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	...	৭৫
ভক্তিই মুক্তির প্রধান কারণ।	সপ্তম পরিচ্ছেদ	...	৮৩
ভক্তির মহিমা ও প্রাধান্য।	অষ্টম পরিচ্ছেদ	...	১০৬
ভক্তি লাভের উপায় কি ?	নবম পরিচ্ছেদ	...	১১৯
বিষয় ত্যাগ।	দশম পরিচ্ছেদ	...	১৩১

—:※:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

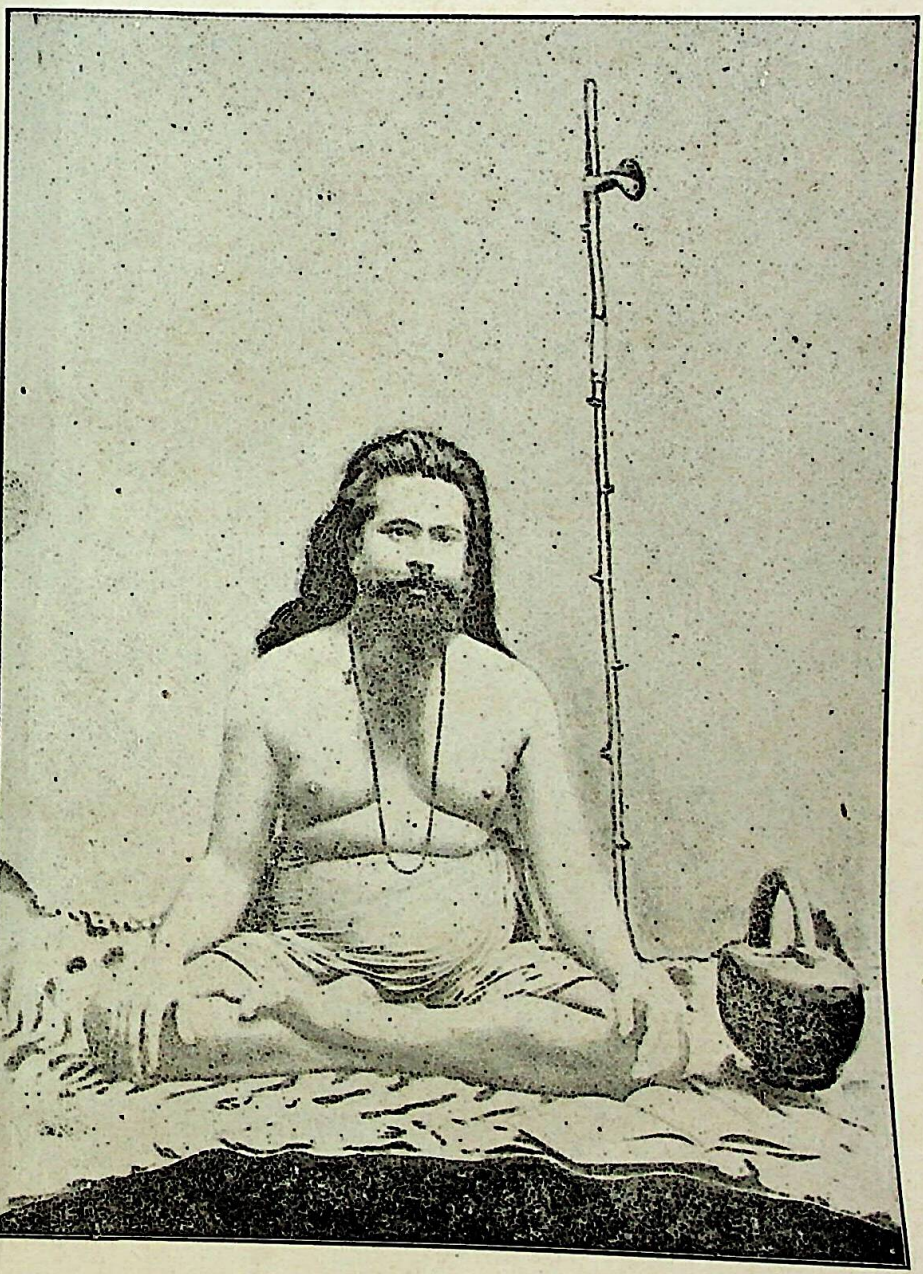

শ্রী১০৮ পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য—

শ্রীমৎ দণ্ডি-স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/133

ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি ।

৭/১৭৩

স্বস্তি শ্রীমন্নারায়ণপদপাথোরুহনিঃসরন্মকরন্দপায়মানমানসেষু,
—পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব !

আজ আপনি কোথায় ? আপনি যখন দুরারোহ শৈল-শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া, বা জনসমাগম-শূন্য বিকট ব্যাঘ্র-ভল্লুকসমাকুল ভীষণ-অরণ্যে দুর্দ্দম্য-বিপদাপদের মধ্যে নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া, ক্ষিপ্ত আত্মাকে শান্ত, দুর্জ্জয় রিপুগণকে সংযত ও দুরন্ত ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া, আড়ম্বরের মিথ্যা ভাণ ছাড়িয়া, নির্লিপ্ত-চিত্ত হইয়া, সতত স্তিমিত-নয়নে ভগবদ্ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন ; তখন আপনার সেই নির্ভীক সত্ত্বগুণময় শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, আপনি এই কাম-ক্রোধাদি-রিপুনক্র-সঙ্কুল, মোহাবর্ত্ত-চঞ্চল, দুষ্পার অকূল ভবপারাবারে "বিশ্বেশপাদাম্বুজ-দীর্ঘনৌকা"য় আরোহণ করিয়া,—

"ন যত্র রোগো ন ভয়ং ন শঙ্কা,
ন যত্র জাড্যং ন চ তাপ সঞ্চয়ঃ।
ন যত্র শোকো ন বিধির্নিষেধো—
ন যত্র মোহো ন চ বৈ প্রমাদঃ॥
ন যত্র বার্দ্ধ্যং জরয়াবসন্নং,
ন যত্র তৃষ্ণাকুলিতঞ্চ যৌবনম্।
ন যত্র বাল্যং তপসাবিগাঢ়ং,
ন যত্র শক্তিঃ পরপীড়নাঢ্যঃ॥" —

সেইখানে,—সেই আধি-ব্যাধি-শোক-তাপহীন,—জন্ম-জরা মৃত্যুবিহীন,—চরম-সুখ,—চির-শান্তি,—স্থায়ী-আনন্দের লীলানিকেতন,—যেখানে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্ব্বজীবের "গতির্ভর্ত্তাপ্রভুঃসাক্ষী নিবাসঃ-শরণংসুহৃৎ" ত্রিতাপহারী ভগবান্ শ্রীহরি বিরাজমান ;—যেখানে জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, বিদ্যুন্মালা ও পাবক প্রভৃতি জ্যোতিষ্মান্ পদার্থসকল প্রকাশ পায় না ;—যেখানে "সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণংতমসঃপরস্তাৎ" ভবপারাবারের কাণ্ডারী, সংসার-সাগরতরি ভগবান্ শ্রীহরির জ্যোতির্ম্ময় কমনীয় কলেবর হইতে "উদ্যৎ-

LIBRARY
No. ৭/১৭৩
...mayee Ashram
...BANARAS. 3/133

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোটিদিবাকরাভমনিশং" দ্রুত-বিচ্ছুরিত আলোক-রশ্মিবিকীর্ণ হইতেছে ;—যেখানে একটি "আকাশমিববিস্তীর্ণং" প্রকাণ্ড আলোকস্তম্ভ অনন্ত জলরাশির উপর, অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে, স্থির ও গম্ভীরভাবে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ;—যেখানে অনাবিল-সুস্নিগ্ধ আলোকে দিগন্ত সতত উদ্ভাসিত, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের সৌগন্ধে প্রত্যেক অণু-পরমাণু পরিমণ্ডিত, সুপ্ত-স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে সকলেই নিরন্তর উৎসাহান্বিত ;—সেই সর্ব্বাপৎ-শূন্য প্রদীপ্ত অপাপ-বিদ্ধদেবারাধ্যলোকে গমন করিবার নিমিত্ত, শুভযাত্রার আয়োজন করিতেছেন এবং এই মমত্ব-পাশে আকৃষ্ট, শতবাসনাজালে বদ্ধ সেবকাধমকে, সেই "কোটিসূর্য্যপ্রতিকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলং" বৈকুণ্ঠের চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতিষ্মান্ আলোকস্তম্ভের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক, এই দুষ্পার অকূল ভব-পারাবার পার হইবার সুদীর্ঘ অর্ণবপোত ইঙ্গিত করিয়া দেখাইতেছেন। আর, এক্ষণে বুঝিলাম যে, আপনি এই দুষ্পার অকূল ভবপারাবার পার হইয়া,—

"ন পুণ্যপুঞ্জৈ র্ন তপোভিরুগ্রৈ—
র্নদেশ তীর্থাটন যজ্ঞযোগৈঃ।
ন মন্ত্রজাপৈ র্নোপবাসকৃচ্ছ্রৈ—
র্ন গম্যতে ক্বাপি চ যঃ কথঞ্চিৎ ॥"—

সেইখানে,—যেখানে উপনীত হইলে, মানবগণের ইন্দ্রিয়গ্রাম একবারে স্তব্ধ ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে, কল্পনার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলীন হয় ;—যেখানে পৌঁছিলে, নন্দনের সুখ, জগতের ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ বোধ হয়, ভাষা নির্ব্বাক্ হইয়া যায়, বাসনা নিশ্চলতা প্রাপ্ত হয়, ইন্দ্রিয়গ্রাম নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়ে, ক্ষুদ্র স্বার্থের সঙ্কীর্ণতা দূরে পলায়ন করে ;—রিপুর তাণ্ডব, ইন্দ্রিয়ের তাড়না, বাসনার অনল ও আমিত্বের অহঙ্কার "সোঽহং" সমুদ্রে বিলুপ্ত হইয়া যায় ;—যেখানে পৌঁছিলে মানবগণ অসীম সুষমাকর এই সুবিশাল নরাবাসধরাধামে—"ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ"—সেই চির-সুখ-শান্তিময়, ব্রহ্মানন্দসুখাহ্বয় নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে উপনীত হইয়া,—"বিশন্তি যদ্‌যতয়োবীতরাগাঃ"—তাঁহার পদারবিন্দনিঃসরন্ম-করন্দপানে প্রমত্ত হইয়া, এই হতভাগ্য সেবকাধমকে ভুলিয়া গিয়াছেন।

হে ভবকর্ণধার অবতার! আপনি এই সেবকাধমের প্রতি কৃপা করিয়া, প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধদেবারাধ্যলোকের যে, উজ্জ্বল-সম্মোহন আলোকস্তম্ভের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক ইঙ্গিত করিয়া, দুষ্পার অকূল ভবপারাপার পার হইবার সুদীর্ঘ অর্ণবপোত দেখাইয়াছিলেন, এত দিনের পর, সেই মহাযানে আরোহণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে সমর্থ হইয়াছি; কিন্তু দেখিতেছি, এই কাম-ক্রোধাদিরিপুনক্র-সঙ্কুল, মোহাবর্ত্ত-চঞ্চল, অনন্ত বীচিবিক্ষুব্ধ, ভীম-ভবার্ণবে কোথাও উত্তুঙ্গ পর্ব্বত-প্রমাণ যোজন-দূর-বিস্তৃত উল্লোল-কল্লোলময় উত্তাল তরঙ্গোচ্ছ্বাস; কোথাও ঘনকৃষ্ণ অতলস্পর্শ অনন্ত জলরাশির ভিষণ গাম্ভীর্য্য! কেবল জল, চারি-দিকেই জল। আর, ঊর্দ্ধে অনন্ত ব্যাপিয়া কেবলই ঘনীভূত অন্ধকার। নিম্নে যেমন অনন্ত জলের সমুদ্র, ঊর্দ্ধেও তেমনই অনন্ত অন্ধকারের সমুদ্র। অন্ধকাররাশি ও জলরাশি যেন, এক হইয়া দিগন্ত ছাইয়া রহিয়াছে; দৃষ্টির পথ অবরুদ্ধ! এক্ষণে উপায় কি?—

"অম্ভোরাশিরয়ং নীল চঞ্চলোর্ম্মিসমাকুলঃ।
কামক্রোধমদগ্রাহ লোভবুদ্বুদসঙ্কটঃ॥
প্রণয়াব্ধেরিবারাবোবেগবাননিলোদ্ধতঃ।
কথং তরামি দুস্তরমকুলং ভবসাগরম্॥"

হে পরমারাধ্য দেব! এক্ষণে আমি নিরাশ্রয়;—"নিরাশ্রয়ং মে পতিতং বিলাসং, কটাক্ষপাতেন নয়াদ্ধতীরম্।" আমি এই ভয়-সঙ্কুল ভীম-ভবার্ণবে ভাসমান হইয়া, সেই সাধারণ কল্পনার অতীত,—স্মৃতির বহুদূরে অবস্থিত, প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধদেবারাধ্যলোক বৈকুণ্ঠের চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতিষ্মান্ আলোকস্তম্ভের প্রতি লক্ষ্য স্থির করিয়া, এই যোজন-দূরবিস্তৃত উল্লোল-কল্লোলময় উত্তাল-তরঙ্গরাশির অভিঘাত সহ্য করিয়া, সূচীভেদ্য তমোরাশি ভেদ করিয়া, সর্ব্বংসহা কঠোরতায় শরীর আচ্ছাদিত করিয়া, কাতরতার ছায়ামণ্ডিত হইয়া, ঊর্দ্ধনয়নে,—আকুল প্রাণে—

"হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ হরে মুরারে,
গোবিন্দ দামোদর দীনবন্ধো।
গোপীশ গোপেশ ভবার্ণবেঽস্মা—
ননন্ত নারায়ণ রক্ষ রক্ষ॥
ভয়েঽভয়ে বাথ শুভেঽশুভেবা,
সুখেষু দুঃখেষু চ দীননাথ।
ত্বয়াবিনান্যৎ শরণং ভবার্ণবে,
ন নোঽস্তি হে মাধব রক্ষ রক্ষ॥"—

গাহিতে গাহিতে, এই যোজন-দূরবিস্তৃত উত্তাল তরঙ্গরাশির উপর উঠিতে ও পড়িতে, আর ঘাত-প্রতিঘাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া, ব্যাকুল একাগ্রতায় আলোক-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্তন্তের প্রতি ছুটিয়া চলিয়াছি। হে ভবকর্ণধার অবতার! আপনি এক্ষণে একবার ঊর্দ্ধ হইতে "মাভৈঃ" বলিয়া অভয় প্রদান করুন। আমি ভয়ে বিকল হইয়া পড়িয়াছি, আমার মনঃ-প্রাণ সঙ্কুচিত হইয়াছে; আমার বিশ্বাস, আপনার অভয়বাণী শুনিলে, আমার দুঃখের অবসান হইবে। হে দয়াময়! আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এই ভীম-ভবার্ণবে কাম-ক্রোধাদি-রিপুনক্রভয়ে ভীত বা মোহাবর্ত্তে আবর্ত্তিত হইয়া, লক্ষ্যভ্রষ্ট না হই,—যেন, এই ভীম-ভবার্ণব পার হইয়া, নিরাপদে সেই দেব-বাঞ্ছিত—"বৈকুণ্ঠের ঘাটে" উপস্থিত হইতে পারি। শুনিয়াছি,—

"জ্ঞানদাতা গুরুঃ সাক্ষাৎ সংসারার্ণবতারকঃ।
শ্রীগুরোঃ কৃপয়া শিষ্যস্তরেৎ সংসারবারিধিম্॥"

হে জ্ঞানসিন্ধো! হে দীনবন্ধো! হে দয়ানিধে! দীনের প্রতি দয়া করিয়া, এক্ষণে কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট জ্ঞান প্রদান করুন, যাহাতে এই সুদুস্তর ভীম-ভবার্ণব পার হইয়া, সেই প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধদেবারাধ্যলোকে উপস্থিত হইতে পারি। দেব! আমার একান্ত বাসনা যে, একবার প্রাণ ভরিয়া, আপনার ঐ মুমুক্ষু-পূগার্চ্চিত শ্রীচরণযুগল পূজা করি; কিন্তু কখনও আশা-সিদ্ধির অবসর ঘটে নাই। তাই—কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি ওখান হইতে একবার আমার ঐ চির-আরাধিত শ্রীচরণযুগল মদীয় হৃদয়-কমলে স্থাপন করুন, আমি "আনন্দাশ্রুপুলকেন" অম্লান পুষ্পে—'যে অম্লান কুসুমের মধুপান তরে, লোলুপ নিয়ত মম মনমধুকরে'—সেই চির-অম্লানপুষ্পে আপনার ঐ মুমুক্ষু-পূগার্চ্চিত শ্রীচরণযুগল পূজা করি।—

"বাণী যস্য প্রকটতি পরং ব্রহ্মতত্ত্বং সুগূঢ়ং,
মুক্তীচ্ছূনাং গময়তি পদং পূর্ণমানন্দরূপম্।
বিভ্রান্তানাং শময়তি মতিং ব্যাকুলাং ভ্রান্তিমূলাং,
ব্রহ্মাত্মৈক্যং বিদিশতি পরং শ্রীগুরুং তং নমামি।"

হে পরমারাধ্যদেব! আপনি এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন কোনও দিন আপনার কৃপালাভে বঞ্চিত না হই, যেন কর্ম্মের ফলাফল আপনার ঐ শ্রীচরণযুগলে সমর্পণ করিয়া, কর্ত্তব্য-পথের অনুসরণ করিতে সমর্থ হই,—কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইতে পারি; নৈরাশ্যের—বিপদাপদের বিভীষিকা-মূর্ত্তি সন্দর্শনে যেন ভীত বা পশ্চাদ্‌পদ না হই,—যেন, এই ভীম-ভবার্ণব পার হইয়া, অন্তিমে আপনার শ্রীচরণযুগলে স্থান পাইবার উপযুক্ত হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারি ;—বিপদে-সম্পদে, যেন হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিতে পারি,—

"গুরৌ প্রসন্নে পরতত্ত্বলাভ-
স্তত্কৃতার্থোভববন্ধমুক্তঃ।
বিমুক্তসঙ্গঃ পরমাত্মরূপো—
ন সংসরেৎ সোঽপি পুনর্ভবাব্ধৌ ॥"

হে পরমারাধ্যদেব! শেষপ্রান্তে একটি কাতর-প্রার্থনা,—আমি বহু দিন হইতে, বহু বাধা-বিঘ্নের প্রবল-ঝঞ্ঝাবাতে প্রতিহত হইয়া, কতবার বিপদ-রাক্ষসীর সহিত প্রাণ-পণে তুমুল-সংগ্রাম করিয়া, অন্তরায়ের গভীরতম অন্ধকূপে নিপতিত হইয়া, উত্থান-পতনের বিবর্ত্তনে পড়িয়া, তীব্র উপহাসের ভাবী-সংক্ষোভে মুহ্যমান-হৃদয়কে সহিষ্ণুতার-দৃঢ়দুর্গে সংরক্ষিত করিয়া, আপনার শ্রীমুখারবিন্দবিনিঃসৃত উপদেশকুসুমচয়,—বেদ-প্রসবিনী বিদ্যাদেবীর শাস্ত্র-কুসুম-কাননের সুপবিত্র প্রসূন-নিচয় আহরণ করিয়া,—"উপনিষদি বনে যে পুষ্পিতামন্ত্রবৃক্ষাঃ, "সুরভিকুসুমমেষামেকমেকং বিচিত্য,"—ও মহাপুরুষগণের উপদেশ-রূপ কুসুমদাম লুণ্ঠন করিয়া,—"সমরসপদলব্ধৈর্বাঙ্ময়ৈরেব পুষ্পৈঃ"—একটি সুপবিত্র—"সুগম-সাধন পন্থা" নামক পুষ্পালঙ্কার রচনা করিয়াছি ;—এই "বুধজনহিতকারী সম্প্রদায়ানুসারী, পরম সুখনিধানং মোহমুক্তের্নিদানম্," পুষ্পালঙ্কার খানি আপনার ঐ মুমুক্ষু-পূজার্চ্চিত শ্রীচরণযুগলে "ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি" স্বরূপে সমর্পণ করিতে অগ্রসর হইয়াছি। অতএব,—

"দুঃখিতস্য দয়াকার্য্যা কৃপণস্য বিশেষতঃ।
দীনস্য ভক্তিযুক্তস্য ভবিতা নিত্যমেব হি ॥
ক্ষম্যতাং মে দীননাথ কৃপণো দুঃখিতো ভৃশম্।
সোঽহং দীনো ভক্তিযুক্তো রচিতোঽয়ং মমাঞ্জলিঃ!"

সেবকাধম—

শিবানন্দস্য।

———:০:———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবতরণিকা।

সেন্দ্রা দেবগণা মুনীশ্বরজনা লোকা সপালাঃ সদা,
স্বং স্বং কার্য্যং সুসিদ্ধয়ে প্রতিদিনং ভক্ত্যা ভজন্ত্যত্তমাঃ।
তং বিশ্বেশমনন্তমচ্যুতমজং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বাশ্রয়ং,
বন্দে বৈদিকতান্ত্রিকাদিবিবিধৈঃ শাস্ত্রৈঃ পুরোবন্দিতম্॥

পুরাকালে যখন সমস্ত বিশ্বজগৎ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখন একমাত্র ভারতবর্ষই জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। এই ভারতবর্ষ হইতেই সকল বিদ্যার, সকলপ্রকার ধর্ম্মের ও সকলপ্রকার সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সংঘটিত হইয়াছে। আর্য্য-ঋষিগণ কোনও বিদ্যা, কোনও ধর্ম্ম, অথবা কোনও সম্প্রদায়কে অবহেলা করেন নাই। তাই—ভারতে সকল বিদ্যার, সকলপ্রকার ধর্ম্মের ও সম্প্রদায়ের আলোচনা ছিল। তাঁহারা মোক্ষকামী ও পার্থিব বিষয়ে বীতস্পৃহ থাকিতেন, সেইজন্য আধ্যাত্মিকতায় প্রাচীন ভারত, যতদূর উন্নত হইয়াছিল, কোনও দেশে, কোনও সম্প্রদায়ে, কোনও জাতি, একাল পর্য্যন্তও তাহার কিঞ্চিন্মাত্র উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। জ্ঞানের গৌরবে, বিদ্যার বিভবে, ধর্ম্মের প্রভাবে, ভারতবর্ষ চিরদিনই সম্মানের উচ্চ-চূড়ায় সমারূঢ় ছিল। যে জ্ঞানালোক যখনই জগতে বিচ্ছুরিত হইয়াছে, যে বিদ্যার বিভব যখনই জগতে দীপ্তি পাইয়াছে, যে ধর্ম্মের প্রভাব যখনই জগতে প্রচারিত হইয়াছে; ভারতবর্ষে তখনই তাহার ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পাইয়াছে। এইজন্য,—

"গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি,
ধন্যাস্তু যে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গস্য চ হেতুভূতে,
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ॥"

গরুড়পুরাণ। উত্তরঃ।১২

অমরার অমরগণও এই গাথা গান করেন যে, যাহারা ভারত-ভূভাগে জন্মলাভ করিয়াছে, তাহারা ধন্য; যেহেতু, নরগণ ভারতে জন্মলাভ করিয়া, স্বর্গ ও অপবর্গ উভয় ফললাভে সমর্থ হয়। হায়,—সেই ভারতবর্ষের আজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি অধঃপতন ঘটিয়াছে! ভারতবর্ষের যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেইদিকেই দেখিতে পাইবে, ভারতবর্ষের আর্য্যজাতি আজ কি অতি শোচনীয় দশায় উপস্থিত হইয়াছে!—এরূপ শোচনীয় অবস্থা—বোধকরি, আর কোনও সভ্য দেশে সম্ভবপর নহে; এরূপ অতি শোচনীয় অধঃপতন যেন, আর কোনও দেশে না হয়।

"ধর্ম্মঃ প্রব্রজিতস্তপঃ প্রচলিতং সত্যঞ্চ দূরং গতং,
পৃথ্বীমন্দফলা জনাকপটিনো লৌল্যে স্থিতাব্রাহ্মণাঃ।
মর্ত্ত্যাঃ স্ত্রীবশগাঃ স্ত্রিয়শ্চ চপলা নীচাজনা উন্নতা —
হা কষ্টং খলু জীবিতং কলিযুগে ধন্যা জনা যে মৃতাঃ॥"

গরুড়পুরাণ। পূর্ব্বঃ।১১৫

এই কি সেই বিশ্ব-বিমোহন "সুজলাং সুফলাং শস্য-শ্যামলাং" সর্ব্বসমৃদ্ধি-শালিনী শোভন-সৌন্দর্য্যময়ী ভারতভূমি? যে পুণ্যভূমিতে জগন্নিয়ন্তা পরমপিতা পরমেশ্বর, স্বাংশক্রমে—রাম-কৃষ্ণ-বামন,—মীন-কূর্ম্ম-বরাহ,—নৃসিংহ-পরশুরাম-বুদ্ধাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া, লীলা-খেলা করিয়াছিলেন;—নারদ-শুকদেব-অঙ্গিরা, ব্যাস-বাল্মীকি-পুলস্ত্য প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়া, কঠোর-কৃচ্ছ্র-উগ্র-তপঃ সাধনায় প্রাণপাত করিয়াছিলেন;—যে দেশে দাতাকর্ণ-হরিশ্চন্দ্র-যুধিষ্ঠিরাদি রাজন্যবর্গ জন্মগ্রহণ করিয়া, স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন;—এই কি, সেই অবতার সকলের লীলাভূমি,—আর্য্য-ঋষিদিগের তপোভূমি,—ধার্ম্মিক রাজন্যবর্গের জন্মভূমি,—এই কি সেই পুণ্য-ক্ষেত্র!—যেখানে রাম-কৃষ্ণ-বামনাদির ন্যায় নর নারায়ণ;—দাতাকর্ণ হরিশ্চন্দ্র-যুধিষ্ঠিরাদির ন্যায় স্বার্থত্যাগী,সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় রাজন্যবর্গ;—সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীর ন্যায় সাধ্বী-সতী-পতিব্রতা জন্মগ্রহণ করিয়া, হিন্দুর ধর্ম্মমন্দিরে স্মৃতি-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন;—এই কি সেই দেশ!—যেন, সকলই স্বপ্ন-কল্পিত কাহিনী বলিয়া মনে হয়। কেননা, যাহাদের প্রধান শিক্ষা ছিল,—'ত্যাগ'; প্রধান দীক্ষা ছিল,—'তপস্যা'; প্রধান ধর্ম্ম ছিল,—'যজ্ঞ ও দান'; প্রধান উদ্দেশ্য ছিল,—'মোক্ষ'; প্রধান কর্ত্তব্য ছিল,—'মনুষ্যত্বলাভ'; আজ, সেই অবতার সকলের লীলাভূমি,—মুনি-ঋষিদিগের তপোভূমি,—ধার্ম্মিক-বর্গের জন্মভূমি,—প্রেত-পিশাচের রঙ্গভূমি হইয়াছে! সেই নরদেবতাদিগের আদর্শ ধর্ম্ম,—মুনি-ঋষিদিগের কঠোর তপস্যা,—সেই ধার্ম্মিকবর্গের ব্যোমব্যাপী যজ্ঞধূম ও দান-শৌণ্ডিকতা,—শঙ্খ-সিন্দুর-শোভিতা ভারতকুললক্ষ্মীর সতীত্ব,

LIBRARY
No. 815 (...)
Shri Shri ... Ashram

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—অধুনা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল প্রবাহে সকলই ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া, ধ্বসিয়া-খসিয়া, ভাসিয়া-ডুবিয়া, জ্বলিয়া-পুড়িয়া ছারখার হইয়া গিয়াছে! - আছে, কেবল সেই সকলের একটি বিকৃত ছায়া!

"স্নানং ন সন্ধ্যা ন ভবেদুপাসনা,
ন চাগ্নিহোত্রং ন জপোঽর্চ্চনঞ্চ।
সতাং ন সঙ্গো নিয়মোযমশ্চ,
নরঃ পশুঃ পুচ্ছবিষাণহীনঃ॥"

ঐ দেখ! ভারতবর্ষে, আর্য্যজাতির আকাশভেদী সুধাধবলীত সুরম্য হর্ম্ম্যাবলীতে চণ্ডীমণ্ডপ প্রতিমা-শূন্য;—অভ্রচুড়স্পর্শী দেবমন্দির দেবতা-শূন্য,—যজ্ঞশালা ঋত্বিকশূন্য;—ধর্ম্মহীন,কর্ম্মহীন,বিধিহীন, ক্রিয়াহীন, নীতিহীন,আর্য্যসন্তান, আজ অশেষ দুঃখ-দুর্দ্দশার অগ্নিশিখায় এবং মহামারী-রাক্ষসীর করাল-কবলে নিপতিত হইয়া, অহর্নিশ আর্ত্তনাদে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতেছে। ভারতবর্ষে শান্তি নাই। আর্য্য-সন্তানগণ আধি-ব্যাধি-শোক-তাপে সদাই জর্জ্জরীভূত। কোথাও দুর্ভিক্ষের দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কোথাও ভূ-কম্পনে পাতালতলের জলোদ্গমে দেশ ধ্বসিয়া-খসিয়া ডুবিয়া-ভাসিয়া যাইতেছে। কোথাও মহামারী-রাক্ষসীর লোল-রসনা লক্‌লক্ করিতেছে। কোথাও জলপ্লাবনের প্রবলোচ্ছাস। কোথাও বা বাত্যাবর্ত্তের প্রকট প্রবাহ। কেন এমন হইল?

"ত্যক্ত্বাশৌচবিবেকতত্ত্বসুধা লোকাঃ ক্ষুধাপীড়িতাঃ;
বিপ্রা বেদহতা স্তথা প্রচলিতা বহ্বাশিনো দুঃখিতাঃ।
ক্ষৌণী মন্দফলা নৃপাশ্চ বিকলাঃ সংগ্রামঘোরা মহী,
প্রেতাঘাতদুরন্তপীড়িততরা দেবেজ্য রাহ্বোর্যুতৌ॥"

কেন এমন হইল, তাহা আরও কি বলিতে হইবে? সুখ-শান্তি হারা হইয়া, আধি-ব্যাধি-শোক-তাপের যন্ত্রণাময় জীবন লইয়া, আর্য্যসন্তান যতই আর্ত্তনাদ করিয়া বেড়াইতেছে, করুণার সাগর দয়াল ঠাকুর ভগবান্ ততই তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিয়া কহিতেছেন,—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ।" একদিকে আর্য্যসন্তানদিগের হাহাকার, অন্যদিকে তার স্বরে, জগন্নিয়ন্তা পরমপিতা পরমেশ্বরের অভয়বাণী প্রচার,—"হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" আর্য্যসন্তান সুখ-শান্তি হারা হইয়া, আর্ত্তনাদ করিয়া, সুখ-শান্তির অন্বেষণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অহর্নিশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কিন্তু যে পথ অনুসরণ করিলে তাহাদের দুঃখ-নিবৃত্তি হইবে এবং তাহারা চরম-সুখের—চির-শান্তির—স্থায়ী-আনন্দের অধিকারী হইতে পারিবে, সে পথের প্রতি তাহাদের আদৌ দৃষ্টি পড়িতেছে না। শাস্ত্র কহিতেছেন।

"প্রাণাঘাতান্নিবৃত্তিঃ পরধনহরণে সংযম সত্যবাক্যং,
কালে শক্ত্যা প্রদানং যুবতিজনকথা মূকভাবোপরেষাম্।
তৃষ্ণাস্রোতোবিভঙ্গো গুরুষু চ বিনয়ঃ সর্ব্বভূতানুকম্পা,
সামান্যঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষ্বনুপহতবিধিঃশ্রেয়সামেষপন্থাঃ॥"

সুভাষিত রত্নভাণ্ডাগার।

প্রাণিহিংসা হইতে নিবৃত্তি, পরধনহরণে সংযম, সর্ব্বদা সত্যবাক্য সম্ভাষণ, যথাকালে যথাশক্তি সৎপাত্রে দান, যুবতী কামিনীর নিকট মূকভাব প্রদর্শন ও পরস্ত্রীগমনেচ্ছা ত্যাগ, বিষোদ্গারী বিষয়-সুখের ভোগ-বাসনা নিবৃত্তি, গুরুজনের নিকট নম্রতা, সর্ব্বভূতের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করা এবং সর্ব্ব-শাস্ত্রের যাহা সার ও সত্য তাহা গ্রহণ করা,—এই সকল বিহিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানই শ্রেয়োলাভের অর্থাৎ ইহলোকে সুখ-শান্তি উপভোগ ও পরলোকে চরম-সুখ—চির-শান্তি—স্থায়ী-আনন্দ লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া কথিত হইয়াছে।

অধুনা আর্য্যসন্তানগণ, এই সকল ধর্ম্ম-বৃত্তির সহিত সংস্রবশূন্য হইয়া, হীন হইতে হীনতর ও হীনতম অবস্থায় নিপতিত হইতেছে। এই যে, গঙ্গা-যমুনা-নর্ম্মদা, সিন্ধু-কাবেরী-সরস্বতীর সুধা-ধৌত ভারতবর্ষে নৈসর্গিক দৈবদুর্ব্বিপাক উপস্থিত হইতেছে, তাহা কেবল ধর্ম্মবিলোপ জন্য বুঝিতে হইবে। শাস্ত্র বলেন, —"বিহিতস্যাননুষ্ঠানান্নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ। অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি॥" ঐ যে, মাথার উপর রাজদ্রোহিতার ভীমবার্ত্তা ভীষণরূপে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, তাহারও কারণ ধর্ম্মভ্রংশ বৈ আর কিছুই নয়। ভারত-ভূমি, ধর্ম্মের আদর্শ ভূমি। ভারতবর্ষের সুখৈশ্বর্য্য যে, অতীত চিত্রপটে নয়ন-সমক্ষে নিত্য দেদীপ্যমান, সকলই ধর্ম্মানুষ্ঠানের—কৃতপুণ্যের পরিচায়ক। পুরাকালে এই ভারতবর্ষে যে অমরার সুখ-সমৃদ্ধি ছিল,—এই বনস্থলী যে নন্দনের পারিজাত কুসুমে শোভন-সৌন্দর্য্যময়ী ছিল,—সকলই ধর্ম্ম ও পুণ্যের মাহাত্ম্যে। বাস্তবিক,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৌজন্যং বরবংশজন্ম বিভবো দীর্ঘায়ুরারোগ্যতা
বিজ্ঞত্বং বিনয়িত্বমিন্দ্রিয়বশঃ সৎপাত্রদানেরুচিঃ।
সন্মন্ত্রী সুসুতঃ প্রিয়া প্রিয়তমা ভক্তিশ্চ নারায়ণে,
সৎপুণ্যেন বিনা ত্রয়োদশগুণাঃ সংসারিণাং দুর্লভাঃ॥

সেই পুণ্য আর্য্যসন্তানগণ অধুনা বিস্মৃত হইয়াছে,—অথবা হেলায় হারাইয়াছে। আর, সেই পুণ্যের অভাবেই আজ—আর্য্য জাতিরা নরকের হাহাকারে রোদন করিতে বসিয়াছে! যে দেশে এককালে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ, জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া,—জপ-তপঃ, যাগ-যজ্ঞ, পূজা-অর্চ্চনায় সতত নিরত থাকিয়া, ধর্ম্মানুষ্ঠানে পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চয় করিতেন; তাঁহাদের সেই জপ-তপঃ, যাগ-যজ্ঞ, পূজা-অর্চ্চনায় আসমুদ্র-হিমালয় পর্য্যন্ত শঙ্কিত স্তম্ভিত ও চমকিত হইত;—আজি কিনা, সেই দেশে—তাঁহাদেরই বংশধুরন্ধর অপোগণ্ড অকাল-কুষ্মাণ্ডগণ সেই পুণ্যের নাম শুনিলে,বা কাহাকেও জপ-জাপ,ব্রত-তপ,যজ্ঞ-যাগ, পূজা-অর্চ্চনা করিতে দেখিলে, নাসিকা কুঞ্চন করিয়া, বিস্ফারিত-নয়নে কহিয়া থাকেন,—'ওহে, পাগল হইয়াছ নাকি? ওসব কিছুই নয়; ছেলে খেলা মাত্র।' ইহা অপেক্ষা আর, আক্ষেপের বিষয় কি আছে? এই বৃদ্ধ হিন্দুধর্ম্মকে কতবার বিধর্ম্মীরা নাশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছে; কিন্তু আর্য্যসন্তানগণ কত যত্নে, কত চেষ্টায় সংগ্রাম করিয়া, প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া, ইহাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন; পরন্তু আজি সেই আর্য্যসন্তানগণ বৃদ্ধ হিন্দুধর্ম্মকে নাশ করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া পরধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে। কিন্তু ভগবান্ কহিয়াছেন,—"পরধর্ম্মোভয়াবহঃ।" উহাতে কখনই সুখ-শান্তি পাইবে না, কেবল দুঃখ—কেবল যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে। সেইজন্য পূর্ব্বকালের হিন্দুরা—'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" ভাবিয়া, স্বধর্ম্মে থাকিয়া, স্বধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য "বরং প্রাণপরিত্যাগঃ শিরসামপি কর্ত্তনম্" করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না, অকাতরে বিধর্ম্মীর নিকট শিরশ্ছেদনও স্বীকার করিয়া হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বিধর্ম্মীরা এই হিন্দুধর্ম্মকে বধ করিবার জন্য কতবার, কত প্রকারে, কত চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু তাহাতেও সনাতন শাশ্বত হিন্দুধর্ম্ম কদাপি ভয়ও পায় না,—মরেও না। কত মধু-কৈটভ, কত রাবণ-কুম্ভকর্ণ, কত পূতনা, কত অঘাসুর-বকাসুর, কত দন্তবক্র-শিশুপাল প্রভৃতি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া প্রাণই হারাইয়াছে; কিন্তু বৃদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই। যে বৃদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম, এত হিংসা-দ্বেষ, বিপদ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপদ, বাধা-বিঘ্ন, যুদ্ধ-হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি প্রভূত অন্তরায়-বিপর্য্যয়ের মধ্যে লালিত-পালিত, পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া আসিতেছিল; আজি কিনা আর্য্য সন্তানগণ, সেই অতিবৃদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অবহেলা করিয়া, ভারত-মাতার কোমল বক্ষঃ ক্ষত-বিক্ষত, জর্জ্জরিত ও বিষদগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে!

আর্য্যসন্তান! তুমি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছ; সে অবশ্য অতি মহৎ ধর্ম্ম! হিন্দু-ধর্ম্ম তাহাকে হিংসা করেনা। তাহার সঙ্গে ইহার বিবাদ নাই। কিন্তু তোমার নিজের; তোমার পিতা প্রপিতামহের;—ব্যাস, কপিল, শঙ্করাচার্য্যের সেই ধর্ম্ম ছাড়িবার আগে,—সে ধর্ম্মটি পড়িয়া দেখিয়াছ কি?—যে ধর্ম্মের মূলমন্ত্র প্রবৃত্তিকে দমন, আত্মজয়; যে ধর্ম্মের চরম বিকাশ সর্ব্বভূতে দয়া,—যে দয়া শুধু মনুষ্যজাতিতে আবদ্ধ নয়, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সামান্য পিপীলিকাটি বধ করিতে যে ধর্ম্ম নিষেধ করিয়া থাকে;—সেই ধর্ম্ম তুমি এক কথায় ছাড়িয়া দিয়া,—তুমি কিনা পরধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, মর্ম্ম কলুষিত করিতেছ! আর যাহাই হউক, হিন্দুধর্ম্মের এই মহত্ত্বটুকু আছে, যে এ উদার—অত্যুদার সনাতন হিন্দুধর্ম্ম! সে যে কোন বিধর্ম্মীকে নিজের বুকে করিয়া লইতে পারে! আর বিধর্ম্ম?—একজন বিধর্ম্মী শত তপস্যায়ও উদার হইতে পারে না। কিন্তু আজ তুমি প্রতি শিরায়, মজ্জায়, স্নায়ুতে, বিধর্ম্মী। তোমাদিগকে দেখিলে বোধ হয় যেন, চক্ষের সম্মুখে সহসা একটা যবনিকা উঠিয়া গেল। কেননা, সেই রামায়ণের যুগ হইতে হিন্দুধর্ম্মের একটা গৌরবময় অতীত স্মৃতি, আমাদের চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছিল; ভগবান্ রামচন্দ্রের বিজয় কাহিনী, বিভীষণের আত্মবলি, চণ্ডের ত্যাগ প্রভৃতি ভুলিয়া, আজ কি না মর্ম্মবেদনার অগ্নিশিখায় জ্বলিয়া পুড়িয়া হাহাকার করিতেছ!

"ধর্ম্মং প্রসঙ্গাদপি নাচরন্তি,
পাপং প্রযত্নেন সমাচরন্তি।
আশ্চর্য্যমেতদ্ধি মনুষ্যলোকেহ—
মৃতং পরিত্যজ্য বিষং পিবন্তি॥"

সুভাষিত রত্নভাণ্ডাগার।

অহো, কি আশ্চার্য্য! আর্য্যজাতি ধর্ম্মের প্রভাব বুঝিতে পারিয়াও তাহার অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইয়া, পাপানুষ্ঠানে অশেষ দুঃখ-কষ্টে ক্লিষ্ট এবং মথিত হইতেছে; কিন্তু তথাপি ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত হইয়া, অমৃতকে পরিত্যাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া হলাহল পান করিতে অগ্রসর হইতেছে। ফলে, ভারতবর্ষে শান্তি নাই; চতুর্দ্দিকে অশান্তির আগুন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বংসহা ভূতধাত্রী ধরিত্রী, সকল ভার সহিতে পারেন; কিন্তু পাপের ভার বহিতে পারেন না। তাই পৃথিবী যখন পাপভারে ভারাক্রান্তা হন, বসুমতী তখন ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া, ধ্বসিয়া-খসিয়া, ভাসিয়া-ডুবিয়া, জ্বলিয়া-পুড়িয়া ছারখার হইয়া যান। আধুনিক পাশ্চাত্য জীবতত্ত্ব যাহাই বলুক, ধর্ম্মেই উন্নতি—উৎকর্ষ; আর অধর্ম্মেই-অবনতি—পতন। মানব-সমাজ ধর্ম্মের বলেই সংরক্ষিত হইয়া, উৎকর্ষ লাভ করে। ধর্ম্ম ভিন্ন মানব-সমাজ তিষ্ঠিতে পারে না—উন্নতি ত দূরের কথা। ফলতঃ মানব-আত্মার জন্য—মানব-সমাজের জন্য—ধর্ম্ম অন্নজল অপেক্ষাও প্রয়োজনীয়। অতএব,—

"ধর্ম্মোঽত্র মাতা পিতরৌ নরস্য,
ধর্ম্মঃ সখা চাত্র পরে চ লোকে।
ত্রাতা চ ধর্ম্মস্তিহ মোক্ষদশ্চ,
ধর্ম্মাদৃতে নাস্তি তু কিঞ্চিদেব॥

ব্রহ্মপুরাণ।২৪৫

ইহলোকে ধর্ম্ম, কি ধার্ম্মিকের পুণ্যক্ষেত্রে, কি সাধকের সাধনায়, কি উপাসকের উপাসনায়, কি দেবোপাসকের দেবার্চ্চনায়, কি যোগীর যোগ-সাধনায়, কি ত্যাগীর ত্যাগে, শুভফলপ্রসূ;—ধর্ম্ম, কি সামাজিকের সমাজ-শাসনে, কি রাজনৈতিকের রাজনীতিতে, কি বীরের বীরত্বে কি ধীরের ধৈর্য্যে, শুভফলপ্রসূ;—ধর্ম্ম কি ভোগীর ভোগে, কি গৃহীর গৃহে, কি রাজরাজেশ্বরের সুধাধবলিত আকাশভেদী সুরম্য হর্ম্ম্যাবলীতে, কি দরিদ্রের জীর্ণ-শীর্ণ পলালা-বশেষ পর্ণকুটীরে, শুভফলপ্রসূ। মানুষ, ধর্ম্মবলেই রাজ্য লাভ করে, ধর্ম্মবলেই স্বর্গপ্রাপ্ত হয় এবং আয়ুঃ, কীর্ত্তি, তপস্যা, এমন কি, মোক্ষ পর্য্যন্তও ধর্ম্মবলেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং, ধর্ম্মই লোকের মাতা-পিতা, ধর্ম্মই ইহ-পরকালের সখা, ধর্ম্মই ভ্রাতা এবং ধর্ম্মই মোক্ষপ্রদ; ধর্ম্ম ব্যতীত মানবগণের কি ইহলোকে কি পরলোকে আর পরম মিত্র কেহই নাই। এই ধর্ম্মের যখন অধঃপতন ঘটে, তখনই মানবাত্মা ভীষণ অন্ধকূপে পড়িয়া, আপনি আপনার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া খাইতে থাকে। সে বড় বিষম সমস্যার সময়। সে অতি সঙ্কটের সময় উপস্থিত হয়। ধর্ম্মহীন মানব-আত্মা নরকের পৈশাচিক ছায়া!—ধর্ম্মহীন মানব-সমাজ শ্মশানের চিতাগ্নি—তাহাতে নন্দনের পারিজাত জ্বলিয়া পুড়িয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছাইভস্ম হইয়া যায়। অতএব এক্ষণে দেখা যাউক, ধর্ম্ম কি ?

ধ্যানং তপঃ সত্যযুগে ত্রেতায়াং যজ্ঞকর্ম্ম চ।
দ্বাপরে পূজনং দানং হরের্ণাম কলৌযুগে ॥

সত্যযুগে ধ্যান ও তপস্যা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ ও কর্ম্ম, দ্বাপরযুগে পূজা ও দান ; কিন্তু কলিযুগে কেবল হরিনাম কীর্ত্তনই যুগধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং কলিকালের মানব, সংসারে থাকিয়া, সংসারের তাপ জ্বালার মধ্য দিয়া - দাস্যভাবের সাধনাপথ বহিয়া, হরিনামে রুচি করিয়া, অহর্নিশ হরিনাম কীর্ত্তন করিতে পারিলে, অনায়াসে অন্যান্য যুগের কঠোর-সাধ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের মহাফল 'মুক্তি' লাভে সমর্থ হয়। সেইজন্য শাস্ত্রও কহিয়াছেন,—

"হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥"

কলিকালে হরিনাম ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই, আশ্রয় নাই, উপায় নাই। বাস্তবিক, কলির-মানুষ অল্পায়ুঃ ও অন্নগত-প্রাণ, অন্যান্য যুগের দীর্ঘায়ুঃ মানুষের মত মোক্ষ-সাধন ধর্ম্মানুষ্ঠানে সমর্থ হইতে পারিবে না, সেইজন্যই কলিকালে ভগবানের নামকীর্ত্তনই ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। কেননা, কলির মানুষ কয়দিনের জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছে ? কতটুকু লীলা খেলারই বা তাহার অবসর আছে ? তাহারই মধ্যে আবার দেখ, কত অন্তরায় —আজ জ্বর, কাল বসন্ত, পরশ্ব ম্যালেরিয়া, তার পরদিন যক্ষ্মা প্রভৃতি আরও কত কি বিঘ্নরাশি শ্রেয়ঃ-সাধনায় বিঘ্নোৎপাদন করিতে তৎপর রহিয়াছে! শ্রেয়ঃ-সাধনায় বিঘ্ন অনন্ত ; কিন্তু সময় অতি অল্প। এইরূপ অনন্ত বিঘ্নের মধ্যে মানুষের স্থিতি ; কিন্তু এ স্থিতির স্থায়িত্ব কতক্ষণ ? মানুষের অস্তিত্ব কতটুকু ? মানুষের শক্তিই বা কতটুকু ? পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায় মানুষের জীবন অতি চঞ্চল ; ইহার ক্ষীণ সূত্র যে, কোন্ মুহূর্ত্তে ছিন্ন হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। সুতরাং "হরের্ণামৈব" ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। কেন নাই ? ইহার উত্তর দিতে হইলে, অনন্ত শাস্ত্রের আলোড়ন করিতে হয়। বর্ত্তমান উন্নতি-পথে আগুয়ান, পাশ্চাত্যবিদ্যার ঐন্দ্রজালিক কুহেলিকাসমাচ্ছন্ন জ্ঞান-প্রভাবে বিঘূর্ণিত-মস্তক মানবের নিকট অনন্ত শাস্ত্রের সেই সারতম-তত্ত্বের অবতারণা করিতে যাওয়া, উপহসনীয় হইলেও, সেই সুতীব্র উপহাসের ভাবী সংক্ষোভে মুহ্যমান হৃদয়কে সহিষ্ণুতার দৃঢ়দুর্গে সংরক্ষিত করিয়া,আজ সেই প্রাচীন আর্য্যঋষিদিগের গভীর গবেষণাপরিমার্জ্জিত,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাস্ত্রে সমূহের সারতত্ত্ব—"কলৌ হরের্নামৈব কেবলম্" এই যুগধর্ম্মের মর্ম্ম কি? —তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব। একদা পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব, এই সারতত্ত্বের মর্ম্মার্থ সকল আমাকে বুঝাইয়াছিলেন, সেই সকল গুহ্যরহস্য সর্ব্বসাধারণের নিকট ব্যক্ত করাই আমার কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু বর্ত্তমানযুগে মানবের নিকট, সেই সকল গুহ্যরহস্য ব্যক্ত করা আমার সাধ্যাতীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নীতি-শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—"তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে।" আমারও সেই অবস্থা। কবিকুলতিলক ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন,—

"স্বায়ত্ত মেকান্ত গুণং বিধাত্রা,
বিনির্ম্মিতং ছাদন মজ্ঞতায়াঃ।
বিশেষতঃ সর্ব্ববিদাং সমাজে,
বিভূষণং মৌনমপণ্ডিতানাম্॥"

'বিধাতা অজ্ঞতার আচ্ছাদন স্বরূপ মৌনগুণের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহা স্বায়ত্ত, পরায়ত্ত নহে। বিশেষতঃ বিদ্বদ্বৃন্দ সমলঙ্কৃত সমাজে মূর্খ ব্যক্তির একমাত্র মৌনই বিভূষণ।' কবিবরের উপদেশ মানিয়া, উপস্থিত ক্ষেত্রে মৌনাবলম্বনই আমার কর্ত্তব্য ছিল; কিন্তু তাহাতে দশের বা দেশের কোন উপকার দর্শিবে না। এইজন্য "লুব্ধমিচ্ছতি চন্দ্রঞ্চ বাহুভ্যাং বামনো যথা।" আমিও সেই প্রকার মূঢ় হইয়া শাস্ত্র সকলের গুহ্য রহস্যের মর্ম্মোদ্‌ঘাটনে অগ্রসর হইয়াছি। নিজে জানিনা; অথচ, অপরকে জানাইতে চাহিতেছি; নিজে চিনি না; অথচ, অপরকে চিনাইতে চাহিতেছি; ইহার অধিক মূঢ়তার নিদর্শন আর কি হইতে পারে? প্রাজ্ঞজন কহিয়াছেন,—

"মেধাবী বাক্‌পটুঃ প্রাজ্ঞঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বশাস্ত্র সমালোকী হ্যেষ সাধুঃ স লেখকঃ॥"

"যে ব্যক্তি মেধাবী, বাক্যরচনাপটু. সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, এবং সর্ব্বশাস্ত্রে যাঁহার অধিকার আছে; সেই সাধুপুরুষই লেখকতাকার্য্যে নিযুক্ত হইবার যোগ্য।" কিন্তু বলিতে কি? এই সকল গুণরাশির কোনও একটি গুণ আমাতে বিদ্যমান নাই। সুতরাং,—

মন্দঃ কবি যশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্য ফলে লোভদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥

দীর্ঘাকৃতি পুরুষলভ্য অর্থাৎ বৃক্ষের উন্নত শীর্ষস্থ ফলের লোভে বামন হাত বাড়াইলে, লোকে যেমন তাহাকে উপহাস করে, তদ্রূপ আমি মূঢ় হইয়াও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কবিযশঃপ্রার্থী হওয়ায়, লোকের নিকট উপহাসাস্পদ হইব, সংশয় নাই। কিন্তু, "দোষাকরোঽহং গুণলেশহীনঃ, সর্ব্বাধমো দুর্ভবস্তকাঙ্ক্ষী" আমি অজ্ঞ অন্ধ মূঢ় হইলেও, আমার বুদ্ধিবৃত্তি উজ্জ্বল না থাকিলেও, গুরুকৃপাবশে আমার হৃদয় হইতে যে সকল ভাব প্রকাশ হইবে. যাঁহারা প্রকৃত ভাবুক বা ভগবদ্ভক্ত, সম্ভব, তাঁহারা তাহা উপাদেয় জ্ঞানে গ্রহণ করিবেন। এই আশা হৃদয়ে বলবতী হইতেছে। কেননা,—

কোটিজন্ম দুরারাধ্য মসাধ্য মসতামপি।
আশাবলবতী পুংসাং কৃষ্ণংসেবিতুমিচ্ছতি॥
কিং ক্ষুদ্রাঃ কিং মহান্তশ্চ বাঞ্ছন্তি পরমং পদং।
লব্ধুমিচ্ছতি চন্দ্রঞ্চ বাহুভ্যাং বামনো যথা॥

পুরুষদিগের আশাই বলবতী; কারণ. কোটিজন্ম দুরারাধ্য ও অসল্লোক-দিগের অসাধ্য হইলেও, তাহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে বাঞ্ছা করিয়া থাকে। আকাশে হাত বাড়াইয়া, বাহু দ্বারা চন্দ্রকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী বামনের ন্যায় কি ক্ষুদ্র, কি মহান্ সকলেই পরমপদ প্রাপ্তির ইচ্ছা করিয়া থাকে। কেননা,—

লঘুর্জ্জনঃ সজ্জন সঙ্গি সঙ্গাৎ,
করোতি দুঃসাধ্যমপি সুসাধ্যম্।
পুষ্পাশ্রয়াচ্ছম্ভু শিরোঽধিরূঢ়ং,
পিপীলিকা চুম্বতি চন্দ্র বিম্বম্॥

লঘুব্যক্তি সজ্জন সহবাসে অসাধ্যও সুসাধ্য করিতে সমর্থ হয়। তাহার দৃষ্টান্ত, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পিপীলিকা পুষ্পসংসর্গে থাকিয়া, ভগবান্ শঙ্করের শিরোদেশে আরূঢ় হইয়া, চন্দ্রবিম্বস্পর্শসুখাস্বাদন করিতে সমর্থ হয়। তাই আমার ভরসা, বিদ্বদ্বৃন্দের সংসর্গে ও স্নেহে এবং সজ্জনের চরণ সেবায় এবং পরমারাধ্য গুরুদেবের অমোঘ আশীর্ব্বাদে, আমার যোগ্যতা ফুটিলেও ফুটিতে পারে। কিন্তু, আমি কাহারও উপদেশক নহি, বা কাহাকেও উপদেশ দিতেছি না। সুতরাং

ইদং শান্তিপ্রদং গ্রন্থং গুরূণাং কৃপয়া ময়া।
গুণানাং ন প্রসিদ্ধ্যর্থং স্বশান্ত্যর্থং করোম্যহম্॥

আমি এই দুর্গম বিষয়ে অজ্ঞ হইয়াও, কেন যে ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার কারণ,—নানাপ্রকার লোকের সহিত, ভগবানের গুণকথা ব্যতিরেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নানা কথা কহিয়াছি; সেইজন্য আমার বাক্য মলিনীভূত হইয়াছে। এক্ষণে ভগবদ্‌গুণ-বর্ণনায় তাহা পবিত্র করিব। সেই পুণ্যকীর্ত্তি পুণ্যশ্লোক ভগবানের গুণকীর্ত্তনই পুরুষবাক্যের পরম লাভ। ভক্তদিগের প্রিয়তম সেই পবিত্র কথামৃতে যাহার কর্ণ অভিষিক্ত হয়, তাহারই কর্ণ সার্থক। শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে গোপীগণ কহিতেছেন,—

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং,
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণ মঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥"

ত্বদীয় বাক্যামৃত প্রতপ্তজনের জীবনস্বরূপ, ব্রহ্মবেত্তাগণের সংস্তুত ও পাপহর; উহা শ্রুতিমাত্র কল্যাণ ও শান্তিলাভ হয়; ধরাতলে বিস্তারিতরূপে যাঁহারা তাহা পান করান, তাঁহারাই ভূরিদাতা ও ধন্য। তবে যদি কেহ এ ক্ষুদ্রের প্রতি অনুকম্পা করিয়া, শুনিতে বাসনা করেন, সে দোষ আমার নহে। তবে কথা এই যে, বক্তা ও শ্রোতা উভয়ে সমান হইলেই অর্থ সুপ্রকাশিত হয়। বক্তা শ্রোতাকে লক্ষ্য না করিয়া গর্ব্বিতভাবে আপনার অনুকূল উৎকৃষ্ট বাক্য-প্রয়োগ করিলে, তাহাতে কোনই শ্রোতার প্রীতি জন্মে না। আর, যে ব্যক্তি স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া, কেবল শ্রোতার অনুকূল বাক্য প্রয়োগ করে, তাহার সে বাক্যে অবশ্যই লোকের আশঙ্কা উপস্থিত হয়। সুতরাং ঐরূপ বাক্যকেও দোষযুক্ত বলিতে হইবে। কিন্তু যিনি আপনার ও শ্রোতার অবিরুদ্ধে বাক্য বিন্যাস করেন, তাঁহাকেই যথার্থ সদ্বক্তা এবং তাঁহার বাক্যকেই যথার্থ অর্থযুক্ত বাক্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তবে বিশেষ কথা এই যে, বক্তব্য বাক্যগুলি অষ্টাদশ প্রকার দোষ শূন্য ও অষ্টাদশ প্রকার গুণযুক্ত হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ সৌষ্ঠব, সাঙ্খ্য, ক্রম, নির্ণয় ও প্রয়োজন,—এই পঞ্চাঙ্গযুক্ত পদ-সমূহকেই বাক্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। তন্মধ্যে যাহা সংশয়সূচক, তাহার নাম—'সৌষ্ঠব'; যাহার দ্বারা গুণদোষ সংখ্যা করা যায়, তাহার নাম —'সাংখ্য'; যাহার দ্বারা পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম নিরূপিত হয়, তাহার নাম—'ক্রম' পূর্ব্ব পক্ষের পর বিচারান্তে যাহা সিদ্ধান্ত হয়, তাহার নাম—'নির্ণয়'; এবং ঔৎসুক্য ও দ্বেষ নিবন্ধন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জন্মে, তাহার নাম—'প্রয়োজন'। জন-সমাজে যে সকল বাক্যপ্রয়োগ করিতে হইবে, তৎসমুদয় সার্থক; প্রসিদ্ধ-পদ-যুক্ত, প্রসাদ-গুণসম্পন্ন, সংক্ষিপ্ত মধুর ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধুর ও অসন্দিগ্ধ, সারবৎ এবং বিশ্বতোমুখ হওয়া আবশ্যক। শ্রুতিকটু, অশ্লীল পদযুক্ত, অমূলক, ত্রিবর্গবিরুদ্ধ, অসংস্কৃত, অসঙ্গত পদসম্পন্ন, ব্যাকরণাদি দোষযুক্ত, ক্রম বিবর্জ্জিত, অন্যপদসাপেক্ষ, লক্ষণাযুক্ত অনর্থক বা যুক্তিশূন্য হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। অতএব—

যুক্তিযুক্ত মুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
বিদুষাপি সদাগ্রাহ্যং বৃদ্ধাদপি ন দুর্ব্বচঃ॥

কেহ নিখিল শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত হইলেও, যুক্তিযুক্ত ও উপাদেয় বাক্য বালকের নিকট হইতেও তাঁহার গ্রহণ করা উচিত। আর, অনিষ্টকর বাক্য বৃদ্ধের নিকট হইতেও গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং যে সকল বাক্য উত্তম, যাহা হইতে অনেক বিষয়ের শিক্ষালাভ করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায়, সে সকল বাক্য মূঢ় ব্যক্তির নিকট হইতেও, যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। নীতিকার কহিয়াছেন,—

"অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্পদঃ"

সুতরাং যাহা বিচারপূর্ব্বক সারভূত বলিয়া বিবেচিত হইবে, তৎসমুদয় উপাদেয় জ্ঞানে গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত। কারণ, যে সকল বাক্য রজোগুণ বা তমোগুণের অনুগামী, তাহা নরকের কারণ, অর্থাৎ যে সকল বাক্য রাগ-দ্বেষাদিযুক্ত, মিথ্যা ও ক্রোধমিশ্রিত,এবং অবিদ্যামূলক ও সংসার প্রবৃত্তির হেতু, তাহা সুন্দর বাক্যনৈপুণ্য, কোমল এবং আপ্তবাক্য হইলেও, তাহাতে কিছুমাত্র সুফল নাই।

স্বর্গাপবর্গ সিদ্ধ্যর্থং ভাষিতং যৎ সুশোভনম্।
বাক্যং মুনিবরৈঃ শান্তৈ স্তদ্বিজ্ঞেয়ং সুভাষিতম্॥
রাগ-দ্বেষানৃত ক্রোধ-কাম-তৃষ্ণানুসারি যৎ।
বাক্যং নিরয় হেতুত্বাৎ তদ্দুর্ভাষিতমুচ্যতে॥

শম-দম পরায়ণ মুনিগণ স্বর্গ ও মোক্ষের নিমিত্ত যে সকল সুশোভন বাক্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাকে সুভাষিত বাক্য বলা যায়;—তাহা কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী, কি ভোগী, কি ত্যাগী সকলেরই যুক্তিযুক্ত ও উপাদেয়; আর, যে সকল বাক্য রাগ, দ্বেষ, মিথ্যা, কাম, ক্রোধ, তৃষ্ণাদির অনুগামী, তাহা নিরয়ের হেতু বলিয়া, সেই সকল বাক্যকে দুর্ভাষিত বলা যায়। অতএব,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৎকৃতেনাপি কিং তেন মৃদুনা ললিতেন বা।
অবিদ্যা রাগ বাক্যেন সংসার ক্লেশ হেতুনা॥
যজ্ জ্ঞাত্বা জায়তে শ্রেয়ো রাগাদীনাঞ্চ সংক্ষয়ঃ।
বিরূপমপি তদ্বাক্যং বিজ্ঞেয়মতি শোভনম্॥

অবিদ্যা-রাগাদির অনুগামী বাক্যসকল কোমল অক্ষরমালায় গ্রথিত এবং বিশুদ্ধরূপে রচিত হইয়া, শ্রুতিমধুর হইলেও, তাহাতে কি প্রয়োজন? তবে যে সকল বাক্য শ্রেয়সের নিধান, সে সকল বাক্যশ্রবণে রাগাদি অবিদ্যার ক্ষয় হয়, কঠোরাদি দোষে দূষিত হইলেও, সে সকল বাক্য অতিশোভন হইয়া থাকে। কিন্তু তথাপি আমার ভয় হইতেছে, লেখনী কাঁপিতেছে; কেননা, আমি অতি মূর্খ; মাদৃশ মূঢ়জনে পাছে জনসাধারণের নিকট হেয়, বিশেষতঃ খলজনের নিকট অশ্রদ্ধেয় হয়। কারণ,

অকারণাবিষ্কৃত কোপধারিণঃ,
খলাস্তয়ং কস্য ন নাম জায়তে।
বিষং মহাহের্বিষমস্য দুর্ব্বচঃ,
সুদুঃসহং সন্নিপতেৎ সদামুখে॥

খলেরা বিনাকারণে কোপপ্রকাশ করিয়া থাকে; সুতরাং খলের নিকট কাহার যশোলাভের সম্ভব আছে? খলের মুখ হইতে সর্ব্বদা কৃষ্ণসর্পের বিষের মত দুঃসহ কঠোর বাক্য নির্গত হয়। অতএব,—

যে দুর্জ্জনাঃ পরগুণাননুশোচয়ন্তি,
তেঽপি স্বভাববশগাঃ কিমুবারণীয়াঃ।
যে শাস্ত্র বোধগুণদোষবিচারদক্ষা—
স্তে সজ্জনাঃ প্রণুতিভিঃ খলু বন্দনীয়াঃ॥

মহদ্ব্যক্তি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, দুর্জ্জনের ভয়ে তাহা করিতে পারেন না। তিনি বহুরূপীর মত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। ভয় তাঁহার কার্য্যাধ্যক্ষ এবং লাঞ্ছনা তাঁহার আভরণ হয়। সুতরাং মাদৃশ লোকের ভয় ত থাকিবেই; কেননা, আমার বিদ্যা-বুদ্ধি নাই, মেধা-শক্তি নাই; আমার এই অদ্ভুত লিপিদর্শনে খলেরা বিস্মিত, হয় ত বিরক্ত ও রাগত, নয় ত বাগ্-বিতণ্ডা করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। সুন্দর ও উপাদেয় ফল-পুষ্প সুশোভিত রম্যকাননে প্রবেশ করিয়া শূকরগণ, যেরূপ কেবলমাত্র পুরীষের অনুসন্ধান করে, তদ্রূপ খলেরা গুণপূর্ণ বস্তুতেও দোষের অন্বেষণ করিয়া থাকে। আর,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্তনোপরি জলৌকা বসাইলে, জলৌকা যেরূপ স্তন্য পরিত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র শোনিত পান করিয়া থাকে, তদ্রূপ মন্দমতি ব্যক্তিরা গুণান্বিত গ্রন্থের গুণাংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র দোষের ভাগ গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা বুঝে না যে,—

ন সর্ব্ববিৎ কশ্চিদিহাস্তি লোকে,
নাত্যন্ত মূর্খো ভুবি চাপি কশ্চিৎ।
জ্ঞানেন নীচোত্তম মধ্যমেন,
যোঽয়ং বিজানাতি স তেন বিদ্বান্॥

জগতে কেহই সর্ব্বজ্ঞ নহে এবং কিছুই জানে না এমন মূর্খও কেহ নাই। কাহার বা জ্ঞানের আধিক্য আছে, কোন ব্যক্তির জ্ঞান মধ্যবিধ, কেহবা অল্পজ্ঞানসম্পন্ন। পরন্তু যে যে বিষয়ের যাহা কিছু জানে, তাহাকে সেই বিষয়ের সেই জ্ঞান দ্বারাই জ্ঞানবান্ বলা যায়। যাহাই হউক,—"মূর্খোঽপি নাহং ন চ পণ্ডিতোঽহং।" আমি যাহা, তাহা ভক্ত বা বিদ্বদ্বৃন্দ বুঝিবেন; বুধবৃন্দ সমীপে আমি অযোগ্য—নির্গুণ হইলেও, আমার ভাষাতে অণুমাত্র গুণ না থাকিলেও, তাহা তাঁহাদের প্রজ্ঞাপূর্ণ প্রশান্ত হৃদয়ে অপচিত হইবে না। তাঁহারা জানেন যে,—"জগত্যাং ন কিমপ্যস্তি ন নির্দ্দোষং ন নির্গুণং" জগতে এমন কিছুই নাই,—যাহা একেবারে নির্দ্দোষ বা নির্গুণ হইতে পারে। তবে আমার প্রলাপটা ত জগৎছাড়া নহে! সুতরাং কণামাত্র গুণ থাকিলেই যথেষ্ট হইবে। অতএব বিদ্বৎসমাজে আমার কাতর প্রার্থনা,—

প্রমাদাল্লিখিতং ত্যক্তং প্রমাদালস্য দোষতঃ।
তৎ ক্ষন্তব্যং বুধৈঃ সদ্ভিঃ ক্ষমাহি বিদুষাং ধনম্॥

ভক্তরা বলেন,—"ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ" ভগবান্ ভাব-গ্রাহী, প্রাকার-গ্রাহী নহেন; সেই ভগবান্ যাঁহাদিগের হৃদয়বিহারী, সেই ভাগ্যবান্ পুরুষ-গণের পরাজয় কোথায়?—"লাভস্তেষাং জয়স্তেষাং কুতস্তেষাং পরাজয়ঃ।" তাঁহারা অনলে—অনিলে—সলিলে,—পাদপে প্রান্তরে—প্রস্তরে, জল-স্থল-মরুদ্ব্যোম-বিশ্বচরাচরে সর্ব্বত্র জয়ী ও লাভবান্ হইয়া থাকেন। অতএব,—

"যদি কৃষ্ণপদে চিন্তা ভক্তিস্তৎপদ পঙ্কজে।
বিষমে দুর্গমে বাপি কা চিন্তা মরণে রণে॥"

যদি সর্ব্বান্তর্য্যামি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পদ-পঙ্কজে আমার ভক্তি থাকে, তবে আর আমার ভয় কোথায়?, এই আশায় বুক বাঁধিয়া, ভরসা করিয়া, সাহসী হইয়াছি; কিন্তু গ্রন্থমধ্যে স্থানে স্থানে ভুল-ভ্রান্তি থাকিবার আশঙ্কা যথেষ্ট রহিয়াছে; কেননা, আমি অতি মূর্খ! সুতরাং বিদ্বদ্বৃন্দের নিকট আমি বালক। অতএব,—

বালকৃত্যং সমালোক্য ক্ষম্যতাং শাস্ত্রবিত্তমৈঃ।
শিশুবাক্যং সমাকর্ণ্য সংশতঃ পিতরৌ যথা॥

হে মরাল-ধর্ম্মানুসরণকারী বিদ্বদ্বৃন্দ! তাহা নিজগুণে ক্ষমা করতঃ দোষাংশের প্রতি দৃষ্টি পরিত্যাগপূর্ব্বক গ্রন্থের আদ্যন্ত অবলোকন করিয়া গুণ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রহণ করিলে; উপকৃত হইব। আরও একটী আমার বিনীত প্রার্থনা—
"পশ্যন্তি নৈব কবয়ো নিজ কাব্যদোষম্" অতএব—

যদি ভবতি মদীয় গ্রন্থমধ্যে প্রমাদঃ,
ক্বচিদপি স্বমহিম্না শোধনীয়ো মহদ্ভিঃ।
স্খলতি গমনকারী প্রায়শো নাত্র চিত্রং,
ভবতি চ গুরুহস্তালম্বনোঽপি প্রকারঃ॥

যথেষ্ট অধ্যবসায় ও সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও গ্রন্থমধ্যে ত্রুটি ও ভুল-ভ্রান্তি থাকা সম্ভব; এমনকি, অনিবার্য্য। তাহার কারণ, আমার বিদ্যাবুদ্ধি নাই; সুতরাং, অনেক স্থলে ভক্ত ও ভাবুকদের উপদেশ এবং বেদ-বেদান্ত-উপনিষৎ, পুরাণ-উপপুরাণ-সংহিতা, আধ্যাত্মিক, তন্ত্র, এবং ভক্তি ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া, লিখিতে হইয়াছে। ভরসা করি, বেদমাতা সারদার সুপ্রসাদে —ভগবানের কৃপায় ও শাস্ত্রসেবিকগণের সম্যক অনুকম্পায় আমার কঠোর-পরিশ্রমলব্ধ এই— "শ্রুতি সকলিত সারং দেব কণ্ঠৌঘ হারং,
সকল কলুষহারী শ্রীধরানন্দ কারী।
সুনয়ঃ সুভগগোভি র্ভাজয়েদ্ যদ্ যশো ভি—
স্তদিহ শিব সমস্তং বিঘ্নহন্ত্রীঙ্গিতার্থম্॥"

"সুগম সাধন-পন্থা" নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া, "শস্ত্রাশস্ত্র হতানাঞ্চ ভূতানাং ভূতদর্শয়োঃ" ভক্তবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হইবে। আশাকরি, বিদ্বদ্বৃন্দ ও ভক্তবৃন্দ আপন স্বভাবস্নিগ্ধ ঔদার্য্যগুণে আমার আবেগপূর্ণ হৃদয়ের কাকুতি মিনতিতে দয়ার্দ্র হইয়া, আমার সকল প্রকার ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। আর পাঠকবৃন্দ! আপনারাও নিজগুণে ক্ষমা করিবেন, —'ধানভানতে শিবের গীতের' মত কয়েকটা শ্লোক আওড়াইয়া,—'অবতরণি-কাটা' বাড়াইয়া ফেলিলাম। অতঃপর আপনাদের গুণগ্রাহিতা ও অনুকম্পাকে সম্বল করিয়া, এক্ষণে প্রকৃতানুসরণ করিতেছি।

বাণী মমৈব সরসা যদি রঞ্জয়িত্রী,
ন প্রার্থয়ে রসবিদামবধান দানম্।
সান্দ্রন্তনীষু মকরন্দবতীষু ভৃঙ্গাঃ,
কিং মল্লিকাষু পরমন্ত্রণমারভন্তে॥

সতাং দর্শনাভিলাষী
ভিক্ষু—শিবানন্দ।

———:*:———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গঙ্গোত্তরী।

নমামি দেবং ভবদুঃখশোক—
বিনাশনং চন্দ্রধরং নমামি।
নমামি গঙ্গাধর মীশমীড্য—
মুমাধরং দেববরং নমামি॥

আজ, সে অনেক দিনের কথা; কিন্তু আমার মনে হয়, সে এই সে দিনের ঘটনা। আমি তখন নূতন আশায়, সাধন-জীবনে সর্ব্বপ্রথমে পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে আশ্রয়লাভ করিয়া, তাঁহার সহিত হিমালয়প্রদেশ ভ্রমণ করিতেছিলাম। হিমাচল পরিভ্রমণ কালে পরমারাধ্যদেব হিমাচলস্থ সর্ব্বতীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া, শিব-শিরোরঙ্গিনী মাতঙ্গ-মর্দ্দিনী আতঙ্ক-ভঙ্গিনী ত্রিলোক-পাবনী সুরধুনী গঙ্গার মহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন;—

"দৃষ্ট্বা তু হরতে পাপং স্পৃষ্ট্বা তু ত্রিদিবং নয়েৎ।
প্রসঙ্গেনাপি যা গঙ্গা মোক্ষদা ত্ববগাহিতা॥"

ত্রিলোক-পাবনী গঙ্গাকে দর্শন করিলে, পাপ নাশ পায়; স্পর্শ করিলে দেবলোকে স্থান লাভ হইয়া থাকে; আর, তাঁহার প্রসঙ্গ অর্থাৎ তাঁহার চিন্তা বা গুণগান অথবা তাঁহার মহিমা আলোচনা করিলে এবং তাঁহাতে অবগাহন করিলে, পরাগতি মুক্তিলাভ হয়। এমন কি;—

"যে ভক্তিভাবেন সরিদ্বরায়াঃ,
স্পৃশন্তি চাম্ভঃ কণিকামপীহ।
তে যান্তি নূনং পদমচ্যুতস্য,
পাপৈ র্বিমুক্তাঃ সকলৈর্মহোগ্রৈঃ॥"

যে সকল ভক্তিমান্ ব্যক্তি ভক্তিভাবে সরিদ্বরা জাহ্নবীর জল কণিকা-মাত্র স্পর্শ করে, তাহারা নিঃসন্দেহ সর্ব্বপ্রকার উগ্রপাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া, ভগবান্ অচ্যুতের আবাস স্থানে অর্থাৎ প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য-লোক বৈকুণ্ঠে গমন করে। ত্রিলোক-পাবনী গঙ্গা বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া, যে স্থানে মর্ত্ত্যলোকে প্রকট হইয়াছেন; যেখানে বসিয়া রাজর্ষি ভগীরথ কঠোর তপস্যা করিয়া গঙ্গাকে মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন, গঙ্গার সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবতারভূমি—রাজর্ষি ভগীরথের তপোভূমি, গঙ্গোত্তরীর মাহাত্ম্য আরও উত্তম; পর্য্যটনক্রমে তথায় উপস্থিত হইতে পারিব।

এইরূপে পরমারাধ্যদেবের প্রমুখাৎ গঙ্গার ও গঙ্গাবতারভূমি—রাজর্ষি ভগীরথের তপোভূমি গঙ্গোত্তরীর মাহাত্ম্য শুনিয়া, গঙ্গোত্তরী-দর্শন-লালসা আমার হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিল। এই তীব্র লালসা হৃদয়ে ধরিয়া হিমাচলস্থ তীর্থসকল পর্য্যটন করিতে করিতে,—

যৎ সংস্মৃতিঃ সপদি কৃন্ততি দুষ্কৃতৌঘং,
পাপাবলীং জয়তি যোজন লক্ষতোঽপি।
যন্নাম নাম জগদুচ্চরিতং পুণাতি,
দিষ্ট্যা হি সা পথি দৃশো ভবিতাদ্যগঙ্গা॥

পর্য্যটনক্রমে সূর্য্যবংশাবতংস সাগর-কুলসূর্য্য রাজর্ষি ভগীরথের তপোভূমি—মর্ত্ত্যলোকপাবনী ভাগীরথীর অবতারভূমি গঙ্গোত্তরীতে উপস্থিত হইলাম। যাঁহার স্মরণ-মাত্র পাপরাশি বিনষ্ট হয়, লক্ষযোজন দূর হইতেও নাম স্মরণে পাপসমূহ বিজিত হইতে থাকে, এবং যে নাম উচ্চারণমাত্র এই জীব-জগৎ পবিত্র হয়, ভাগ্যক্রমে সেই গঙ্গা আজ আমার নয়নপথে পতিত হইলেন। মানব দর্শনোৎসুক হইয়া, প্রমুদিতমনে যাঁহার উদ্দেশে গমন করিয়া থাকে, যে স্থানে বৈধকার্য্য সুসম্পন্ন হয়, আদি সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা যাঁহাকে অগ্রে উৎপাদন করিয়াছিলেন; স্নান, সন্ধ্যা, নিবাপ, দেবার্চ্চনা, শ্রাদ্ধ, এবং ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি সমস্ত ব্যাপারই যে তাহাতে সুসম্পূর্ণ হইবে এবং তাহাই যে ভগবানের প্রীতিপ্রদ, ইহা অতি বিচিত্র নহে। রাজর্ষি ভগীরথের তপোভূমি—শিব-শিরোরঙ্গিনী ত্রিলোক পাবনী ভাগীরথীর অবতারভূমি গঙ্গোত্তরী দেখিব, এ আশা অনেক দিন হইতে ধূমায়িত অনলের মত,—আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে প্রদীপ্ত হইতেছিল; কিন্তু কখনও আশাসিদ্ধির অবসর ঘটে নাই। এতদিন পরে তাহা ঘটিয়াছে;—ভাবিলাম, —"চিরস্য পূর্ণো মে মনোরথঃ।" আহা! বহুকাল পরে, আজ আমার মনোরথ পূর্ণ হইল; হৃদয়ের একটা অপূর্ণ আশা পূর্ণ হইল ভাবিয়া, আনন্দে নাচিয়া প্রার্থনা জানাইলাম,—মাতর্গঙ্গে!

শ্রুত্বা চ দূরে ভবদীয় কীর্ত্তিঃ,
কর্ণৌ চ তৃপ্তং ন চ চক্ষুষী মে।
দ্বয়োর্বিবাদং পরিহর্ত্তুমিচ্ছন্,
সমাগতোঽহং তব দর্শনায়॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দূর হইতে আমি তোমার পবিত্র কীর্ত্তি সকল শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহাতে আমার নশ্বর পাঞ্চভৌতিক শরীরের চক্ষু ও কর্ণ উভয়ে তুমুল বিবাদ বাধাইয়াছিল; চক্ষু ও কর্ণের বিবাদ মিটাইবার প্রত্যাশায় অদ্য তোমার চরণপ্রান্তে ভাগ্যক্রমে উপস্থিত হইয়াছি। কৃপাময়ি! অধমের প্রতি কৃপা করিয়া দর্শন দানে কৃতার্থ কর। হে গঙ্গে! আমি শুনিয়াছি, তুমি পরমানন্দদায়িনী;—

সাক্ষাদ্ধর্ম্মদ্রবৌঘং মুররিপুচরণাম্ভোজ পীযুষ সারং,
দুঃখস্যাব্ধেঃ তরিত্রং সুরমনুজনুতং স্বর্গসোপানমার্গং।
সর্ব্বাংহোহারি বারি প্রবরগুণগণং ভাসি যা সংবহন্তি,
তস্মৈ ভাগীরথি শ্রীমতিমুদিতমনাদেবি কুর্ব্বে নমস্তে॥

হে শ্রীমতি ভাগীরথি! মাতর্গঙ্গে! তোমার জন্ম সাক্ষাৎ ধর্ম্ম-দ্রবস্বরূপ, মুরারিপাদপদ্মের সুধাসার, দুঃখ সাগরের তরণী, দেবনরস্তুত স্বর্গসোপানমার্গ, সর্ব্বপাপহারী এবং প্রবরগুণসম্পন্ন; এহেন জল যে তুমি বহন করিতেছ, আমি প্রমুদিতমনে সেই তোমাকে দ্রবীভূত পরব্রহ্মস্বরূপিনীকে প্রণাম করি।

বাস্তবিক, গঙ্গোত্তরীতে গঙ্গার অপার মহিমা! গঙ্গাকে দর্শন করিলেই, নন্দনের সুখ, জগতের ঐশ্বর্য্য, সকলি যেন তুচ্ছ বোধ হয়; দুর্জ্জয় রিপুর তাণ্ডব, দুরন্ত ইন্দ্রিয়ের তাড়না, বাসনার অনল সকলি ভাব-সাগরে ডুবিয়া যায়। স্থান অতি মনোহর, কি সুন্দর! - যেন শান্তি-নিকেতন! স্থানটী যেন নিদাঘের অম্লান প্রভাতের মত স্নিগ্ধকর, বর্ষণোন্মুখ বারিদের মত গম্ভীর! বর্ষা-ঋতুর ভরা নদীর মত পরিপূর্ণ, শারদ-লক্ষ্মীর পূর্ণচন্দ্রের মত মনোহর! পুষ্প-পরাগ-ভূষিতা হরিৎ-সৌন্দর্য্য-শালিনী বসন্ত-রাণীর মত সুষমাময়! শান্তি, দয়া, ক্ষান্তি, প্রীতি, ভক্তি, আনন্দ, সুখ, কর্ত্তব্য ও ন্যায় এবং মঙ্গলের সকলই যেন প্রত্যক্ষ। স্থানটি দর্শন করিলেই, হৃদয়ে ভাব-সাগর যেন, আপনা হইতেই উছলিয়া উঠে। যেদিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, সেই দিকে ততই যেন সুন্দর!— অরণ্য-প্রকৃতির কি রম্য নিকেতন! চিড়, দেবদারু, ভুজপত্র, বেণু প্রভৃতি উন্নতশীর্ষ বৃক্ষরাজির কি মনোহর সমাবেশ!—বৃক্ষের পর বৃক্ষ, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, বৃহত্তর, বৃহত্তম, অনন্ত শ্রেণী নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আর, উহার উপর চিরতুষারকিরীটিনী গিরিশ্রেণীর কি অপূর্ব্ব, মনোহর দৃশ্য! চতুর্দ্দিকেই পাহাড়, চতুর্দ্দিকেই তুষার-মণ্ডিত গগনস্পর্শী গিরিশ্রেণী বিরাজমান। আবার, গিরি সানুদেশের কি মনোরম দৃশ্য! গিরি-সানুতে কত লতা-কুঞ্জ, গুল্মপুঞ্জ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্বেত-পীত-নীল-লোহিত নানা-রঙ্গে অনুরঞ্জিত রহিয়াছে ;—প্রকৃতি সুন্দরী যেন স্তরে স্তরে পুষ্প-স্তবক সাজাইয়া দিয়াছেন। পাহাড়ের নিম্নভূমির আবার এমন নয়ন-মনোরঞ্জন দৃশ্য যে, তাহা দর্শন করিলে সহজেই আকৃষ্ট হইয়া, সেই স্থানে বাস করিতে ইচ্ছা করে। অরণ্যের মধ্যে কি সুন্দর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তৃণাস্তৃত সমতল শ্যামল-ভূমি! স্থানে স্থানে পার্ব্বত্য-কুসুমের কি অপূর্ব্ব শোভা! বনস্পতির কি বিচিত্র আন্দোলন! বৃক্ষ, গুল্ম তৃণ, বল্লী, তরুলতার কি অপূর্ব্ব সমাবেশ! তরুবর সকলের অপূর্ব্ব সমাবেশ দর্শন করিয়া, করযোড়ে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলাম ;—

ধত্তেভরং কুসুম পত্র ফলা বলীনাং,
ধর্ম্মব্যথাং বহতি শীতভবাং রুজং চ।
যোদেহমর্পয়তি চান্যসুখস্য হেতো—
স্তস্মৈ বদান্য গুরবে তরবে নমস্তে॥

প্রণামান্তে নিম্নভূমির নিম্নদেশের প্রতি দৃষ্টি পড়িল,—আহা! তাহা আবার, সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর ও চিত্তাকর্ষক! গগনচুম্বী গিরিশ্রেণীর শিখর তুষারাবৃত, তাহা শ্বেত-বর্ণ; সানুতে বৃক্ষলতাদির শ্বেত পীত-নীল-লোহিত মিশ্রিত বর্ণ; আর, নিম্নে নীলাভা স্বচ্ছতোয়া গঙ্গার বিমল জল নীলবর্ণ ;—ঊর্দ্ধ, মধ্য ও অধোদেশ—যুগপৎ-ভাবে নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিলাম,—যেন, সাক্ষাৎ অর্দ্ধনারীশ্বর ভগবান্ মহাযোগী মহেশ্বর সমাধি-মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। প্রণাম করিলাম,—

মন্দারমালাকুলিতালকায়ৈ,
কপাল মালাঙ্কিত শেখরায়।
দিব্যাম্বরায়ৈ চ দিগম্বরায়,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥

গিরিরাজ্ঞি যেন সাক্ষাৎ মহেশ্বর মূর্ত্তি। নিম্নে পদ-প্রান্ত বহিয়া, পতিতোদ্ধারিনী মাতঙ্গ-মর্দ্দিনী আতঙ্ক-ভঙ্গিনী ভাগীরথী, ঊল্লোল-কল্লোল তুলিয়া, উন্মত্ত হইয়া, কল-কল্লোলস্বরে শিব-তাণ্ডব গাহিতেছেন ;—আর, গিরি-সানুদেশে প্রকৃতির বৈতালিক বিহগকুল, অরণ্য মধ্যে নিভৃত লতাকুঞ্জে—গুল্ম-পুঞ্জে বসিয়া, আনন্দ-লহরীর হাস্যময় প্রীতিময় বিজয়গীতি গাহিতেছে ;—আর পাহাড় হইতে নির্ঝরকুল অনবরত ঝরঝর রবে ঝরিয়া, যেন, শিবতাণ্ডব-স্তোত্র পাঠ করিতেছে। মরি মরি!—কি প্রশান্ত ভাব! যেন, স্বপ্নরাজ্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চারিদিকে সুষমা বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। চতুর্দিকের বৃক্ষ-গুল্ম-তৃণ-বল্লী তরুলতার ও তুষার-মণ্ডিত গিরিশ্রেণীর অপূর্ব্ব শোভা;—নির্ঝরকুলের ঝরঝর নিনাদ;—উন্মাদিনী স্রোতস্বিনী গঙ্গার উল্লোল কলকল্লোল-ধ্বনি এবং বিহগ-কুলের ললিত ঝঙ্কার;—সমস্ত মিলিয়া এক হইয়া, যেন স্থানটিকে শান্তিময়—সুখময়—আনন্দময় করিয়া রাখিয়াছে। এই স্থানে—এই বনে—ভাগীরথীর পবিত্র পুলিনে, এককালে দেবস্তোত্র মুখরিত, বেদধ্বনি-বিঘোষিত, সমতল শষ্প-শোভিত শ্যামল ভূমির মধ্যভাগে যোগী-ঋষি-তপস্বীদিগের সুরম্য পর্ণকুটীর ছিল,—কত মুনি ঋষির পুণ্যময় আশ্রয় ছিল; কিন্তু কৈ? আজি ত তাহার চিহ্ন মাত্রও খুঁজিয়া পাইতেছি না। কোথা সেই জীর্ণ শীর্ণ ভগ্নাবশেষ কুটীর সকল?—যেখানে বসিয়া যোগী-ঋষি-তপস্বীরা, ক্ষিপ্ত আত্মাকে শান্ত করিয়া, দুর্জ্জয় রিপুগণকে সংযত করিয়া, দুরন্ত ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া, আড়ম্বরের মিথ্যা ভান ছাড়িয়া, নির্লিপ্ত-চিত্ত হইয়া, একাগ্রচিত্তে ভগবদ্ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন;—কঠোর-কৃচ্ছ্র-উগ্র তপঃ সাধনায় প্রাণপাত করিতেন;—কোথায় সেই সকল পবিত্র স্থান?—কেহ বলিয়া দিতে পার কি?—"কেনাপি দেবেন হৃদি স্থিতেন" উত্তর করিলেন,—

"যথা যুগানাং পরিবর্ত্তনানি,
চির প্রবৃত্তানি যুগস্বভাবাৎ।
তথাহি সন্তিষ্ঠতি জীবলোকঃ,
ক্ষয়োদয়াভ্যাং পরিবর্ত্তমানঃ॥

বাতুল! কত যুগ যুগান্তর বহিয়া গেল, অণু-পরমাণুতে মিশিয়া গেল! এখন সে সংবাদ কোথায় পাইবে—সে পরিচয় কে দিবে? যুগসমূহের পরিবর্ত্তন স্বভাবহেতু চিরকালই ঘটিয়া থাকে; সুতরাং তাহা অবিজ্ঞেয়। আর, ইহাও জানিবে যে, জীবলোক উৎপত্তি ও বিনাশ,—এই দুইটি দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া, কখনই চিরস্থায়ী হয় না। অতএব, কোন্ অতীতকালে, কত যুগ যুগান্তরে এখানে কোথায় কোন্ নিভৃত গিরি-কন্দরে, অরণ্যমাঝে মুনি-ঋষি যোগী-তপস্বীর আশ্রয় ও পর্ণ কুটীর ছিল, তাহা কে বলিতে পারিবে—কে নির্ণয় করিবে? মনে মনে চিন্তা করিলাম,—

ক্ষৌণী যস্ত হিরন্ময়ী মণিময়ঃ প্রকারশিলোচ্চয়ঃ,
কুঞ্জাঃ কল্পলতাময়াঃ সুরধুনীধারাময়োনির্ঝরঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিং চেন্দ্রাদিসমস্তদিক্‌পতি পুরীমধ্যাস্তি যৎ পল্লবাঃ,
শৈলঃ সোঽপি গিরির্বয়ং চ গিরয় স্তস্যৈব মেকামতিঃ॥

যাহাই হউক্, বিশ্বরাজ্যের এই হাস্যময়—প্রীতিময়—মধুময়—শান্তিময় আরামপ্রদস্থানে—প্রকৃতি দেবীর এই স্বহস্ত নির্ম্মিত আনন্দময়—নয়নমনোরঞ্জন—আনন্দকাননে, তপোবনে বসিয়া আকাশ, গিরি, গঙ্গা ও অরণ্যের সম্মিলিত সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাহাতেই তন্ময় হইলাম। এইরূপ চিত্তোন্মাদক মনোহর স্থান, মনোরম দৃশ্য, আমার চক্ষে এইমাত্র নূতন। শুধু আমার বলি কেন,—কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী, কি ভোগী, কি ত্যাগী, কি ভাবুক, কি ভক্ত, কি যোগী, কি তপস্বী সকলেরই পক্ষে ইহা প্রাণারাম, শান্তি-নিকেতন, আনন্দ-কানন। মানব যতই বিষয়াসক্ত নাস্তিক-মতি হউক না কেন, এখানে আসিলে, তাহার মানস-ক্ষেত্রে ভাব-ভক্তির উৎস আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠে। কেননা, এই নয়ন-মনোরঞ্জন চিত্তাকর্ষক স্থানের সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে মুগ্ধ এবং আকৃষ্ট হইয়া, এককালে দিলীপ নন্দন রাজর্ষি ভগীরথ, পুত্র পরিজন আত্মীয়-স্বজন, অতুল ঐশ্বর্য্যের মায়া-মমতা ভুলিয়া,—এমন কি, আপন কায়ার মায়া পর্য্যন্ত ভুলিয়া, সহস্র বর্ষ ব্যাপী কঠোর কৃচ্ছ্র-উগ্র-তপঃ সাধনায় তন্ময় হইয়াছিলেন। স্থানের এমন আকর্ষণ-শক্তি, এমন মহিমা যে, এই চিত্তাকর্ষক—শান্তিপ্রদ তপোবনে বসিয়াই, আমার ন্যায় নাস্তিক-মতির কঠোর-কঠিন হৃদয় দ্রব হইল, হৃদয়ে ভাব-ভক্তির উৎস আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠিল, ভগবৎ-প্রেমে আকুল হইয়া পড়িলাম। অমনি—সঙ্গে সঙ্গেই যেন, রিপুর তাণ্ডব, ইন্দ্রিয়ের তাড়না, বাসনার অনল, ভাব-ভক্তির প্রবল স্রোতে বহিয়া গেল,—হৃদয়ে অবিচ্ছিন্ন ভক্তির স্রোত বহিতে লাগিল এবং চিত্ত বিশাল বারিধির উন্মুক্ত উচ্ছ্বাসের মত আকুল আবেগে উন্মত্ত হইয়া, প্রেমময় ভাবময় ভগবানের দিকে ছুটিয়া চলিল। গাহিলাম—

ভাগীরথি সুখদায়িনি মাতঃ,
তব জল মহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং,
পাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানম্॥

বাস্তবিক, স্থানের মহিমা অপার! আমার বোধ হইল, বুঝি শোক-সন্তাপাদির দৌরাত্ম্য এখানে নাই। স্বতঃই যেন, এখানে নিরবচ্ছিন্ন সুখ-শান্তি-আনন্দ ও প্রফুল্লতা চির-বিরাজমান। নিরাশার দীর্ঘশ্বাস, মায়ার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছলনা, বিষাদের বিষ, কাহাকেও বোধ হয় এখানে ব্যথিত করিতে পারে না ; কাহারও হৃদয়ে অশান্তি আনয়ন করিতে সক্ষম নহে। ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে মনে হয়, গিরিশিখরে ধর্ম্মের ধবল পতাকা উড্ডীয়মান্। উহারই প্রতি লক্ষ্য করিয়া চিন্তা করিলে, বুঝিতে পারা যায়, সংসার-সন্তপ্ত জীবকে শান্তিদানের জন্যই যেন, এই শান্তিময়—সুখময়—আনন্দময়—আরামপ্রদ তপোবনে আসিয়া, ভগবদ্ধ্যানে মগ্ন হইতে সঙ্কেত করিতেছে। এই সকল প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া, আনন্দে বিভোর হইয়া, পাষাণ অন্তরে এই সকল আঁকিতেছি,—এমন সময়ে পশ্চিমাকাশে জ্যোতিরজ্যোতিঃ—উজ্জ্বলতার কৌস্তুভমণি—আলোকের পবিত্র রশ্মি জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্য কর্ত্তব্য সারিয়া অবসন্ন দেহে অস্তাচল গৃহে গমন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। গঙ্গাতীরে একটি প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডোপরি বসিয়া কখনও চির-তুষার-কিরীটিনী গিরি-শ্রেণীর পানে, কখনও রক্ত-রবিকর মণ্ডিত তরঙ্গ-ভঙ্গ-চপলা গঙ্গার স্ফটিক-স্বচ্ছ নীলাম্বুর প্রতি, কখনও অসীম নীলাকাশের নীলাম্বরের প্রতি, কখনও অরণ্যা-নীর দিকে, কখনও বৃহৎ—বৃহত্তর—বৃহত্তম প্রস্তর খণ্ডের প্রতি চাহিয়া, কত কি ভাবিতেছি এবং পাষাণ অন্তরে স্মৃতিপটে আঁকিতেছি ; অমনি, হৃদয়-তন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত হইল,—

পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে,
খণ্ডিতগিরিবর মণ্ডিত ভঙ্গে।
ভীষ্ম জননি মুনিবরকন্যে,
পতিতনিবারিণি ত্রিভুবন ধন্যে॥

অন্ধ নয়ন ! একবার উন্মীলিত হইয়া দেখ !—চিত্ত ! একবার তন্ময় হও, তন্ময় হইয়া,—"ধ্যায়েত্তাং ভবগেহিনীং।" সত্য সত্যই যেন নয়ন উন্মীলিত হইল, চঞ্চল চিত্তও স্থির হইয়া আসিল। সন্তাপসঙ্কুল সংসারের তাপ-জ্বালা ভুলিয়া, বিষয়-চিন্তার অবসর ভুলিয়া,—এমন কি আপন কায়ার মায়া পর্য্যন্ত ভুলিয়া, সব ভুলিয়া, ভাবময় ভগবান্‌কে মনোময় করিয়া, নির্লিপ্ত-চিত্ত হইয়া, ভগবানকে ধ্যান করিবার চেষ্টা করিতেছি,—এমন সময়ে, পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব, পশ্চাদ্ভাগে দাঁড়াইয়া, সহাস্য বদনে কহিতেছেন,—'মনোনুকূল স্থান পাইয়া বসিয়াছ ? ঐ ভাবে বসিয়া, তন্ময় হইয়া, ভাবময় ভগবান্‌কে মনোময় করিয়া একাগ্রমনে ধ্যান করিতে থাক। আর রাত্রি অধিক হইলে, যদি ভয় পাও, তবে মন্দিরের নিকট কোনও স্থানে থাকিও এবং কিছু খাইও,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি প্রত্যুষে আসিয়া তোমার জন্য যাহা কিছু ব্যবস্থা করিয়া দিব।' আমি চমকিয়া উঠিয়া নিকটে গিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলাম; তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"ইষ্টসিদ্ধিরস্তু"এই বলিয়া তিনি জনসমাগমশূন্য ব্যাঘ্র-ভল্লুক-সমাকুল ভীষণ অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।—অহো! কি আশ্চার্য্য!

নিষ্কুজস্তিমিতাঃ ক্বচিৎক্বচিদপি প্রোচ্চণ্ডসত্ত্বস্বনাঃ,
স্বেচ্ছাসুপ্ত গভীর ভোগভুজগ শ্বাসপ্রদীপ্তাগ্নয়ঃ।
সীমানঃ প্রদরোদরেষু বিলসৎ স্বল্পান্তসৌষাম্বয়ম্,
তৃষ্যদ্ভিঃ প্রতিসূর্য্যকৈরজগর স্বেদদ্রবঃ পীয়তে॥

একদিকে যেমন ভীতিজনক;—অন্যদিকে তেমনই আবার শান্তিদায়ক, এইরূপ ভয়ানক ও শান্তিদায়ক, কঠোরে-মধুরের বিচিত্র সমাবেশ বুঝি আর কোথাও নাই! এরূপ কঠোরে-মধুরে কোলাকুলির মধ্যস্থলে, মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব ভগবদ্ধ্যানে মগ্ন হইলেন। অহো, কি ভয়ঙ্কর স্থান! তথায় জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্যের রশ্মি সকল প্রবেশ করিতে পারে নাই, জন-মানবের সম্বন্ধ নাই; বিকট ব্যাঘ্র-ভল্লুক ও সর্পগণ অনবরত বিচরণ করিতেছে। ঐ যে ভয়ঙ্কর ভল্লুক গর্জ্জিতেছে, বিকট ব্যাঘ্রের শব্দে গগন প্রতিধ্বনিত হইতেছে, হিংস্র জন্তুর গর্জ্জনে অরণ্য-প্রকৃতি ভীত ও ত্রস্ত হইতেছে! অন্ধ নয়ন! ঐ জনসমাগমশূন্য বিকট ব্যাঘ্র-ভল্লুক সমাকুল ভীষণ অরণ্যের প্রতি একবার দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখ! ভয় পাও কি না! অরণ্য কি ভীষণ!—আবার কি সুন্দর! অরণ্যের ভূমি সুন্দর, ভূমিস্থ তৃণ সুন্দর, বৃক্ষ সুন্দর, বৃক্ষস্থ পত্র-পুষ্প-ফল সুন্দর!—অরণ্যের বায়ু সুন্দর, গুল্ম সুন্দর, বল্লী সুন্দর, লতা সুন্দর!—সৌন্দর্য্যের উজ্জ্বল প্রতিকৃতি সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে; সব সৌন্দর্য্য এক হইয়া, প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্যের পরিপুষ্টি করিতেছে।

হরিণ চরণ ক্ষুন্নোপান্তাঃ সশাদ্বল নির্ঝরাঃ,
কুসুমললিতৈর্বিঘগ্ বাতৈস্তরঙ্গিতপাদপাঃ।
বিবিধ বিহগশ্রেণী চিত্রধ্বনি প্রতিনাদিতা,
মনসি ন মুদং কেষাং দধ্যুঃ শিবা বনভূময়ঃ॥

অরণ্য প্রকৃতি কি সুন্দর! কি মনোহর—চিত্তাকর্ষক!—নয়ন! তোমার আজন্মসেবিত বিষোদ্গারি বিষয়-রাশি হইতে, সম্পূর্ণ দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া, ষোলআনা দৃষ্টি দ্বারা একবার অরণ্যের দিকে স্থির দৃষ্টিতে দেখ! অরণ্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেমন রূপ, কেমন গুণ, কেমন তাহার সৌন্দর্য্য, কেমন তাহার উন্মাদ আকর্ষণ! দৃষ্টি ফিরাইও না,—এক দৃষ্টিতে দেখ। আর, দেখিতে দেখিতে, ঐ রূপময়ী সৌন্দর্য্যময়ী আকর্ষণশালিনী অরণ্যানীর নিভৃত কুঞ্জে,—যেখানে পুষ্পিত পাদপরাজি বিরাজিত, মনোজ্ঞ নব তৃণ-সঞ্চয়ে সমলঙ্কৃত, বিহগগণের মধুর কলনাদে নিনাদিত;—সেইখানে, যেখানে পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব ক্ষিপ্ত আত্মাকে শান্ত করিয়া, দুর্জ্জয় রিপুকে সংযত করিয়া, দুরন্ত ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া, নির্লিপ্ত-চিত্ত হইয়া, স্তিমিত-নয়নে ভগবদ্ধ্যানে মগ্ন হইয়াছেন;—সেইখানে একবার প্রবেশ করিয়া দেখ দেখি!—মরিবার ভয় করিও না, এমন হিন্দুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রধান ও পবিত্র পুণ্য-তীর্থে মহারণ্যে গঙ্গাপুলিনে, ভগবদ্ধ্যানে মগ্ন হইয়া, মরিবার সুযোগ কয়জন পায়? ভয় হয়, সম্মুখে ত পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবী আছেন, উহাতে ঝাঁপাইয়া পড়,—সকল জ্বালা জুড়াইবে, সকল যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইবে, সকল আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইবে, সকল আশা মিটিয়া যাইবে, চিরতরে নিষ্কৃতি পাইবে!

যন্নাম্নঃ প্রথমাক্ষরং বিজয়তে ভানৌদ্বিতীয়াক্ষরং,
নিত্যং নৃত্যতি সৎকবীন্দ্র বদনে ভূত্বান্ত্যবর্ণদ্বয়ম্।
রামোরাবণমাজঘান সমরে শম্ভোঃ শিরঃশালিনী,
সা সর্ব্বাক্ষরমালিনী ভবতু মে ভাগ্যায় ভাগীরথী॥

অহো, কি আশ্চার্য্য! এমন ভীষণ ভয়-সঙ্কুল মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া অরণ্য মধ্যে বসিয়া, পরমারাধ্যদেব কিরূপে ভগবদ্ধ্যানে মগ্ন হইলেন? অরণ্যের দারুণ ভীষণতা, বিকট ব্যাঘ্র-ভল্লুকের ভয়ঙ্কর হুহুঙ্কার, হিংস্র জন্তুর ভীষণ গর্জ্জন,—কৈ? কিছুতেই ত তাঁহার ভয় জন্মিল না, একাগ্রতা ভাঙ্গিল না? তিনি কি সাহসে, এমন ভয়াবহ অরণ্যে দুর্দ্দম্য বিপদাপদের মধ্যে নির্ভীকচিত্তে ভগবদ্ধ্যানে মগ্ন হইলেন?—অহো! বুঝিয়াছি,—"অভয়ংবৈ ব্রহ্মাভয়ংহি ব্রহ্মোভবতি।" তিনি এক অভিন্ন প্রেমে আকৃষ্ট ও ব্রহ্মভাবে বিহ্বল হইয়া, সেই সর্ব্বভয় বিবর্জ্জিত অভয়-রূপ ব্রহ্মের ধ্যানে মগ্ন হইয়াছেন; সেইজন্য তাঁহার হৃদয়ে ভয়ের লেশ মাত্র নাই, নির্ভীক হৃদয়ে তিনি ভগবদ্ধ্যানে মগ্ন হইয়াছেন। যাঁহার হৃদয়ে হিংসার কালিমা রেখা নাই, ঈর্ষ্যাদ্বেষের ময়লা নাই, তাঁহার হৃদয় বিমল সরসি-সলিলের ন্যায় স্বচ্ছ ও নির্ম্মল; সুতরাং তিনি এক অভিন্ন প্রেমে আকৃষ্ট ও ব্রহ্ম ভাবে বিহ্বল হইয়া, সেই অভিন্ন-ব্রহ্মের ধ্যানে মগ্ন হইবেন, ইহাতে সংশয় কি?—অতএব, তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভয় কোথায়? যিনি অহিংসা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনি কোথাও ভয়ের কারণ দেখিতে পান না। সুতরাং নির্ভয়ে নির্ভীকচিত্তে তিনি বিকট ব্যাঘ্র-ভল্লুক সমাকুল ভীষণ অরণ্যে বসিয়াও, ভগবদ্ধ্যানে মগ্ন হইতে পারেন। মহর্ষি পতঞ্জলি কহিয়াছেন,—"অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।" তবে আর, তাঁহার ভয় কিসের?—তিনি যে, পশু-পক্ষী—কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গম সর্ব্বজীবে এবং অনলে অনিলে-সলিলে,—পাদপে-প্রান্তরে-প্রস্তরে,—এমন কি, জল-স্থল-মরুদ্ব্যোম বিশ্বচরাচরে সর্ব্বত্রে—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" অভয় ব্রহ্মকে দেখিতেছেন। শাস্ত্র বলেন,—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানঃ সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥"

এই আত্ম জ্ঞানে উন্মত্ত-প্রাণ ধ্রুব, পঞ্চম বর্ষীয় নিরুপায় শিশু,—বিকট ব্যাঘ্র-সমক্ষে নিপতিত; কিন্তু তিনি দেখিতেছেন,—সর্ব্বত্র আত্মময়, সর্ব্বত্র ঈশ্বর-সামীপ্য; সুতরাং নির্ভয়ে ব্যাঘ্রসমীপে অগ্রসর হইতেছেন; ভক্তি-গদ্‌গদ-চিত্তে বনের ব্যাঘ্রকেও ভক্তের সখা—"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" শ্রীহরি মনে করিয়া প্রণত হইতেছেন। এইরূপ, আরও বিবিধ-বিষয়ক আলোচনায় প্রতীত হয় যে, আত্মজ্ঞানে কোনই অমঙ্গল নাই;—আত্মজ্ঞান সর্ব্বমঙ্গল বিধায়ক। বাস্তবিক, যাঁহার আমিত্বের অহঙ্কার "সোঽহং" সমুদ্রে বিলুপ্ত হইয়াছে, তিনি 'আমিত্ব' হইতে অনেক উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছেন। যিনি আমিত্বকে "সোঽহং" সমুদ্রেবিলুপ্ত করিয়া, স্থাবর-জঙ্গম সর্ব্বজীবে ও সর্ব্বপদার্থে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" অভয়-রূপ ব্রহ্মকে অভিন্ন ভাবে দেখিতেছেন; তিনি আর কাহা হইতে ভয় পাইবেন? পরম ভাগবত আত্মজ্ঞানী নির্ভীক-চিত্ত প্রহ্লাদ, বিষধর সর্প দ্বারা দংশিত হইয়া, দিগ্‌গজ দ্বারা অবপীড়িত হইয়াও বিচলিত হন নাই। কারণ কি? তাঁহার হৃদয়ে 'অহংভাব' নাই, হিংসার লেশ মাত্র নাই; তাই তিনি নির্ভীক হৃদয়ে বলিয়াছেন,—"দন্তাগজানাং কুলিশাগ্র নিষ্ঠুরাঃ, শীর্ণাযদেতে ন বলং মমৈতৎ।" —তবে এ শক্তি কাহার? একমাত্র অসীম শক্তিশালী সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের শক্তির পরিচয়ে, তিনি হিরণ্য-কশিপুকে কহিয়াছিলেন;

"ভয়ং ভয়ানামপহারিণি স্থিতে,
মনস্যনন্তে মম কুত্র তিষ্ঠতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যস্মিন্‌স্থিতে জন্ম-জরান্তকাদি,
ভয়ানি সর্ব্বাণ্যপযান্তি তাতঃ ॥"

অতএব যাঁহার স্মরণে জন্ম-জরান্তকাদি সকল প্রকার ভয় অপসৃত হয়, সেই সর্ব্বভয়াপহারী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু হৃদয়কমলের রক্তিমদলে বিরাজমান্ থাকিলে, জগতে আর ভয়ের স্থান কোথায়? অমনি, যুক্তকরে পরমারাধ্য দেবকে জানাইলাম,—হে অন্তর্যামিন্! আপনি আমার অন্তরের ভাব সকলই জানিতেছেন, আজ আমি আপনার কৃপায় যে জ্ঞানলাভ করিলাম, তাহাতে বেশ বুঝিলাম যে,—"সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম" আর, জগৎ আনন্দময়, তাঁহার বিশাল রাজ্যে বিদ্যা-অবিদ্যা, জ্ঞান-অজ্ঞান, ভয়-অভয়, সকলি এক।

একং জ্ঞানং নিত্যমাদ্যন্ত শূন্যং,
নান্যৎ কিঞ্চিৎ বর্ত্ততে বস্তু সত্যম্।
যত্তেদোঽস্মিন্নিন্দ্রিয়োপাধিনাবৈ,
জ্ঞানস্যয়' ভাসতে নান্যথৈব ॥

কেবল মাত্র সেই সর্ব্বনিয়ন্তা জগৎ পিতা সর্ব্বজীবের "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুই নিত্য ও সত্য; তিনি অনাদি ও অনন্ত। সেই অনাদি অনন্ত জগন্নিয়ন্তা পরম পিতা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু ভিন্ন অন্য কোন পদার্থই সত্য নহে। কিন্তু মায়া বিজৃম্ভিত ইন্দ্রিয় দ্বারাই জগতে—সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মে "ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্ব্যোমঃ" আর পঞ্চ মহাভূতের সমষ্টিভূত পাঞ্চভৌতিক দেহধারী—পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গম, ইত্যাদি নানারূপে ভেদ দৃষ্ট হইতেছে। অনন্ত বীচি-বিক্ষুব্ধ অনন্ত মহান সমুদ্র যেন এই অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান; ইহা হইতে কত তরঙ্গ, কত উর্ম্মিমালা, কত বুদ্বুদ উচ্ছ্বসিত হইয়া, নিজেকে যেন ব্যক্ত করিতেছে। আবার, তাহার সহিত মিশিয়া যাইতেছে। ওই সকল ভেদভাবশীল তরঙ্গমালার অন্তরালে অভেদাত্মক সমুদ্র, আপনার স্বভাবে অবস্থান করিতেছে। কিন্তু, তরঙ্গ ও উর্ম্মিমালা সমুদ্রের সহিত স্বতন্ত্র নহে; কেবল অবস্থাভেদ মাত্র। সেইরূপ পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গম, সর্ব্বজীব ও ব্রহ্ম হইতে অস্বতন্ত্র। এইরূপ, আত্ম-জ্ঞান হৃদয়ে স্ফুরিত হইলে, অনুকূল প্রতিকূল সকল কুলই বিলুপ্ত হয়।

অনাদ্যনন্তং কলিলস্যমধ্যে,
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং,
জ্ঞাত্বাদেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাপৈঃ ॥

নয়ন! একবার ঐ রবিকর-বিমণ্ডিতা তরঙ্গ-ভঙ্গ-চপলা গঙ্গার অনন্ত বীচিবিক্ষুব্ধ সলিলের প্রতি চাহিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে উহাতে পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ ও তোমার আমার মত কত ঊর্ম্মি, উৎস, ফেন, বুদ্বুদ উঠিতেছে ও মিশিতেছে; আবার, নূতন দেহে ভাসিতেছে। তাহাতে বুঝা যায় যে, যেন তরঙ্গ-ভঙ্গ-চপলা গঙ্গা গভীর উল্লোল কল-কল্লোল তুলিয়া বলিতেছেন,—বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানব! তোমার জ্ঞান, জগতের পাশবিক জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর; অতএব, সাবধান! কোন প্রাণীর হিংসা করিও না; আর সংসার প্রহেলিকায় মজিয়া পশুর ন্যায় "আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ" লইয়া, জীবন কাটাইও না। নিশ্চয় জানিও, তুমি প্রতিযোগিতার পূর্ণ অধিকারী। অতএব, কখনও নিরপেক্ষতাশূন্য স্বার্থ-প্রণোদিত সমাজ-বিধানের অধীনতায় আত্মোৎকর্ষের হতাদর করিও না। এই জীবজগৎ যাঁহার এক অভিন্ন স্নেহে আকৃষ্ট, লালিত-পালিত, পোষিত ও পরিপুষ্ট, তাঁহার নিকট জাতি, সমাজ, ব্যক্তি বা উপাধি-গত বৈষম্য নাই। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইতে দীন নিঃস্ব ভিখারী পর্য্যন্ত তাঁহার স্নেহের ও পবিত্র দয়ার তুল্যাধিকারী! হিংসা-দ্বেষ বিজড়িত, পরশ্রীকাতর, মোহান্ধ মানব, তাহা বুঝিতে পারে না; কিন্তু তাহারা যদি একবার এই শান্তিময় তপোবনে আসিয়া কিছুকাল তপস্যা করিতে পারে, তাহা হইলে, তাহারা অভিমান মোহ ও পুত্র কলত্রাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ হেতু এবং সুখ ও দুঃখ হইতে বিমুক্ত হওয়ায়, তাহাদের হৃদয় অবিদ্যা-শূন্য হইলে তখন আত্মজ্ঞান উদয় হইয়া থাকে, জ্ঞান-চক্ষুর উন্মেষণে তাহারা তাহা দেখিতে পায় এবং বুঝিতে পারে। কিন্তু,

গঙ্গাজলে নানুদিনং মনুষ্যো,—
মৃদ্‌গোময়েনাপি সদা মুণীন্দ্রাঃ।
স্নাতীহ সম্যক যদি ভাব শুদ্ধঃ,
ফলং তদাপ্নোতি নচান্যদেতৎ ॥

বাস্তবিক, "ভাবোজ্ঝিতা নৈব গতিং লভন্তে" ভাবদুষ্ট মানবের গঙ্গা কি করিতে পারেন? এই রত্নৌষধি সম্পন্ন সরিৎ শৈলাকর সমন্বিত স্থানের ও গঙ্গার মহিমা সেই বুঝিতে পারে, যাহার হৃদয়ে ভাব-ভক্তি বিরাজমান্। যাহাই হউক, এইরূপে স্থানের মহিমা বুঝিয়া গঙ্গার স্ফীতিমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিয়া, হিমাচলের গরিমা অনুভব করিয়া, অরণ্যের কান্তিমা স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া, আকাশের প্রথিমা দর্শন করিয়া,—"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" ভাবময় ভগবানের প্রতিমা হৃদয়-কমলের রক্তিমদলে প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাঁহার অনাদি-অনন্তত্ব উপলব্ধি করিয়া, কখন রক্তরবিকর-মণ্ডিত তুষার-কিরীট গিরিশৃঙ্গের প্রতি, কখনও রক্তরবিকরমণ্ডিতা তরঙ্গ-ভঙ্গচপলা গঙ্গার উচ্ছ্বসিত উন্মাদ-প্রেমাভিসার তাণ্ডব নৃত্যের প্রতি, কখন অনন্ত বৈচিত্রশালিনী শোভন-সৌন্দর্য্যময়ী অরণ্যানীর প্রতি, কখন উদাস দৃষ্টিতে ধূসর রেখাঙ্কিত দিগন্তের প্রতি, কখন পলকহীন দৃষ্টিতে অনন্তপ্রসারী সান্ধ্য তপনরাগরঞ্জিত অনন্তাকাশে নীলাম্বরের প্রতি চাহিয়া পর্ব্বত, গঙ্গা, অরণ্য, দিগন্ত ও আকাশের প্রতিকৃতি পাষাণ-অন্তরে স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া, আনন্দে মাতিয়া, ভক্তিভরে সর্ব্বেশ্বর—সর্ব্বরূপ—সর্ব্বস্বরূপ—বিশ্বেশ্বর-বিশ্বরূপ বিরাট-পুরুষ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে বারংবার নমস্কার করিতে লাগিলাম ;—

নমোনমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ,
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে,
নমোঽস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব ॥

হে সর্ব্ব! হে সর্ব্বাত্মন্! হে সর্ব্বব্যাপিন্! হে সর্ব্বদর্শিন্! তোমাকে নমস্কার করি! আমার পুরোভাগে তুমি, পশ্চাদ্দেশে তুমি, বামে তুমি, দক্ষিণে তুমি, পূর্ব্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ-অগ্নি-বায়ু-নৈঋর্ত-ঈশান-ঊর্দ্ধ-অধঃ দশদিকে তুমি,—আমি তোমায় নমস্কার করি। একবার, দুইবার, শতবার, সহস্রবার, বারবার তোমাকে নমস্কার করি। এইরূপে, কখন গিরিশ্রেণীকে,—কখন ভাগীরথীকে কখন অরণ্যকে,—কখন দিগন্তকে এবং কখনও বা আকাশকে বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ বিরাট-পুরুষ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর প্রতিমূর্ত্তি মনে করিয়া, বারংবার নমস্কার করিতে করিতে, দিবাবসান প্রায় হইয়া আসিল। দিবাকর, দিবাবসানে তুষার-কিরীটিনী গিরিশ্রেণীর উচ্চশৃঙ্গে রক্তিম-কিরণ-রাশি বিকীরণ করিয়া "রক্তা-রক্তিকৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতাননাং" ভবমোহিনী ভবানীর প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। অস্তগামী দিবাকরের স্নিগ্ধোজ্জ্বল লোহিত-কিরণে অনুরঞ্জিত হইয়া তুষার-কিরীটিনী গিরিশ্রেণী যেন নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া, উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। যেন, উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণীর উচ্চশৃঙ্গে রূপময়ী সৌন্দর্য্যময়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভবগেহিনী ভবানীর রূপচ্ছটা দিগ্‌দিগন্তে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িয়াছে। মরি মরি!—গিরিশ্রেণীর কি সুন্দর প্রতিচ্ছবি!—কি এক অপরূপ রূপ!—এ রূপের অন্ত নাই, সীমা নাই, সকলই অসীম অনন্ত! যেন, এক পরিপূর্ণ আনন্দ-চিন্ময় সত্তা, আপনার আনন্দময় ক্ষেত্রে টলটল করিয়া, তরঙ্গায়িত হইতেছে। সবই স্থির, সবই যেন ঘন-আনন্দরূপে পরিসমাপ্ত। সেই ঘন-আনন্দময় সত্তার ভিতরেই যেন,—"জটাজুটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাং" আনন্দময়ী মা আমার লীলাবিলাস বিলীন করিয়া, আনন্দময়ে মিশিবার জন্য, পৃথিবীর আনন্দসত্তা কুড়াইয়া লইতেছেন। ভক্তি ভরে যোড়করে গাহিলাম,—

—ত্বয়া হৃত্বা বামং বপুরপরিতৃপ্তেন মনসা,
শরীরার্দ্ধং শম্ভোরপরমপি শঙ্কে হৃতমভূৎ।
তথাহি ত্বদ্রূপং সকলমরুণাভং ত্রিনয়নং,
কুচাভ্যামানম্রং কুটিলশশিচূড়ালমুকুটম্॥

হে জননি! আমার বোধ হইতেছে, তুমি স্বীয় দক্ষিণাঙ্গ দ্বারা মহেশ্বরের বাম অঙ্গ হরণপূর্ব্বক অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি হইয়াও পরিতৃপ্ত হইতে না পারিয়া, তুমি মহেশ্বরের অবশিষ্ট দক্ষিণাঙ্গ হরণপূর্ব্বক নিজ শরীরে মিশ্রিত করিয়াছ। আমার ঈদৃশ অনুমানের প্রতিকারণ এই যে, তুমি পূর্ব্বে যখন অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলে, তখন তোমার অর্দ্ধশরীর পাণ্ডুবর্ণ ছিল, এক্ষণে সর্ব্বাঙ্গই অরুণবর্ণ দেখিতেছি। তৎকালে তোমার সার্দ্ধদ্বয় নয়ন ছিল, এক্ষণে ত্রিনয়ন দৃষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বে তোমার দেহ এক স্তন দ্বারাই আনত ছিল, এক্ষণে স্তনযুগল দ্বারা আনত দেখিতেছি। তৎকালে তোমার মস্তকে শশিকলার অর্দ্ধাংশ ও মুকুটের অর্দ্ধাংশ শোভা পাইত, এক্ষণে সেই মস্তকে সম্পূর্ণ শশিকলা ও সম্পূর্ণ মুকুট শোভা পাইতেছে। আহা! অরুণাভা তুষার-কিরীটিনী গিরিশ্রেণীর কি অপরূপ রূপ!—এই মধুরিমাময়ী রূপ দর্শনে আমার হৃদয়ে ভক্তির উৎস উছলিয়া উঠিল। ইন্দ্রিয় ও মন নির্ম্মল ও স্থির হইল; আর, হৃদয়ের ছোট খাটো বৃত্তিগুলি মহামায়ার আনন্দময়ী সত্তার সহিত সমবশতা লাভ করিল। 'স্বার্থের' সঙ্কীর্ণতা দূরে পলায়ণ করিল। আমিত্বের অহঙ্কার যেন, 'সোঽহং' সমুদ্রে বিলুপ্ত হইয়া গেল; যেন ইন্দ্রিয়-বৃত্তিগুলি আর ইন্দ্রিয়মধ্যে নাই, বৃত্তিগুলি বাহেন্দ্রিয়ে না আসিয়া, সেই শিবতম সত্তায় অবস্থান করিতেছে। অমনি হৃদয়-কন্দর হইতে, বেদান্তডিণ্ডিম ঝঙ্কৃত হইল,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দ রূপোঽহমখণ্ডবোধঃ,
পরাৎপরোঽহং ঘনচিৎ প্রকাশঃ।
মেঘা যথাব্যোম ন চ স্পৃশন্তি,
সংসার দুঃখানি ন মাং স্পৃশন্তি॥

"সোঽহং।" জগৎ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড এক। হিন্দুর দর্শন-শাস্ত্র জগদীশ্বরের এই "একমেবা দ্বিতীয়ম্" স্বরূপ-তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন। এই স্বরূপ-তত্ত্বের ধ্যানে মগ্ন হইলে, চিত্তবৃত্তি স্থির হইয়া যায়, চিত্ত মধুর ভাবে অভিষিক্ত হয়। এই মধুর ভাব, যাঁহার হৃদয়ে একবার মাত্র প্রবাহিত হইয়াছে, তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন—তিনি জীবন্মুক্ত হইয়াছেন,—আনন্দময়ে আত্ম-লীন করিয়াছেন, সংশয় নাই। এই মধুরভাবের স্রোত আমার হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়া, হৃদয়কে ভাব-মণ্ডিত করিল, আমি যেন চিদ্‌ঘন-রসে অভিষিক্ত হইলাম;—ঘন রসের আনন্দময় সত্তায় আমার বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত প্রায়। যেন, আনন্দময়ের আনন্দ-সত্তায় আমার প্রকৃত জ্ঞানের বেলা-ভূমি ভাসিয়া চলিল। আমি সন্তাপ-সঙ্কুল সংসারের তাপ-জ্বালা ভুলিয়া, মায়া-মমতা কামনা-প্রলোভন ভুলিয়া, কর্ম্মবেষ্টনী ভেদ করিয়া, ধ্যান-ধারণার সাধনাপথ বহিয়া, শরীরের মায়া-মমতা, আশা-ভরসা সমস্ত ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিয়া, তন্ময় হইয়া, করুণাময়ের অপার করুণার প্রতিচ্ছবি, হৃদয়কমলের রক্তিমদলে অঙ্কিত করিয়া, ভাবময় ভগবান্‌কে মনোময় করিয়া, চিন্তা করিতেছি; এমন সময়ে মাথার উপর নীলাকাশে আকাশবিহারী একটা ক্ষুদ্র পক্ষী, বিরহসঙ্গীতের করুণতানে সান্ধ্য গগন প্রতিধ্বনিত করিয়া, আমার ভগবচ্চিন্তায় বাধ সাধিল। আমি চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলাম,—পশ্চিম গগন-প্রান্তে ভাবুকের ভাবসিক্ত হৃদয়ে ভাবের লহরী প্রবাহিত করিয়া, অস্তাচল-চূড়াবলম্বি-মরীচিমালী দিবাকর, ক্ষণকালের নিমিত্ত রক্তিমাভ মেঘের ফাঁকে, পত্রাবগুণ্ঠনে বিকশিত গোলাপ ফুলের মত হাস্য-মণ্ডিত রক্ত-মুখখানি বাহির করিলেন। অমনি, গগনপ্রান্ত হইতে, পাহাড়ের বুক চিরিয়া, সূর্য্যের একটি কনকরশ্মি আসিয়া, আমার চিন্তা-গম্ভীর মুখমণ্ডলে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল! করযোড়ে গাহিলাম,—

রক্তাম্বুজযুগ্মাভয়দানহস্তং,
কেয়ূরহারাঙ্গদকুণ্ডলাঢ্যম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাণিক্যমৌলিং দিননাথ নীড়ে.
বন্ধুককান্তিং বিলসন্ত্রিনেত্রম্ ॥

আহা, মরি-মরি, ! গঙ্গাবতার গঙ্গোত্তরীতে অস্তাচল-চূড়াবলম্বি-মরীচি-মালি-দিবাকরের কণক-কিরণ-মালা প্রতিফলিত তুষার-কিরীটিনী গিরিশ্রেণীর দৃশ্য অতি মনোহর ! দিবাবসানে জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্য, যখন পর্ব্বতশৃঙ্গের আড়াল হইতে দর্শন দেন, তখনকার দৃশ্য অতি মনোরম ! পশ্চিম-গগন-প্রান্তে যেন সূর্য্যদেব, জলন্ত-অগ্নিপিণ্ডবৎ ঢলিয়া পড়িলেন। গিরিশ্রেণী ও লোহিত অরুণ-কিরণে তরঙ্গায়িত,—সান্ধ্য অরুণচ্ছটায় যেন ঝকমক করিতেছে,—গিরিশ্রেণী যেন কত নিকটে, তাহাদের অপরূপ-রূপ সম্ভার অনির্ব্বচনীয় ! —আবার, গিরিশ্রেণীর সুবিশাল সানুদেশের কি অপূর্ব্ব দৃশ্য !—গিরিসানুতে সুগন্ধি-কুসুম-পুঞ্জ-শোভিত, কত লতাকুঞ্জ—গুল্মপুঞ্জ, ইহারাও সান্ধ্য তপন-রাগে অনুরঞ্জিত ; নববিকশিত পুষ্প ও নবীন-মুকুলিত পত্র সকল সান্ধ্য-তপনের লোহিত-কিরণ গায়ে মাখিয়া, সান্ধ্য-সমীর-হিল্লোলে মৃদু-মন্দ হেলিতেছে এবং খিলি খিলি হাসিতেছে ! আর, স্বচ্ছ-জলশালী নির্ঝরকুলও সান্ধ্য তপন-রাগে রঞ্জিত হইয়া, বৈপ্যদ্রব্যের অনুকৃতি ধারণ করিয়া অবিরত ঝর ঝর রবে ঝরিতেছে ; তাহাতে নানা জাতীয় পক্ষিকুল ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। অরণ্যবক্ষে পুষ্পিত দ্রুম-দলে ও লতা-কুঞ্জে কতকগুলি বন-বিহঙ্গ সান্ধ্য অরুণচ্ছটায় অনুরঞ্জিত হইয়া, কুঞ্জবীথিকার অন্তরালে বসিয়া, কিচিরমিচির শব্দ করিয়া, সন্ধ্যার আগমনবার্ত্তা যেন, মানবসমাজে প্রচার করিয়া দিতেছে। কতকগুলি বিহগ দেবদারুশিখরে বসিয়া মধুর কল-নিনাদে অরণ্য মুখরিত করিতেছে ; কতকগুলি লতা-সঙ্কীর্ণ কুটজবৃক্ষের শাখায় প্রশাখায় উদ্ধতের ন্যায় উপবিষ্ট হইয়া, কলাপ-নিচিত মুকুটের ন্যায় শোভা পাইতেছে ; কতকগুলি তরুকোটরে উপবিষ্ট হইয়া, সুখে নিদ্রা যাইতেছে। কোথাও সুগন্ধি প্রফুল্ল কুসুমোপরি বিবিধ বর্ণানুরঞ্জিত বিচিত্র কলাপ-সমুদয় বিস্তার করিয়া, প্রজাপতিকুল উপবিষ্ট রহিয়াছে ; কোথাও কুসুমগন্ধযুক্ত বনরাজিতে—পুষ্পিত দ্রুমদলে অলিকুল পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বিচরণ করিতে করিতে, মধুপান করিতেছে ; কোথাও কুসুম-খণ্ড-মণ্ডিত কুসুমাকরসমূহে তামরস-রসপানে উন্মত্ত, কুসুমোদরচ্যুত কিঞ্জল্করাগে রঞ্জিত মধুকর সুমধুর গুণ গুণ স্বরে গান করিতেছে। ভাবিলাম,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রিয়ো বাসাম্ভোজে ত্রিদিবসরিদম্ভোজকুহরে,
হরের্নাভিপদ্মে মধু মধুকরো যঃ কিল পপৌ।
স দৈবাদুন্মীলত্তপনকরতাপব্যতিকর,
ব্যথাকম্পঃ সংপ্রত্য তরু মরুভূমৌ বিচরতি॥

সান্ধ্য-অরুণচ্ছটায় শৈলশৃঙ্গের কোথাও অঞ্জনবর্ণ; কোথাও হিঙ্গুলবর্ণ; কোথাও বা প্রবালের ন্যায় উজ্জ্বল শোভায় শোভায়মান হইতেছে। ইহাদের কি রূপ, কি গুণ, কি পরিমাণ, কি উপাদান!—কিছুই বর্ণনা করা যায় না; কেবল মাত্র বোধ হয়, যেন মন্মথের তোমর সকল সন্নিবেশিত রহিয়াছে। মহামহিম সৃষ্টি-কুশল বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা, মুক্তহস্তে সুরূপের অসীম-সিন্ধু মন্থন করিয়া, রূপ-সিন্ধু সমুত্থিত সৌন্দর্য্যের সারাংশ ও লাবণ্যময়ী প্রকৃতিসুন্দরীর অনন্ত সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া, সমুদয় সৌন্দর্য্যই যেন, গঙ্গোত্তরীতে গঙ্গার বুকে, অরণ্যবৃক্ষে, পর্ব্বতকক্ষে, গিরিসানুদেশে ও অনন্ত আকাশে সন্নিবেশপূর্ব্বক অসীম রূপের কমনীয় মূর্ত্তি গড়িয়া, মানুষের মনে কি এক অপরূপ রূপ-পিপাসা জাগাইয়া রাখিয়াছেন! যে দিকে দৃষ্টি যায়, সেই দিকেই তত সুন্দর! যেন কল্পনাতীত মোহন সাজে নদ-নদী-নির্ঝর, গিরি-গুহা-আকাশ, অরণ্য-বন, সব লইয়া, সমভাবে প্রকৃতিসুন্দরী মনোমোহন সজ্জায় সজ্জিত হইয়া হাসিতেছেন। লাবণ্যময়ী প্রকৃতিসুন্দরীর এই অপূর্ব্ব শোভা দর্শনে বলিতে পারা যায়,—

অব্যক্ত নামানি গুণাংশ্চ তত্ত্বতো—
যো বেদ সর্ব্বাণি গতীশ্চ কেবলাঃ।
বিমুক্তদেহঃ প্রবিভাগতত্ত্ববিৎ,
সমুচ্যতে সর্ব্বগুণৈর্নিরাময়ঃ॥

আহা, অনন্ত নীলাকাশের কি নয়নাকর্ষক দৃশ্য! অস্তাচল-চূড়াবলম্বি-মরীচিমালি-দিবাকরের স্নিগ্ধোজ্জ্বল লোহিত-কিরণে অনুরঞ্জিত হইয়া গজ-যূথসদৃশ অদ্ভুত দর্শন মেঘ সকল যে কি মনোহর বিচিত্রবর্ণে বিকশিত হইয়াছে, তাহা সৃষ্টিকুশল বিশ্বস্রষ্টা বিধাতার স্বরচিত মহাকাব্য বলিয়া বোধ হয়। দেখিলে বোধ হয়, যেন বিধাতা ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত সৌন্দর্য্যরাশি কুড়াইয়া আনিয়া একত্রিত করিয়া, দেখিবার জন্যই মেঘ সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আকাশে নানা-বর্ণের নানা রঙ্গের মেঘ সকল ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। পশ্চিমাকাশে একটি শুভ্র বারিবাহ দেখিতে দেখিতে, ধূসরবর্ণে রঞ্জিত হইল; আবার,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর একটি ক্ষণমধ্যে রক্তিমাভা ধারণ করিল। এইরূপে ক্ষণে ক্ষণে মেঘসকল নানাবর্ণে ও বিবিধ রঙ্গে অনুরঞ্জিত হইতেছে; ইহা অতি মনোহর। আকাশ-মণ্ডলে যে পথহারা বারিবাহ সকল গজ-যূথের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে-ছিল, হঠাৎ তাহারাও সান্ধ্য অরুণচ্ছটায় রক্তবর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া অমনি রক্তিমাভা ধারণ করিল; দেখিতে দেখিতে দশদিক্—"জবাকুসুম-সঙ্কাশং' হইয়া পড়িল। করযোড়ে গাহিলাম,—

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

এবারের দৃশ্য অতি চমৎকার! যেন সব একাকার—একার্ণবে পরিসমাপ্ত। এবারে গিরিশ্রেণীর পাশে মেঘ, মেঘ কি পাহাড়, নিশ্চয় করা দুষ্কর হইয়া পড়িল,—সকলই রক্তবর্ণে রঞ্জিত। পাহাড়ের বুক চিরিয়া, দিবাকরের রক্তরশ্মি আসিয়া, তরঙ্গ-ভঙ্গ-চপলা-গঙ্গার বুকে পড়িয়াছে, কি সুন্দর দৃশ্য! রাঙ্গারবির রক্তকিরণ গায়ে মাখিয়া, পতিতপাবনী গঙ্গার স্ফটিকস্বচ্ছ সুনীল জল, পাহাড়-পর্ব্বত ভেদ করিয়া, দুকুল প্লাবিত করিয়া, উচ্ছ্বাসের পর উচ্ছ্বাস তুলিয়া, তালে তালে নাচিতে নাচিতে, দ্রুত-বিচ্ছুরিত গতিতে উল্লোলময় কল-কল্লোল তুলিয়া, সাগর-সঙ্গমে ছুটিয়াছেন। ইহাতে মনে হয় যেন. তাল-লয়-বিশুদ্ধ সঙ্গীত ও সামগীতে পাহাড়-পর্ব্বত, অরণ্য ও আকাশকে মুখরিত করিয়া, মানব-দানব, সুরাসুর, ঈশ্বর-কিন্নর, মুণি-ঋষি, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গম, সর্ব্বজীবের কর্ণকুহর পবিত্র করিয়া, বন-বনান্ত-পরিশোভিত-সসাগরা-বসুন্ধরাকে অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত করিয়া, ভাগীরথী সাগরসঙ্গমে ছুটিয়া চলিয়াছেন। উন্মাদিনী গঙ্গার এই উন্মাদ-প্রেমাভিসার তাণ্ডব-নৃত্য দর্শন করিয়া, কহিলাম;—

দৃষ্টাঃ সংকষ্টদাহাঃ শ্রবণপথগতাঃ পুণ্যপুঞ্জাবগাহাঃ,
স্পৃষ্টাঃ সংসারপাথোনিধি পতিতধরোদ্ধারধুর্য্যাবরাহাঃ।
পীতাস্তাপোপশান্তি প্রজননপটবস্তে সুধাবারিবাহাঃ.
কল্যাণং কল্পয়ন্তাং কলিকলুষহরা বিষ্ণুপদ্যাঃ প্রবাহাঃ॥

এই অনন্ত বৈচিত্র্যশালিনী বন-বনান্ত-পরিশোভিতা নানাজীব-সঙ্কুলা শোভন-সৌন্দর্য্যময়ী মন্দর-ভূধর-সাগরাম্বরা সুবিশাল বসুন্ধরাকে অনন্ত অন্ধ-কারের মহান্ সমুদ্রের অতলগর্ভে ডুবাইয়া, জ্যোতির জ্যোতিঃ উজ্জ্বলতার কৌস্তুভমণি—আলোকের পবিত্র-রশ্মি জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্য, পশ্চিমগগনপ্রান্তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একেবারে চলিয়া পড়িলেন। ক্রমে দূরে,—অতি দূরে মন্থরগমনে পশ্চিমগগনে মুখ লুকাইলেন; ভাবিলাম,—"ডুবিল অনন্ত অঙ্কে অংশ অনন্তের।" হায়! রাঙ্গারবির রক্তছবিখানি কোথায় গেল? রাঙ্গারবির রক্তছবিখানি অনন্তের অন্তরালে লুকাইল। রাঙ্গারবির রক্তছবিখানিকে অনন্তের অন্তরালে লুকাইতে দেখিয়া, নিরাকুল বিহগকুল ও শিবাকুল, ঘোর বিকট অশিবরবে, অনুলোম ও বিলোমক্রমে, একবার বিষম চীৎকার করিয়া, অবিলম্বে নীরব হইল। ভাবিলাম,—

ধ্বান্তৌঘঃ কবলীকরোতি জগতীং নো ভান্তি সূর্য্যোপলাঃ,
খদ্যোতাঃ পরিতঃ স্ফুরন্তি সততং সীদন্তি পদ্মোৎকরাঃ।
যে তু ধ্বাঙ্ক্ষভয়েন কোটর বহির্নির্যান্তি নো পেচকা—
স্তেঽপ্যুচ্চৈ র্বিহরন্তি হা দিনমনে কুত্র ত্বয়া প্রস্থিতম্॥

তিমিরারি জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্যদেব, সসাগরা ধরাকে অনন্ত অন্ধকার-সমুদ্রের অনন্তগর্ভে ডুবাইয়া, অনন্তের অন্তরালে লুকাইলে, অনন্ত তমোরাশি আসিয়া, সসাগরা ধরাকে গ্রাস করিল। সসাগরা ধরা তমোময়ী নিশা-রাক্ষসীর কবলিত হইলে, সূর্য্যকান্তমণিও আর দীপ্তি পায় না; তখন জ্যোতিরিঙ্গ খদ্যোতিকা সকলই চতুর্দ্দিকে নিরন্তর স্ফুরিত হইতে থাকে, কমলবন অবসন্ন হইয়া পড়ে; আর কাকভয়ে যে কখনও কোটরের বহির্গত হইতে পারিত না,—সেই কাক-ভীরু পেচকগণও এক্ষণে অত্যুচ্চে নির্ভয়ে আনন্দে বিহার করিতেছে! হা দিনমণি! তুমি কোথায় লুকাইলে? বুঝিলাম,—পৃথিবীকে অন্ধকার-সমুদ্রের অতল গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া, দিবাকর, দেশান্তরে—অতিদূরে অস্তভূধরে গমন করিলেন। উদয় এবং অস্ত—এই দুইটির, একটি প্রথমে এবং অপরটি শেষকালে সহায়তা করে বটে; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে অস্ত-মহীধরের হৃদয়ের সুদৃঢ় মিত্রত্ব বিদ্যমান্ বলিয়া বুঝা যায়। নিত্য-আরাধিত ভগবান্ দিনমণি, এমন নিঃসহায়তার কালেও সেবকের কোনরূপ সহায়তা করিলেন না; জলেও এই রীতি বর্ত্তমান। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনীভূত হইয়া আসিল। ধীরে ধীরে অসিত-কৌষেয়-ধারিনী বিশ্বত্রাসকারিনী তমোময়ী নিশা-রাক্ষসী পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়া, অনন্ত-বৈচিত্র্যশালিনী নানা-জীব-সঙ্কুলা শোভন-সৌন্দর্য্যময়ী ভূতধাত্রী ধরিত্রীকে গ্রাস করিয়া, তমোরাশি দিয়া ঢাকিয়া পৃথিবীর সমুদয় সৌন্দর্য্যই মুছিয়া দিল। আকাশ-মণ্ডলে, অমনি, নৈশাকাশবিহারী উলুক, বাদলী, চর্ম্মচটিকা প্রভৃতি দিবাভীত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিহগগণ পরমানন্দে নির্ভয়ে বিবিধ স্বরে নিরন্তর কলরব করিতে করিতে, বিহার করিতে লাগিল। আর বনমধ্যে বনবিহঙ্গগণ, পত্রকুঞ্জ-আশ্রয় তরু-শাখায় বসিয়া, সান্ধ্য-সমীর-হিল্লোলে, কলোলিনীর উল্লোল কলকল্লোলের স্বরে সুর মিলাইয়া, প্রকৃতির করুণ-গীতির কাকলিরবে—মধুর বৈতালিক গানে, অরণ্য-প্রকৃতি মুখরিত করিয়া, মানবের মনঃপ্রাণ মুগ্ধ করিয়া দিল। অমনি ভাগীরথীর মন্দিরে সন্ধ্যা-আরতির কাঁসর, ঘণ্টা, দুন্দুভি প্রভৃতি বিবিধ বাদিত্র সকল বাজিয়া উঠিল। মধ্যে মধ্যে 'সমসপ্তকে' হৃষীকেশ-নির্ঘোষিত 'পাঞ্চজন্যের' ন্যায় শঙ্খ-নিনাদ জয়নাদে মিশিয়া গেল এবং ঐক্যতান ভজন-সঙ্গীত রবে ও ধূপধূনার স্বর্গীয় সৌরভে দশদিক সুরভিত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয়ভাবে ধারণ করিল। অমনি,—সাধক, যোগী, তপস্বী, ভক্ত ও সন্ন্যাসী,—সকলেই নিমীলিত নেত্রে ভগবৎ পদারবিন্দে মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করিয়া ধ্যানে বসিলেন। কিন্তু, যাঁহারা বিষয়ী, তাঁহাদের হৃদয়ে অন্য ভাব, তাঁহারা বিষয়-চিন্তার অবসর পাইয়া, বিষয়-চিন্তায় মগ্ন হইলেন। ভাবিলাম,—

ব্যজম্ভদথ লোকেঽস্মিন্ ক্রমাদ্দৈভাবয়ং তমঃ।
কুটিলস্যেব হৃদয়ে কালুষ্যং দূষয়ন্মনঃ॥

রবি অস্তগত হইলে, অন্ধকাররাশি আসিয়া যেমন সমগ্র মেদিনীকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়, তেমনি অন্ধকার আবরণের সঙ্গে সঙ্গেই বিলাস-ভোগীর বিলাস-ভোগ-বাসনাও একে একে জাগিয়া উঠে। গৃহের প্রদীপ নিবিয়া গেলে, অপহরণ-লোলুপ মন যেমন আনন্দে নাচিয়া উঠে, বিষয়াসক্ত কুটিল মানবের হৃদয়েও তদ্রূপ ক্রমান্বয়ে মনোদূষণকারী কালুষ্যের কালিমা তমোময়ী বিভাবরীর ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দূরাগত পথিক আশ্রয় জন্য, পাণ্ডাগণ যাত্রীর জন্য ও আত্মীয়ের প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত ও চিন্তিত হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে আমার হৃদয়েও চিন্তা বলবতী হইয়াছে; কিন্তু, আমার চিন্তা অন্যরূপ,—এই শুভযোগে ও শুভক্ষণে—আকাশ, গিরি, গঙ্গা ও অরণ্যের সম্মিলিত সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া ও মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, তন্ময় হইয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলাম। বিষয়চিন্তার অবসর ভুলিয়া, ক্ষিপ্ত আত্মাকে শান্ত করিয়া, রিপুগণকে সংযত করিয়া, ইন্দ্রিয় সকলের পথ রুদ্ধ করিয়া, নির্লিপ্ত-চিত্ত হইয়া, স্বকীয় হৃদয়কমলের রক্তিমদলে, ভব-পারাবারের কাণ্ডারী "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" ত্রিতাপহারী ভগবান্ শ্রীহরিকে বসাইয়া, ভাবময় ভগবান্‌কে মনোময় করিয়া চিন্তা করিতেছি; গঙ্গাতট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে হঠাৎ শঙ্করাবতার জগদ্‌গুরু শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের মোহমুদ্গর উদ্গীতি ধ্বনিত হইল ;—

"মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং,
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্ !
মায়ামযমিদমখিলং হিত্বা,
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥"

আমি চমকিয়া উঠিলাম !—দেখিলাম, দুইজন মোহমুদ্গরগীতি-উদ্গীরণ করিয়া, সমস্বরে গাহিতে গাহিতে মন্দিরাভিমুখে গমন করিতেছে। সমস্বরে মোহমুদ্গরগীতি-শ্রবণে, মুহূর্ত্তের জন্য তীব্র-বৈরাগ্যের ক্ষণিক উচ্ছ্বাসে, আমার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। ভাবিলাম,—সত্যই ত এই অনিত্য সংসারে আসিয়া, অনীত্য শরীর ধারণ করিয়া, রূপ-যৌবন, ধন-জনের—অভিমান বা গর্ব্ব করা বৃথা। কেননা,—"হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।" অতএব, এই মায়াময় অনিত্য সংসারের যাবতীয় মায়িক ও অনিত্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়া, ভগবানের পদারবিন্দে আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কোন্ মুহূর্ত্তেই যে জীবন-বীণা নীরব হইবে, তাহা কে বলিতে পারে ?—দেখিতে দেখিতে পরকাল যে কাছাকাছি হইয়া পড়িতেছে,—আয়ুঃ যে ফুরাইয়া যাইতেছে,—দিন যে ঘনাইয়া আসিতেছে,—পরকালের উপায় কি করিলাম ? কোথায় হে দয়াময় ! দীনবন্ধো ! এই সংসার-কারাগার হইতে,—"সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত মায়ার গণ্ডী" হইতে মুক্ত কর প্রভো !—এই আলোক-অন্ধকার-মিশ্রিত জীবন-সন্ধ্যায় একবার প্রাণ ভরিয়া তোমায় ডাকিয়া, সমস্ত জীবনের কার্য্যাকার্য্য তোমার চরণে ঢালিয়া দিয়া, মহাকালের হস্তে আত্মসমর্পণ করি।

জয়স্ব দিব্যাম্বুজকোশগৌর,
জয়স্ব সংসারতরোঃ কুঠারঃ।
জয়স্ব পাপেন্ধন জাতবেদ.
অঘৌঘ সংরোধ নমোনমস্তে ॥

পূর্ণিমা রাত্রি। আকাশে কাল মেঘ উঠিয়াছে। জলদজাল, নীল গগন-পটকে শোভিত করিয়া শোভমান হইয়াছে। রাত্রি স্বভাবতঃ ম্লান, তাহাতে আবার কাল-মেঘের আড়ে, আরও ম্লান হইতে ম্লানতর হইয়া পড়িয়াছে। আমি সঙ্গের সম্বল কম্বলখানি ভালরূপে গায়ে জড়াইয়া, আসন করিয়া বসিলাম। ভগবানের অপার লীলা, অপার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একবার তন্ময় হইয়া পড়িতেছি। কলনাদিনী জাহ্নবীর কল কল্লোলোচ্ছ্বাস, এই হতভাগ্যের শ্রবণ-বিবরে প্রবিষ্ট হইয়া, চিত্তকে অপার্থিব আনন্দে মগ্ন করিয়া দিতেছে। সান্ধ্য-সমীরণ গঙ্গার শৈত্য-জলে স্নাত হইয়া, ঝিরঝির করিয়া বহিতেছে। গঙ্গার শৈত্য-কণা গায়ে মাখিয়া, সান্ধ্য-সমীর মৃদুমন্দভাবে বহিয়া, আমার কুন্তল দোলাইয়া, অঞ্চল নাড়িয়া, পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িতেছে। কোথা হইতে একটুকু বায়ু-প্রবাহ ছুটিয়া আসিল,—অমনি—পুত্রহারা জননীর চক্ষুর ন্যায়, ধারার উপর ধারা ফেলিয়া, মেঘখানা সরিয়া গেল। বুঝিলাম,—দয়ার্দ্র মেঘমণ্ডল, গ্রীষ্মতাপ-দগ্ধ-প্রকৃতিকে সুশীতল করিয়া,—নিদাঘের তাপক্লিষ্ট জীব-হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার করিয়া, তাহাদিগকে ভগবদ্ধ্যানে মগ্ন হইতে ইঙ্গিত করিল। প্রকৃতি দেবীর অঙ্গে বৃষ্টির মধুর-ধারা অপূর্ব্ব কান্তি সঞ্চার করিতেছে। তাহাতে, নব-নীরদ-নীলিম-মাঝে এক একবার চারু-হাসিনী সৌদামিনীর হাস্যচ্ছটা স্ফুরিত হইতেছে, বিদ্যুদালোকে অরণ্য উদ্ভাসিত হইতেছে; বিদ্যুদালোক-প্রতিফলিত বনস্পতির দৃশ্য অতি মনোহর! নব মেঘের শুভ্র অঙ্কে স্ফুরিত বিদ্যুল্লতার দীপ্তিতে ভালরূপে কম্বলখানা গায়ে জড়াইয়া, স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া বসিলাম। দেখিতে দেখিতে, মেঘ সকল সরিয়া গেল, আকাশ নির্ম্মল হইল। সান্ধ্য-নীলিমা গায়ে মাখিয়া আকাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। নির্ম্মল আকাশে চাঁদ উঠিল, তারা ফুটিল, অমনি হাসির জগতে হাসি মিশিয়া গেল।

প্রথমদিবসচন্দ্রঃ সর্ব্বলোকৈকবন্দ্যঃ
স চ সকলকলাভিঃ পূর্ণচন্দ্রো ন বন্দ্যঃ।
অতিপরিচয়দোষাৎ কস্যনো মানহানি—
নবনবগুণরাগী প্রায়শঃ সর্ব্বলোকঃ॥

পূরব গগনের কি চমৎকার দৃশ্য!—নিশাকর, হীরকখণ্ড প্রদীপ্ত তারকা-নিকর সমভিব্যাহারে প্রসন্ন-স্নিগ্ধ প্রাণ-প্রীণন জ্যোৎস্না-হাসিরাশি মণ্ডিত হইয়া, পূর্ণরূপে সমুদিত হইলেন। পূর্ণচন্দ্র সমুদিত হইয়া, উদয়াদ্রি-মুকুটে অবস্থান পূর্ব্বক, মনঃ-প্রাণ-বিমোহন সুস্নিগ্ধ-কিরণরাশি বিকীরণ করিয়া,—তাপিতের তপ্তহৃদয়ে—ক্লান্তজীবের শ্রান্ত-প্রাণে যে কি এক অপূর্ব্ব শান্তি-সুধা ঢালিয়া দিতেছেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না। সুধাকরের সুধা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাখা স্নিগ্ধ-কিরণ-সম্পাতে, অনন্ত-বৈচিত্র্যশালিনী, নানাজীব-সঙ্কুলা, শোভন-সৌন্দর্য্যময়ী বসুন্ধরা উদ্ভাসিত এবং মধুময়ী মধুরযামিনী পুলকিতা হইয়াছে। পূর্ণশশধরের বিমল-রশ্মি পাহাড়ের বুক চিরিয়া, গঙ্গার বুকে পড়িয়াছে,—চন্দ্রালোক-সম্পাত সুধাধারা-বিগলিত স্বচ্ছতোয়া তরঙ্গ-ভঙ্গ-চপলা-গঙ্গার স্ফটিকস্বচ্ছ সুনীল জল, মণি মরকতের ন্যায় শোভাধারণ করিয়াছে। গঙ্গোত্তরীতে, তরঙ্গ-ভঙ্গ-চপলা-গঙ্গার সুনীল জলে পীযূষমণ্ডিত পূর্ণশশীর প্রতিবিম্ব বড় মনোজ্ঞ!—কেবল জলে নহে; জল, স্থল, পাহাড়, পর্ব্বত, বৃক্ষ, লতা, পত্র, পুষ্প, বিশেষতঃ শষ্পশোভিত শ্যামল ক্ষেত্র, সকলই যেন কত সুন্দর! নবোদিত পূর্ণশশধরের স্নিগ্ধ-কিরণ সম্পাতে হিমগিরির চির-তুষর-কিরীট ধবল-শৃঙ্গ, ঝক্‌ঝক্ জ্বলিতেছে; আর, শ্যামকান্তি বৃক্ষ-বল্লরী নবীন-পুরাতন পত্র-পুষ্প-মুকুলে চন্দ্ররশ্মি নিপতিত হওয়ায়, বোধ হইতেছে যেন, পত্র-পুষ্প-মুকুলরাজি হাস্যরেখা পরিস্ফুট করিয়া, প্রকৃতির স্নিগ্ধপদে আবেগে—আনন্দে কৃতজ্ঞতায় প্রণত হইতেছে। পত্র সকলে চন্দ্রের স্নিগ্ধ-মধুর হাসির আবেগময়ী রেখা পড়িয়াছে। নীলাম্বরে তারকা-রাজির ন্যায় নীল্যভ-রশ্মির আকার ধারণ করিয়া বিভাসিত হইতেছে। শ্যামা শষ্পভরা ক্লান্তা বসুন্ধরার গাত্রে কি জানি, কি এক চিত্ত-বিহ্বল আবেগ উৎপাদন করিতেছে, তাহা বলা যায় না। এই সকল দর্শন করিয়া, শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্যের আনন্দলহরী গীতি মনে পড়িল, আনন্দে গাহিলাম,—

ধনুঃ পৌষ্পং মৌর্ব্বী মধুকরময়ী পঞ্চবিশিখা,
বসন্তঃ সামন্তো মলয়মরুদায়োধনরথঃ।
তথাপ্যেকঃ সর্ব্বং হিমগিরিসুতে কামপিকৃপা!—
মপাঙ্গাত্তে লব্ধা জগদিদমনঙ্গো বিজয়তে॥

আহা! নীলাকাশে অনন্ত নীলাম্বরের এবারে কি মনোহর দৃশ্য! সুনীল আকাশে যেন পৌর্ণমাসীর পূর্ণশশী খিলি খিলি হাসিতেছে; নয়ন-মনোরঞ্জন সুধাকরের সুধামাখা হাসিরাশি, স্নিগ্ধ-ধবল কৌমুদীরূপে, অনন্ত নীলাকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়াছে। ধরণীপৃষ্ঠেও সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল সুধামাখা মধুর হাসিরাশি নিপতিত হইতেছে বলিয়া, অবনী-পৃষ্ঠস্থ যাবতীয় দৃশ্যমান্ পদার্থ হাস্যময় বলিয়া বোধ হইতেছে। চির-তুষার মণ্ডিত গিরিশৃঙ্গগুলিও চন্দ্রের কিরণ-সম্পাতে উদীপ্ত হইয়া, জ্বলন্ত ফণি-ফণা-মণি-দীপের ন্যায় উদ্যোতিত বলিয়া বোধ হইতেছে। নির্ঝর-কুলও শশিকরে সমুদ্ভাসিত হইয়া, দ্রবময় রৌপ্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকার ধারণ করিয়া, ঝরঝর রবে, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, বৃহত্তর বৃহত্তম উপলখণ্ডে বাধা পাইয়া, লাফাইতে লাফাইতে, গিরি প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া, গিরিকন্দর ভেদ করিয়া, মহানন্দে নিম্নাভিমুখে তীরবেগে গিরিপাদমূলে নিক্ষিপ্ত হইয়া, গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইতেছে ; তাহা দেখিতে অতি সুন্দর ! বিবিধ সুগন্ধি-কুসুম-বিকশিত লতাকুঞ্জ, গুল্মপুঞ্জ, ও হিমালয়-কাননজ দেবদারু, চিড়, ভুজপত্র প্রভৃতি পাদপ-সমূহও সুধাকরের সুধাসিক্ত হাসিরাশিতে সমুদ্ভাসিত হইয়া, অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। পার্ব্বত্য-ভূমি সকলে, নব-মুকুলিত তৃণদলে, সুধাকরের শুভ্র-জ্যোৎস্না-রশ্মি পতিত হইয়া, সকলই যেন রজত-সন্নিভ দীপ্তি ধারণ করিয়াছে। কি মনোরম দৃশ্য ! তৃণদল সমীর-হিল্লোলে দোলায়িত হইয়া, যেন খেলিতেছে ও খিলি খিলি হাসিতেছে। জল-স্থল-মরুব্যোম পাহাড়-পর্ব্বত-অরণ্য প্রভৃতি সমগ্র মেদিনী শুভ্রবেশে সুশোভিতা ; সুধাকরের রজত-জ্যোৎস্না-সুধাসিক্ত হাসিরাশি দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সুধাকরের অপরূপ রূপমাধুরী দর্শন করিয়া, করযোড়ে নতশিরে গাহিলাম,—

দিব্যশঙ্খতুষারাভং ক্ষীরোদার্ণবসম্ভবম্।
নমামি শশিনন্তক্যা শম্ভোর্মুকুটভূষণম্॥

এবারে, রাত্রি ক্রমান্বয়ে গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে চলিল। দিবাভাগের সমস্ত কোলাহল, অনন্ত আকাশে লীন হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতি নিবাত-নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ ;—স্নিগ্ধ শান্ত, মধুরিমাময় ! আর অনন্ত-বৈচিত্র্যশালিনী নানা-জীব-সঙ্কুলা, মন্দর-ভূধর-সাগরাম্বরা বসুন্ধরা, প্রৌঢ়ার ন্যায় ধীরা, যোগ-নিরতা বৃদ্ধার ন্যায় স্থিরা ও গম্ভীরা—সুশান্ত ভাবময়ী। কেবল অরণ্যমাঝে অবিরাম ঝিল্লিরব ; আর, কোন কোন সময় বৃক্ষপত্রের সর্ সর্ শব্দ এবং দুই একটী পশুপক্ষীর কণ্ঠস্বর শ্রুতিগোচর হইতেছে, তদ্ব্যতীত অন্য কোন শব্দ নাই ; সমস্ত জগৎ যেন, গভীরতার ছবি বলিয়া প্রতীত হইতেছে। এই সময়েই বুঝি, যোগিগণ যোগাসনে বসিয়া ক্ষিপ্ত আত্মাকে শান্ত করিয়া, দুর্জ্জয় রিপুকে সংযত করিয়া, দুরন্ত ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া, নির্লিপ্ত-চিত্ত হইয়া, একাগ্রমনে ভগবদ্ধ্যানে মগ্ন হইয়া, স্বীয় হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে, সেই কোটি-সূর্য্য-প্রদীপ্ত কোটি-চন্দ্রোৎফুল্ল জ্যোতির্ম্ময়—"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" ভগবানের পূর্ণজ্যোতি দর্শন করিয়া থাকেন। এই শুভক্ষণে আমিও স্থিরাসনে বসিয়া, শঙ্করাবতার জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যের উপদেশ,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"একান্তে সুখমাস্যতাং,
পরতরে চেতঃ সমাধীয়তাম্।
পূর্ণাত্মা সুসমীক্ষ্যতাং,
জগদিদং তদ্ব্যাপিতং দৃশ্যতাম্॥"

মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম। তাইত, এমন একান্ত স্থান পাইয়া, বৃথা চিন্তায় সময় কাটাইলে ফল কি? অতএব, হে চিত্ত! একবার স্থির হও, স্থির হইয়া, সেই ত্রিতাপহারী ভগবান্ শ্রীহরির চিন্তায় মগ্ন হইয়া, "জগদিদং তদ্ব্যাপিতং দৃশ্যতাম্।"

যস্য ধ্যানং জনয়তি সুখং যাদৃশং তাদৃশং ন,
স্বর্লোকাদাবপি কিমপরং ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতৌ চ।
জ্ঞেয়শ্চৈতন্মুনিবরমুখাম্ভোজতঃ কীদৃশীতে,
বুদ্ধিস্তাদৃক্ জনকবিষয়ে দর্শনে নাস্তি যত্নম্॥

হে চিত্ত! তুমি নিষ্ঠুর! সেই "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ"। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করিতে তোমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছি; তথাপি তুমি তাঁহার চিন্তাতে অনুরক্ত হইতেছ না কেন? আশু হৃদয়মন্দিরে গমন কর এবং হৃদয়-কমলের রক্তিমদলে তাঁহার কোটিসূর্য্য-প্রদীপ্ত কোটিচন্দ্রোৎফুল্ল জ্যোতির্ম্ময় অপরূপ রূপের চিন্তায় নিবিষ্ট হও। সেই ভবপারাবারের কাণ্ডারী ত্রিতাপহারী ভগবান্ শ্রীহরির দর্শনে যে আনন্দ জন্মে, তদ্রূপ আনন্দ সংসারের কোন কিছু বস্তুতে পাইবার আশা নাই। প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ স্বর্লোকের কথা দূরে থাকুক, চির-সুখ-শান্তিময় ব্রহ্মপদও তাঁহার নিকট তুচ্ছাদপি তুচ্ছ। তুমি নির্ব্বোধ; নচেৎ ইহা বুঝিয়াও বুঝিতেছ না কেন? অধিক আর কি বলিব, বোধ হয় তোমার হৃদয়ে মায়া নাই, অথবা জগন্নিয়ন্তা পরমপিতা জনকদর্শনে তোমার তাদৃশ যত্ন লক্ষিত হইতেছে না। দেখ—

রম্যাশ্চন্দ্রমরীচয়স্তৃণবতী রম্যা বনান্তস্থলী
রম্যং সাধুসভাসমাগমসুখং কাব্যেষু রম্যাঃ কথাঃ।
কোপোপাহৃতলাষ্পবিন্দুতরলং রম্যং প্রিয়ায়া মুখং
সর্ব্বং রম্যমনিত্যতামধিগতং চিত্তেন কিঞ্চিৎ পুনঃ॥

ঐ নয়নমনাকর্ষক চন্দ্র-মরীচি মনোহর সত্য; তৃণপূর্ণ বনভূমিও মনোহর, সত্য; সাধুসভায় সমাগমও মনোহর, একথা স্বীকার করি; প্রণয়কোপজ-বাষ্পবিন্দুসমন্বিত চপল কামিনীবদনও মনোহর, তাহা আর বলিয়া বুঝাইবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবশ্যক নাই; কিন্তু এই সকল মনোহর হইলেও কি হইবে? এই সকল মনোহর পদার্থ অনিত্যহেতু আমার তাহা কিছুই অধুনা মনোহর বলিয়া অনুমতি হয় না। অধুনা সেই "যমুনাতটক্রতলে নীলাম্বুদশ্যামলং" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই মনোহর বলিয়া অনুমিত হইতেছে। কেননা, তাঁহার মুখচন্দ্র শত শত নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর, লোচনযুগল কমলপত্রবৎ বিশাল, মুকুরোপম বিমল গণ্ডস্থল রত্নরাজিবিরাজিত-মকরাকৃতিকুণ্ডল-প্রভায় দেদীপ্যমান, নাসিকা সুদৃশ্য ও সমুন্নত; আহা, কি মনোহর! অতি সুন্দর! অতএব ইঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, এমন কি উপাদেয় বিষয় পাইবে যে, তাহাতে তুমি আনন্দলাভে সমর্থ হইবে?

বিষয়বিষধরাণাং দোষদংষ্ট্রোৎকটানাং,
বিষমবিষবিষঙ্গব্যক্তদুশ্চেষ্টিতানাম্।
বিষম বিরম চেতঃ সন্নিধানাদমীষাং,
সুখফণমণিহেতোঃ সাহসং মাস্মকার্ষীঃ॥

হে চিত্ত! এই বিষয়রূপী দারুণ বিষধরের সকাশ হইতে আশু প্রস্থান কর, কদাচ ইহার নিকট থাকিও না;—দেখ, ঐ সর্প দোষদন্তে কেমন ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়াছে, বিষসংসর্গ ইহার দুরভিপ্রায় বুঝিতে পারিতেছ; অতএব, তুমি অকিঞ্চিৎকর সুখের জন্য এমন দুঃসাহসী হইও না! কোন্ ব্যক্তি সাহস করিয়া, সর্পের ফণাস্থিত মণি আনিতে হস্তপ্রসারণ করিয়া থাকে?

অহো! থাকিতে থাকিতে এ আবার কি? আকাশের কি আশ্চর্য্য ও অভাবনীয় পরিবর্ত্তন! পশ্চিম আকাশ প্রান্তে যে ছোটখাটো শুভ্রবর্ণের মেঘগুলি উড়িয়া বেড়াইতেছিল, কালের কুটিল-চক্রে, সেই রজত-রেখাঙ্কিত মেঘাংশগুলি এক্ষণে ক্রমান্বয়ে গাঢ় গাঢ়তর, গাঢ়তম হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল! দক্ষিণ দিক্ হইতে আরও কতকগুলি শুভ্রকায় বলাহক দক্ষিণানিলে উড়িয়া আসিয়া, উত্তরাকাশ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। দুই একখণ্ড ক্ষুদ্রায়তন ধূসর বারিবাহ কোথা হইতে দ্রুতগতিতে ছুটিয়া আসিয়া, পূর্ণমাসীর পূর্ণশশি আবৃত করিয়া, শুভ্র জ্যোৎস্নাময়ী রজনীকে ঈষদন্ধকারময়ী করিয়া, লাবণ্যময়ী প্রকৃতি-সুন্দরীর নিরুপম সৌন্দর্য্যরাশি বিকৃত করিয়া, সমগ্র মেদিনী তমোময়ী করিয়া দিল। সুধাকরের কমনীয় কান্তি, হীনপ্রভ হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে ক্রমান্বয়ে মেঘের উপর মেঘ আসিয়া, অনন্ত আকাশ ঢাকিয়া ফেলিল। যেন, নীলোৎপলদলচ্ছবি অসিতাপাঙ্গী তমোময়ী নিশা-রাক্ষসী, ভীষণাতি-ভীষণা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নূর্ত্তি ধারণ করিয়া. সহসা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া, অনন্ত-বৈচিত্র্যশালিনী-শোভন-সৌন্দর্য্যময়ি-ভূতধাত্রী ধরিত্রীকে গ্রাস করিল। আর, কিছুই দেখা যায় না ;—নির্ব্বাণ-অঙ্গারবর্ণ জলদ-জালে সুধাকর এবং হীরকখণ্ড-প্রদীপ্ত তারকানিকর সমাচ্ছাদিত হইয়াছে। আবার, কোথা হইতে গজ-যূথসদৃশ তড়িন্মালা-বিভূষিত অদ্ভুতদর্শন মেঘ সকল দ্রুত-বিচ্ছুরিত-গতিতে উড়িয়া আসিয়া. সমগ্র আকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। অহো. কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য ? —তাহাতে আবার থাকিয়া থাকিয়া অদ্ভুতদর্শন মেঘ সকল ভয়ঙ্কর গভীর-গর্জ্জন করিতেছে ;—মেঘ সকলের অন্তরালে, সৌদামিনীর হাস্যচ্ছটা—বিদ্যুল্লতা-স্ফুরিত হইল.—অমনি, আমার চক্ষু ঝলসাইয়া গেল। অহো ! সঙ্গে সঙ্গেই এ আবার কি বিপদ !—প্রবল পরাক্রান্ত প্রচণ্ড বায়ু সকল সহসা উন্মত্ত হইয়া উঠিল। ক্রমে দম্-দম্, সর্-সর্, তর্-তর্, স্বন্-স্বন্, গম্-গম্, গুম্-গাম্, অবশেষে ধুম-ধামের গুতায় জীব-জগৎ চকিত !—পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গম, মানব-দানব স্তম্ভিত ও ত্রাসিত !—ধীরা, স্থিরা, গম্ভীরা-অবনী, অধীরতায় টলটলায়মানা ! প্রবল পরাক্রান্ত প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ বায়ু সকল ক্রোধভরে বজ্র হানিয়া রুদ্র-তাণ্ডবের অনুকৃতিতে উন্মত্ত হইয়া, প্রচণ্ড বেগে বহিয়া, আকাশ কাঁপাইয়া ধূলী-পত্র উড়াইয়া, তরুলতা ছিন্নভিন্ন করিয়া, উন্নতশীর্ষ দীর্ঘকায় বৃক্ষ সকলকে কখন ভূতলে নিপাতিত, কখন উর্দ্ধে উত্থাপিত, কখন তির্য্যগ্‌ভাবে বিচলিত, কখন সলিলে নিমজ্জিত কখনও বা কাহাকেও সমূলে উৎপাটিত করিয়া, গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অহো !

পতন্তি পাদপাস্তত্র পতন্তি শিখরাণি চ।
অনিলব্যাকুলীভূতং হাহাকারমচেতনন্॥
রুদন্তি চানিলস্পৃষ্টাঃ ক্রন্দন্তি বিবিধস্বরৈঃ।
স্তবন্তি দেবদেবেশ পরিত্রায়স্ব মাং বিভো॥

কি আশ্চর্য্য ! যে পবনদেব জীবজগতের প্রাণ স্বরূপ ; তিনিই আবার সৃষ্টিধ্বংসের প্রধান কারণ। যে পবনদেবের মৃদুমন্দ সঞ্চালনে তাপিতের তপ্ত-হৃদয় ও শ্রমপীড়িতের শ্রান্ত-প্রাণ শীতল হয়,—যাঁহার মধুর-হিল্লোলে চন্দ্রমা-চুম্বিত কুমুদ-কহ্লাদের প্রমুদিত অঙ্গ-শিহরণ ও মধুময়ী প্রকৃতি মধুরিমায় গরিমাময়ী হইয়া উঠে, সেই পবনদেবের প্রবল বিক্রম-প্রকাশেই আবার, প্রলয়কাল উপস্থিত হয়। বুঝিলাম—অনলসখ অনিল কুপিত হইলে, তাঁহার যত কিছু ক্রোধোদ্বেগ উন্নতশীর্ষ বৃক্ষ সকলের উপর সর্ব্বাগ্রে পতিত হয় ; সুতরাং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাহাকেও কবন্ধ, কাহাকেও হস্তহীন, কাহাকেও পদহীন, কাহাকেও বা সর্ব্বস্বহীন করিয়া ভূমিসাৎ করিলেন। প্রবল পরাক্রান্ত পবনদেবের প্রবল বিক্রম-প্রকাশে দেবদারু, চিড়, ভূজপত্র, বেণু প্রভৃতি উন্নতশীর্ষ বৃক্ষসকল যেন, বারংবার ভূতলে প্রণত হইয়া কহিতেছে,—'প্রভু গো! আর না, নিরস্ত হউন, যথেষ্ট দুর্দ্দশা হইয়াছে; এবারে পরিত্রাণ করুন!' আমিও নিরুপায় হইয়া, করযোড়ে প্রার্থনা করিলাম,—

শিবাকান্ত শম্ভো শশাঙ্কার্দ্ধমৌলে.
মহেশান শূলিন্ জটাজুটধারিন্।
ত্বমেকো জগদ্ব্যাপকো বিশ্বরূপা,
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো পূর্ণরূপ॥

কে শুনে এ করুণ বারতা! এমন দুর্দ্দিনে—আশ্রয়হীন স্থানে ভীষণ অরণ্য-প্রান্তে আমি একা! এমন জন-প্রাণি-শূন্য বনপ্রান্তে আমি একা, উপায় কি? এখন সে গঙ্গোত্তরী নাই। এক্ষণে গঙ্গোত্তরীর সেই চিত্তাকর্ষক নয়নমনোরঞ্জন দৃশ্য নাই, সকলই যেন কালের করাল কবলে কবলিত,—এক্ষণে কালরাত্রি উপস্থিত! কোথায় সেই মনোহর দৃশ্য!—কোথায় বা সেই আকাশ, গিরি, গঙ্গা ও অরণ্যের সৌন্দর্য্য!—বিহগকুলের সুমধুর কলনিনাদ? এক্ষণে সেই বিহগ-কুলের সুমধুর কোমল-কাকলি আর্ত্তনাদে পরিণত হইয়াছে, সকলই যেন, ভীষণ হইতে অতি ভীষণরূপ ধারণ করিয়া, সৃষ্টিকে রসাতলে নিক্ষেপ করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। বোধ হয় যেন, অরণ্যের ভীষণতা দেখিয়া গম্ভীরা প্রকৃতি, অথবা গম্ভীরা প্রকৃতির গম্ভীরতা দেখিয়া অরণ্য আপনা হইতে মৃত হইয়াছে;—সকলই যেন, বিশ্বগ্রাসী মহাকালের করাল-কবলে কবলিত। যেন, আর কিছুই নাই। চতুর্দ্দিক নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন! এই দুর্য্যোগে গুরুদেব কোথায়, কি ভাবে অবস্থিত!—আর ভীষণ অরণ্য প্রান্তে আমি একা উপায় কি?

পায়ান্নিশাদৌ শশিশেখরো মাং,
গঙ্গাধরো রক্ষতু মাং নিশীথে।
গৌরীপতিঃ পাতু নিশাবসানে,
মৃত্যুঞ্জয়ো রক্ষতু সর্ব্বকালম্॥

এদিক্ ওদিক্ চাহিলাম, কোথাও কিছু দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। বিদ্যুল্লতা প্রকাশ পাইল; অমনি, প্রাবৃটের গম্ভীরা রজনী, সেই চকিতোজ্জ্বলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষণপ্রভার ক্ষণজ্যোতিতে ক্ষণেকের তরে আলোকিত হইয়া, চক্ষুর নিমেষে আবার, সুগভীরা রজনী আরও যেন, ঘোরা তমোময়ী হইয়া উঠিল। ইহার উপর, আর একটি নূতন দুঃখ উপস্থিত হইয়া, আবার নূতনভাবে যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিল। আকাশ হইতে মেঘ সকল যেন নীচে নামিয়া আসিয়া, অবিরল ধারায় বৃষ্টিরূপে ভূতলে পতিত হইতেছে; বেগতিক দেখিয়া, দ্রুত-গতিতে ছুটিয়া গিয়া, একটি বৃহদায়তন উপলখণ্ডের অধোদেশে আশ্রয় লইয়া, হাঁপাইতে লাগিলাম। ভাবিলাম,—

একস্য দুঃখস্য যাবদন্তং,
গচ্ছামাহং পারমিবার্ণবস্য।
তাবদ্দ্বিতীয়ং সমুপস্থিতং মে,
ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলীভবন্তি॥

পূর্ব্বদিকে একটি গিরিশৃঙ্গ ভগ্ন হইয়া, ভীষণ শব্দে হুড়্‌হুড়্‌ করিয়া, পর্ব্বত-সানুস্থ নিরীহ বৃক্ষ, লতা, তৃণ-বল্লী ছিন্ন ভিন্ন, দলিত-মলিত-পেষিত-ছেদিত করিয়া, গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল। অহো, কি ভয়ঙ্কর শব্দ! অমনি, সেই শব্দ শুনিয়া, সমস্ত জীবজন্তু চমকিয়া উঠিল এবং অন্তিমকাল ভাবিয়া,—ভয়ে—ত্রাসে বিষম চীৎকার করিতে লাগিল। আমিও ভয়ে—ত্রাসে জড়সড় হইয়া, সেই শব্দের দিকে লক্ষ্য করিয়া, দেখিলাম,—ওমা, একি গো!

নিঘাতি বাতা হৃদয়বিদারণা—
গর্জ্জন্তি মেঘা নভসি চ গম্ভীরাঃ।
স্ফুরন্তি নীলাভ্রগণেষু বিদ্যুতো—
বাশন্তি বৃক্ষেষ্বাকুলাশ্চ পক্ষিণঃ॥

যেন, প্রলয়কাল উপস্থিত! প্রলয়কালের রণ-রাক্ষসী যেন, হৃদয়বিদারণ-কারী প্রবল ঝটিকা-প্রবাহ প্রবাহিত করিয়া, নভস্তলে অদ্ভুতদর্শন মেঘ সকলকে গর্জ্জিত করিয়া, অরণ্যের বৃক্ষসকলকে ছিন্ন-ভিন্ন দলিত-মলিত পেষিত ও ছেদিত করিয়া পশু-পক্ষীদিগকে আকুল আর্ত্তনাদে ক্রন্দিত করিয়া, পৃথিবীকে রসাতলে নিক্ষেপ করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। বায়ুর স্বন্‌ স্বন্‌ মেঘের গড়্‌ গড়্‌, বজ্রের চড়্‌ চড়্‌ বৃক্ষ ও গিরিশৃঙ্গ পতনের কড়্‌ কড়্‌, বৃষ্টির গম্‌গম্‌, উন্মাদিনী উল্লোল কল্লোলময়ী কল্লোলিনী গঙ্গার কল্‌ কল্‌ প্রভৃতি সমস্ত শব্দকে এক করিয়া, ঘন-উদ্ধত-ঘোষে বিকট অট্টহাসি হাসিয়া, লোহিত-নীলাভ চকিতোজ্জ্বলা বিদ্যুৎ ঝলসাইয়া, ঘোর ঘূর্ণায় ঘুরাইয়া, সংহার-মূর্ত্তিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রণমদে মত্ত হইয়া, প্রলয়কালের রণ-রাক্ষসী যেন, রুদ্র-তাণ্ডবের অনুকৃতিতে ধরণী-পৃষ্ঠে উদ্দাম নৃত্য করিতেছে! ভয়বিহ্বলচিত্তে, কাতরোদ্বেলিত-প্রাণে, রুদ্ধকণ্ঠে কহিলাম,—

রুদ্রোমামগ্রতঃ পাতু পৃষ্ঠতঃ পাতু শঙ্করঃ।
কপর্দ্দী দক্ষিণে পাতু বামপার্শ্বে তথা হরঃ॥
শিবঃ শিরো মে চ পাতু ললাটে নীললোহিতঃ।
নেত্রয়োস্ত্র্যম্বকঃ পাতু মুখে পাতু মহেশ্বরঃ॥
কর্ণয়োর্নাসিকায়াঞ্চ জিহ্বায়াং শম্ভুরব্যয়ঃ!
শ্রীকণ্ঠস্ত গলে পাতু বাহ্বোঃ পাতু পিণাকধৃক্॥
হৃদয়ং মে মহাদেব ঈশ্বরস্ত তথোদরম্।
নাভৌ কুক্ষৌ কটিস্থানে পাতু সর্ব্ব প্রজাপতিঃ॥
উরূ জান মহাদেবঃ পাদৌ পাতু মহেশ্বরঃ।
সর্ব্বং রক্ষতু ভূতেশঃ সর্ব্বগাত্রাণি যত্নতঃ॥
পরশুং শূলখট্টাঙ্গং দিব্যাস্ত্রং রৌদ্রমেব চ।
নমস্কারেন দেবেশ রক্ষ মাং জগদীশ্বর॥

অহো! মহেন্দ্র কুপিত হইয়া, অন্তরীক্ষ হইতে নভস্তলের মেঘ সকলকে গর্জ্জিত করিয়া, লোমহর্ষণ-শরনিকর উদ্দীপ্ত-অশনি সকল নিক্ষেপ করিতেছেন। উদ্দীপ্ত-অশনিসকল অদ্ভুতদর্শন মেঘ সকলকে ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে গর্জ্জিত করিয়া, ভীষণ চড়্ চড়্ শব্দে পর্ব্বতশৃঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইয়া, পর্ব্বতশৃঙ্গকে চুরমার করিয়া দিতেছে। যেন. দিগন্তগ্রাসী অনলরাশি, ক্ষণে ক্ষণে জ্বলিয়া উঠিতেছে। ঘনকৃষ্ণমেঘান্তরালে লোহিতনীলাভ বিদ্যুৎ সকল ঘন ঘন স্ফুরিত হইতেছে। বিদ্যুতের ক্ষণিক বিকাশে, কখনও পূর্ব্ব-পশ্চিমে, কখনও উত্তর-দক্ষিণে, কখনও বা দিগন্তরালের পর্ব্বতপুঞ্জ আলোকিত হইয়া দৃষ্টিগোচর হইতেছে, কখনও বা পর্ব্বতপুঞ্জ অনন্ত অন্ধকার-সমুদ্রের অতলগর্ভে ডুবিয়া যাইতেছে। কখনও প্রচুর আলোক, কখনও বা ঘোর অন্ধকার!——কখনও তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গগুলি দৃষ্টিগোচর হইল, কখনও বা সমস্ত সংসার অন্ধকার-সমুদ্রে ডুবিয়া গেল; সর্ব্বত্র অন্ধকারের বিভীষিকা! স্তরে স্তরে স্তূপীকৃত তমোরাশি সজ্জীভূত! ভূতল হইতে নভস্তল পর্য্যন্ত অনন্ত ব্যাপিয়া কেবলই ঘনীভূত অন্ধকার! নভস্তলে থাকিয়া, ঘন-নিঃস্বন-গভীর জলধর-পুঞ্জ, কড়্কড়্ কুলিশ-নিনাদে মুষলধারে জলধারায় দশদিক আচ্ছন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া দিল। অবিরাম—অবিশ্রাম ভাবে মুষলধারে জলধারা-সম্পাতে, ভূতল হইতে নভস্থল পর্য্যন্ত একাকার!—কেবল জল—চারিদিকেই জল। অন্ধকাররাশি ও জলরাশি যেন এক হইয়া দিগন্ত ছাইয়া রহিয়াছে! দৃষ্টির পথ অবরুদ্ধ!

চন্দ্রার্কৌ ক্ব গতৌ তমোভিরভিতো গ্রস্তো দিশাং দ্রাঘিমা,
ধারা দীর্ঘতরাঃ পতন্তি কিমুতোত্তিষ্ঠন্তি পৃথ্বিতলাৎ।
অহ্নাং নিহ্নবনাৎ কৃশাপি চ নিশা দীর্ঘায়তী লক্ষ্যতে,
মন্যে যুক্তজনস্য কেবলমহো হর্ষায় বর্ষাগমঃ॥

হায়! সেই জ্যোতির জ্যোতিঃ—উজ্জলতার কৌস্তুভ-মণি,—আলোকের পবিত্র-রশ্মি জ্যোতিষ্ক-জীবন সূর্য্য ও আলোকরূপী ভগবান্ কারুণ্য প্রাণ করুণা-নিদান চন্দ্র, এক্ষণে কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন! তাঁহাদের আর সন্ধানও পাওয়া যাইতেছে না;—ঘোর অন্ধকারের তমোময়ী ঘন-ঘটায় দিগন্তরাল-সমূহ আচ্ছন্ন হওয়াতে দিগন্তরাল সকল যেন, ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছে; অবিরল ভাবে বৃষ্টিধারা মুষলধারে পতিত হইতেছে, দেখিলে বোধ হয়, ধারা সকল আকাশ হইতে পড়িতেছে, কি পৃথিবীতল হইতে উত্থিত হইতেছে, নির্ণয় করা দুর্ঘট হইয়া উঠিল। এমন দুর্য্যোগে, সমগ্র পৃথিবী ঘনঘটাচ্ছন্ন তিমিরাবৃত হওয়াতে পর্ব্বতপুঞ্জ ও অরণ্য প্রভৃতি সকলই অলক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে; সুতরাং রজনীমান ক্ষুদ্র হইলেও, দীর্ঘতর অনুমিত হইতেছে। অতএব, বর্ষাগম কেবল যুক্তজনেরই হর্ষবর্দ্ধন করিতেছে; অন্যের নহে।

শৈলেয়েষু শিলাতলেষু চ গিরেঃ শৃঙ্গেষু গর্ভেষু চ,
শ্রীখণ্ডেষু বিভীতকেষু চ তথা পূর্ণেষু রিক্তেষু চ।
স্নিগ্ধেন ধ্বনিনাখিলেঽপি জগতীচক্রে সমং বর্ষতো—
বন্দে বারিদ সার্ব্বভৌম ভবতো বিশ্বোপকারিব্রতম্॥

নভস্থলে অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে, অদ্ভুতদর্শন বিদ্যুদ্বর্ষী মেঘ সকলে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইয়া, অচিরাৎ কোথায় মিশিয়া যাইতেছে চকিতোজ্জ্বলা বিদ্যুন্মালা চমকিল, চঞ্চল-চপলার চকিত চমকে চকিতনয়ন ঝলসাইয়া গেল; অমনি, সঙ্গে সঙ্গে স্তরে স্তরে স্তূপীকৃত তমোরাশি আসিয়া সজ্জীভূত হইয়া ভ্রুকুটি-ভঙ্গি দেখাইল! বায়ুভরে অরণ্যের বৃক্ষশাখায় পত্র নড়িল, মর্ম্মর—ঝড়্ ঝড়্ শব্দ হইল,—আর সেই শব্দে আমার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া, বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া, নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, এবং প্রাণবায়ু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গড়্‌গড়্‌ মেঘডম্বুরোলে উৎকণ্ঠিত হইয়া, চাতকের গভীরতৃষ্ণা-বিরামের উন্মত্ত আগ্রহের ন্যায় উৎপ্রেক্ষিত হইয়া চকিত বিজলীর সঘন স্ফুরণের মত বুকের মধ্যে স্ফুরিত হইতে লাগিল। এক্ষণে উপায় কি? রুদ্ধশ্বাসে—ক্ষীণস্বরে গাহিলাম;—

দেবি প্রপন্নার্ত্তি হরে প্রসীদ,
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং,
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥

দৃশ্য অতি ভীষণ! নভোমণ্ডল হইতে উদ্দীপ্ত বজ্রসকল ঘন ঘন গিরিশৃঙ্গে পতিত হইতেছে এবং তাহাতে আমার কর্ণ-বধির ও হৃদয় অধীর হইয়া উঠিল। বজ্রপতনে গিরিশৃঙ্গগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ায়, ভাবিলাম;—"পর্ব্বতানাং ভয়ং বজ্রাৎ।" চতুর্দ্দিকেই গিরিশৃঙ্গপতনের ভীষণ শব্দে পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ স্থাবর-জঙ্গম সর্ব্বপ্রাণী ভয়ে ত্রাসে নীরব নিস্পন্দ। চতুর্দ্দিক ভীষণ শব্দপূর্ণ —চতুর্দ্দিকেই আলোকশূন্য,—গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন; কেবল, মাঝে মাঝে ক্ষণপ্রভার দীপ্তি, নিমেষের সে কি নেত্র তৃপ্তি?—তাহাতে আরও যেন, অন্ধকার বাড়াইয়া দিতেছে। বুঝিলাম,

যা কামিনী সা যদি মানিনী স্যাৎ,
স্মরস্য রাজ্ঞো হ্যপরাধিনী স্যাৎ।
ইতীব দণ্ডৈঃ কিমু তাড়াতেঽসৌ,
কাদম্বিনী কামনৃপস্য ঢক্কা॥

পূর্ব্বদিকে কি এক ভীষণ শব্দ শ্রুতিগোচর হইল;—অমনি আমার অন্তরাত্মা নিদান-চমকে চমকিয়া উঠিল। ভাবিলাম—এ শব্দ আর কিছুই নয়, নির্ঝরকুলের প্রবল জলোচ্ছ্বাসে কল্লোলিনী উন্মাদিনী গঙ্গা, উল্লোলময় কলকল্লোল তুলিয়া উন্মাদের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া উত্তাল-তরঙ্গোচ্ছ্বাসে তীরস্থ নিরস্ত পার্ব্বত্যভূমি বৃক্ষরাজিকে আত্মসাৎ করিতেছেন। ভয়ে-ত্রাসে দৃষ্টি ফিরাইয়া, গঙ্গার দিকে চাহিলাম,—ওমা, এ কি! উল্লোল-কল্লোল-ময়ী উন্মাদিনী গঙ্গা বারি-বর্ষণে এক্ষণে শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়া, ধূসরবর্ণে রঞ্জিত হইয়া, বক্ষঃ স্ফীত করিয়া, লক্ষ লক্ষ মুণ্ডমালার ন্যায়, অসংখ্য আবর্ত্তের তরঙ্গমালা বক্ষে ধরিয়া, প্রলয়কারের রণরাক্ষসীর উপমার অতীত অতি-ভীষণামূর্ত্তিতে উন্মাদিনীবেশে গভীর উল্লোল কলকল্লোল তুলিয়া, দ্রুত-বিচ্ছুরিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গতিতে যেন, পৃথিবীকে লয় করিতে ছুটিয়া চলিয়াছেন। করযোড়ে প্রার্থনা করিলাম,—

স্বঃ সিন্ধো দুরিতাব্ধিমগ্নজনতাসন্তারণি প্রোল্লসৎ,
কল্লোলামলকান্তি নাশিততমস্তোমে জগৎপাবনি!
গঙ্গে দেবি পুনীহি দুষ্কৃতভরাক্রান্তং কৃপাভাজনং,
মাতর্মাং শরণাগতং শরণদে রক্ষায় ভো ভাবিতম্॥

মাতর্গঙ্গে! ওমা, কল্লোলিনী! দুঃখিনীর সন্তান বলিয়া, তুমিও কি আমার প্রতি বাম হইয়া, উল্লোল-কল্লোলময় ভয়ঙ্কর তরঙ্গোচ্ছ্বাস তুলিয়া ভয় দেখাইতেছ? মাতঃ! ভীত আমি, এক্ষণে একবার শান্ত হও, ভয়ঙ্কর কল-কল্লোল ভুলিয়া, সুমধুর কলু-কলু ধ্বনিতে অভয় দাও মা!—হে জগৎপাবনি! স্বর্গসিন্ধো! আমি শুনিয়াছি, তুমি দুরিতাব্ধি-নিমগ্ন-জন-সমূহের উদ্ধারকারিনী এবং উল্লসৎকল্লোলাবলীর অমলকান্তিচ্ছটায় তমস্তোমনাশিনী; আমিও আজি সেই দুরিতাব্ধিতে নিমগ্ন হইয়াছি। আমাকে পবিত্র কর, উদ্ধার কর; হে মাতঃ! শরণপ্রদে! ভীত আমি আমাকে রক্ষা কর।

অহো! কি বিপদ—কি দুঃখ—কি যন্ত্রণা! ঐ যে নভস্তল হইতে মহেন্দ্রের উদ্দীপ্ত শর-নিকর ভীষণ শব্দসহকারে জল-স্থল-মরুব্যোম প্রকম্পিত করিয়া, পৃথিবীকে অতল-তলের রসাতলে নিক্ষিপ্ত করিতে উদ্যত হইয়াছে! —মহেন্দ্রের "আহন্তমানস্তড়িদঙ্কুশেন" জীবজগৎ রসাতলে যাইতে বসিয়াছে; তাহাতে আবার, প্রবল পরাক্রান্ত বায়ুসকল, প্রবল ঝটিকারূপে প্রবাহিত হইয়া,—গম্ভীর-গর্জ্জনকারী ভীষণ উদ্দীপ্ত বজ্রসকল গম্ভীর-গর্জ্জন সহকারে পতিত হইয়া,—অবিশ্রান্তভাবে বৃষ্টিসকল মুষলধারে পতিত হইয়া,—যেন প্রলয়কালের একাকার একার্ণবে পরিণত করিল। একমাত্র প্রবল পরাক্রান্ত প্রচণ্ড বায়ুর বিক্রম প্রকাশে সৃষ্টি লয় পায়; তাহার উপর আবার, অনল, অনিল ও সলিল তিনজনে সম্মিলিত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে স্ব স্ব বিক্রম প্রকাশ করিলে, সৃষ্টি আর কিরূপে তিষ্ঠিতে পারে? অনল, অনিল ও সলিল, তিনজনে এক হইয়া, স্ব স্ব বিক্রম প্রকাশ করিয়া যেন সসাগরা ধরাকে রসাতলে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছে। প্রবল পরাক্রান্ত অনিল দিক্-দিগন্তরাল হইতে স্বীয় বিক্রম প্রকাশ করিয়া, প্রবল ঝটিকা-প্রবাহরূপে দ্রুত-বিচ্ছুরিত গতিতে ছুটিয়া আসিতেছে;—সর্ব্বভক্ষী অনল, নভস্তল হইতে বিদ্যুদ্বর্ষী অনলোদ্গারী অদ্ভুত-দর্শন মেঘমণ্ডলকে গম্ভীর গর্জ্জনে গর্জ্জিত করিয়া,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বীয় বিক্রম প্রকাশ করিয়া, উদ্দীপ্ত অশনিরূপে ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইতেছে ; —আর সৃষ্টি-বিনাশক সলিল, গম্ভীর-নিঃস্বন জলধরপুঞ্জকে গর্জ্জিত করিয়া, মেঘ হইতে ধ্বসিয়া-খসিয়া, বিগলিত হইয়া, ধাপের পর ধাপ নামিয়া আসিয়া, স্বীয় বিক্রম প্রকাশ করতঃ অনল ও অনিলের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া, অবিশ্রান্তভাবে মুষলধারায় পতিত হইয়া, ভূতলে ও নভস্তলে যেন একাকার করিতে উদ্যত হইয়াছে। এইরূপে অনল, অনিল ও সলিল, স্ব স্ব বিক্রম প্রকাশ করিয়া, কোটি কোটি অমাবস্যার জরাসন্ধ-কারাগার উন্মুক্ত করিয়া দিল। অহো!

"ছুটিছে উল্কা প্রলয়দীপ্ত!
বহিছে ঝটিকা প্রমাদক্ষিপ্ত!
গরজে জলদ কাঁপায়ে সৃষ্টি—
করিছে অশনি করকা বৃষ্টি!"

আমার পশ্চাদ্ভাগে, অনতিদূরে—একটি উদ্দীপ্ত লোমহর্ষণ বজ্র চতুর্দ্দিক্ আলোকিত করিয়া, গম্ভীর গর্জ্জন করিতে করিতে উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে পতিত হইয়া, গিরিশৃঙ্গ চুরমার করিয়া দিল। গিরিশৃঙ্গ বজ্রপীড়নে চুর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া, অতি-ভীষণ-শব্দে গড়িতে গড়িতে, পড়িতে পড়িতে, দেখিতে দেখিতে, বৃক্ষ-লতা-গুল্মাদি দলিত-মলিত-পেষিত-ছেদিত করিয়া, গঙ্গাগর্ভে পড়িয়া গেল। অমনি, আমার পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত কাঁটা দিয়া উঠিল.—যেন, দেহের শিরা-প্রতিশিরা দিয়া, বরফগলা জল বহিয়া যাইতেছে ; চৈতন্য হারাইবার ঠিক শেষ ধাপে পা পড়িয়াছে। ভয়ে—ত্রাসে, এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিলাম,—"কা কস্য পরিবেদনা।" হা, পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব! আপনি এক্ষণে কোথায়? আপনার যেন কোন অনিষ্ট না হয়, আপনার কিছু অনিষ্ট হইলে, আমার আর দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না; আপনিই আমার আশ্রয়। অমনি, বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইল, তাহাতে চির-তুষারাবৃত গিরি-শৃঙ্গগুলি দৃষ্টিগোচর হইল। যেন, প্রলয়কালের রণ-রাক্ষসীর বেশে, উজ্জ্বলতম বিবিধ শানিতাস্ত্র-ভূষণে ভূষিতা হইয়া, মুক্তকেশে দশহাতে দশ-প্রহরণ লইয়া, ভ্রূকুটি কুটিল নয়নে আসন্ন যুদ্ধের ভ্রূভঙ্গীতে গিরিরাজী দণ্ডায়মান!—আর গিরিরাজির সানুস্থ বৃক্ষরাজি যেন, সহস্র সহস্র ভূত, প্রেত, পিশাচ ও চণ্ড-চামুণ্ডারূপে অতিশয় রৌদ্র-মূর্ত্তিতে জলদগ্নিশিখার মত শাণিত ত্রিশূল তুলিয়া, অতি বিকট অট্টাহাস্যে,—হুহুঙ্কার-রবে নভস্তল প্রতিধ্বনিত করিতেছে। ভয়ে—ত্রাসে, কাতরকণ্ঠে, বহু আয়াসে রুদ্ধশ্বাসে প্রার্থনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলাম ;—

মাতঃ কঃ পরিবর্ণিতুং তবগুণং রূপঞ্চ বিশ্বাত্মকং,
শক্তো দেবি জগত্রয়ে বহুযুগে দেবোঽথবা মানুষঃ।
কোঽহং স্বল্পমতির্ব্রবীমি করুণাং কৃত্বা স্বকীয়ৈর্গুণৈ—
র্নো মাং মোহয় মায়য়া পরময়া দেবেশি তুভ্যং নমঃ॥

এমন দুর্য্যোগে, অরণ্য হইতে, জলদ-গম্ভীরস্বরে কে যেন কহিলেন,—"মা ভৈঃ!" আমার প্রাণ—অমনি চমকিয়া উঠিল ; ভাবিলাম—এমন দুর্য্যোগে, কোন্ দেবতা আমায় অভয় প্রদান করিলেন? বন-দেবতা? না—না, পরমারাধ্য গুরুদেব, আমাকে ভীত দেখিয়া, পাছে না প্রাণ হারাই, তাই বুঝি অভয় প্রদান করিলেন! কিন্তু, তিনি ত এত নিকটে নহেন? তিনি যে আমা হইতে "দূরাৎ সুদূরে," তবে ইনি কে? আবার শ্রুত হইল,—"মা ভৈঃ।" আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল,—কে শুনে, সে অভয়-বারতা! প্রাণ-মন যে নিদান চমকে চমকিত! দেবতার দৈববাণী, বায়ু-সাগরে গিরি-গহ্বরে লীন হইল। দেবতার "মা ভৈ." আহ্বান বিফলে যাইল। চিত্ত! একটু স্থির হও, একবার ভগবানের প্রতি লক্ষ্য কর,—তাঁহার নাম বিপদ-ভঞ্জন, তিনি জীবের বিপদুদ্ধারক ; বিপদে পড়িয়া তাঁহাকে ডাকিলে, তিনি কখনই চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহার অপার লীলা, অপার খেলা, অপার মহিমা। তাঁহাকে ডাকিলে তিনি চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। তাই বলি,—একবার স্থির হইয়া, এই বিপদের ভিতর দিয়া,—দুঃখ যন্ত্রণার মধ্য দিয়া ভগবানে নিরত হও। তাঁহাকে ডাক। জিহ্বে! এই আসন্ন-বিপদ উদ্ধারের উপায় কিছু ভাবিয়াছ কি? এই বিপদে তুমিই আমার রক্ষক! অতএব, তুমিই এই বিপদে রক্ষা কর! যদি না করিবে, তবে এত যত্ন করিয়া, কেন তোমাকে আজীবন পরিপোষণ করিয়া আসিয়াছি? তুমি ত আমার আশা-ভরসা, জপ-তপঃ; পূজামন্ত্র, যথা-সর্ব্বস্ব!—জিহ্বে! জান কি?

শক্রচ্ছেদৈকমন্ত্রং সকলমুপনিষদ্বাক্যসংপূজ্যমন্ত্রং,
স সারোদ্ধারমন্ত্রং সমুদিততমসাং সঙ্গনির্ব্বাণমন্ত্রম্।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যৈকমন্ত্রং ব্যসনভুজগসন্দষ্টসন্ত্রাণমন্ত্রং,
জিহ্বে! শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রং জপ জপ সততং জন্মসাফল্যমন্ত্রম্॥

এমন দুর্য্যোগে, এমন অতিভীষণা তমোময়ী গভীরা নিশাকালে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন-সমাগম-শূন্য, ব্যাঘ্র-ভল্লুক-সমাকুল, ভীষণ অরণ্যপ্রান্তে,—আমি একা! ইহার উপর আবার, ভয়ের কারণগুলি আর থাকিবে কোথায়? ভয়সকল আমার স্মৃতিপটে উদিত হইয়া, ভয়-বিহ্বল-চকিত, চিন্তা-বিক্ষোভিত সংশয়-সাগরালোড়িত হৃদয়ে আসিয়া একাধিপত্য বিস্তার করিল। বাত্যা-বিক্ষোভিত বিশাল বারিধি-বক্ষে উত্তাল তরঙ্গ-মালা যেমন, একের পর একটি করিয়া পর্য্যায়ক্রমে গড়িতে ও ভাঙ্গিতে থাকে, আমার ভয়-বিহ্বল-হৃদয়েও তদ্রূপ ভয়ের ভাঙ্গা-গড়ার লীলা-খেলা হইতে লাগিল। একটি ফুরাইল, অমনি,—আর একটি নূতন ভয় আসিয়া, তাহার স্থান অধিকার করিল। বাল্যকালে কবে কাহার মুখে শুনিয়াছিলাম,—'তমোময়ী নিশাতে ভূত-প্রেত-পিশাচ প্রভৃতি পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়া আনন্দে ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়।' অত দিনের কথা, আজ হঠাৎ মনে পড়িল; উপায় কি? আজিও যে সর্ব্বত্র অন্ধকারের বিভীষিকা! স্তরে স্তরে স্তূপীভূত তমোরাশি সজ্জীভূত! তমোময়ী ঘোরা নিশা!—ঐ যে পর্ব্বত-গাত্রে, বৃক্ষপত্রে, শিলা-কক্ষে, অরণ্য-বক্ষে, ভূতলে ও নভস্তলে হাজার হাজার ভূত-প্রেত, রাক্ষস-পিশাচ, যেন অট্টহাস্যে উদ্দাম-তাণ্ডব-নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে!—উপায় কি? অমনি, হৃদয়-তন্ত্রী হইতে উদ্গীত হইল,—

অরণ্যে ন বা স্বস্য গেহে ন কার্য্যে,
ন দেহে মনোবর্ত্ততে তে ত্বনর্য্যে।
গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং,
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥

পরমারাধ্য গুরুদেব! তবে আপনাকে কেন ভুলিয়া যাই? আপনার প্রতি নির্ভরতায় কেন সংশয় আসে? বিপদনাশন! বিপদ দূর করুন। শান্তিময়! শক্তি-সামর্থ্য দেন। আমার হৃদয়ের স্মৃতি-ধৃতি-জ্ঞান-বুদ্ধির সর্ব্বমূলাধার ত আপনিই; অতএব, বিভ্রম বিদূরণ করুন। গুরু-কৃপায় অমনি, হৃদয়ে প্রশ্ন উঠিল,—'ভূত কে? মানুষ মরিয়া কি ভূত হয়?' আহা! মুগ্ধজীব জগৎকে বুঝিয়াও বুঝে না,—চিনিয়াও চিনে না, 'মৃত্যু'—না, মৃত্যু-রহস্য অতি কৌতুকাবহ চিন্তা—জগতে কেহ মরে না। সকল জীবই এই বিশ্বরঙ্গমঞ্চে আসিয়া, নানাবিধ অভিনয় করিয়া, শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া, জীবনাবসানরূপ শেষদৃশ্যে যবনিকা-পতন করিয়া, আনন্দময়ীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শান্তি-ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করে, এই জগৎ কর্ম্মক্ষেত্র বা রঙ্গমঞ্চ—এখানে কার্য্য করিতে আসিয়া, কার্য্য-শেষে সকলেই গৃহে যায়, অথবা অভিনয় করিয়া, সকলেই শেষ যবনিকা পতন করিয়া, বিশ্রাম লাভ করে, মায়ের ছেলে মায়ের কোলে যায়। তবে ভূত কি?—"ভূতোঽমী দেবযোনয়ঃ;" ভূত দেবতা বিশেষ। তবে এ সব কি? কে বুঝাইবে?—কিরূপে বুঝিব, এ গূঢ় রহস্য? হে পরমারাধ্য প্রাণের দেবতা শ্রীগুরুদেব! এক্ষণে একবার হৃদয়ে আসিয়া, প্রাণে মিশিয়া, জ্ঞাননেত্র উন্মোচন করিয়া দেন!—অন্ধজীব তরিয়া যাউক্। হৃদয়ের নিভৃত-কক্ষ হইতে কে যেন কহিলেন,—"ভূতকৃৎ ভূতভৃৎ ভাবো ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ॥" অমনি যোড়করে গাহিলাম,—

জয়— বিশ্বপাবন বিশ্বজীবন ভূতভাবন শঙ্কর!
সৃষ্টিকারক সৃষ্টিধারক সৃষ্টিনাশক ঈশ্বর!
জয়— লোককারণ লোকতারণ পাপবারণ বারক!
পাহি পালক রক্ষ রক্ষক নাথ যাচক সেবক!

মূলে—"একমেবাদ্বিতীয়ম্।" মূল সেই এক। তন্ন তন্ন করিয়া, অনুসন্ধান করিলেও, শেষ গিয়া দাঁড়ায়—মূল সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্।' সৃষ্ট সামগ্রীতে প্রকার-ভেদ, আকার-ভেদ, নাম-ভেদ, গুণ-ভেদ ও শক্তি-ভেদ যতই প্রত্যক্ষ করি না কেন, সকলেরই মূল সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" অতএব, এই অনন্ত বৈচিত্র্যময় নানাজীবসঙ্কুল জীব-জগতে, এক ব্যতীত দ্বিতীয় কিছুই নাই; সুতরাং চিত্ত! 'মা ভৈঃ'; কেন না,—

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ,
যস্মান্নানীয়ো ন চ জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক—
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্॥

সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ভগবান্‌ই ভূত-প্রেত-পিশাচ সকলই। যেরূপ গৃহস্থিত ক্ষুদ্র প্রদীপ, গৃহের একাংশে থাকিয়াও, সমস্ত গৃহ আলোকিত করিয়া থাকে;—পুষ্প, উদ্যানের একাংশে প্রস্ফুটিত হইলেও, পরমাণুরূপে পুষ্পরেণুসকল বায়ুর সহায়তায় দিগ্-দিগন্তে গমন করিয়া, গন্ধ প্রদা করে;—জ্যোতিষ্ক-জীবন-সূর্য্য, আকাশের একাংশে অবস্থিত থাকিয়াও, সমস্ত সৌর-জগতে আলোক প্রদান করিয়া থাকেন, সেইরূপ, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ বিরাট পুরুষ, অনন্ত জগতের একাংশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে বিরাজমান থাকিয়া, ভূত-প্রেত-পিশাচাদিরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি অব্যক্তরূপে জগতের সর্ব্বত্রে বিরাজমান। অতএব, হে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" পরিপূর্ণ পরমেশ্বর! তোমাকে নমস্কার! হে পরাপর! হে অণুতর! হে মহত্তম! হে আদ্যন্ত-বিহীন পরিপূর্ণ! তোমাকে নমস্কার! তুমি তোমার পূর্ণত্ব লইয়া, জল-স্থল-মরুদ্ব্যোম, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গম, নর-অমর, কিন্নর-ঈশ্বর, দেব-নর, ভূত-প্রেত-পিশাচাদিরূপে অবস্থান করিতেছ; তুমি আর ভয় দেখাইও না, তুমি ভয় দেখাইলেও, আমি আর ভয় করিব না। কেন না, আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, এই ভূত-প্রেত পিশাচাদিরূপে একমাত্র তুমিই অবশিষ্ট আছ;—এই অপূর্ণজীব, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার খেলার পুতুল ক্ষুদ্র মানুষ, কেমন করিয়া, তোমার পূর্ণত্ব ও ভাব-বিকাশ-মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবে? না পারিলেও, তুমি কিন্তু এই ভূত-প্রেত-পিশাচাদিরূপে অবস্থিত হইয়াও, "একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

একং সুবর্ণং কটকাদি ভেদৈঃ,
নানা যথা বা নভসোদিতোঽর্কঃ।
আধার-বৈষম্য জলেষু তাদৃক্,
বিভাব্যসে নির্গুণ এক এব॥

একমাত্র সুবর্ণ যেমন বলয়, হার, মুকুট প্রভৃতি রূপ-ভেদে, আকার-ভেদে, প্রকারভেদে, বিভিন্ন আকার প্রাপ্ত হয়; একমাত্র দিবাকর যেমন জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া, নানাবিধরূপে প্রতীয়মান হন, তদ্রূপ তুমি নির্গুণ, অদ্বয় ব্রহ্ম হইয়াও, বিভিন্ন আকার ধারণ করিতেছ! হে সর্ব্ব! হে সর্ব্বময়! হে সর্ব্বব্যাপিন্! হে সান্নিধ্য-ভূত! তোমার চরণে কোটি কোটি নমস্কার।

দেখিতে দেখিতে, পৃথিবীর আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল, বৃষ্টি একেবারেই থামিয়া গেল; কিন্তু আবার, নিশীথের শৈত্য-সমীরণ, গঙ্গার শৈত্য-কণা গায়ে জড়াইয়া, স্বন্‌স্বন্ করিয়া, প্রবলবেগে বহিয়া, ত্রাসিত ও ভয়ার্ত্ত স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জীব সকলকে আরও নূতন করিয়া যন্ত্রণা দিতে লাগিল। —অহো কি যন্ত্রণা!—"হিমশীকরবান্ বায়ুর্দ্বিগুণং বাধতেঽস্মাম্।" এবারে ভূতল হইতে শুভ্র বাষ্পরাশি উত্থিত হইয়া, দিগ্‌দিগন্ত ছাইয়া ফেলিল। ভূলোক হইতে দ্যুলোক পর্য্যন্ত শুভ্রাভ্রকে সমাচ্ছন্ন! চতুর্দ্দিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধূম্রময়!—চতুর্দ্দিক্ ঘোর ঘন-ঘটাচ্ছন্ন, নিবিড় অন্ধকার!—চতুর্দ্দিকে ঘোর তমোময় অন্ধকারের পূর্ণ-মূর্ত্তি বিরাজিত। ইহার উপর আবার উল্লোলময়ী কল্লোলিনী গঙ্গার বহুদূর শ্রুত গভীর গর্জ্জন;—আর ঘোর অরণ্য-মাঝে পশু-পক্ষীর বিষম বিকট চীৎকার, মানব-মনে ভীতি উৎপাদন করিতেছে। পশ্চাদ্দেশে একটি ভগ্ন গিরিশৃঙ্গ অরণ্য-মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল।—অমনি, আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত, ও হৃদয় সশঙ্কিত হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, প্রস্তরগুলি এ দিকে আসিলেই কর্ম্মশেষ—ভবের লীলা চিরতরে শেষ হইয়া যাইবে। মনকে বুঝাইলাম,—

হংহো মানসকম্প মে কিমু সখে ত্রস্তো ভয়ান্নারকাৎ,
কিংতে ভীতিরীতি শ্রুতি র্দুরিতকৃৎ সঞ্জায়তে নারকী।
মা ভৈষীঃ শৃণু মে গতিং যদি ময়া পাপাচলস্পর্দ্ধিনী,
প্রাপ্তা তে নিরয়ং কথং কিমপরং কিং মে ন ধর্ম্মং ধনম্॥

হে চিত্ত! কেন তুমি শঙ্কিত ও কম্পিত হইতেছ? সখে! তুমি এই অপঘাতে মৃত্যু হইবে ভাবিয়া নারকীয় ভয়ে ভীত হইয়াছ? দুরিত-কারী ব্যক্তি নারকী হইয়া থাকে; এইরূপ শ্রুতি আছে বলিয়া কি ভীত হইয়াছ? যদি তাহাই হয়, তবে বলি শুন, তুমি ভয় পাইও না; আমার কি গতি হইবে শুন! যদি আমি পাপাচলস্পর্দ্ধিনী পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গাকে প্রাপ্ত হই, তবে আর তোমার নরক কোথায়? ধর্ম্মই কি আমার সম্বল নহে?

এবারের দৃশ্য অন্য রকম,—ভয়সূচকও নহে, হর্ষদায়কও নহে। নভস্তল হইতে তুষারোদ্গারী অভ্র সকল তুষারোদ্গার করিতেছে। পর্ব্বতে—বৃক্ষে—ভূমিতে—ভূমিস্থ প্রস্তর এবং গঙ্গা-গর্ভের উপলখণ্ডে, সর্ব্বত্র অবিরাম অবিশ্রামভাবে তুষার পড়িতে পড়িতে, দেখিতে দেখিতে, তুষার-রাশি পর্ব্বতাকারে পরিণত হইল। আবার, একি বিপদ! সর্ব্বত্রই তুষারাবৃত;—ভূমিতে তুষার,—ভূমিস্থ বৃক্ষ-লতা-তৃণ-বল্লীতে তুষার,—পর্ব্বত-কক্ষে তুষার, গঙ্গাবক্ষে উপলখণ্ডে তুষার;—সর্ব্বত্রই তুষারময়। এক্ষণের দৃশ্য অতি চমৎকার! সবই শুভ্রময়, একাকার—একার্ণব;—যেন, ভূতল হইতে নভস্তল পর্য্যন্ত সংবদ্ধ তুষার-রাশি স্তূপীকৃত সজ্জীভূত! এদিক্ ওদিক্ দেখিতে দেখিতে, গঙ্গার প্রতি দৃষ্টি পড়িল,—দেখিলাম,—গঙ্গাবক্ষে একটি উপলখণ্ড, স্তূপীকৃত তুষার রাশিতে সমাবৃত হইয়া, যেন "কর্পূরগৌরং করুণাবতারং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারসারং ভুজগেন্দ্রহারম্" দেবাদিদেব মহাদেব, "সাধকানাং হিতার্থায়" মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সাধকের অভীষ্টপ্রদানে সমুদ্যত হইয়াছেন। করযোড়ে গাহিলাম,—

যস্যাহু রাগমবিদঃ পরিপূর্ণ শক্তে—
রংশে কিয়ত্যপি নিবিষ্টমমুং প্রপঞ্চম্।
তস্মৈ তমালরুচি ভাস্বরকন্ধরায়,
নারায়ণীসহচরায় নমঃ শিবায়॥

দেখিতে দেখিতে তুষারপতন একবারেই থামিয়া গেল এবং তুষারোদ্গারী বলাহক-সমূহও দূরে-অতিদূরে সরিয়া গিয়া, যে যাহার আপন আপন স্থান অধিকার করিল। এবারে, সমস্ত পৃথিবী নির্বাত—নিষ্কম্প—নিস্তব্ধ! প্রকৃতি নীরব—নিথর—নিস্পন্দ! চতুর্দ্দিকে নীরবতার পূর্ণমূর্ত্তি বিরাজমান্। কেবলমাত্র থাকিয়া থাকিয়া, বৃক্ষান্তরালে বসিয়া নিরাকুল বিহগকুলের পক্ষবিধুননশব্দ,—ঝিল্লিকুলের অবিরাম ঝিঁ ঝিঁ ধ্বনি;—"ঝিল্লীকাঝল্লরীণাং বধিরিতককুভং ঝঙ্কৃতং খে ক্ষিপন্তঃ" আর, কল্লোলিনী গঙ্গার দূরন্তব্যাপী উল্লোল কলকল্লোল, নীরবতার পূর্ণরাজ্যে বিশৃঙ্খলতা উৎপাদন করিতেছে। মেঘকঞ্চুক উন্মুক্ত হইয়া, আকাশ কথঞ্চিৎ নীলিমা ধারণ করিল, তাহাতে নব-পরিণীতা বধূর অবগুণ্ঠনোন্মোচনে মুখচ্ছবি-বিকাশবৎ, দুই একটী হীরকখণ্ড-প্রদীপ্ত গগন-গহনা উজ্জ্বল তারকা-কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া এবং চন্দ্রাংশু-সকল গল-বিলম্বী-হারগুচ্ছের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া, আকাশকে শোভায়মান্ করিয়াছে। এবারে বুঝি, ঘন-ঘটাচ্ছন্ন অন্ধকারের যবনিকা-পতন হইল!—আকাশমণ্ডল সর্ব্বাঙ্গে নীলিমা মাখিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও নির্ম্মল হইল। অমনি পূর্ণমাসীর পূর্ণশশি, পূর্ব্বের ন্যায় সমুদিত হইয়া, পুনরায় নয়ন-মনোরঞ্জন, প্রাণ-প্রীণন স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নারাশি বিকীরণ করিয়া, নীলাম্বরা রজনীকে শুক্লাম্বরা জ্যোৎস্নাময়ী করিয়া, সমগ্র মেদিনীকে হাস্যময়ী করিয়া দিল। চন্দ্র-রশ্মি সকল দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

তদোডুরাজঃ ককুভঃ করৈর্মুখং
প্রাচ্যাং বিলিম্পন্নরুণেন সন্তমৈঃ।
সচর্ষনীনা মুদগাচ্ছুচো মৃজন্,
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়া ইব দীর্ঘদর্শনঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেরূপ বহুকাল প্রবাসের পর সন্দর্শন ঘটিলে ভর্ত্তা রক্তবর্ণ কুঙ্কুমরাগ-দ্বারা প্রিয়ার বদন-চন্দ্র অনুলেপন করেন, সেইরূপ আলোকরূপী ভগবান্ কারুণ্য-প্রাণ করুণা-নিদান কুমুদিনীকান্ত শশধরও যেন, আজি পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গম, সর্ব্বজীবের শোক-তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা দূরীকরণার্থ, স্বীয় হস্তবিলম্বিত সুখকর, প্রসন্ন-স্নিগ্ধ প্রাণ-প্রীণন জ্যোৎস্নারূপ শুভ্রবর্ণে লাবণ্যময়ী প্রকৃতি-সুন্দরীর এবং স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্ব্বজীবের বদনমণ্ডল সম্যক্ অনুলিপ্ত করিয়া, অনন্ত নীলাকাশে—জ্যোতিষ্কপথে মস্তকোপরি অবস্থিতি করিয়া, হাসিতেছেন। হাসির জগতে হাসি মিলিয়া গেল, অখণ্ড বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড হাস্যময় হইয়া উঠিল। পূর্ণ-শশধরের সৌন্দর্য্যময়ী হাসিরাশি পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। স্থাবর-জঙ্গম সর্ব্ব-পদার্থই চাঁদের আলোকে আলোকিত হইয়া হাসিতেছে। গঙ্গার বুকে চাঁদের আলো—তুষারাবৃত বৃক্ষপত্রে চাঁদের আলো—তুষার-সমাবৃত পর্ব্বতগাত্রে চাঁদের আলো—চিরতুষার-মণ্ডিত উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে চাঁদের আলো,—স্তূপীকৃত তুষারে চাঁদের আলো,—গঙ্গাগর্ভে জলসিক্ত উপলখণ্ডে চাঁদের আলো,—গঙ্গাগর্ভস্থ তুষারাবৃত উপলখণ্ডে চাঁদের আলো, ইহা আবার সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক! সর্ব্বত্র সর্ব্ববস্তুতে চাঁদের আলো ঝিকিমিকি জ্বলিতেছে ও খিলি খিলি হাসিতেছে। আবার, বৃক্ষান্তরালগত চন্দ্ররশ্মিসকল গঙ্গার তরঙ্গমালায় পতিত হইয়া নীলাম্বরে ক্ষুদ্র-বৃহৎ হীরকখণ্ডের ন্যায় শোভা বিস্তার করিয়াছে। চাঁদের আলোকের বৈচিত্র্যতার অবধি নাই। অনন্ত নীলাকাশে গগনমণ্ডলে জ্যোতিষ্কপথে পূর্ণশশি, স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়া হীরকখণ্ড-প্রদীপ্ত উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজির চিরন্তন উজ্জ্বল-স্বত্ব কাড়িয়া লইলেন; নক্ষত্ররাজি যেন, কোন্ অদৃশ্য-রাজ্যে লুকাইয়া গেল।—কদাচিৎ হাকিমের কাছে উকীলের ন্যায়, দুই একটি নক্ষত্র মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে।

বলবানপি নিস্তেজাঃ কস্য নাভিভবাস্পদম্
নিঃশঙ্কং দীয়তে লোকৈঃ পশ্য ভস্মচয়ে পদম্॥

ভগবান্ বুঝি, দুর্ব্বলকে দলনের নিমিত্তই প্রবলের সৃষ্টি করিয়াছেন? না—না, তাঁহার নিকট রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, সুন্দর-কুৎসিত, জ্ঞানী-অজ্ঞান, বিদ্বান্ মূর্খ, প্রবল-দুর্ব্বল সকলই সমান। স্রষ্টার সৃষ্ট-জগতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যাহা কিছু সৃষ্ট পদার্থ আছে, সকলই অস্থায়ী এবং পরিবর্ত্তনশীল।—"কালস্য কুটিলা গতিঃ", কালের কুটিল চক্রের আবর্ত্তনে এমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একদিন আসিতে পারে, যাহাতে এই সৃষ্ট-জগৎ জলবুদ্বুদের ন্যায় কোথায় মিশিয়া যাইবে; ইহা প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী ফল। দৃষ্টান্ত,—এই যে প্রবাহিনীর ক্রোড়ে উত্তাল-তরঙ্গের তাণ্ডব নৃত্য!—কে মনে করিয়াছিল, সে উদভ্রান্ত উচ্ছ্বাস, সে উল্লোলময় কল-কল্লোল আবার, এরূপ শান্তি-সলিলে পরিণত হইয়া কুলু কুলু ধ্বনিতে প্রবাহিত হইবে? যে অদ্ভুত-দর্শন জলদ-জালের গম্ভীর বজ্র-নির্ঘোষে নভোমণ্ডল বিদীর্ণ হইতেছিল, তখন কে মনে করিতে পারিয়াছিল যে, আবার সেই আকাশে সুবিমল শশধরের—মৃদু হাসিরাশি প্রস্ফুটিত হইবে?—অতএব— "মধুমথনমহিম্নামন্তি বেত্তা ন কোঽপি।" গাহিলাম—

রবিমাবসতে সতাং ক্রিয়ায়ৈ,
সুধয়া তর্পয়তে সুরান্ পিতৄংশ্চ।
তমসাং নিশি মুচ্ছতাং নিহন্ত্রে,
হরচূড়ানিহিতায়নে নমস্তে॥

আহা, মরি মরি! এবারে গঙ্গোত্তরীর দৃশ্য অতি মনোহর! এবারে কি শুভক্ষণ উপস্থিত।—সমগ্র মেদিনী নীরব, নিথর, নিস্তব্ধ। চতুর্দ্দিক নির্জ্জন, নিঃশব্দ, গম্ভীর। প্রকৃতি স্থিরা, প্রৌঢ়ার ন্যায় গম্ভীরা, যোগ-নিরতা বৃদ্ধার ন্যায় স্পন্দন-হীনা। এই শুভ-যোগে,—শুভক্ষণে, অনতিদূরে —গঙ্গাতীরে, একটি অগ্নিকুণ্ড জ্বলিয়া উঠিল। সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের এক পার্শ্বে, যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া, ক্ষিপ্ত আত্মাকে শান্ত করিয়া, ষড়রিপু সংযত করিয়া, ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, নির্লিপ্ত-চিত্ত হইয়া, নিমীলিত-নয়নে এক আপৃষ্ঠলম্বিত, ধরণী-চুম্বিত,—প্রকাণ্ড শুভ্র-জটাভারাবনত দীর্ঘকায় অবধূতের ন্যায় লগ্ন, শুদ্ধনিরঞ্জন-সমরসে মগ্ন, ভস্মবিলেপিতাঙ্গ, তপঃশীর্ণ, কঙ্কালসার, তেজঃপুঞ্জকলেবর, প্রবীণ তাপস, স্বকীয় কল্পনাবলে হৃদয় মাতাইয়া, স্তব্ধ-আকাশ-প্রান্তর ধ্বনিত করিয়া, গগনচুম্বী পর্ব্বত-পুঞ্জ মুখরিত করিয়া, আকুল-আবেগে,—কাতরোদ্বেলিত প্রাণে,—ভক্তিভাবে সুমধুর-স্বর-লহরীতে গঙ্গা-লহরী-গীতি গাহিতেছেন,—

"দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে,
ত্রিভুবনতারিণি তরল তরঙ্গে।
শঙ্করমৌলিবিহারিণি বিমলে,
মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—ইত্যাদি! আবাল-বিরাগী জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যের লেখনী-অমৃত-ধারা গঙ্গা-লহরী পাঠে যেন, লীলাময়ী প্রকৃতি-সুন্দরীর সসীম রাজ্যকে অলৌকিক কল্পনাবলে অসীম অনন্ত করিয়া, কি যে ভাবের লহরী ভাসাইয়া দিয়াছেন; তাহা ভাবুক ভক্ত সাধকই বুঝিতে পারিবেন। যে ভাবুকের ভাব-সিক্ত-হৃদয়ে, এ মধুর ভাবের লীলা-লহরী, কখনও একবার ক্রীড়া করিয়াছে, কেবল সেই সৌভাগ্যবান্ ভাবুকই, এই মধুর ভাবের লীলা-লহরীর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। আমি তাঁহার গঙ্গা-লহরী শ্রবণ করিয়া, চমকিত হইয়া, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম,—মহাত্মার শরীরে যেন, অমানুষিক উজ্জ্বল-জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে,—তাহাতে দেবত্ব, মহত্ত্ব, মনুষ্যত্ব, গাম্ভীর্য্য, পরোপকারিতা, প্রেম, ভক্তি, প্রীতি ও ভালবাসা যেন, আকারবিশিষ্ট হইয়া সাধু পুরুষকে সেই প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য লোকে যাত্রা করিতে আহ্বান করিতেছে। তিনিও সহসা আমার প্রতি করুণ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং আমাকে ভীত জানিয়া, আমার নিকট আসিয়া, দুঃখ-দুর্দ্দশার কাহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন!—আমার প্রথমে কথা ফুটিল না, দ্বিতীয়বারে কণ্ঠরোধ হইল, তৃতীয়বারে কথা জড়াইয়া গেল, চতুর্থবারে অতি কষ্টে কথা বাহির হইল। আমি রুদ্ধ-কণ্ঠে, ক্ষীণ-স্বরে কহিলাম,—রাত্রিকালে এই ভীষণ দুর্য্যোগের পর আপনাকে দর্শন করিয়া আমার এতাদৃশ জড়তা আসিয়াছে। তিনি হাসিয়া কহিলেন,—'কিছুই ভয় নাই, রাত্রিকালে সেই দুর্য্যোগে আমিই তোমাকে "মা ভৈঃ" বলিয়া অভয় দিয়াছিলাম। তুমি তাহা শুনিয়াও শুন নাই। যাহাই হউক, তুমি আমার ধুনীতে গিয়া বসিবে।' তিনি আমায় ধুনীতে বসিতে আদেশ করিয়া গোমুখী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কি আশ্চর্য্য! তাঁহার দর্শনে, তাঁহার চরণস্পর্শে, আমার পূর্ব্বের ন্যায় স্মৃতি, শক্তি, শান্তি, আনন্দ ভাব, ও ভক্তি, একে একে সকলই ফিরিয়া আসিল। মনে মনে ভাবিলাম,—

'হরতি দুষ্কৃতসঞ্চয়মুত্তমাং,
গতিমলং তনুতে তনুমানিনাম্।
অধিক পুণ্যবশাদবশাত্মনাং,
জগতি দুর্লভসাধুসমাগমঃ॥'

আহা! সাধুসঙ্গই জগতে অতি দুর্লভ। ইহজগতে অবশাত্মা তনুমানী মানবগণেরও যদি অত্যন্ত পুণ্যবলে দুর্লভ সাধুসমাগম ঘটে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা হইলে, সেই সাধুসঙ্গই তাহাদের দুষ্কৃতপুঞ্জ হরণ ও উত্তম গতি বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। বুঝিলাম,—

ক্ষুদ্রাঃ সন্তি সহস্রশঃ স্বভরণব্যাপারমাত্রোদ্যতাঃ
স্বার্থো যস্য পরার্থ এব স পুমানেকঃ সতামগ্রণীঃ।
দুষ্পূরোদরপূরণায় পিবতি স্রোতঃপতিং বাড়বো
জীমূতস্তু নিদাঘতাপিতজগৎসন্তাপবিচ্ছিত্তয়ে॥

এই সময়ে জীবজগত নীরবতা-ক্রোড়ে নিদ্রিত! পৃথিবী নীরবতাময়! রজনীও গভীর, নীরব, নিথর।—অদূরে ভারতের গৌরবোজ্জ্বল রেখা মস্তকে ধারণ করিয়া, আধ্যাত্মিক-জগৎকে মোহিত করিয়া, সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব বিকাশ, চির-তুষার-কিরিটিনী গিরিশ্রেণীর ধবলশৃঙ্গগুলি, চন্দ্রালোকে আলোকিত হইয়া, আধ্যাত্মিক জগতের ভাবুক, সাধক ও ভক্তের মুগ্ধমনে ভাব-সিক্ত-হৃদয়ে যুগপৎ পরমেশ-ভক্তি ও প্রেমালোক আনয়ন করিতেছে। দৃশ্য কি সুন্দর! চারিদিকেই উন্মুক্ত প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্য! যে দিকে, যে বস্তুর প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তাহা যেন ততই সুন্দর।—

লতাসু পুষ্পং গগনে চ তারকা,
জলাশয়েদেব তথা পয়াংসি।
সতাঞ্চ চিত্তং হি দিশাং মুখৈঃ সমং,
বৈমল্যমায়ান্তি শশাঙ্ককান্তয়ঃ॥

লতায় পুষ্প সুন্দর! গগনে তারকানিকর সুন্দর! জলাশয়ে জলের শুভ্রতা কি সুন্দর।—আর সাধুহৃদয়ে দিগন্তের ন্যায় সরলতা এবং সুধাকরের সুধামাখা বিমল জ্যোৎস্নার নির্ম্মলতা বিরাজ করিতেছে; তাহা অতি সুন্দর! সমগ্র পৃথিবী সৌন্দর্য্যময়। দৃষ্টির অন্তরালে, ধীরে—অতিধীরে, কে যেন আপনার অলক্ষ্য বাহু বিস্তার করিয়া, আমাকে সৌন্দর্য্যতার ক্রোড়ে টানিয়া লইতেছে। অনন্ত সৌন্দর্য্যের শান্তি-ক্রোড়ে বসিয়া গিরিশ্রেণীর ও গঙ্গার অপার মহিমা উপলব্ধি করিয়া, সকল কষ্ট, সকল দুঃখ, সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া, তন্ময় হইয়া, নতশিরে করযোড়ে গাহিলাম,—

নতে বিভূতিং নমু বেত্তি কোঽপি,
ত্রৈলোক্যবন্দ্যে জগদম্ব গঙ্গে।
গৌরীসমালিঙ্গিত বিগ্রহোঽপি,
ধত্তে স্মরারিঃ শিরসাপি যস্তাম্॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আহা! এক্ষণে নৈশ-প্রকৃতির কি মনোহর দৃশ্য! জীবনে অনেক স্থান পর্য্যটন করিয়াছি,—অনেক সুন্দর দৃশ্যও দর্শন করিয়াছি, কিন্তু, এরূপ চিত্তোন্মাদক অপূর্ব্ব স্থান ও সুন্দর দৃশ্য কখনও নয়নপথবর্ত্তী হইয়াছে বলিয়া স্মরণ হইতেছে না। এ দৃশ্য অতি মনোহর! কি উদার ও মহান্! কোন্ স্মরণাতীত কালে সূর্য্যবংশাবতংস সগরকুলসূর্য্য রাজর্ষি ভগীরথ, সুরধুনীর পবিত্র প্রবাহ তপোবলে স্বীয় বংশ উদ্ধার করিতে এবং জীব-জগৎকে পবিত্র করিতে স্বর্গলোক হইতে মর্ত্তলোকে আনয়ন করিয়াছিলেন। সে দিনও যেমন ছিল; ভাগীরথীর পবিত্র প্রবাহ আজিও তেমনই মনোহারী, লোকপাবনকারী;—ভাগীরথী চিরদিনই ভুক্তি-মুক্তিবিধায়িনীরূপে ভারতবরেণ্যা হইয়া ভারতবর্ষে বিরাজ করিতেছেন। এই জ্যোৎস্না-প্রফুল্ল মধুর-যামিনীতে কৌমুদী-সম্পাত শিব-শিরঃ-রঙ্গিনী আতঙ্ক-ভঙ্গিনী, মাতঙ্গ-মর্দ্দিনী হিমাদ্রি-নন্দিনী- কল-কল্লোলিনী, তরঙ্গ-ভঙ্গ চপলা গঙ্গার স্ফটিক-স্বচ্ছ সুনীল জলের উন্মাদ-প্রেমাভিসার-উচ্ছ্বসিত উত্তাল-তরঙ্গের তাণ্ডব-নৃত্য, যে একবার দর্শন করিয়াছে, সে মজিয়াছে, সে আপন মানব-জীবন সার্থক ও দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম সফল করিয়াছে। এই গঙ্গোত্তরীতে তরঙ্গায়িত গঙ্গার স্ফটিক-স্বচ্ছ সুনীল-জলে চন্দ্র-রশ্মির কি চিত্তোন্মাদক অপরূপ-দৃশ্য!—এই নয়ন-মনাকর্ষক দৃশ্য দর্শনে বোধ হয় যেন, "স্ফুরত্তরঙ্গভঙ্গিনী স্ফেনপুঞ্জ-হাসিনী, প্রসন্নপুণ্যমঞ্জরী যুতেব ধর্ম্মসন্ততি।" স্ফুরত্তরঙ্গভঙ্গিশালিনী ফেন-পুঞ্জরূপ হাস্য-বিকাশ-বিরাজিতা প্রসন্নপুণ্য-মঞ্জরী সমন্বিতা সাক্ষাৎ ধর্ম্ম-সন্ততি-স্বরূপিনী ভাগীরথী, আসমুদ্র হিমালয় পর্য্যন্ত, রাজর্ষি ভগীরথের যশঃ-প্রচারের বীথিকাস্বরূপ অবনীতলে শোভা পাইতেছেন। গাহিলাম,—

ব্রহ্মাণ্ডং খণ্ডয়ন্তী হরশিরসিজটাবল্লিমুল্লাসয়ন্তী,
স্বর্লোকাদাপতন্তী কনকগিরিগুহাগণ্ডশৈলাৎ স্খলন্তী,
ক্ষৌণীপৃষ্ঠে লুঠন্তী দুরিতচরচমূং নির্ভয়ং ভৎ সয়ন্তী,
পাথোধিং পূরয়ন্তী সুরনগরসরিৎপাবনী নঃ পুনাতু॥

হে দেবী গঙ্গে! তুমি আকাশ-গঙ্গারূপে এই অখণ্ড বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে খণ্ডিত করিয়াছ. তুমি মহামহিম সৃষ্টিকুশল বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে নির্গত হইয়া, দেবাদিদেব মহাদেবের মস্তকোপরি জটিলজটামধ্যে কুটিলভাবে অবস্থান করতঃ হরের জটা সকলকে সমুদ্ভাসিত করিতেছ, স্বর্গলোক হইতে অবতরণ করিয়া, সুবর্ণময় সুমেরু পর্ব্বতের গুহামধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক, সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গণ্ডশৈল ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছ; অনন্তর এই অনন্তবৈচিত্রশালিনী নানাজীবসঙ্কুলা শোভন-সৌন্দর্য্যময়ী মন্দর-ভূধর-সাগরাম্বরা সুবিশাল বসুন্ধরা-পৃষ্ঠে প্রবাহিত হইতেছ, তুমি জীবজগতের জীব সকলের পাপরাশি বল-পূর্ব্বক বিনাশ করিতেছ, তুমি অনন্ত-প্রসারী অনন্ত-জলরাশি মহাসাগরকে পূর্ণ করিতেছ, অতএব, তুমি অধুনা আমাকে পবিত্র কর।

রাত্রি অবসানপ্রায়। প্রভাত বায়ু ঝির্ ঝির্ করিয়া বহিতেছে; বৃক্ষ-পত্র হইতে নিশির শিশিরকণা পতিত হইয়া, লীলাময়ী প্রকৃতিসুন্দরীর পায়ে, রজনীর বিরহাশ্রু পরিত্যাগ করিয়া, আপন বিরহানলের কঠোর যন্ত্রণা জানাইয়া, দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। আর, পূর্ণমাসীর পূর্ণশশী, গালভরা হাসি, দেহভরা সৌন্দর্য্য, বুকভরা আনন্দ লইয়া, যাদুকরের মত বিধাতার সৃষ্টরাজ্যে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন আনয়নপূর্ব্বক, সুনীল আকাশে—পশ্চিম-গগন প্রান্তে ঢলিয়া পড়িয়া।—পর্ব্বতকক্ষে, অরণ্যবক্ষে, গঙ্গার বুকে ও বৃক্ষ লতা-তৃণ-বল্লীর উপরে জ্যোৎস্না-হাসি-রাশি বিকশিত করিয়া, ভক্তের ও ভাবুকের ভাবসিক্ত হৃদয়ে যে কি অভাবনীয় ভাব-ভক্তি—আনন্দ-লহরী প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন; তাহা যাঁহারা ভক্ত ও ভাবুক, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। এই অবসরে সৌন্দর্য্যময় চন্দ্রের জ্যোৎস্নার অপরূপ সৌন্দর্য্য ও গঙ্গোত্তরীর সৌন্দর্য্য-দর্শনে আত্মহারা হইয়া আলস্য-নিমীলিত প্রভাত-নিদ্রা-বিজড়িত নয়ন মুদিয়া, ভাবময় ভগবান্‌কে মনোময় করিয়া, তন্ময় হইয়া ধ্যান করিতেছি, এমন সময়ে উদরাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়া, ভগবদ্ধ্যানে বাধা জন্মাইল। পোড়া উদরে, জঠরাগ্নি শতশিখায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। গঙ্গাগর্ভে নামিয়া, চোখে মুখে জল দিয়া কাতরোদ্বেলিত প্রাণে করযোড়ে প্রণাম করিলাম;—

নমোঽস্তু গঙ্গে পরমার্ত্তহারিণি,
নমস্ক্ষুধে সর্ব্বজনার্ত্তকারিণি।
নমো মহেশানজটোদ্ভবে শিবে—
নমো মহামৃত্যুমুখাদ্বিনিঃসৃতে॥

হে পরমার্ত্তহারিণি গঙ্গে, তোমাকে নমস্কার! হে সর্ব্বজনার্ত্তকারিণি ক্ষুধে! তোমাকেও নমস্কার! হে মহেশানজটাসমুদ্ভবে শিবে! তোমাকে নমস্কার! হে মহামৃত্যুমুখাদ্বিনিঃসৃতে ক্ষুধে! তোমাকেও বার বার নমস্কার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। ঊষার আলোক দেখা দিয়াছে। পক্ষিগণ তাহাদের স্বভাব-সিদ্ধ সুমধুর স্বরে প্রভাকরের বন্দনা-গীতি গাহিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। নিশান্তকালে নবরাগে রঞ্জিত হইয়া, ঊষারাণী আশ্বাসের অস্ফুটবাণী শুনাইতে আসিলেন। বিহগগণের ললিত-তানে যেন সে আশ্বাস-বাণী শুনিতে পাইলাম। প্রভাতের শীতল প্রভাতী সমীরণ স্নিগ্ধসলিলে অবগাহিত হইয়া, পর্ব্বতগাত্রে ঝির্ ঝির্ করিয়া প্রকৃতির সজীবতা জগৎবাসীর নিকট বলিয়া বেড়াইতেছে। এখনও অন্ধকার মিটে নাই; দিবাকরের অরুণ রক্তিম-কিরণ পূরবগগনে এখনও সুবর্ণকর বিস্তার করিতে পারে নাই; নিরাকুল বিহগকুলের কোমল কাকলী এখনও অন্ধকারের মমতা পরিত্যাগ করে নাই; ধার্ম্মিকের ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত এখনও অপনীত হয় নাই। দেখিতে দেখিতে, নিশাত্যয়ে নিশাপতি চন্দ্র পশ্চিমগগন-প্রান্তে ঢলিয়া পড়িলেন।

চন্দ্রোঽথ কুন্দকুসুমাকরহারবর্ণো—
জ্যোৎস্নাবিতানরহিতোঽভ্রসমানবর্ণঃ।
বিচ্ছায়তাং হি সমুপেত্য ন ভাতি তদ্বদ্,
ভাগ্যক্ষয়ে ধনপতিশ্চ নরো বিবর্ণঃ॥

পূর্ণচন্দ্র, ক্রমে—কুন্দঃ-কুসুম-স্তবকপ্রভ, তাহার পর মুক্তাহারতুল্য, অতঃপর জ্যোৎস্নাবিতানরহিত, অবশেষে অভ্রসমানবর্ণ, শেষপ্রান্তে প্রভাশূন্য হইয়া পড়িলেন। ভাগ্যক্ষয়ে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর ভাগ্যবান্ ধনপতিও ঐরূপ চন্দ্রের ন্যায় বিবর্ণভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

রামে প্রব্রজনং বলের্নিয়মনং পাণ্ডোঃ সুতানাং বনং,
বৃষ্ণীনাং নিধনং নলস্য নৃপতে রাজ্যাৎ পরিভ্রংশনম্।
কারাগার নিষেবণং চ মরণং সঞ্চিন্ত্য লঙ্কেশ্বরে,
সর্ব্বঃ কালবশেন নশ্যতি নরঃ কো বা পরিত্রায়তে॥

বুঝিলাম,—দুঃখের অমানিশা চিরদিন থাকিবার নহে। সময় কাহারও চিরদিন সমান যায় না এবং সময় কাহারও অনুরোধ বা উপরোধের অপেক্ষা করে না, স্বাধীন ইচ্ছায় চলিয়া যায়। ত্রেতাযুগে একদিন লক্ষ্মণের জীবন জন্য, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের অনুরোধে,—দ্বাপরযুগে একদিন জয়দ্রথের নিধন-নিমিত্ত, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে, আলোকরূপী ভগবান্ কারুণ্য-প্রাণ করুণানিদান জ্যোতিষ্কজীবন সূর্য্যের গতিরোধ হইয়াছিল; কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাতেও আবার সময়ের অপ্রতিহত গতি কখনও বাধা পায় নাই। আজিও তেমনি সময়ের অপ্রতিহত গতি বাধা না পাইয়া, উষার রক্তিমরাগ-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে—

চন্দ্রপ্রভামরুণসারথিনাভিভূয়ঃ,
সন্তপ্ত কাঞ্চন-রথাঙ্গ-সমান বিম্বঃ!
স্থিত্বোদয়াগ্রমুকুটে বহুরেব সূর্য্যো--
ভাত্যম্বরে তিমিরতোয়বহাং তরিষ্যন্॥

রবি-সারথী অরুণ, নিজ প্রতাপে চন্দ্র-প্রভাকে পরাজিত করিয়া উদয়াদ্রিমুকুটে বিরাজিত হইলেন। উষার নবরাগ-রঞ্জিত পূর্ব্বাসার দ্বারে অরুণের কাঞ্চন-কান্তি বিভাসিত হইল। তপ্তকাঞ্চন-সমপ্রভ জলন্ত অগ্নিপিণ্ডস্বরূপ সূর্য্যদেব উদয়াদ্রিমুকুটে অবস্থান পূর্ব্বক, পাপ-পঙ্কে কর্দ্দমাক্ত জীব সকলের পাপাপসরণ করিবার মানসে, প্রখর কিরণ বিকীরণ করিয়া, দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। সূর্য্যদেবের প্রখর কিরণ দর্শনে মনে হইল যেন, তিনি সেই তিমির-জলবাহিনীকে অতিক্রম করিতে উদ্যত হইয়াছেন। করযোড়ে প্রণাম করিলাম,—

বরুণাদি সুরার্চ্চায় তরুণাদিত্য বর্চ্চসে।
অরুণচলনাথায় করুণামূর্ত্তয়ে নমঃ॥

পূর্ব্বগগনে তরুণাদিত্য উদয়াচলের শিখরে উত্থিত হইয়া, রক্তিম-কিরণ-রাশি, অনন্ত-বৈচিত্র্য-শালিনী— নানাজীব-সঙ্কুলা—শোভন-সৌন্দর্য্যময়ী—মন্দর-ভূধর-সাগরাম্বরা বসুন্ধরার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিলেন। এবারে বিহগকুলের এবং কীট পতঙ্গের কি অপূর্ব্ব আনন্দ! স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জীব সমুদয় যেন, আলোকরূপী ভগবান্ কারুণ্য-প্রাণ করুণানিদান সূর্য্যনারায়ণের দর্শন পাইয়া, কি এক অপূর্ব্ব আনন্দে মাতিয়া, সুমধুরস্বরে ভগবানের স্তব করিতেছে। বিহগকুলের সুমধুর কোমল কাকলীতে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত হইতেছে। আর, চিড়, দেবদারু, প্রভৃতি বৃক্ষরাজি-পরিশোভিত অরণ্য ও গঙ্গাতীরস্থ বিটপিরাজির পাতায় পাতায় নবোদিত বালার্কের কিরণ-রাশি যেন, লুকোচুরি খেলিতেছে; নব-মুকুলিত তৃণদলের উপর নিশার শিশির-বিন্দু তরুণাদিত্যের অরুণ-রশ্মি-সম্পাতে প্রদীপ্ত হীরকখণ্ডের মত ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে। গঙ্গার উত্তাল তরঙ্গে এবং জলসিক্ত উপলখণ্ডে বালার্কের রশ্মি পড়িয়া, তাহাতে কি সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা ব্যক্ত করা যায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রমে অরুণদেব, উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ ভেদ করিয়া, রক্তিম-সুষমা সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া, কাশ-কুসুমোপম শুভ্র উত্তরীয় গাত্রে জড়াইয়া, হাসিতে হাসিতে, গিরিশৃঙ্গের উপরে উঠিয়া, হাস্যমণ্ডিত রক্তমুখখানি বাহির করিলেন। অমনি, সলিলে, নলিনী-সুন্দরী আড়-নয়নে চাহিয়া, অধোবদনে হাসিয়া ফেলিল। আর, অরণ্য-বক্ষে—রূপসী বন্য-শেফালিকা হাসিতে হাসিতে যেন মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। পর্ব্বতসানুস্থ নিম্ন ভূমিতে ডোবার ঘোলা জল, লজ্জায়—সরমে—মরমে মরিয়া, পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। অমনি, জলচরগণ কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া, তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। আরণ্যকুসুমনিচয়, ধবল-দশন-রাজি বিকশিত করিয়া, বিস্ময় বিস্ফারিত-নয়নে দিবাকরের করের দিকে চাহিয়া রহিল। তরুণ-অরুণের করুণ-রশ্মি, চির-তুষার কিরীটিনী গিরিশ্রেণীর উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে পতিত হইয়াছে। গিরিশৃঙ্গগুলি নবোদিত বালার্ক-রাগে ঝক্‌মক্ জ্বলিতেছে—আহা, মরি মরি! কি সুন্দর! অতি সুন্দর!! তরঙ্গ-ভঙ্গ-চপলা গঙ্গার উত্তাল-তরঙ্গমালার অণু পরমাণুতে অরুণের করুণ-রশ্মি পড়িয়া, কি সুন্দর রং প্রতিফলিত হইয়াছে, বোধ হইতেছে যেন, গঙ্গার উচ্ছ্বসিত নীলাভ জলে সহস্র সহস্র হীরকখণ্ড বহিয়া যাইতেছে। আর, শ্যামল-কান্তি বৃক্ষ-বল্লরীর নবীন-পত্র-পুষ্প-মুকুলে অরুণের করুণ-রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া, কি এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে! তাহা, একবার যে দেখিয়াছে, সে মজিয়াছে, সে জীবন সার্থক ও জন্ম সফল করিয়াছে। মরি মরি! কি অপূর্ব্ব শোভা! কি এক বিচিত্রসৌন্দর্য্যের সমাবেশ। কি মধুর ভাব! যেন হিমগিরি ও বৃক্ষবল্লরী আনন্দে—সৌন্দর্য্যে মাতোয়ারা হইয়া, আনন্দ ও সৌন্দর্য্য স্রষ্টার স্নিগ্ধপদে প্রণত হইয়া, অনন্তের চরণে শীর্ষ নত করিতেছে আমিও প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া সৌন্দর্য্য-স্রষ্টার শ্রীচরণে নতশিরে প্রণাম করিলাম,—

'বৃন্দারকা যস্য ভবন্তি ভৃঙ্গা—
মন্দাকিনী যন্মকরন্দবিন্দুঃ।
তবারবিন্দাক্ষ পদারবিন্দং,
বন্দে চতুর্ব্বর্গ চতুষ্পদং তৎ॥'

এই মুহূর্ত্তে যেন, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গম, তাবৎ শরীরীর দুঃখের মেঘ কাটিয়া গেল,—দুঃখের অমানিশার প্রভাত হইয়া সুখ-সূর্য্যের উদয় হইল। সুখ-সূর্য্যের অরুণালোকে স্থাবরজঙ্গমাত্মক শরীরী পদার্থের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ভাবিলাম,—রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, জ্ঞানী-অজ্ঞান, সবল-দুর্ব্বল, সুখী-দুঃখী নর-নারী, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গম সকলেরই এইরূপে সুখ-দুঃখের রজনী প্রভাত হয়। নতশিরে করযোড়ে গাহিলাম,—

মহেশ্বরঃ পাতু দিনাদিযামে,
মাং মধ্যযামেঽবতু বামদেবঃ।
ত্রিয়ম্বকঃ পাতু তৃতীয়যামে,
বৃষধ্বজঃ পাতু দিনান্তযামে॥

দেখিতে দেখিতে, জ্যোতির জ্যোতিঃ—উজ্জ্বলতার কৌস্তুভমণি—আলোকের পবিত্র-রশ্মি—জ্যোতিষ্কজীবন সূর্য্যনারায়ণ উত্তুঙ্গ পর্ব্বতপুঞ্জ অধোদেশে রাখিয়া, প্রখর-কিরণ বিকীরণ করিয়া, অনন্তাকাশে উঠিলেন। বেলা প্রায় প্রহরাতীত হইল। হায়, পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব! আপনি এক্ষণে কোথায় আছেন? এখনও যে আপনার নিদর্শন পাইতেছি না! রাত্রির দুর্য্যোগে আপনার কিছু অনিষ্ট হইয়াছে কি?—না, আপনার অনিষ্ট হওয়া অসম্ভব! আপনি আপনার সময়ে আসিয়া, আমাকে দর্শন দিয়া, ধন্য করিবেন। এইরূপ চিন্তা করিতেছি, কঠোর জঠরে ধূমায়িত জঠরাগ্নি, এবারে শতশিখায় জ্বলিয়া উঠিয়া যেন, উদরের যাবতীয় অন্ত্র-যন্ত্রকে পোড়াইয়া, ছার-খার করিয়া দিতেছে। ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া এদিক ওদিক চাহিলাম; কিন্তু তাহাতে কি জঠরের জ্বালা-নিবৃত্তি হইল? নিরস্ত হইয়া, পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের আগমন প্রতীক্ষায়, তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের ন্যায় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অরণ্যের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কি যন্ত্রণা! একে জঠরের কঠোর যন্ত্রণায় অস্থির! তাহার উপর আবার, কতদিনের পুরাতন সংশয়রাশি আমার অশান্তি-বিক্ষোভিত সংশয়-সাগরালোড়িত হৃদয়-সাগরে উত্তাল-তরঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিল। ক্ষুধা-রাক্ষসীর করাল-কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায়, যথাজ্ঞান শাস্ত্রের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, সংশয় নিরাকরণে প্রবৃত্ত হইলাম; কিন্তু, "কাতরে কবিতা কুতঃ!" কাজেই শাস্ত্রচিন্তায় পরাস্ত হইয়া গুরুদেবের আগমণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। অরণ্যের দিকে দৃষ্টি পড়িল। চমকিয়া, বিস্ময়-বিস্ফারিত-নয়নে দেখিলাম,—গুরুদেব দ্রুতগতিতে আসিতেছেন। অমনি, আমার হৃদয়-মন-প্রাণ যেন, আনন্দে নাচিয়া উঠিল,—আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, আকুল-আগ্রহে কেবলই তাঁহাকেই দেখিতেছি। ক্রমে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকটে আসিলেন, আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলাম। তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন, "ইষ্টসিদ্ধিরস্তু।" তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া একটি উপলখণ্ডে বসিয়া আমাকে বসিতে আদেশ করিলেন এবং হাসিতে হাসিতে কতকগুলি ফল আমার হস্তে প্রদান করিয়া, স্নেহকম্পমান্‌স্বরে কহিলেন,—'রাত্রিকালে তুমি বড়ই কষ্ট পাইয়া, কাতর হইয়াছ,—তাহা একপ্রকার ভালই হইয়াছে; কেন না, তুমি কখনও এমন দুঃখ-কষ্ট পাও নাই। এরূপে দুঃখ কষ্ট না পাইলে কি হৃদয়ে বৈরাগ্য জন্মে বা ভগবদ্ভক্তি জন্মে? ভগবানের উপর আত্মনির্ভর হয়? কষ্ট না পাইলে কেহ কখনই ভগবানকে ডাকে না। যাহাই হউক, ক্ষুধায় কাতর হইয়াছ, ফলগুলি খাও।" তাঁহার আদেশ পাইয়া, গঙ্গাগর্ভে নামিয়া, স্নান করিয়া, ফল খাইতে আরম্ভ করিলাম। আহা, ফলগুলি কি সুস্বাদু! যেন অমৃত-রসে ভরা,—খাইয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। মুখ হাত ধুইয়া, নিকটে গিয়া, পদপ্রান্তে বসিয়া, তাঁহার পদসেবা করিতে করিতে, হৃদয়ের সংশয়প্রশ্নগুলি ধারাবাহিকরূপে একে একে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম।

——(*)——

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুগম সাধন-পন্থা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুগমসাধন-পন্থা কি ?

পন্থাস্তু কোটিশতবৎসরসম্প্রগম্যো—
বায়োরথাপি মনসো মুনিপুঙ্গবানাম্।
সোঽপ্যস্তি যৎ প্রপদসীম্যবিচিন্ত্যতত্ত্বং,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

বায়ু অপেক্ষায় মুনিপুঙ্গবগণের মন দ্রুতগামী, এতাদৃশ মনও শতকোটি বৎসরে যে পন্থায় উপনীত হইতে পারে, তাদৃশ যোগপন্থা যাঁহার শ্রীচরণ-সমীপে বিরাজমান, সেই অবিচিন্ত্যতত্ত্ব আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, কলিকালে কলির কাম-কিঙ্কর রিপু পরবশ অন্নগত-প্রাণ অল্পায়ুঃ দুর্ব্বল জীবের উপায় কি? আশ্রয় কি? গতি কি? নানা দেশ, নানা জাতি, নানা সম্প্রদায়, নানা জনে নানা পথ দেখাইয়া চলিয়াছেন; সুতরাং কলির অল্পায়ু দুর্ব্বল জীব কোন্ পথে অগ্রসর হইবে? কলির অল্পায়ু দুর্ব্বল জীবের সংসার কারাগার হইতে, 'সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত গণ্ডী' হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, জগন্নিয়ন্তা পরমপিতা পরমেশ্বরে আত্মলীন করিবার 'সুগম সাধন-পন্থা' কি?

LIBRARY
No.....
Anandamayee Ashram
BANARAS
CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ,
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং,
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

গরুড়পুরাণ। পৃঃ। ১০৯

অনন্ত জগতে, অনন্ত প্রকার মানব। অনন্ত মানুষের অনন্ত প্রকার মত। কাহারও মতের সহিত কাহার সম্পূর্ণ মিল নাই। কেহ আস্তিক, কেহ বা নাস্তিক;—কেহ জ্ঞানী, কেহ বা অজ্ঞানী;—কেহ সংযমী, কেহ বা অসংযমী;—কেহ দ্বৈতবাদী, কেহ বা অদ্বৈতবাদী;—এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন মতের বিভিন্নপ্রকার মানব স্বীয় স্বীয় ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করিয়া আসিতেছেন। কেহ কহিতেছেন,—"কর্ম্মনৈব হি সংসিদ্ধিম্" কর্ম্মই ভগবল্লাভের প্রকৃষ্টোপায়; সুতরাং কর্ম্ম কর, ভগবৎসান্নিধ্য-লাভ সুসত্বর হইয়া আসিবে; কেহ বা কহিতেছেন,—"ঋতে জ্ঞানান্মুক্তিঃ" জ্ঞান দ্বারাই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে; সুতরাং জ্ঞানার্জ্জন কর, ভগবৎসাক্ষাৎকার-লাভ ঘটিবে; আবার কেহ বা কহিতেছেন,—"ভক্তিযোগান্মুক্তিঃ" একমাত্র ভক্তিতেই ভগবান্ সন্তুষ্ট হন; অতএব ভগবানে ভক্তি কর ভক্তি দ্বারাই মুক্তিলাভ হইবে;—ইত্যাদি আরও কত প্রকার বিভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করিতেছেন। এই যে, আস্তিক নাস্তিক, দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী প্রভৃতি অসংখ্য সম্প্রদায়ের সৃষ্টি ও পরিপুষ্টি হইতেছে, ইহার অন্য কারণ আর কিছুই নহে; অন্তঃকরণ-ভেদবশতই ইহা সংঘটিত হইতেছে। আর, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিনিয়ত যে, দ্বন্দ্ব-কোলাহল চলিতেছে, তাহারও কারণ এই অন্তঃকরণ-ভেদ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এইরূপে কত যুগ-যুগান্তর হইতে দেশ-বিশেষে জাতি-বিশেষে, সম্প্রদায়-বিশেষে ও শাস্ত্র-বিশেষে, কত বাদ-বিসম্বাদ, কত তর্ক-বিতর্ক, কত বাগ্-বিতণ্ডা, কত যুদ্ধ-হত্যাকাণ্ড যে সংসাধিত হইয়া আসিতেছে; তাহার আর ইয়ত্তা নাই; কত নূতন নূতন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়, কত নব নব শাস্ত্র-সমুচ্চয়, কত রকম রকম তর্ক-বিতর্ক, কত নবীন নবীন বাগ্-বিতণ্ডা, কত নবজাত বাদ-বিসম্বাদ,—পৃথিবীর জন্মকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু বড় ক্ষোভের বিষয় এই যে, সেই সম্প্রদায়ের কুটিলতা, শাস্ত্র সকলের জটিলতা, তর্ক-বিতর্কের গম্ভীরতা, বাগ্-বিতণ্ডার প্রতিযোগিতা, বাদ-বিসম্বাদের প্রবলতা আজিও টুটিল না; ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম আজিও মানুষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিঃসংশয়ে নির্ণয় করিতে পারিল না। আবহমানকাল হইতেই এইরূপ ধর্ম্ম-বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক দ্বন্দ্বকোলাহল চলিয়া আসিতেছে এবং তদ্বিষয়ে অনেক প্রকার শ্রুতিও আছে; কিন্তু তথাপি ধর্ম্মের জটিল তত্ত্ব, প্রকৃত মর্ম্ম গুহাস্থিত নিধির ন্যায় অতি গুপ্ত রহিয়াছে; তাহা আজি পর্য্যন্তও কেহই স্থির করিতে পারেন নাই। ধর্ম্মান্তরের কথা দূরে থাকুক, এই হিন্দু-ধর্ম্মেই দুই মত; এক মত সাকার-বাদ, আর এক মত নিরাকার-বাদ। বেদ বলিতেছেন,—'পরমেশ্বর নিত্য, শুদ্ধ, জ্ঞানময়, আনন্দ-স্বরূপ, নিরাকার এবং তিনি গুণাতীত সর্ব্বসাক্ষী নির্ব্বিকার সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদৃক্ বিভু।' আবার, পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্র বেদকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন,—'যিনি অনাদি পরমপুরুষ, যাঁহা হইতে বেদের উৎপত্তি, সেই বেদ কিরূপে তাঁহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিবে? তিনি সাকার; তিনি ইচ্ছাময় অনন্ত মূর্ত্তি।' এইরূপে হিন্দুর বেদ-বেদান্ত-উপনিষৎ, পুরাণ-উপপুরাণ-সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রসকল পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করিতেছেন। এমন মুনি-ঋষি দেখি না যে, যাঁহার মত ভিন্ন নহে; কিন্তু তথাপি ধর্ম্ম যে কেমন এবং ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার? তাহার কি কিছু স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে? না, কিছুই স্থির হয় নাই। তবে এত তর্ক কেন? তবে সেই দুরবগাহ অতল সমুদ্রের সীমানুসন্ধানে ক্ষুদ্র মানবের এত প্রয়াস কেন? যাহা কখন স্থির হয় নাই, যাহা কখন স্থির হইবে না, তাহার জন্য বৃথা সময় নষ্ট কেন? অনাদি অনন্ত কাল হইতে যে তর্ক চলিয়া আসিতেছে, হিন্দুর বেদ-বেদান্ত-উপনিষৎ, পুরাণ-উপপুরাণ সংহিতায় যাহার মীমাংসা নাই, যাহার কোন প্রতিরূপ শব্দ নাই, সঙ্কেত নাই, যাহা মানব-বুদ্ধির অগম্য, তাহার নির্ণয়ে ব্যাপৃত হওয়া, সান্ত অপ্রতুল, এই ক্ষুদ্র মাটির পুতুল, যাহা প্রকৃতিদেবীর ক্ষণিক ফুৎকারে উড়িয়া যায়, বারিবিন্দু-বিধৌত হইলে মুহূর্ত্তে গলিয়া যায় সৃষ্টিকুশল বিশ্বস্রষ্টা বিধাতার খেলার পুতুল ক্ষুদ্র মানবের ক্ষুদ্রবুদ্ধির পক্ষে কি সম্ভাব্য? সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র যাঁহাকে অনাদি অনন্ত অপ্রমেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যাঁহার অনন্ত সৃষ্টির একটি সূক্ষ্মতম পদার্থ-মাত্রও মানব-বুদ্ধির অগোচর—এমন কি, যে দেহ আত্মা লইয়া জগতে আসিয়াছি, চিরদিন যাহার সহিত অভিন্নভাবে একত্র বাস করিতে হইবে, প্রতিনিয়ত যাহার পরিচর্য্যা ও রক্ষার চেষ্টা করিতেছি, সেই আত্মা কি, দেহ কি, তাহাই যখন স্থির করিতে পারিলাম না, তখন সেই অনন্ত জগতের, সৃষ্টিকর্ত্তা অনাদি পরম-পুরুষের বিষয় কিরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থির করিব ?—ফলে, সেই গুহ্যতম তত্ত্বের সীমানুসন্ধান করিতে অথবা বুঝিতে বা বুঝাইতে গিয়া, তর্ক-বিতর্ক, বাগ্‌-বিতণ্ডা, যুদ্ধ-হত্যাকাণ্ড করিয়া, কুল-কিনারা কিছুই না পাইয়া, কেহ বলিয়াছেন 'সাকার ;' কেহ বা বলিয়াছেন 'নিরাকার ;' আবার কেহ বা বলিয়াছেন,—'ঈশ্বর নাই।' এইরূপে অনেকে বিভ্রম-গ্রস্ত হইতেছেন ; কেহ বা কিছুদূর অগ্রসর হইবার সময়ে পুনঃ পুনঃ প্রতিহত হইয়া বিড়ম্বিত হইতেছেন ; কেহ বা কিছুদূর অগ্রসর হইয়া হতাশচিত্তে পশ্চাৎপদ হইতেছেন। অধিকাংশেরই এই অবস্থা। সুতরাং জানা গেল যে, সেই দুরধিগম্য বিষয়ের আলোচনা করিতে প্রয়াস পাওয়া বা সেই "অবাঙ্মনসোগোচরং" তত্ত্বের মীমাংসা করিতে চাওয়া অথবা "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" সেই দুরবগাহ অতল সমুদ্রের সীমানুসন্ধান করিতে যাওয়া, এই ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র কীটানুকীট তুচ্ছ মানুষের মানস-কণ্ডূয়ন মস্তিষ্কের বিষম বিকার ব্যতীত কিছুই নয়। কেন না, কলির অন্নগত-প্রাণ দুর্ব্বল অল্পায়ুঃ মানব, সেই দুরধিগম্য অকূল জ্ঞানসমুদ্রের অনন্ত দূরে পড়িয়া রহিয়াছে,—এখনও পুরোভাগে পৌঁছিতে পারে নাই। অতএব, ধর্ম্মের জটিল-তত্ত্ব লইয়া মস্তিষ্ক আলোড়ন করিবার কোনই প্রয়োজন নাই ; জটিল শাস্ত্রের মীমাংসায় কঠোর বাদ-প্রতিবাদে চিত্ত-চাঞ্চল্যোৎপাদনেরও কোনই আবশ্যক নাই ; কোন্ পথ সুগম, কোন্ পথ দুর্গম, তাহার বিচারে ব্যাপৃত হইয়া, জীবনীশক্তি ব্যয়িত করিয়া, বৃথা জীবন অতিবাহিত করায় ও কোনই ফল নাই ; মহাজনগণ যে পথ অবলম্বন পূর্ব্বক সংসার রূপ মহারণ্যের সুদীর্ঘ বর্ত্ম অতিক্রম করতঃ কর্ম্মবেষ্টনী ভেদ করিয়া, 'সার্দ্ধ-ত্রিহস্ত পরিমিত' দেহ-রূপ গণ্ডী হইতে মুক্ত হইয়া, ব্যাকুলতা-বিধায়িনী চিরসঙ্গিনী কামনা-বাসনার লেলিহান জিহ্বা সমূলে উৎপাটিত করিয়া, প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্যালোকে উপনীত হইয়াছেন, সেই পথেরই অনুসরণ করতঃ ভগবৎ-উপাসনা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। কেননা, ইহলোকে যাঁহারা কঠোরসাধ্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া, কেন্দ্রস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন,—যাঁহারা দুরধিগম্য বিষয়ের আলোচনা করিয়া; বেলা-ভূমি উত্তীর্ণ হইয়া, অভিলষিত-স্থানে পৌঁছিয়াছেন, তাঁহারা কহিয়াছেন,—

"যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতা পিতামহাঃ !
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ন দুষ্যতি ॥"

পদ্মপুরাণ। স্বর্গঃ। ২৭॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'যে পথে পিতৃগণ গিয়াছেন, যে পথে পিতামহগণ গিয়াছেন, সেই পথই সৎপথ; সেই সজ্জন-সম্মত পথ সকলেরই গন্তব্য পথ। সে পথ যদি কোন কারণবশতঃ লোকের রুচি-বিরুদ্ধও হয়, তথাপি সে পথ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে; কারণ, সে পথে গমন করিলে, কোনওপ্রকার দোষ ঘটে না।'

হিন্দুধর্ম্মে হিন্দু ধারণায় পিতা-পিতামহের স্থান কত উর্দ্ধে, উপর্য্যুক্ত শ্লোকটিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ম্ম শব্দ "ধৃ" ধাতু হইতে উৎপন্ন। ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ, পোষণ ইত্যাদি। মানব যাহা ধারণ বা অন্বেষণ করিয়া, ইহ জগতে নিরাপদে বাস করিতে পারে, জন্মান্তরে আত্মিক উন্নতি লাভ করিয়া, পরম গতি প্রাপ্তি করিতে পারে, তাহাই 'ধর্ম্ম।' যাহার পোষণে পুষ্ট হইয়া, সংসারের ঝঞ্ঝাবাত দুঃখ-ক্লেশ অনায়াসে সহ্য করিতে পারে, তাহাই ধর্ম্ম। পুত্রের নিকট পিতা-পিতামহ, সেই ধর্ম্মের অবতার। পিতৃসেবায় ধর্ম্ম-লাভ হয়, তাই শাস্ত্র গুরু গম্ভীর ওজস্বিনী ভাষায় কহিয়াছেন, "পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমন্তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।" অর্থাৎ পিতৃপিতামহের সেবা করিলে, ধর্ম্ম লাভ হয়, তাই "পিতা ধর্ম্মঃ" স্বর্গ সুখের শ্রেষ্ঠস্থান, স্বর্গ মানবের কাম্যবস্তু। শিশু পিতৃপিতামহের শান্তি-ক্রোড়ে স্বর্গের ন্যায় সুখে বাস করে, আবার পরিণত বয়সে পিতৃ-পিতামহকে প্রতিপালন করিয়া, তাঁহাদের কামনা পূরণ করিয়া, পিতৃ পিতামহের তুষ্টি-সাধন করিয়া, কৃতজ্ঞতার চরম উৎকর্ষ দেখাইয়া, পিতৃ-পিতামহের আশীর্ব্বাদে স্বর্গ-সুখের অধিকারী হয়, তাই "পিতা স্বর্গঃ।" পাপক্ষয়, পুণ্যসঞ্চয় বা অভীষ্টলাভের জন্য যে কঠোর ব্রতপালন, তাহার নাম "তপঃ।" পিতৃ-পিতামহ পূজা—তাঁহাদের সেবা, তাঁহাদের আদেশপালন বা তাঁহাদের মনস্তুষ্টি—এই তপস্যার মহান্ অঙ্গ। পিতৃ-পিতামহ-তুষ্টি ভিন্ন তপঃসাধন হয় না, তপস্যায় সিদ্ধিলাভ ঘটে না। এই জন্যই বলিয়াছেন,—"পিতা হি পরমন্তপঃ।" লোকপাবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন,—"পিতামহস্য জগতঃ;" সুতরাং জগন্নিয়ন্তা পরমপিতা ভগবান্ পরোক্ষ-সম্বন্ধে ব্যষ্টিভাবে পিতৃরূপে বিদ্যমান। সর্ব্বদেবময় শ্রীভগবান্ই পিতৃ-পিতামহরূপে অর্চ্চনীয়। সেই নিমিত্ত শাস্ত্র কহিয়াছেন —"তস্মিন্ তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ"—এই জন্যই বলা হইয়াছে,—"পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।" আনুষ্ঠানিক হিন্দুসন্তান, পিতৃকার্য্যের অন্তে ভক্তিযুক্ত চিত্তে নতশিরে এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া থাকেন। আমরা দেখিতে পাই, মুসলমানধর্ম্মশাস্ত্রও সমস্বরে এই শ্লোকটির সমর্থন করিয়াছেন। আমরা বলি,—"পিতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বর্গঃ।" আর, তাঁহারা বলেন,—"আল্ জান্নাতো তাহতা আক্‌দামেল ওস্সে হাত" অর্থাৎ স্বর্গ পিতা-পিতামহের পদতলে। যে ব্যক্তি পিতা-পিতামহের পদ-চুম্বন করিবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ করিবে, সংশয় নাই। আমরা বলি,—"পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ" আর, ইসলাম শাস্ত্র বলেন.—"বে আন জায়েল। রেজাহো ফিরোজা এল ওয়ানে দায়েন ও সোখতহ ফিসো খতেল ওয়ালে দায়েন" অর্থাৎ পিতা-পিতামহ সন্তোষ লাভ করিলে, পরম পিতা পরমেশ্বর সন্তোষ লাভ করেন। এইরূপে ইসলাম শাস্ত্রে পিতা-পিতামহভক্তি সম্বন্ধে অসংখ্য উপদেশ দৃষ্ট হয়। আমরা ইহলোকে ভূমিষ্ঠ হইয়াই পিতৃ-পিতামহ কর্ত্তৃক রক্ষিত, পালিত, পিতৃ-পিতামহের যত্নে বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত হই; সুতরাং সর্ব্বাগ্রে আমরা পিতৃ-পিতামহের নিকট কৃতজ্ঞ। পিতা-পিতামহই প্রথম ও সাক্ষাৎ দেবতা। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রই বলেন,—'গার্হস্থাশ্রমী মাত্রেরই পাঁচটি ঋণ আছে। তাহার মধ্যে পিতৃঋণ একটি।' পিতা-পিতামহ জীবিত থাকিতে, বাক্যপালনরূপ সেবায় তাঁহার মনস্তুষ্টি দ্বারা এবং মৃত হইলে, শাস্ত্রোক্ত বিধান-মত শ্রাদ্ধ তর্পণ করিয়া, তাঁহার পরলোক-গত আত্মার তৃপ্তিসাধন দ্বারা ও গয়াক্ষেত্রে পিতৃ-উদ্দেশে পিণ্ডদান করিয়া, তাঁহার মুক্তিসাধন করিতে হয়,—ইহার নাম 'পিতৃযজ্ঞ।' পিতৃযজ্ঞ দ্বারা পিতৃঋণ-পরিশোধ করা শাস্ত্রের বিধান। কেবল ইহলোকে নয়, পিতা-পিতামহের পরলোকে পর্য্যন্ত তাঁহার জন্য পুত্র-পৌত্রের কর্ত্তব্যের বিধান রহিয়াছে। শ্রাদ্ধাদি কার্য্য, পিতৃ-দেবতার আত্মার তুষ্টিসাধনও কৃতজ্ঞতার চরম উৎকর্ষ। হিন্দুসন্তান উৎসবে ও ব্যসনে সর্ব্বকার্য্যে পিতৃপূজায় নিরত। অন্ন-প্রাশন, উপনয়ন, পরিণয় ও তীর্থযাত্রা প্রভৃতি ব্যাপারে অভ্যুদয়কামনায় আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধাদি করিয়া, হিন্দুসন্তান পিতৃপূজা করেন। হিন্দুশাস্ত্রে পিতা, পিতামহ ও তৎপূর্ব্বপুরুষগণের 'পিতৃলোক' নামক একটি সুখস্থানের নির্দ্দেশ আছে পিতৃগণ সেই সুখস্থানে অবস্থিত হইয়া পুত্রগণের প্রদত্ত অন্নাদি ভক্ষণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ হিন্দুসন্তান প্রতিবৎসর সুখাদ্য বস্তু পিতৃ-উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া, পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তি ও আত্মতুষ্টি লাভ করেন; পিতৃগণ তৃপ্ত হইয়া, পুত্রগণকে সৎপথে চলিতে এবং সৎকর্ম্ম করিতে উপদেশকরূপে আবির্ভূত হইয়া, উপদেশ করেন যে,—

"প্রাণাঘাতান্নিবৃত্তিঃ পরধনহরণে সংযমঃ সত্যবাক্যং,
কালে শক্ত্যা প্রদানং যুবতিজনকথামূকভাবঃ পরেষাম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃষ্ণাস্রোতে বিভঙ্গো গুরুষু চ বিনয়ঃ সর্ব্বভূতানুকম্পা,
সামান্যঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষ্বনুপহতবিধিঃ শ্রেয়সামেষ পন্থাঃ॥"

সুভাষিত রত্নভাণ্ডাগার।

'প্রাণিহিংসা হইতে নিবৃত্তি, পরধনহরণে সংযম, সর্ব্বদা সত্যবাক্য সম্ভাষণ, যথাকালে যথাশক্তি সৎপাত্রে দান, যুবতী রমণীর নিকট মূকভাব প্রদর্শন ও পরস্ত্রীগমনেচ্ছা পরিত্যাগ, বিষোদ্গারী বিষময় বিষয়-সুখের ভোগ-বাসনা হইতে নিবৃত্তি, গুরুজনের নিকট নম্রতা, সর্ব্বভূতের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন এবং সর্ব্বশাস্ত্রের যাহা সার ও সত্য, তাহা গ্রহণ করা,—এই সকল বিহিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানই শ্রেয়োলাভের অর্থাৎ ইহলোকে সুখ-শান্তি-আনন্দ উপভোগ এবং পরলোকে চরম-সুখ—চির-শান্তি—স্থায়ী-আনন্দ লাভের প্রকৃষ্ট-পন্থা বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব, পুত্রগণ! তোমরা সর্ব্বতোভাবে এই শ্রেয়োলাভের পন্থার অনুসরণ করিয়া, সংসারযাত্রানির্ব্বাহ কর। ইহারই প্রসাদে আমরা স্বর্গলোকের অধিকারী হইয়াছি; এই—

"স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চিন্নাস্তি,
ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বাশনয়াপিপাসে,
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে॥"

কঠোপনিষৎ। ১। ১। ১২

"প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ স্বর্গলোকে কোন প্রকার ভয় নাই, এখানে দুরন্ত কৃতান্তের প্রভুত্ব পাই এবং জরা-রাক্ষসী হইতেও কেহ কখন ভয় পায় না, এখানে দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তার দৌরাত্ম্য নাই, অভাব-অনাটনের ছুরিকাঘাতে কেহ কখন ব্যথিত হয় না বা দুঃখ-কষ্টের নির্ম্মম কশাঘাতে কেহ কখন ক্লিষ্ট এবং মথিত হয় না, এখানে লোকে ক্ষুধা ও পিপাসা অতিক্রম করিয়া, দুঃখ-কষ্ট হইতে মুক্ত হয় এবং অহর্নিশ আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। অতএব, তোমরা সুখময় লোক লাভের নিমিত্ত প্রস্তুত হও, শ্রেয়োলাভের প্রকৃষ্ট-পন্থার অনুসরণ কর, নিরাপদে এই লোকে উপস্থিত হইতে পারিবে এবং সুখ শান্তি-আনন্দ লাভের অধিকারী হইয়া, পরিণামে অমরত্ব লাভ করিবে।'

এইরূপে মানুষ জন্মাবধি সদুপদেশ ও সৎশিক্ষা পাইয়া আসিতেছে। পিতা, পিতামহ, গুরুজন শিশুকাল হইতেই আপন আপন সন্তানকে সৎশিক্ষা সদুপদেশ প্রদান করিয়া আসিতেছেন। এ সংসারে কে বল, আপন সন্তানকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা আত্মীয়-স্বজনকে সুশিক্ষা দান না করেন? সৎশিক্ষা দানই মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। মন যতই কলুষিত হউক না কেন, সৎশিক্ষা জ্ঞানালোক এক একবার সকলেরই হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। কিন্তু কি, আশ্চর্য্য! আবাল্য সৎশিক্ষা—সদুপদেশ লাভ করিয়াও মানুষ সৎপথে প্রধাবিত হইতে পারে না, পদে পদে পথভ্রষ্ট হইয়া বিপথগামী হয়;—সকল সৎশিক্ষা, সকল সদুপদেশ কোথায় ফুৎকারে উড়িয়া যায়। যাহারা যুবক, বিদ্যার্থী—তাহাদের নিকট যাও, বুঝিতে পারিবে যে, ধর্ম্মের কাহিনী শুনিবার সময় তাহাদের এখনও উপস্থিত হয় নাই। তাহারা অসার আয়ুর উন্মত্ততায় যৌবন-বিজৃম্ভিত মোহের বশে—'আপাতঃ প্রিয়দর্শনা পরিণাম কালভুজঙ্গিনী' বিলাসীনীর বিলাসে আসক্ত হইয়া, আত্মকল্যাণ ভুলিয়া, বৃথা জীবনীশক্তি ব্যয়িত করিয়া, আপনাকে সর্ব্বশক্তিমান ভাবিয়া, আত্মপূজায় নিরত হয়। কিন্তু শাস্ত্র কহিতেছেন,—

যাবৎ স্বস্থমিদং শরীরমরুজং যাবজ্জরা দূরতো—
যাবচ্চেন্দ্রিয়শক্তিরপ্রতিহতা যাবৎ ক্ষয়ো নায়ুষঃ।
আত্মশ্রেয়সি তাবদেব বিদুষা কার্য্যঃ প্রযত্নো মহান্,
সন্দীপ্তে ভবনে তু কূপখননং প্রত্যুদ্যমঃ কীদৃশঃ॥

গরুড়পুরাণ। উত্তরঃ।১৪।

যাবৎকাল এই সুঠাম-সুন্দর সুগোল-নিটোল পাঞ্চভৌতিক দেহখানি সুস্থ, সবল ও নীরোগ থাকে, যাবৎকাল গলিত-পলিত বিধায়িনী জরা-রাক্ষসী দূরে অবস্থান করে, যাবৎকাল ইন্দ্রিয়শক্তি অপ্রতিহত থাকে, যাবৎকাল অসার আয়ুর ক্ষয় না হয়, সুধী ব্যক্তি তাবৎকালের মধ্যেই আত্ম-কল্যাণের নিমিত্ত মহান্ প্রযত্ন করিবে। কেন না, প্রদীপ্ত ভবন মধ্যে কখনও কেহ কি কূপখননের উদ্যম করে? তাই বলি যুবক! "যাবৎ স্বস্থমিদং দেহং যাবন্ন ত্বুশ্চ দূরতঃ। তাবদাত্মহিতং কুর্য্যাৎ প্রাণান্তে কিং করিষ্যসি॥" কিমাশ্চর্য্য! যাঁহারা অশীতিপর বৃদ্ধ, পরকাল যাঁহাদের কাছাকাছি, দিন যাঁহাদের ফুরাইয়া আসিয়াছে, মহাকালের দূত যাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, যাঁহারা বিশ্বরঙ্গমঞ্চে জীবনাবসানরূপ দৃশ্যের শেষ যবনিকায় অন্তর্জ্জলীর পূতক্রোড়ে শায়িত, আধি-ব্যাধির ঘাত প্রতিঘাতে পরিদৃশ্যমান্ সংসার-যাতনায় কাতর, তাঁহাদের নিকট যাও,—তাঁহারাও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিবেন; তাঁহারা কি পরকালের কথা ভাবেন? কৈ ভাবেন? ভাবিলে, ভগবান্‌কে ভুলিয়া;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্যন্তিক চেষ্টা-সম্ভূত ভোগ্য বিষয়ে আসক্ত হইয়া, অগণিত ধন-সম্পত্তি ও উন্নতি অট্টালিকার বাহ্য-চাকচিক্যে মগ্ন হইয়া, পৌনঃপুনিক বিষয় হইতে বিষয়ান্তর লাভে যত্নবান কেন? তাঁহাদের দিন যে ঘনাইয়া আসিয়াছে, অসার আয়ুঃ যে ফুরাইয়া যাইতেছে, শিয়রে দাঁড়াইয়া ঐ যে মহাকাল অট্টহাসি হাসিতেছে; কিন্তু তথাপি তাঁহারা ভগবৎকথা আদৌ পছন্দ করেন না। পরন্তু শাস্ত্র বলেন,—

ভুজঙ্গমে বেশ্মনি দৃষ্টিদূষ্টে,
ব্যাধৌ চিকিৎসাবিনিবর্ত্তিতে চ।
দেহে চ বাল্যাদিবয়োঽন্বিতে চ,
কালাবৃতোঽসৌ লভতে ধৃতিং কঃ॥

গরুড়পুরাণ। পূর্ব্বঃ। ১০৮

যাহার বাসগৃহে ভুজঙ্গম দৃষ্ট হইয়াছে, যাহার ব্যাধি অচিকিৎস্য হইয়া উঠিয়াছে, যাহার সুঠাম-সুন্দর-পাঞ্চভৌতিক বিনশ্বর দেহে শৈশব, বাল্য, কৌমার ও যৌবন প্রভৃতি অবস্থা ভোগ হইয়া গিয়াছে, যাহার দেহ শৈশবাদি অবস্থা সকল ভোগ করিয়া, বার্দ্ধক্য অবস্থাতে পদার্পণ করিয়া, গলিত ও পলিত হইয়া পড়িয়াছে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই কালের করাল-কবলে কবলিত হইয়া, কাল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে; সন্দেহ নাই। এমন অবস্থায় কে আর বল পরকাল ভুলিয়া, নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? পরন্তু, যাঁহারা ইন্দ্রিয়-নৈপুণ্য ও ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনে তৎপর, আমোদ-প্রমোদে মত্ত, তুচ্ছ গৃহমেধী সুখে অনুরক্ত, তাঁহাদের নিকট যাও,—বুঝিবে যে, তুমি তাঁহাদের আমোদ-প্রমোদের অন্তরায় হইতেছ এবং গৃহমেধী সুখের পথে কণ্টক-রোপণ করিতেছ; কিন্তু তাঁহারা ভুলে একবারও ভাবিতে অবসর পান না যে,—"যন্মৈথুনাদি গৃহমেধী সুখং হি তুচ্ছং কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখং দুঃখম্।" স্ত্রীসঙ্গাদি গার্হস্থ্য-সুখ, অতি তুচ্ছ; যেমন দদ্রু প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলে হস্ত দ্বারা কণ্ডূয়ন করিলে, প্রথমতঃ ক্ষণকালের জন্য সুখানুভব করিলেও পরিণামে যে প্রকার দুঃখ অনুভূত হয়, স্ত্রীসম্ভোগাদি তুচ্ছ গার্হস্থ্য-সুখ ও সেই প্রকার দুঃখে অবসান হইয়া থাকে। কিন্তু, বিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ মানব, অগণিত ধন-সম্পত্তি ও উন্নতি অট্টালিকার বাহ্য-চাকচিক্যে মগ্ন হইয়া, যখন পৌনঃপুনিক বিষয় হইতে বিষয়ান্তর লাভেই জীবনী-শক্তি ব্যয়িত করে, অসার আয়ুর উন্মত্ততায় যৌবন-বিজৃম্ভিত মোহের বশে 'আপাতঃ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রিয়দর্শনা পরিণাম-কালভুজঙ্গিনী' বিলাসিনীর বিলাসে যখন আসক্ত হয়, তখন একবার ক্ষিপ্ত আত্মাকে শান্ত করিয়া, ষড়রিপু সংযত করিয়া, ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া, ভ্রমেও ভাবে না যে, মানব-জীবন সংসার-জলদজালে সৌদামিনী-সদৃশ ক্ষণভঙ্গুর, আত্যন্তিক চেষ্টা-সম্ভূত ভোগ্য-বিষয় বাত্যা-বিতাড়িত মেঘের ন্যায় অসার, বিলাসিনীর লীলা-নিকেতন হেম-বিন্দুর ন্যায় অচিরস্থায়ী, ভোগ-সমূহ জলকণার ন্যায় ক্ষণিক। তখন ভাবে না,—আজ যে দেহে পুনঃ পুনঃ গন্ধানুলেপন জন্য এত ব্যাকুলতা, কল্য তাহার পরিণাম শ্মশানক্ষেত্রের ভস্মস্তূপ; তখন ভাবে না,—আজ বিলাসিনীর যে কলেবরে এত রমণীয়তা, কল্য তাহার পরিণাম শ্মশান-প্রান্তরে শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য বিশেষ।

প্রাপ্তা জরা যৌবনমপ্যতীতং,
বুধ্যধ্বং পরমার্থসিদ্ধ্যৈ।
আয়ুর্গতপ্রায়মিদং যতোঽসৌ,
বিশ্রাম্য বিশ্রাম্য ন যাতি কালঃ॥

ভর্তৃহরি।

হায়! মানবগণের কি বিষম ভ্রম! সংসার অনিত্য, মুহূর্ত্তমধ্যে সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গলাদির সংঘটন সম্ভব—ইহা জানিতেছে, স্বয়ং সকলই দেখিতেছে এবং বলিতেছে, তথাপি কার্য্যস্থলে কেহ সংসারকে অনিত্য-জ্ঞান-পূর্ব্বক স্থির থাকিতে পারিতেছে না। প্রতিদিনই পরমায়ুঃ ক্ষয় হইতেছে, কত প্রকার পরিবর্ত্তনের আবর্ত্তে হাবুডুবু খাইতেছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহারা সংসারে কি জন্য আসিয়াছে এবং কাহার জন্য কি কার্য্য করিতেছে, ইহা কেহ বুঝিতেছে না। জীব সুখ-লাভের আশায় প্রতিনিয়তই যে কত শত কঠোর চেষ্টা করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু হায়! জীবের সেই চেষ্টা কোন মতেই তাহাকে সুখী করিতে পারিতেছে না। সুখের আকাঙ্ক্ষায় মানবগণ রুচি এবং প্রবৃত্তি অনুসারে পুত্র-কলত্র, আত্মীয়-স্বজন, পশু-পক্ষী—এমন কি, স্থাবর-জঙ্গম, তরু-লতা প্রভৃতিরও সেবা করিতেছে; কিন্তু হায়। কেহই কাহারও নিকট হইতে প্রকৃত সুখানুভব করিতে পারিতেছে না। সকলেই প্রতিক্ষণে মনে করিতেছে যে,—'ভবিষ্যতে সুখলাভ করিতে পারিব'—ফলে বর্ত্তমানের কোন দ্রব্যই তাহাদের সুখপ্রদ হইতেছে না। শৈশব হইতে বাল্যে, বাল্য হইতে কৈশোরে, কৈশোর হইতে যৌবনে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যৌবন হইতে প্রৌঢ়ে, প্রৌঢ় হইতে বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াও সুখী হইতে পারিতেছে না। সংসার কেবল দুঃখ এবং হাহাকারে পরিপূর্ণ। সংসার বিষের তরু এবং তাহার ফল বিষময়। সংসারে সুখ নাই। শত বৎসর চেষ্টা করিলেও এখানে সুখলাভ করা অসম্ভব। সুখ, অতি উচ্চ পদার্থ। অভাব পূরণ হইলে, আমাদের হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হয়, তাহাকেই আমরা 'সুখ' সংজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকি; কিন্তু বাস্তবিক তাহা সুখ নহে। প্রকৃত সুখ, ঈশ্বরারাধনা ব্যতীত কদাচ লব্ধ হইতে পারে না। মূঢ় মানবগণ এই আরাধনা ত্যাগ করিয়া, অন্য বিবিধ উপায় দ্বারা সুখ-লাভের চেষ্টা করিয়া থাকে এবং সুখ-লাভ করিতে গিয়া, অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু হায়! বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জীব ভোগের নিমিত্ত আত্যন্তিক চেষ্টা-সম্ভূত ভোগ্যবস্তু আহরণে অনায়াসেই সক্ষম হইবে, দূর প্রবাহিনীর বা সমুদ্রের পারে যাইবার নিমিত্ত বুদ্ধি-নৈপুণ্যে অর্ণব-পোতাদি নির্ম্মাণে তৎপর হইবে, দুর্ভেদ্য জঙ্গল ভেদ করিয়া, সুপ্রশস্ত পথ আবিষ্কারের উপায় অন্বেষণ করিয়া, বৃথা কষ্ট স্বীকার করিবে; তথাপি প্রকৃত সুখ-লাভের একমাত্র পন্থা ঈশ্বরের আরাধনার প্রতি মনোযোগ করিবে না, ঈশ্বর আরাধনার সময় তাহাদের বুদ্ধির কার্য্যকারিণী শক্তি পরাহত হইয়া উঠিবে। ঈশ্বর আরাধনার নিকট কিছুই দুঃসাধ্য নাই। ঈশ্বরের আরাধনা করিলে, দুরাচারজনিত দুর্ম্মতি দূরে গিয়া, দুঃখের মেঘ কাটিয়া, ভগবদনুগ্রহে সুখ-সূর্য্যের উদয় হয়, ইহাই প্রকৃত সুখ। কিন্তু অন্ধ অজ্ঞ মূঢ় জীব, ঈশ্বরারাধনা পরিত্যাগ করিয়া, অন্য উপায় দ্বারা সুখ-লাভের বাসনা করিয়া থাকে। ফলে—সুখের পরিবর্ত্তে পর্ব্বতাকার দুঃখ আসিয়া, দুঃখের উপর দুঃখে নিপাতিত করিয়া, সুখ হইতে অনন্ত দূরে টানিয়া লইয়া যায়। বাস্তবিক, সংসারের কোন কিছুতে প্রকৃত সুখ নাই; কেন না, একজন যাহাকে পরম সুখ বলিয়া মনে করিতেছে, অপরের নিকট তাহাই ঘোরতর দুঃখ স্বরূপ। সবই ভুল! জল-পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া মৃগতৃষ্ণিকায় জল পানার্থ গমন করিলে কি জল পাওয়া যায়? সেখানে ত জল নাই,—কেবল ভ্রম মাত্র। সেই জন্য বলি,—এই দুঃখময় সংসারে কোথাও সুখ নাই। স্ত্রী-পুত্রের মায়া মমতায় যে ক্ষণিক সুখ, দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তার ছুরিকাঘাতে, অভাব-অনাটনের তীব্র তাড়নায়, সে সুখ অষ্টপ্রহর রুধিরাক্ত! এমনই সকল দিকে, সর্ব্বকালে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জলে স্থলে, আঁধারে আলোকে, এ-সংসারের কোথাও কখন সুখ নাই, কেবলই দুঃখ!—কেবলই যন্ত্রণা। সহস্র চেষ্টার দ্বারা ও সুখ এখানে মিলিতে পারে না। যাহার যে স্থানে অত্যন্তাভাব, তাহার প্রাপ্তি সে স্থানে কি সম্ভব হয়? যে স্থানে যাহার স্থিতি, সেই স্থান হইতেই তাহার লাভ সম্ভব হয়, এইরূপ চিন্তা করিয়া, তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়াই একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া, মূঢ় জীব সংসারে স্ত্রী-পুত্রাদির চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিয়া সুখের অন্বেষণ করে। ফলে—

কুটুম্বচিন্তাকুলিতস্য পুংসঃ,
শ্রুতঞ্চ শীলঞ্চ গুণাশ্চ সর্ব্বে।
অপক্বকুম্ভে নিহিতা ইবাপঃ,
প্রয়ান্তি দেহেন সমং বিনাশম্॥

পদ্মপুরাণ। ভূমিঃ। ৬৬

কুটুম্বচিন্তাকুলিতচিত্ত পুরুষের শাস্ত্র-জ্ঞান, শীল, গুণরাশি প্রভৃতি অপক্বকুম্ভনিহিত জলরাশিবৎ দেহের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অহো কি আশ্চর্য্য!—"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্" প্রতিদিন জীবগণ মৃত্যুর করাল কবলে নিপতিত হইতেছে, তথাপি তাহাদের চৈতন্যোদয় হইতেছে না। যাহাদিগকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম জ্ঞানে নিত্য সেবা করিতেছে, একবার ভ্রমেও মনে করিতেছে না যে তাহারা সকলেই একে একে ফাঁকি দিয়া, চিরজীবনের সম্বন্ধ-সূত্র ছিন্ন করিয়া, কোন্ অজানিত প্রদেশে চলিয়া যাইবে। তাহারা মনে করে না যে, তাহাদের অস্তিত্বই পরের জন্য। নিজের সম্বন্ধে কেহই কিছু চিন্তা করিতেছে না। গুরু-গম্ভীর স্বরে শাস্ত্র কহিতেছেন,—

"নিঃশঙ্কং কিং মনুষ্যাঃ কুরুত পরহিতে যুক্তমগ্রে হিতং য—
ন্মোদধ্বং কামিনীভির্মদনশরহতা মন্দমন্দাতি দৃষ্টাঃ।
মা পাপং সঙ্কুরুধ্বং দ্বিজহরিপরমাঃ সন্তজধ্বং সদৈব,
আয়ুর্নিঃশেষমেতি স্খলতি জলঘটী মৃত্যুভূতচ্ছলেন॥"

গরুড়পুরাণ। পূর্ব্বঃ।১১১

'মানবগণ! তোমরা সর্ব্বদা নিঃশঙ্কভাবে কি করিতেছ? কেন মদন-বাণে পরিহত হইয়া, আবেগমধুর আদরকম্পিত সরস-মধুর হাস্যমণ্ডিত দৃষ্টিদ্বারা অসার আয়ুর উন্মত্ততায়, যৌবন-বিজৃম্ভিত মোহের বশে—আপাতঃ প্রিয়দর্শন'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিণাম কালভুজঙ্গিনী মণিভূষণঝঙ্কারকারিণী বিলাসিনীর বিলাস-ভোগ-বাসনায়, কামিনীদিগের সহিত সর্ব্বদা প্রমোদ-কাননে আমোদ-প্রমোদে ব্যাপৃত আছ? পরকালের পন্থা কিছুই ত দেখিতেছ না। পরকালের কি উপায় করিলে? আর পাপকার্য্য করিও না, পাপকার্য্যে বিরত হইয়া, পাপ-পঙ্কিল-চিত্ত নির্ম্মল ও পবিত্র করিয়া দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি অনুরক্ত হইয়া, ভক্তিভাবে সর্ব্বদা তাঁহাদের ভজনায় নিরত হও। দেখিতেছ না, তোমাদের পরমায়ুঃ প্রতিক্ষণেই পলের পর পল, দণ্ডের পর দণ্ড, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, ঋতুর পর ঋতু, অয়নের পর অয়ন অতিক্রম করিয়া, ক্ষয় পাইতেছে, তোমরা ক্রমশই যে, মৃত্যুর গভীর অন্ধকূপের প্রতি অগ্রসর হইতেছ, সে বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা করিতেছ না? দেখিতেছ না, ঘটীযন্ত্র-স্বরূপ মৃত্যু সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে!—ঐ যে শিয়রে দাঁড়াইয়া মহাকাল অট্টহাসি হাসিতেছে। তবে আর আত্ম-গরিমায় বিভোর হইয়া, কৃষ্ণকে ভুলিয়া, কামিনীর রূপ-ধ্যানে মগ্ন হইতেছ কেন? ভগবৎ-প্রেম ছাড়িয়া, যুবতীর প্রেমে বিভোর হইয়া, অধঃপাতে যাইবার পথ পরিষ্কার করিতেছ কেন?' "অদ্য বাব্দ শতান্তে বা মৃত্যুর্ব্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবম্।" অদ্য কিংবা শতবৎসর পরেই হউক, এই সংসার নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করিয়া, কোন্ অজ্ঞাত প্রদেশে গমন করিতে হইবে। সাজান সংসার পড়িয়া থাকিবে। শত ইচ্ছা সত্ত্বে একদণ্ডও থাকিবার উপায় নাই। একবার ভ্রমেও ভাবিতেছ না যে,—'আমি কে? কোথা হইতে কি নিমিত্ত সংসারে আসিয়াছি এবং পরে কোথা যাইব? সে প্রদেশই বা কি প্রকার? আলোক কি অন্ধকার? দেবলোক কি প্রেতলোক? যাঁহারা শিক্ষিত ও প্রতিভাশালী, তাঁহারা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া, কহিয়া থাকেন,—'মহামহিম সৃষ্টিকুশল বিশ্বস্রষ্টা বিধাতার সৃষ্ট-জগতে যে সমুদয় ভোগ্য-সামগ্রী আমাদের ভোগের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার ভোগ না করিয়া, ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠান করা মহাপাপ! ধর্ম্ম নিম্নস্তরের লোকের নিমিত্ত, ধর্ম্মানুষ্ঠান আমাদের অনাবশ্যক। স্রষ্টার সৃষ্ট, এই ভোগ্য-সামগ্রী সকল ভোগ করিয়া, যখন সংসারের যাবতীয় ভোগ্য-সামগ্রীতে বিরক্তি জন্মিবে, তখন যদি সময় থাকে, তবে না হয়, ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠান করা যাইবে।' কিন্তু শাস্ত্রকার বলেন,—"আহারো মৈথুনং নিদ্রা সেবনাত্তু বিবর্দ্ধতে।" এই গুলির পরিচালন সম্বন্ধে আমাদের মনে হয় যে, মানব অপেক্ষা পশু খুব সংযত ও নিয়মাধীন। যে সকল পশু তৃণভোজী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহারা অনায়াসলব্ধ তৃণ-ভোজনেই পরিতৃপ্ত; যাহারা মাংসাশী, তাহারা মাংস পাইলেই সন্তুষ্ট; কিন্তু মানুষ কিছুতেই সন্তুষ্ট নহে। পশুদের ভয় মানবের তুলনায় যৎসামান্য। নিদ্রারও তাহাদের একটা সময় আছে,—নিয়ম আছে; কিন্তু মানব কোন নিয়মেরই অধীন হইয়া থাকিতে চায় না; সে চায় কেবল ভোগ, তাহাও আবার পরিমিত নহে,—অপরিমেয়। কিন্তু, শক্তির অভাবে ভোগ্য পদার্থের রকমারি ও নিত্য নূতন পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভোগী লোকদের অভিলাষ এই যে, 'এক্ষণে ভোগ্যবস্তু সকল ভোগ করা যাউক, পরিশেষে বৃদ্ধাবস্থায় ইন্দ্রিয়-শিথিলতা প্রাপ্ত হইলে, ভগবচ্চিন্তায় চিত্ত নিরত করিয়া, সেই আলোক-অন্ধকার মিশ্রিত জীবন-সন্ধ্যায় একবার প্রাণ ভরিয়া ভগবান্‌কে ডাকিয়া, সমস্ত জীবনের কার্য্যাকার্য্য তাঁহার চরণে ঢালিয়া দিয়া, মহাকালের হস্তে আত্মসমর্পণ করিব।' কিন্তু, তখন কি কেহ ভগবচ্চিন্তায় নিরত হইতে সমর্থ হয়? ভগবানের আরাধনা করা নির্ম্মল নিশ্চল পবিত্র চিত্তের কার্য্য, বৃদ্ধাবস্থায় মৃত্যুর কোলে বসিয়া, বিষম-ব্যাধির সহস্র বৃশ্চিক দংশন সম দংশনে ব্যথিত হইয়া, কেহ কি কখন পাপ-পঙ্কিল-চিত্তের পাপ-কালিমা মুছিয়া, চিত্তকে নির্ম্মল ও নিশ্চল করিয়া, ভগবচ্চিন্তায় নিবিষ্ট করিতে পারে?—অতএব, প্রথমে গাত্রে পঙ্ক-লেপন করিয়া, পরে পঙ্ক-প্রক্ষালন করা অপেক্ষা পঙ্ক-স্পর্শ না করাই উচিত।

মানব! যে ঐশ্বর্য্যের ভ্রূভঙ্গীতে তুমি আজ সকলকে তুচ্ছ করিতেছ, যে পাণ্ডিত্যের ও বুদ্ধিমত্তার হুঙ্কারে তুমি তোমার নিজের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদনে ব্যস্ত, যে সৌন্দর্য্যের আড়ম্বরে বিভোর হইয়া, তাণ্ডব নৃত্য করিতেছ, যে বিলাস-বিভ্রমে তুমি প্রাণ-মন ভাসাইয়া পূতিগন্ধ আপাতোমনোরম নরকের ব্যসন-মরীচিকায় উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছ,—একবার চিন্তা করিয়া দেখ, একবার ক্ষিপ্ত আত্মাকে শান্ত করিয়া, সংযত করিয়া, আত্মদর্শন করিয়া বিচার কর, তোমার সংসারিকতার লীলা-খেলা কত দিনের জন্য? গেল—ঐ গেল। ঐ দেখ, মায়ামোহমুগ্ধ জীব! ঐ যে প্রতীচী-গগনে মরীচিমালী ধীরে ধীরে —একটু একটু করিয়া, অস্তাচলে গেল। ঐ দেখ,—তাই প্রদোষের তমিস্রা-রাশি আসিয়া কেমনে ভূতধাত্রী ধরিত্রীর মুখ অবগুণ্ঠনে আবৃত করিয়া ফেলিল। ভ্রান্ত মানব! জান কি, একদিন এমনই ভাবে তোমারও আয়ুঃ-সূর্য্য অস্তমিত হইবে,—এমনই ভাবে অন্ধকার আসিয়া তোমার সোনার সংসার ছাইয়া ফেলিবে! তাই বড় ক্ষোভে ভক্ত কবি গাহিয়াছেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"দিবা অবসান হ'লো
কি কর বসিয়ে মন ?
উত্তরিতে ভবনদী ক'রেছ কি আয়োজন ?
আয়ু-সূর্য্য অস্ত যায়,
দেখিয়ে না দেখ তায়,
ভুলিয়ে মোহ-মায়ায়—
হারায়েছ অন্ত-জ্ঞান।"

মূঢ় মানব ! তুমি পৃথিবীর সুখ-লালসা ও পাশবী প্রবৃত্তির তর্পণিবার পিপাসায় যতই আত্মবিস্মৃত থাক না কেন, তোমার জীবনরবি একদিন না একদিন ডুবিবেই ডুবিবে। ইহা তোমরা ভ্রমেও একবার ভাবিতে অবসর পাওনা। প্রত্যেকেই স্ত্রী-পুত্রাদি প্রিয়জনের সঙ্গে কত আশায় ঘরকন্না সাজাইয়া ক্রীড়ামোদে মত্ত হইয়া আছ ; কিন্তু সব নশ্বর ! এই জীবজগতে কত শত মহাপুরুষ আসিয়া জ্ঞান-প্রভায় চতুর্দ্দিক্ আলোকিত করিয়া, আবার কোথায় চলিয়া যাইতেছেন। সকলেই সব দেখিতেছে ; কিন্তু প্রতিকারের উপায় কেহ অবলম্বন করিতেছে না। মূঢ় মানব ! বৃথা সুখে মত্ত হইয়া, কি জন্য কালক্ষেপ করিতেছ ? এমন দুর্লভ মানব-জন্ম পাইয়াছ ; কিন্তু কেন হেলায় হারাইতেছ ? অকিঞ্চিৎকর বিষয়-সুখের কামনায় দুর্লভ-জীবন বিফল করিতেছ ? দুঃখের বিষয়, অতিতুচ্ছ কাচমূল্যে মহামণি বিক্রীত হইতেছে। সকলেই কত আশা করিতেছে,—আশাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে ; কিন্তু হায় ! কেহই আশার শেষ করিতে পারিতেছে না। তাই শঙ্করাবতার জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য প্রাণের তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া, মনুষ্যের হৃদয়-নিহিত সুপ্ত-আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া, ভাব-মুগ্ধভাবে মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় বলিয়াছেন ;—

"দিনযামিন্যৌ সায়ম্প্রাতঃ,
শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু—
স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ।"

মোহমুদ্গর।

'দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা, প্রভাত, শিশির, বসন্ত—ইহারা পর্য্যায়ক্রমে গমনাগমন করিতেছে, দুরন্ত করাল কাল ক্রীড়া করিতেছে, পরমায়ুঃও দিন দিন হ্রাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাইতেছে ; কিন্তু তথাপি আশাবায়ুঃ দূরীভূত হইতেছে না।'

ক্ষুধার্ত্ত কুক্কুর শুষ্ক-গবাস্থি দেখিয়া, খাদ্যদ্রব্য মনে করিয়া, ভক্ষণার্থ উৎসুখ হইয়া গমন করে এবং খাদ্য না পাইয়া, অবশেষে শুষ্ক-অস্থি চর্ব্বণ ও জিহ্বা দ্বারা লেহন করিতে করিতে, সহসা আঘাত জন্য নিজ দন্তমূলনির্গলিত-রক্ত আস্বাদনপূর্ব্বক আপনাকে যদ্রূপ সুখী জ্ঞান করিয়া থাকে, অজ্ঞ কামাতুর মানবগণও কামিনী-কাঞ্চনাদিতে অনুরক্ত হইয়া, তাদৃশ সুখই অনুভব করে। অহো, এতাদৃশ কামান্ধমানবগণকে শত ধিক্! বিবেকী পুরুষ যথার্থই বলিয়াছেন,—

"বিগলিতরসমস্থি স্বাদয়ন্ দারিতাস্যঃ,
স্বকবদনজরক্তে মন্যতে শ্বা সুখিত্বম্।
স্বতনুজনিতখেদাজ্জায়মানং জনানাং,
তদুপমমিহ সৌখ্যং কামিনাং কামিনীভ্যঃ॥"

ভর্ত্তৃহরি।

মানব! কত শত যোনিভ্রমণান্তর সুমহৎ পুণ্য সঞ্চয় করিয়া, এই সুদুর্লভ দেহ-তরী ক্রয় করিয়াছ, এই দুর্লভ-তরীখানি জীর্ণশীর্ণ না হইবার পূর্ব্বেই ইহা বাহিয়া বাহিয়া, অকূলভব-সাগরের পরপারে গমন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই দগ্ধ সংসারে পুনঃ পুনঃ যাহাতে আর গমনাগমন না করিতে হয়, তাহাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অর্থকে অনর্থ এবং ইন্দ্রিয়-সুখকে বিষবৎ মনে করা কর্ত্তব্য। আমরা এমন বিশ্বাসঘাতক যে, চিরজীবনের যিনি সঙ্গী ও পরমবন্ধু, তাঁহাকে দিনান্তে ক্ষণেকের তরেও ভক্তিভরে স্মরণ করি না। যিনি অহোরাত্রে চব্বিশঘণ্টা সময় দিয়াছেন, তাঁহার চিন্তার জন্য মুহূর্ত্তকাল দিতেও কুণ্ঠিত হই। যদিও বা ভয়ে ভয়ে কিংবা লোক দেখাইবার জন্য সন্ধ্যা বন্দনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হই, তবে তাহা কতক্ষণে সমাপ্ত করিয়া, বাঁধাবাঁধি হইতে মুক্ত হইয়া, অন্য কার্য্যে লিপ্ত হইব,—এই ভাবনায় আকুল হই। অনন্তমূর্ত্তি শ্রীভগবানের পবিত্রমূর্ত্তি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, চিন্তা করিতে গিয়া, অন্য কুৎসিত চিন্তায় মগ্ন হই। হায়! আমাদের মত পাপিষ্ঠ কি আর আছে? যখন কোন অভাব বা দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন কাতরভাবে বলি—"প্রভো! ধনং দেহি রূপং দেহি পুত্রান্ দেহি দ্বিষোজহি" ইত্যাদি ;—তখন কেবল স্বার্থপরবশ হইয়া, তাঁহাকে আহ্বান করি। কখনও বা লোক-সমক্ষে সাধুনামে পরিচিত হইবার জন্য তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্যানে ব্যাপৃত হই। তাঁহাকে ত চাহি না,—চাহি কেবল সুখের আশায় ধন-রত্নাদি। আমরা ঈশ্বরের নামে দোহাই দিয়া, পুত্রপরিজন—আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত আকাশভেদী সুধাধবলিত সুরম্য হর্ম্ম্যাবলীতে বসবাস করিয়া, বৃহৎ সংসার পাতিয়া, সংসার করিয়া থাকি; কিন্তু ঈশ্বরকে ভজনা করি না, ভজনা করি,—পুত্রপরিজন—আত্মীয়-স্বজনের। ইহাদিগকেই প্রকৃত ভালবাসি, সেই "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" ঈশ্বরকে ভালবাসি না। যদি তাঁহাকে প্রকৃত পক্ষে ভালবাসিতাম, তাহা হইলে, তিনি ব্যতীত আর কাহাকেও জানিতাম না;—তাঁহার জন্যই আকুল হইতাম। পুত্রপরিজন—আত্মীয়-স্বজনদিগের ন্যায় যদি তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিতাম, তাহা হইলে কি আমাদের কোন অভাব বা দুঃখ হইত? এই জ্বালা-যন্ত্রণা ও দুঃখময় দগ্ধ সংসারে থাকিয়াও পরমসুখে বাস করিতে পারিতাম। শাস্ত্রের আশ্বাসবাণী—

যা চিন্তা ধনধান্যভূরিযশসাং লাভে সদা জায়তে,
যা চিন্তা সকলত্রমিত্রভরণব্যাপারসম্পাদনে।
সা চিন্তা যদি নন্দনন্দনপদদ্বন্দ্বারবিন্দে সকৃৎ,
কা চিন্তা যমরাজভীতিভবনে প্রাণপ্রয়াণে তথা॥

ভর্ত্তৃহরি।

ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু শ্রীভগবানের প্রতি কিঞ্চিৎ রতি জন্মিলে, আর কি কখনও কাহারও কোন দুঃখ থাকে? তাঁহাকে আমরা কখনও দেখি নাই, তবুও প্রাণ তাঁহারই দিকে ধাবিত হয়। যখন এই নিদারুণ দুঃখময় সংসার-চক্রে পড়িলে, প্রাণ-মন অস্থির হইয়া উঠে, যখন বিষয়-ভোগে মত্ত হওয়ায় পিপাসার বৃদ্ধি হয়, তখন মনে হয় যে, এ পাপ-সংসার পরিত্যাগ করিয়া, অনির্ব্বচনীয় ভগবানের স্থানে, যেখানে উত্তেজক বাক্য আছে, ভীতি-সূচক বাক্য আছে; কিন্তু হিংসা নাই;—পুরুষ-বাক্য আছে; কিন্তু ক্রোধ নাই;—তন্ময়তা আছে; কিন্তু মোহ নাই। সুলতঃ দুঃখ নাই বা দুঃখের কোনও কারণ নাই। যে স্থানের কথা ভাবিলে, অন্তর প্রকৃতির রাজ্য ছাড়াইয়া, এক অলৌকিক আনন্দময় রাজ্যে গিয়া উপনীত হয়। অন্তর যে রাজ্যের কথা সহজে ভুলিতে চায় না; সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক শান্তি-লাভ করি। কিন্তু যাঁহাকে কখনও দেখি নাই, তাঁহার জন্য প্রাণের এত টান কেন? আহা, যিনি আমাদের শৈশবের বন্ধু, বিপদের মিত্র, আপদের সুহৃৎ, চিরজীবনের সহচর, তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া বিষয় সুখে মগ্ন হওয়া কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের কর্ত্তব্য ? জানিনা, তাঁহাকে ভুলিয়া আমরা এই সংসারে কাহাকে লইয়া থাকিব এবং কিরূপেই বা আমাদের জীবন সার্থক হইবে ? এই সংসারে আসিয়া, যদি তাঁহাকেই ভুলিয়া থাকিলাম, তবে করিলাম কি ? মিথ্যা মায়ায় অন্ধ হইয়া, সংসার-কূপে পতিত হইলাম ; মোহে মজিয়া আপনাকে ভুলিয়া, ইহ-পরকালের সর্ব্বস্ব নষ্ট করিলাম।

অজানন্ দাহার্ত্তিং পততি শলভস্তীব্রদহনে,
ন মীনোঽপি জ্ঞাত্বা বড়িশযুতমশ্নাতি পিশিতন্।
বিজানন্তোঽপ্যেতে বয়মিহ বিপজ্জালজটিলান্,
ন মুঞ্চামঃ কামানহহ গহনো মোহমহিমা॥

সুভাষিত রত্নভাণ্ডাগার।

পতঙ্গগণ দাহার্ত্তি না জানিয়া, দীপদহনে প্রবিষ্ট হয় ; মীনগণও না জানিয়া বড়িশবিদ্ধ আমিষ-ভোজন করিয়া থাকে। কিন্তু আমরা বিলক্ষণ-রূপে জানিতেছি, এই সকল বিপদ-সমূহে জড়িত ; তথাপি এ সকল পরিত্যাগ করিতেছি না। অহো ! মোহমহিমা কি গহন !

তাই বলি—মোহমুগ্ধ মানব ! এখন দিন থাকিতে সংসারের কুটিল পথ ছাড়,—সরল পথে ফিরিয়া এস। ঐ দেখ, তোমার আয়ু-সূর্য্য অস্তমিত প্রায়। ঐ শুন ভব-পারাবারের পরপারে কে যেন দাঁড়াইয়া, তোমায় 'আয়—আয়' করিয়া ডাকিতেছে ! এখনও দিন থাকিতে অন্তরের সহিত ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে ভালবাসা, পিতৃ-পিতামহ ও গুরুজনের সেবা, উপকারিজনে কৃতজ্ঞতা, সর্ব্বজনে প্রীতিস্নিগ্ধ মন, কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান, চিত্ত ও চরিত্রের বিশুদ্ধি-সাধন এবং সর্ব্ব প্রযত্নে সত্যরক্ষা ও আপনার স্বভাব প্রণোদিত সৎকার্য্য সম্পাদন—ইত্যাদি মানবের যাহা নিত্য ধর্ম্ম, তাহাই কর। কিন্তু, আক্ষেপের বিষয় এই যে, ওদিক্ হইতে পাশ্চাত্য-বিদ্যা-শিক্ষাদৃপ্ত নাস্তিক-মতি কহিতেছেন,—'ধর্ম্ম-কর্ম্ম নিম্নস্তরের লোকের নিমিত্ত, আমাদের অনাবশ্যক।' সুতরাং—"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥" কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কি তাহাই ? এই যে তুমি দুই হাত ও দুই পদ-বিশিষ্ট মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, নিম্নস্তরের লোকের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতেছ,—তুমি কি এমনই ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ? তুমি কি কোন দিন ইহাদের মত ছিলে না ? তোমার স্মৃতিকে জিজ্ঞাসা কর,—স্মৃতি বলিয়া দিবে,—তুমি কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছ !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—স্মৃতি-বিমূঢ় মানব! তুমি কীটানুকীট হইতে ক্রমোন্নত হইয়া, স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিয়া, এই জড়জগতে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া, পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়-নিধান মুক্তির সোপান সুঠাম-সুন্দর পাঞ্চভৌতিক মানব-দেহ ধারণ করিয়াছ। আবার, এই জড়দেহ ত্যাগের পর, চর্ম্মচক্ষুর অদৃশ্য অধ্যাত্ম-জগতে প্রবেশ করিয়া, তুমি সূক্ষ্মদেহ প্রাপ্ত হইবে এবং সেখানে ক্রম-বিকাশের নিয়মে অনন্তকাল ধরিয়া, উন্নতি লাভ করিতে থাকিবে। এ উন্নতি সর্ব্বজনলভ্য ও সীমারহিত। তুমি আজ যারপর নাই নিষ্ঠুর, পাপিষ্ঠ, পরপীড়ক, পরস্বাপহারক এবং বিশ্বাসঘাতক; কিন্তু তুমিও সেই অধ্যাত্মজগতে বহুকাল পর্য্যন্ত অনুতাপের তুষানলে দগ্ধ হইয়া, উচ্চশ্রেণীর দেবত্ব-লাভ করিবে এবং দেব-ভোগ্য সুখ-সম্পদের অধিকারী হইয়া, জগন্নিদান জগজ্জীবন জগদীশ্বরকে ঊর্দ্ধনয়নে ধন্যবাদ দিবে। তুমি ইহলোকে মনের অতি লুক্কায়িত প্রদেশে ভাল কিংবা মন্দ, পবিত্র কিংবা অপবিত্র যে কোন ভাব পোষণ কর,—সত্য কিংবা অসত্য, কঠোর কিংবা মধুর যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান কর,—অধ্যাত্মজগতে প্রতিনিয়তই তাহার প্রতিকৃতি উত্থিত হইতেছে। পরলোকে যাইয়া, তুমি সেই আপন কর্ম্মপট দেখিতে পাইবে। নাস্তিক মানব! তুমি আমার কথা শুনিয়া, পাগলের প্রলাপ মনে করিতেছ? তুমি দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেছ না? তুমি ভাবিতেছ, মানুষকে জ্বলন্ত হুতাশনে পোড়াইলে, তাহার অস্তিত্ব আবার কোথা হইতে আসিবে? তুমি ভুল বুঝিয়াছ, মহাভুলে পড়িয়াছ। ঐ শুন, গুরু গম্ভীর ওজস্বিনী ভাষায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি বলিতেছেন,—

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥"

ভগবদ্গীতা। ২। ২৩

'জীবাত্মার ধ্বংস নাই,—উহা অবিনাশী পদার্থ। অস্ত্র উহাকে ছেদন করিতে পারে না,—আগুনে উহা পোড়ে না,—জলে উহা ভিজে না এবং বায়ু উহাকে শোষণ করিতে পারে না।' তোমার ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য ঋষিরা যাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, আজ তুমি অন্ধ-বিশ্বাসের ফলে, তাহা ফুৎকারে উড়াইয়া দিও না। পাশ্চাত্য জগতও 'ইথর-নামক' সূক্ষ্মপদার্থে গঠিত সূক্ষ্মশরীরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। আর, তুমি আবার কোন্ জগতের লোক যে, তাহা অস্বীকার করিবে? তোমার ন্যায় নাস্তিকমতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্ধবিশ্বাসী মানবকে ইঙ্গিত করিয়া, শাস্ত্র কহিয়াছেন,—'যাঁহারা জানিয়া ও বুঝিয়া, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হন, তাঁহাদিগকে—"বলীবর্দ্দসমং লোকে খুরশৃঙ্গবিবর্জ্জিতঃ" বলিয়া জানিবে।' শাস্ত্র আরও কহিয়াছেন,—

যেষাং ন বিদ্যা ন তপো ন দানং,
জ্ঞানং ন শীলং ন গুণো ন ধর্ম্মঃ।
তে মৃত্যুলোকে ভুবি ভারভূতা
মনুষ্যরূপেণ মৃগাশ্চরন্তি॥

সুভাষিত রত্নভাণ্ডাগার।

'যাহাদিগের বিদ্যার্জ্জনে, তপশ্চরণে, গো-হিরণ্যাদি দানকরণে, জ্ঞানার্জ্জনে, শীলপালনে, গুণাহরণে ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে মতি নাই, তাহাদিগকে এই ভূতধাত্রী ধরিত্রীমাঝে নরাকারে বিষাণ-পুচ্ছ-বিহীন পশু বলিয়া জানিবে; তাহারা কেবলমাত্র পৃথিবীকে ভারাক্রান্ত করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।'

মানুষ তাহার নিজের দুর্ব্বলতা, নিজের হীনতা, নিজের অকিঞ্চিৎকরতা বুঝিতে পারে, এটুকু বুঝিবার শক্তি তাহার আছে এবং এই শক্তিটুকু আছে বলিয়াই তাহার ধর্ম্ম আছে। কিন্তু পশুর এ শক্তি নাই;—পশু নিজের সহিত বাস্তবের তুলনা করিতে পারে না, তাই তাহার ধর্ম্ম নাই। শাস্ত্র কহিয়াছেন,—

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ,
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মং নরাণামধিকং বিশেষো—
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

হিতোপদেশ।

কি আহার, কি নিদ্রা, কি ভয়, কি মৈথুন,—এই সমস্ত বিষয়ে পশুর সহিত মানবের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। একমাত্র ধর্ম্মাচরণ করিলেই মানব পশু হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে; সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, যাহারা ধর্ম্মাচরণে বিমুখ, তাহারা পশুতুল্য সন্দেহ নাই।

আবার, নিম্নস্তরের লোকেরা উঁহাদেরই প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেয় যে, উঁহারাই ত প্রতিষ্ঠাবান্ ও জ্ঞানবান্, উঁহারাই ত আমাদের আদর্শ। এইরূপে ধর্ম্মের কাহিনী অধিকাংশ লোকের নিকট অপ্রিয়। বলিতে কি,—"দিবা পশ্যতি নোলূকঃ কাকো নক্তং ন পশ্যতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপূর্ব্বঃ কোঽপি কামান্ধো দিবা নক্তং ন পশ্যতি॥" দিবাভীরু পেচক দিবাতে সূর্য্যালোকে কিছুমাত্র দেখিতে পায় না; আর, কাক রাত্রিতে দেখিতে পায় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দিবা ও রাত্রিতে দেখিবার শক্তি বিদ্যমান সত্ত্বেও বিষয়াসক্ত কামান্ধ ব্যক্তিরা ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই বুঝিতে বা পাপ-পুণ্যের ফল দেখিতে পায় না। মনুষ্যের আকৃতিগত পার্থক্য যত, প্রকৃতিগত পার্থক্য তাহা হইতে কম নহে। স্বতই সৎপথ নির্ব্বাচন করা সুকঠিন। সেই জন্য শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

ভগবদ্গীতা। ৩

'জ্ঞানী বুদ্ধিমান্ শাস্ত্রদর্শী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যেরূপ ব্যবহার করেন, অন্যান্য ব্যক্তিরা তাহারই অনুসরণ করে।' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যাহা আচরণ করেন, ইতর ব্যক্তিরা তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং তাঁহারা যাহা মান্য করেন, তাহারা তাহারই অনুবর্ত্তী হয়। ইহারই অনুরূপ বাক্য—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।" সদাসদ্ বিচারের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নির্ব্বাচনের ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়! এই জন্যই মহতের দৃষ্টান্ত সর্ব্বদা অনুকৃত হয়।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ,—এই চারিটি পুরুষার্থ। এতন্মধ্যে মোক্ষই পরম-পুরুষার্থ; কারণ, অন্য পুরুষার্থগুলির বিনাশ আছে; কিন্তু মোক্ষের বিনাশ নাই। ধর্ম্ম শব্দে বিহিত ক্রিয়া বা ক্রিয়া-জন্য অদৃষ্টকে বুঝায়। অর্থ শব্দে বিদ্যা, ভূমি, হিরণ্য, পশু, ধান্য, গৃহোপকরণ ও মিত্র প্রভৃতির অর্জ্জন এবং অর্জ্জিতের বর্দ্ধনকে বুঝায়। কাম শব্দে আত্ম-সংযুক্ত মনের দ্বারা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণের শব্দ, স্পর্শাদি স্ব স্ব বিষয়ে অনুকূলভাবের প্রবৃত্তিকে বুঝায়। আর, মোক্ষ শব্দে আত্যন্তিক-দুঃখ-নিবৃত্তি বা পুরুষের স্বরূপাবস্থানকে বুঝায়। ধর্ম্ম বেদমাত্রগম্য, অর্থ ও কাম লোকসিদ্ধ, মোক্ষ শাস্ত্র ও তদ-বিরোধি যুক্তিগম্য। নীতিশাস্ত্রকার বলেন,—

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং যস্যৈকোঽপি ন বিদ্যতে।
অজাগলস্তনস্যেব তস্য জন্ম নিরর্থকম্॥"

হিতোপদেশ।

'ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ,—এই চতুর্ব্বর্গের একটিও যাহাতে বিদ্যমান নাই, তাহার জন্ম অজাগলস্থিত স্তনের ন্যায় নিরর্থক হয়।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতএব, এই সকল তত্ত্ব আলোচনা দ্বারা জানা গেল যে, ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ সাধনই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব এবং এই শক্তিবলেই পশু-পক্ষী অপেক্ষা মানবের শ্রেষ্ঠতা। কিন্তু যাহারা ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ সাধনায় বিমুখ ও দুর্দ্দম্য প্রবৃত্তি-স্রোতে ভাসমান হইয়া, কার্য্যাকার্য্য বিচার শূন্য হয়, তাহারা মানবদেহধারী হইলেও, পশু-প্রকৃতি বাচ্য হইয়া থাকে। সংযম-শিক্ষাই মনুষ্যত্বের কারণ; মানব এই মহাশক্তি-বলেই দেবত্ব-লাভে সমর্থ হয়। দেবত্বের পূর্ণ-বিকাশই 'ঈশ্বরত্ব।' সুতরাং মনুষ্যে যে যে গুণ আছে, ঈশ্বরে তাহার পূর্ণবিকাশ। তবে ঈশ্বরে ও মনুষ্যে পার্থক্য এই যে. মনুষ্য প্রকৃতির অধীন; কিন্তু ঈশ্বর তাহা নহেন। সতী স্ত্রীর ন্যায় প্রকৃতি নিয়ত ঈশ্বরের অনুগামিনী। অগ্নির সহিত দাহিকা-শক্তিতে এবং মানবের সহিত মানব-প্রকৃতিতে যেরূপ অভেদ-সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সহিত প্রকৃতিরও সেইরূপ অভিন্নভাব। কিন্তু জীবজগৎ যেরূপ প্রকৃতির অধীন. ঈশ্বর প্রকৃতি হইতে অভিন্ন হইলেও, প্রকৃতির অধীন নহেন। মনুষ্য-মধ্যেও যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী, তাঁহাদিগের উপরেও প্রকৃতির তাদৃশ কর্ত্তৃত্ব নাই। কিন্তু মায়াময় ভৌতিক জগতে বাস করা পর্য্যন্ত, মহাজ্ঞানী হইলেও, একরূপে মায়ার অধীন না হইয়া পারেন না। জগতে যে জীব প্রকৃতির উপর যতদূর কর্ত্তৃত্ব করিতে সক্ষম, তাহাকে তত উন্নত বলিয়া মনে করিতে হইবে। প্রকৃতির উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার একমাত্র উপায় 'সংযম' সাধন। এই সংযম সাধনায় মানুষ যখন সিদ্ধি লাভ করিয়া, দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়গণকে আয়ত্ত করিতে পারে, তখনই সে যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভে সমর্থ হয়। তাহাতেই মানবের সৌভাগ্যের সুবর্ণদ্বার উন্মোচিত হইয়া যায়। কিন্তু, কেবলমাত্র সংযম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেই যে মনুষ্যত্বের চরম অবস্থা প্রাপ্ত হইল তাহা নহে। এ অবস্থা মনুষ্যত্বের চরম অবস্থা বা মনুষ্যত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তির অবস্থা নয়; এ অবস্থা—মনুষ্যত্বের মৌলিক দশা, আদিম অবস্থা মাত্র। এই স্তর মনুষ্যত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তির স্তর একেবারেই নয়। ইহাই মনুষ্যত্ব লাভের সোপান মাত্র। এই স্তরেই মনুষ্যত্বের মহান্ বীজ রোপিত হইয়া থাকে। এইখানেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব বীজ উন্মেষিত হয়। এইখানে আসিয়াই মানব স্বীয় মহত্ত্ব বুঝিতে পারে। এইখানেই মানব আপনাকে চিনিতে পারে। এইখানেই সে বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করে। আমি কে? এই মানব দেহ ধরিয়া—এই মহান্ মানব-জীবন লাভ করিয়া, আমি কি করিব?—এই স্তরে আসিয়া, মানবের এই জিজ্ঞাসা জন্মে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহারই নাম আত্ম-জিজ্ঞাসা। এই আত্ম-জিজ্ঞাসাই মানবের মুখ্য ধর্ম্ম। এই জিজ্ঞাসা হইতে মানবের কর্ম্মজ্ঞান, ধর্ম্মবুদ্ধি জন্মে; মানব, কর্ম্মের ও ধর্ম্মের মর্ম্মকথা বুঝিতে পারে। ইহা হইতেই মনুষ্যত্বের রহস্য-মর্ম্ম উদ্‌ঘাটিত হইয়া থাকে। এই জিজ্ঞাসা, স্থূলভাব ও স্থূল-তত্ত্ব হইতে মানবকে সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম অধ্যাত্ম-তত্ত্বের দিকে ফিরাইয়া দেয়। মানব তখন আপনি আপনাকে দেখিতে পায়, আপনার মহত্ত্ব বুঝিতে পারে। মানব যে কেবল দুঃখের জন্য জন্মগ্রহণ করে নাই,—কেবল কাঁদিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই, তাহা তখন অতি পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারে। মানব ক্ষুদ্র কীট নয়,—অভিব্যক্তির অতি উচ্চ পরিণতির স্বরূপ উচ্চজীব মানব; ইচ্ছা ও যত্ন করিলে, সে এই সংসার-শ্মশানেই অমৃত-আনন্দের অধিকারী হইতে পারে;—মানব তখন দিব্য দৃষ্টিতে তাহা দেখিতে পায়। অতএব, এই আলোচনায় বেশ বুঝা গেল যে, আত্ম-জিজ্ঞাসা হইতে আত্মদর্শনের—আত্মজ্ঞানের উদ্ভব। আত্মদর্শনের মহাফল—চরম-শান্তি, পরম-আনন্দ। যে জীবনে মনুষ্যত্বের আবির্ভাব আদৌ না ঘটে, তাহা জড় বা মৃত। সে স্থূল লইয়া ভুলিয়া থাকে,—সূক্ষ্মের সন্ধান কোন কালে পায় না। সে কখনও আপনাকে মুক্ত করিতে পারে না,—মুক্তও করিতে পারে না; তাহার হৃদয়ে ভাব নাই, ভাবনা নাই। তাহার আবার শান্তি-সুখ কোথায়? ভগবদ্‌গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা। না চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥" অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি নাই; সুতরাং সে আত্ম-বিষয়িণী-চিন্তাও করিতে পারে না; চিন্তা করিতে না পারিলে, শান্তি হয় না; শান্তিহীন ব্যক্তির সুখ কোথায়?' বাস্তবিক, আপনাকে ভালরূপে না দেখিলে,—সূক্ষ্মভাবে আপনাকে না চিনিলে, না বুঝিলে, সে কোথায় আপনার শান্তি-সুখের সন্ধান পায়? সুতরাং আত্ম-জিজ্ঞাসাই মনুষ্যের মনুষ্যত্বের মূল এবং মায়ার অতীত রাজ্যের পথ প্রদর্শক। পরন্তু, আত্ম-জিজ্ঞাসু সংসারে অতি বিরল! তাই কবি বড় ক্ষোভে কহিয়াছেন,—

"মানুষ্যং সতি দুর্লভা পুরুষতা পুংস্ত্বে পুনর্বিপ্রতা,
বিপ্রত্বে বহুবিদ্যতাতিগুণতা বিদ্যাবতোঽর্থজ্ঞতা।
অর্থজ্ঞস্য বিচিত্রবাক্যপটুতা তত্রাপি লোকজ্ঞতা,
লোকজ্ঞস্য সমস্তশাস্ত্রবিদুষো ধর্ম্মে মতির্দুর্লভা॥"

সুভাষিত রত্নভাণ্ডাগার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই নানাজীব-সঙ্কুল জীবজগতে নরজন্ম সুদুর্লভ; আবার, মানবমধ্যে পুরুষ, পুরুষমধ্যে বিপ্র, বিপ্রমধ্যে বেদবিহিত ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং তন্মধ্যেও আবার বেদধর্ম্মের মর্ম্মবেত্তা দুর্লভ। ধর্ম্মের মর্ম্মবেত্তা হইতেও যিনি চিন্ময় আত্মা ও জড়ময় অনাত্মার ভেদ অবগত হইয়াছেন, তিনি বেদ-শ্রেষ্ঠতর। এতদপেক্ষা যে ব্যক্তি পরাৎপর পর-ব্রহ্মের সহিত একাত্মভাবে অধিষ্ঠিত, তাঁহাকে শ্রেষ্ঠতম বলা যায়; সেইরূপ অনুষ্ঠানকেই মুক্তি বলে। পরন্তু, শতকোটিজন্মার্জ্জিত পুণ্য ভিন্ন তাদৃশী মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব, হে কলিকলুষিত কামনা-বিজড়িত ইন্দ্রিয়পরায়ণ বিশ্ববাসী জীবগণ! তোমরা যদি এই আধি-ব্যাধি-সঙ্কট, শোক-তাপ-সঙ্কুল, জরা-মৃত্যু-সঙ্কীর্ণ অসুখকর সংসারে থাকিয়া, আত্মোৎকর্ষসাধন করিতে চাও, ইহলোকে অভ্যুদয় এবং পরলোকে নিঃশ্রেয়সোলাভ করিতে চাও, তাহা হইলে পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত রাজরাজেশ্বরের সুধাধবলিত আকাশভেদী সুরম্য হর্ম্ম্যাবলীতে কিংবা শতছিদ্রপূর্ণ জীর্ণ-শীর্ণ পলালাবশেষ দরিদ্রের পর্ণকুটীরে বসবাস করিয়া, দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তার ছুরিকাঘাতে, অভাব-অনাটনের তীব্র তাড়নায় অষ্ট প্রহর রুধিরাক্ত হইয়া, সকল কাজের ভিতর দিয়া, সংসারের তাপ-জ্বালার মধ্য দিয়া, পার্থিবতার ভিতর দিয়া, জড়োপাসনার মধ্য দিয়া, তামসিক বা রাজসিক পূজার ভিতর দিয়া, সাধনা-পথ বাহিয়া, কর্ম্মবেষ্টনী ভেদ করিয়া, জীবাত্মা ও পরমাত্মার পূর্ণ-মিলনের হিরণ্ময়-মন্দির-সদৃশ পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়-নিধান মুক্তির সোপান পাঞ্চভৌতিক দেহাভ্যন্তরে জীব-হৃদয়ে ব্রহ্মশক্তির প্রতিফলিত কোটিসূর্য্য-প্রদীপ্ত কোটিচন্দ্রোৎফুল্ল জ্যোতির্ম্ময়ী প্রভায়—অন্তর্লক্ষ্য স্থাপন করিয়া,—এই আধি-ব্যাধি শোক-তাপে মুহ্যমান ত্রিতাপদগ্ধ প্রাণ-মন, সেই "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" চিরসখা নিদানের বন্ধু, ভব-পারাবারের কাণ্ডারী, সংসার-সাগর-তরী, ত্রিতাপহারী ভগবান্ শ্রীহরির যোগিবৃন্দবন্দ্যপদারবিন্দে সমর্পণ করিয়া—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"র অনুসরণ কর এবং নির্লিপ্ত-চিত্ত হইয়া, ভক্তিভরে কাতরোদ্বেলিত প্রাণে বলিতে থাক,—

"যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো—
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ,
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ॥"

—খ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা কি এবং কতগুলি ?

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, আপনি এক্ষণে বলিলেন যে,—'এই আধি-ব্যাধি-সঙ্কট, শোক-তাপ-সঙ্কুল, জরা-মৃত্যু-সঙ্কীর্ণ অসুখকর সংসারে থাকিয়া, পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত বৃহৎ সংসার পাতিয়া, ইহলোকে অভ্যুদয় এবং পরলোকে নিঃশ্রেয়সোলাভ করিতে চাহিলে,—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" র অনুসরণ করিতে হইবে।' অতএব, সেই মহাজনের গন্তব্য পথ কি এবং কতগুলি ?

সত্যং কেচিৎ প্রশংসন্তি তপঃ শৌচং তথাপরে।
ক্ষমাং কেচিৎ প্রশংসন্তি তথৈব শমমার্জ্জবম্॥
কেচিদ্দানং প্রশংসন্তি পিতৃকর্ম্ম তথাপরে।
কেচিৎ কর্ম্ম প্রশংসন্তি কেচিদ্বৈরাগ্যমুত্তমম্॥
কেচিদ্‌গৃহস্থকর্ম্মাণি প্রশংসন্তি বিচক্ষণাঃ।
অগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম্ম তথা কেচিৎ পরং বিদুঃ॥
মন্ত্রযোগং প্রশংসন্তি কেচিত্তীর্থানুসেবনম্।
এবং বহূনুপায়াংস্তু প্রবদন্তি হি মুক্তয়ে॥

শিবসংহিতা। ১ পটল।

এই আধি-ব্যাধি-সঙ্কট, শোক-তাপ-সঙ্কুল, জরা-মৃত্যু-সঙ্কীর্ণ অসুখকর সংসারে থাকিয়া, পুত্র-পরিজন আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত বৃহৎ সংসার পাতিয়া, ইহলোকে অভ্যুদয় এবং পরলোকে নিঃশ্রেয়সোলাভ করিবার পথ অনেক। কেন না, কোন কোন ব্যক্তি সত্যনিষ্ঠ হইয়া, সত্যকেই ইহলোকে অভ্যুদয় এবং পরলোকে নিঃশ্রেয়সোলাভের প্রকৃষ্ট-পন্থা বলিয়া, সত্যেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বিশুদ্ধাচারী হইয়া, শৌচকে, কেহ কেহ তপোনিষ্ঠ হইয়া, তপস্যানুষ্ঠানকেই ইহলোকে অভ্যুদয় এবং পরলোকে নিঃশ্রেয়সোলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া, প্রশংসা করিয়া থাকেন। কাহারও কাহারও মতে ক্ষমাই ইহলোকে অভ্যুদয় এবং পরলোকে নিঃশ্রেয়সোলাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ; আবার, কেহ কেহ আর্জ্জব ও শান্তিকেই ইহলোকে অভ্যুদয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং পরলোকে নিঃশ্রেয়সোলাভের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পথ বলেন। কোন কোন ব্যক্তি দানকেই ইহলোকে অভ্যুদয় এবং পরলোকে নিঃশ্রেয়সোলাভের পরমপথ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কেহ কেহ পিতৃকর্ম্মকে, কেহ কেহ পুণ্যজনক কাম্যকর্ম্মকে, কেহ কেহ বা বৈরাগ্যকেই ইহলোকে অভ্যুদয় এবং পরলোকে নিঃশ্রেয়সোলাভের প্রকৃষ্ট-পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি গার্হস্থ্যকর্ম্মকে, কেহ কেহ অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞকর্ম্মকে, কেহ কেহ মন্ত্রযোগ এবং কেহ কেহ প্রয়াগে-পুষ্করে, বারাণসী-হরিদ্বারে সেতুবন্ধে-গঙ্গাসাগরে, তীর্থে-তীর্থে ভ্রমণ করাকেই ইহলোকে অভ্যুদয় এবং পরলোকে নিঃশ্রেয়সোলাভের প্রকৃষ্ট-পন্থা বলিয়া জ্ঞান করেন। এই প্রকারে অনেকেই নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে, ইহলোকে অভ্যুদয় এবং পরলোকে নিঃশ্রেয়সোলাভের ভিন্ন ভিন্ন অনেকরূপ প্রকৃষ্ট-পন্থা নিরূপণ করিয়া থাকেন।

এবং ব্যবসিতা লোকে কৃত্যাকৃত্যবিদো জনাঃ।
ব্যামোহমেব গচ্ছন্তি বিমুক্তাঃ পাপকর্ম্মভিঃ॥
এতন্মতাবলম্বী যো লব্ধা দুরিতপুণ্যকে।
ভ্রমতীতাবশঃ সোঽত্র জন্মমৃত্যুপরম্পরাম্॥
অন্যৈর্মতিমতাং শ্রেষ্ঠৈর্গুপ্তালোকে ন তৎপরৈঃ।
আত্মানো বহবঃ প্রোক্তা নিত্যাঃ সর্ব্বগতাস্তথা॥
যদ্‌যৎ প্রত্যক্ষবিষয়ং তদন্যন্নাস্তি চক্ষতে।
কুতঃ স্বর্গাদয়ঃ সন্তীত্যন্যে নিশ্চিতমানসাঃ॥
জ্ঞানপ্রবাহ ইত্যন্যে শূন্যং কেচিৎ পরং বিদুঃ।
দ্বাবেব তত্ত্বং মন্যন্তেঽপরে প্রকৃতিপুরুষৌ॥
অত্যন্তভিন্নমতয়ঃ পরমার্থপরাঙ্মুখাঃ।
এবমন্যে তু সংচিন্ত্য যথামতি যথাশ্রুতম্॥
নিরীশ্বরমিদং প্রাহুঃ সেশ্বরঞ্চ তথাপরে।
বদন্তি বিবিধৈর্ভেদং সুযুক্ত্যা স্থিতিকাতরাঃ॥
এতে চান্যে চ মুনয়ঃ সংজ্ঞাভেদাঃ পৃথগ্‌বিধাঃ।
শাস্ত্রেষু কথিতা হ্যেতে লোকব্যামোহকারকাঃ॥
এতদ্বিবাদশীলানাং মতং বক্তুং ন শক্যতে।
ভ্রমন্ত্যস্মিন্ জনাঃ সর্ব্বে মুক্তিমার্গবহিষ্কৃতাঃ॥

শিবসংহিতা। ১ পটল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফলতঃ কোন্ পথটি ইহলোকে অভ্যুদয় এবং পরলোকে শ্রেয়ঃসাধন এবং কোন্ পথটি যে তাহার বিপরীত, ইহা বিদিত হইয়া, যাঁহারা বিচার করতঃ উক্ত যাবতীয় ব্যাপারে ব্যাপৃত হয়েন, তাঁহারা পাতক হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন সত্য; পরন্তু, তাঁহারা নিতান্ত অজ্ঞান-অন্ধকারে ও ভ্রান্তি-জালে নিপতিত হয়েন। কেন না, এই সমস্ত মতাবলম্বী ব্যক্তিরা বিবিধ কার্য্যদ্বারা পাপ-পুণ্য অর্জ্জন করিয়া, ইচ্ছা না থাকিলেও, অবশ হইয়া জন্ম মরণ-পরম্পরা ভোগ সহকারে এই সংসার-রূপ মহারণ্যের সুদীর্ঘ বর্ত্মে মুহুর্মুহুঃ গমনাগমন করিতে থাকেন; কোন ক্রমেই ইহলোকে অভ্যুদয় এবং পরলোকে নিঃশ্রেয়-সোলাভ করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে, নৈয়ায়িক প্রভৃতি সূক্ষ্মদর্শী তীক্ষ্ণমতি কোন কোন পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে,—'আত্মা সর্ব্বগত, নিত্য ও বহুসংখ্য।' আবার, প্রত্যক্ষবাদী চার্ব্বাক ইত্যাদি কোন কোন নিশ্চিতমতি সুধীগণ স্থির করিয়াছেন যে, যাহা বাহেন্দ্রিয় দ্বারা দৃষ্ট হয় না, তাহা আদৌ নাই। স্বর্গাদি দর্শনেন্দ্রিয়ের অতীত; সুতরাং তাহার অস্তিত্ব তাঁহাদিগের স্বীকার্য্য নহে। বিজ্ঞানবাদী পণ্ডিতের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে,—'এই জগৎ জ্ঞান প্রবাহমাত্র।' শূন্যবাদী বৌদ্ধেরা বলেন যে—'ঈশ্বর নাই, জগৎ ও নাই;' আবার কোন কোন বৌদ্ধের মতে ঈশ্বর নাই; কিন্তু জগৎ আছে। সাংখ্যমতাবলম্বী পণ্ডিতগণ স্থির করিয়া থাকেন যে,—'প্রকৃতি ও পুরুষ—এই তত্ত্বদ্বয় হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে।' এই সকল বিদ্বানের মধ্যে কেহ কেহ ঈশ্বর স্বীকার করেন, কেহ কেহ বা করেন না। বস্তুতঃ ইঁহারা প্রকৃত তত্ত্বপথে অবস্থিতি করিতে না পারিয়া, স্বীয় স্বীয় বুদ্ধিবলে নানারূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। ফল কথা, ইহাঁদের মত পরস্পর অতীব প্রভিন্ন; ইহাঁরা পরমার্থ-মার্গ হইতে অর্থাৎ ইহলোকে অভ্যুদয় এবং পরলোকে নিঃশ্রেয়-সোলাভের প্রকৃষ্ট-পন্থা হইতে একেবারেই বিমুখ; ইহাঁরা যেমন উপদেশ পাইয়াছেন এবং ইহাঁদের যেমন বুদ্ধি, তদনুসারে ভাবনা করিয়া, ইহাঁরা সেশ্বরবাদ বা নিরীশ্বরবাদ স্থির করিয়াছেন। এই সকল এবং অপরাপর দর্শনকার ঋষিরা গৌতম, কণাদ, কপিল ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামভেদে প্রসিদ্ধ আছেন; আর তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন মত সকলও নানারূপ দর্শন শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। পরন্তু, ইহাঁরা সকলেই লোকব্যামোহকারক। অর্থাৎ ইহাঁরা নরগণকে কেবল মোহকর্দ্দমেই নিপাতিত করিয়া থাকেন। এই সকল পরস্পর বিবাদপরায়ণ ঋষিদিগের মত যে কত বিভিন্ন, তাহা অনির্ব্বাচ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাঁহারা এই সকল বিভিন্ন মতের অন্যতম আশ্রয় করেন, তাঁহারা ইহলোকে অভ্যুদয় এবং পরলোকে নিঃশ্রেয়সোলাভের প্রকৃষ্ট-পন্থা হইতে বহিষ্কৃত হইয়া, এই সংসার-রূপ মহারণ্যের সুদীর্ঘ বর্ত্মে মুহুর্মুহুঃ ভ্রমণ করিয়া থাকেন। গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্ত জগন্নিদান জগদীশ্বরকে কহিতেছেন,—

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি,
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলপথনানাজুষাং,
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সার্ণব ইব॥"

মহিম্নস্তোত্র।

'হে জগদীশ! হে জগন্নিদান! হে জগন্নিয়ন্তা! হে পরমেশ! তোমার লীলা অনন্ত, কার্য্য অনন্ত, শক্তি অনন্ত, নাম ও রূপ অনন্ত। তুমিও অনাদি অনন্ত এবং তোমার সমীপে উপনীত হইবার পথও অনন্ত। আমরা তোমার সমীপে উপনীত হইবার কোন্ পথের অনুসরণ করিব? মানব-সমাজ অনন্ত কাল হইতে এই সংশয়-দোলায় দোলায়মান্ হইতেছে। কত নূতন নূতন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়, কত নব নব শাস্ত্রসমুচ্চয়, কত রকম রকম বাগ্-বিতণ্ডা,—পৃথিবীর জন্মকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু সে জটিলতা আজিও টুটিল না। নানাদিকে নানা সমস্যা উপস্থিত হইল। পরন্তু, তোমার সমীপে উপনীত হইবার পথ, যেমন অনন্ত, তেমনই থাকিয়া গেল! সান্ত অতিতুচ্ছ কীটানুকীট ক্ষুদ্রমানব, যাহা মানব-বুদ্ধির অগম্য, সাধারণ-কল্পনার অতীত, তোমার সেই চির-সুখ-শান্তিময় ব্রহ্মানন্দসুখাহ্বয় চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতিষ্মান্ পরমধামে উপনীত হইবার পথ লইয়া যেরূপ বাগ্-বিতণ্ডা, তর্ক-বিতর্ক, যুদ্ধ-হত্যাকাণ্ডসাধন করিয়া থাকে, বোধ করি—এমন আর কোনও বিষয়ে নহে। শাক্ত, আপন অভিমত শক্তি-উপাসনাকে,—শৈব, আপন অভিমত শিবার্চ্চনাকে,—সৌর, আপন অভিমত সূর্য্যোপাসনাকে,—গাণপত্য, আপন অভিমত গণেশ আরাধনাকে এবং বৈষ্ণব, আপন অভিমত বিষ্ণু-উপাসনাকেই তোমার সেই কোটিসূর্য্যপ্রদীপ্ত কোটিচন্দ্রোৎফুল্ল জ্যোতির্ম্ময় পরমধামে উপনীত হইবার শ্রেষ্ঠপথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার, সাংখ্যবাদী সাংখ্যকে—যোগবাদী যোগী, যোগসাধনকে, পাশুপত মতাবলম্বী, আপন অভিমত পাশুপতমতকেই, তোমার পরমধামে পৌঁছিবার একমাত্র প্রকৃষ্ট-পন্থা বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। কেবলমাত্র তোমার আবাসস্থান পরমধাম শান্তিনিকেতনে উপনীত হইবার পথ লইয়াই, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন অভিপ্রায়ে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজ নিজ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করিয়া, পরস্পর বাদ-বিসম্বাদ করিতেছে! তোমাকে লইয়াই, বিভিন্ন-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন উপাসকগণ চিরদিনই এইরূপ বাগ্-বিতণ্ডা করিয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতেও এইরূপ তর্ক-বিতর্ক করিতে থাকিবে। কিন্তু, তাহাতে তাহাদের কোন ক্ষতি নাই, সৃষ্টির আদিকাল হইতেই এইরূপ দ্বন্দ্ব-কোলাহল চলিয়া আসিতেছে। ফলতঃ প্রত্যেকের মত ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, নিজ নিজ রুচিভেদে বিভিন্ন পথাবলম্বন করিলেও, তাহাতে তাহাদের কিছু যায় আসে না। যে যাহার অভিমত অভিরুচি পথাবলম্বন করিয়া চলিতে থাকুক, জন্ম-জন্মান্তর ঘুরিয়া ফিরিয়া, পরিশেষে আপনার পরম-ধামে উপনীত হইবে। সকলেরই লক্ষ্য, আপনার পরম পদে;—সকলেরই লক্ষ্য এক, উদ্দেশ্য অভিন্ন; কিন্তু পথ অনির্দ্দিষ্ট। গন্তব্য-স্থল সকলেরই এক, আপন অভিমত উপাসনা করিতে করিতে, উপাসনার সহায়তায় যখন তাহাদের কর্ম্ম-বন্ধন ক্রমে শিথিল হইয়া আসিবে, তখন তোমার আকর্ষণ প্রবল হইয়া, তাহাদিগকে ঘোর-আকর্ষণ করিবে, তাহারা তখন তোমার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, তোমার অনাময় পরম-পদে উপনীত হইতে পারিবে; সংশয় নাই। কিন্তু যতদিন তাহাদের কর্ম্ম-ক্ষয় না হইবে, ততদিন তাহারা উত্থান-পতনের বিবর্ত্তনে পড়িয়া, সংসার-রূপ মহারণ্যের সুদীর্ঘ বর্ত্মে গমনাগমন করিতে থাকিবে, কোনমতে তাহাদের গমনাগমনের বিরাম ঘটিবে না এবং ব্যাকুলতা-বিধায়িনী কামনা-বাসনারও শেষ হইবে না। তুমি কৃপা পরবশ হইয়া, জীবকে অহর্নিশ আকর্ষণ করিতেছ, কর্ম্ম তাহার বাধা জন্মাইতেছে। কর্ম্মবশে জীব পুনঃ পুনঃ বিঘূর্ণিত হইয়া, সংসারে আসিয়া পতিত হইতেছে। একদিকে তুমি জীবকে আকর্ষণ করিতেছ; অপর-দিকে কর্ম্ম তাহাকে টানিতেছে। উভয় আকর্ষণের মধ্যগত জীব প্রতিনিয়ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া, কখন ঊর্দ্ধগত কখন অধঃপতিত হইতেছে। কেন্দ্রাভিকর্ষিণী শক্তি এবং কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি বলে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও পৃথিবী যেমন অনন্ত আকাশের ক্রোড়ে ঘূর্ণিত হইতেছে, জীবের অবস্থা ও প্রায় তদ্রূপ। কিন্তু, তাহা হইলেও, তোমার আকর্ষণে আকৃষ্ট জীব কখনও নিরাশ হইবে না, কর্ম্ম-বশে কেহ বা পুণ্যরূপ স্রোতের সহায়তায় উপাসনার সাহায্যে অল্পকালে, কেহ বা পাপের প্রলোভনে পড়িয়া, যুগ-যুগান্তর ঘুরিয়া ফিরিয়া, পরিশেষে তোমার পরমপদে উপনীত হইবে। যে প্রকার প্রকৃতি-রাজ্যের পার্ব্বত্য নদ-নদী-নির্ঝরকুল পৃথক্ পৃথক্ স্থানে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃথক্ পৃথক্ অবস্থায় উৎপত্তি লাভ করিয়া, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্ব স্ব গন্তব্য সরল বা কুটিল পথ নদ-নদীতে সম্মিলিত হইয়া, উল্লোল-কলকল্লোলে আনন্দসহকারে উচ্ছ্বাসের পর উচ্ছ্বাস তুলিয়া, তালে তালে নাচিতে নাচিতে দ্রুত-বিচ্ছুরিত গতিতে, মহান্ সমুদ্রের প্রেমে উন্মত্ত হইয়া, প্রতিনিয়ত সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। যতদিন না সমুদ্রে মিশিবে, ততদিন তাহাদের গতির বিরাম ঘটিবে না, ততদিন তাহাদের হৃদয়ে শান্তি হইবে না। অথচ, অসংখ্য নদ-নদী-নির্ঝরকুলই একদিন সাগরে মিলিত হইবে; কেহই নিরাশ হইবে না। আজ হউক, কাল হউক, শতবর্ষান্তে—সহস্রবর্ষান্তে হউক, নদনদী-নির্ঝরকুলের পরিণাম সাগরে মিশিয়া যাওয়া। সুতরাং যেরূপ সাগর, নদ-নদী-নির্ঝরকুলের আদি-কারণ এবং লয়-স্থান; তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন পথাবলম্বী পরমধামের পথিক সাধকগণও নিজ নিজ অভিরুচি বা অভিমত পথ অবলম্বন করিয়া, উপাসনা করিতে করিতে, তোমার প্রেমে মত্ত হইলে, তোমার ঘোর-আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, তোমার পরম-ধামে উপনীত হইয়া, তোমাতে আত্মলীন করিবে; তাহাতে আর সংশয় নাই।'

যাহা হউক, সকল শাস্ত্র পর্য্যবেক্ষণ করতঃ মুহুর্মুহুঃ বিচার দ্বারা এই একমাত্র স্থির নিশ্চিত হইয়াছে যে, ভগবৎ-সমীপে অগ্রসর হওয়ার প্রধানতঃ তিনটি পথ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট;—কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান। একদা পর্ব্বতরাজ হিমালয়, মুমুক্ষুর ন্যায় জিজ্ঞাসু হইয়া, স্বীয় দুহিতা জীবের ভুক্তি-মুক্তি-বিধায়িনী ভগবতীকে জিজ্ঞাসিলেন,—'মাতঃ! কন্যা-রূপে প্রাপ্ত হইয়াও, তোমাকে চিনিতে পারিলাম না;—শুনিয়াছি, তুমি নাকি নিখিল জীবের ভুক্তি-মুক্তি-বিধায়িনী। অতএব, অধুনা আমার যাহাতে সহজে মুক্তিলাভ ঘটে, এমন সরল উপায় বলিয়া দাও।' তদুত্তরে করুণাময়ী ভগবতী হিমালয়ের উপর করুণাপরবশ হইয়া কহিলেন,—

"মার্গাস্ত্রয়ো মে বিখ্যাতা মোক্ষপ্রাপ্তৌ নগাধিপ।
কর্ম্মযোগোজ্ঞানযোগো ভক্তিযোগশ্চ সত্তম॥
ত্রয়াণামপ্যয়ং যোগ্যঃ কর্ত্তুং শক্যোঽস্তি সর্ব্বথা।
সুলভত্বান্নানসত্বাৎ কায়চিত্তাদ্যপীড়নাৎ॥"

দেবীভাগবত। ৭।৩৭

'হে নগাধিপ! এই অসুখকর সংসারে আধি-ব্যাধি-শোক-তাপে মুহ্যমান জীবের মুক্তি প্রাপ্তির পক্ষে তিনটি পথ কথিত হইয়াছে;—কর্ম্মযোগ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। কিন্তু, উক্ত যোগত্রয়ের মধ্যে ভক্তিযোগই অনায়াস-সাধ্য। কেন না, এই ভক্তিযোগ সাধনায় দ্রব্যব্যয় বা কোন প্রকার আয়াস স্বীকার করিতে হয় না; ইহা কেবল মাত্র মনোবৃত্তি দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই ভক্তিযোগই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই পক্ষে সুলভ বলিয়া জানিবে।' অপিচ, ভাগবতে ভগবান্ উদ্ধবকে কহিতেছেন,—

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়ো বিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥
নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্নচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥"

ভাগবত। ১১।২০

'হে উদ্ধব! সংসার-তাপদগ্ধ মানবগণের মঙ্গল-সাধনেচ্ছায় আমি পূর্ব্বে তিন প্রকার যোগ কহিয়াছি; কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। কলিকলুষিত কামনা-বাসনা-বিজড়িত মানবগণের কল্যাণ-সাধনার এই তিন প্রকার পথ ব্যতীত, আর অন্য উপায় কুত্রাপি নাই। তন্মধ্যে কর্ম্মময় সংসারের শুভাশুভ কর্ম্ম-সমূহ দুঃখপ্রদ বোধ করিয়া, সংসারের কর্ম্ম সকলের ফল সমূহে বিরক্ত; অতএব, এতাদৃশ বৈরাগ্যরসিক কর্ম্ম পরিত্যাগী বিরাগবান্ পুরুষদিগের জ্ঞানযোগ এবং সেই সকলে দুঃখবুদ্ধি-শূন্য; সেই হেতু উহাদিগের ফল-সকলে অবিরক্তদিগের কর্ম্মযোগ সিদ্ধিদায়ক। আর, কোন ভাগ্যোদয়ক্রমে যে পুরুষের মদীয় কথাদিতে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে; যিনি কর্ম্মফলে অবিরক্ত ও অনতি আসক্ত;—তাদৃশ পুরুষের পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ বলিয়া জানিবে।' পরম ভাগবত দেবর্ষি নারদ কহিয়াছেন.—

"অন্যস্মাৎ সৌলভং ভক্তৌ।"

নারদসূত্র। ৫৮

'কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, সাংখ্যযোগ, ক্রিয়াযোগ প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার যোগ অপেক্ষা ভক্তিযোগকে সুলভ বলিতে হইবে। কেন না, এই ভক্তিযোগ সাধনায় কোন প্রকার কষ্টসাধ্য ব্যাপার নাই। সেই নিমিত্ত ভক্তি অতি সুলভ ও অতি সহজ।' যদি কেহ বল যে, ভক্তি যে সুলভ ও সহজ, তাহার প্রমাণ কি? তদুত্তরে দেবর্ষি কহিয়াছেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"প্রমাণান্তরস্যানপেক্ষত্বাৎ স্বয়ং প্রমাণত্বাৎ।"

নারদসূত্র। ৮৯

'ভক্তি যে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ ও সহজ, তাহার প্রমাণ করিতে অন্য কোন প্রকার প্রমাণের প্রয়োজন করে না। কেন না, ভক্তি স্বয়ং প্রমাণ স্বরূপ। যিনিই ভগবানে প্রেম করেন, তিনিই জানেন যে, ভক্তি সাধনায় কোন প্রকার কষ্ট নাই, বরং আনন্দ আছে। কেন না,—

শান্তিরূপাৎ পরমানন্দরূপাচ্চ।

নারদসূত্র।

ভক্তি শান্তি ও পরমানন্দরূপী। সেই নিমিত্ত ভক্তি অতি সহজ। কেননা, ভক্তি শান্তিরূপী। যিনি ভগবানে ভক্তি করেন, তাঁহার সকল প্রকার চিন্তা, সকল প্রকার ভাবনা ও সকল প্রকার কষ্ট দূর হইয়া যায়। কোন প্রকারে কেহ কখনও তাঁহার প্রাণে ব্যথা দিতে বা হৃদয়ে অশান্তি আনয়ন করিতে সক্ষম হয় না। সংসারের যত মায়া-মমতা, যত সব কামনা-প্রলোভন, কেহই তাঁহাকে আর বন্ধন করিতে বা কেহই আর তাঁহাকে ঠকাইতে পারে না। কেন না, তিনি যে তখন সকল সুখের আধার, অফুরন্ত আনন্দ-ভাণ্ডার, ভাব-সৌন্দর্য্যের আকর, চির-শান্তির লীলা-নিকেতন ভগবানের মধুর-ভাবে বিভোর হইয়া, অপার আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছেন।'

অতএব, এই দেবীভাগবত, শ্রীমদ্ভাগবত, ও নারদসূত্র প্রভৃতি ভক্তি-শাস্ত্রের আলোচনাতে জানা গেল যে, কলিকালে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও অন্যান্য যোগসাধন করা, কলির কাম-কিঙ্কর রিপুপরবশ অন্নগত-প্রাণ অল্পায়ুঃ দুর্ব্বল জীবের সাধ্যাতীত। কেন না, কর্ম্মযোগ সাধন করিতে বহুল দ্রব্য ব্যয় ও আয়াস স্বীকার করিতে হয়। আর, জ্ঞানযোগ সম্পূর্ণই আয়াস সাধ্য, তাহা আর বুঝাইবার আবশ্যক নাই। আর হঠযোগাদি সাধনায় প্রাণপাত করা বিড়ম্বনা মাত্র। সুতরাং—"মোক্ষস্য মার্গা বহবঃ প্রদিষ্টা স্তে কৃচ্ছ্রসাধ্যা বহবঃ সবিঘ্নাঃ।" কেবলমাত্র কলি-কলুষিত কামনা-বিজড়িত ইন্দ্রিয়পরায়ণ মানবের পক্ষে অনায়াস-সাধ্য ভক্তিই মুক্তিপ্রদা। পদ্মপুরাণে উক্ত আছে যে,—

সত্যাদি ত্রিযুগে বোধো বিরাগো মুক্তিসাধকৌ।
কলৌ তু কেবলা ভক্তির্ব্রহ্মসাযুজ্যকারিণী॥

পদ্মপুরাণ। উত্তরঃ। ১৯২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর,—এই ত্রিযুগে জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রভৃতি মুক্তির সাধক ছিল; পরন্তু কলিকালে কলির কাম-কিঙ্কর মানব, তাহার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া, ভগবৎ-কৃপা লাভ করিতে পারিবে না। সেইজন্য বলা হইয়াছে,—"কলৌ তু কেবলা ভক্তির্ব্রহ্মসাযুজ্যকারিণী।" কলিযুগে কলি-কলুষিত কামনা-বিজড়িত মানবের পক্ষে, ভক্তিই ব্রহ্মসাযুজ্যকারিণী বলিয়া কথিত হইয়াছে। বেদান্তকেশরী জগদ্‌গুরু শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য গুরুগম্ভীর ওজস্বিনী ভাষায় কহিয়াছেন,—"মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।" অর্থাৎ মুক্তিলাভের যাবতীয় কারণ অপেক্ষা ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এক্ষণে দেখা যাউক, ভক্তিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিবার কারণ কি? উপনিষৎ শাস্ত্র কহিতেছেন,—

"অমানিত্বাদিলক্ষণোপলক্ষিতো যঃ পুরুষঃ স এব নিরালম্বযোগাধিকারী কার্য্যঃ কশ্চিদস্তি। তস্মাৎ সর্ব্বেষামধিকারিণামনধিকারিণাং ভক্তিযোগ এব প্রশস্যতে। ভক্তিযোগো নিরুপদ্রবঃ। ভক্তিযোগান্মুক্তিঃ। বুদ্ধিমতামনায়াসেনাচিরাদেব তত্ত্বজ্ঞানং ভবতি। তৎকথমিতি। ভক্তবৎসলঃ স্বয়মেব সর্ব্বেভ্যো মোক্ষবিঘ্নেভ্যো ভক্তিনিষ্ঠাংস্তান্ পরিপালয়তি। সর্ব্বাভীষ্টান্ প্রযচ্ছতি। মোক্ষং দাপয়তি। চতুর্ম্মুখাদীনাং সর্ব্বেষামপি বিনা বিষ্ণুভক্ত্যা কল্পকোটিভির্মোক্ষো ন বিদ্যতে। কারণেন বিনা কার্য্যং নোদেতি। ভক্ত্যা বিনা ব্রহ্মজ্ঞানং কদাপি ন জায়তে। তস্মাত্ত্বমপি সর্ব্বোপায়ান্ পরিত্যজ্য ভক্তিমাশ্রয়। ভক্তিনিষ্ঠো ভব। ভক্ত্যা সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ সিধ্যন্তি। ভক্ত্যাঽসাধ্যং ন কিঞ্চিদস্তি।"

ত্রিপাদ্বিভূতিমহানারায়ণোপনিষৎ। ৮

অমানিত্ব প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত অর্থাৎ আত্মশ্লাঘারাহিত্য, অদাম্ভিকতা, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, আচার্য্যোপাসনা, শৌচ, স্থৈর্য্য, আত্মসংযম, বিষয়-বৈরাগ্য, অহঙ্কার-শূন্যতা এবং জন্ম-জরা-ব্যাধি ও দুঃখ প্রভৃতির দোষদর্শন অর্থাৎ বারংবার সমালোচন, প্রীতিত্যাগ অর্থাৎ পুত্র-কলত্রাদিতে আসক্তি-শূন্যতা, পুত্র-কলত্রাদির সুখ-দুঃখে ঔদাসীন্য, ইষ্ট ও অনিষ্টলাভে সমচিত্ততা, ভগবানের প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তি, বিবিক্তস্থানে অবস্থিতি অর্থাৎ নির্জ্জনে অবস্থান, জনাকীর্ণ স্থানে অরতি অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্যত্ববুদ্ধি অর্থাৎ অধ্যাত্ম-জ্ঞানপরায়ণতা এবং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন রূপ মোক্ষানুসন্ধান,—এই সকল লক্ষণযুক্ত যে নিষ্কাম অবিদ্যা-শূন্য আত্মজ্ঞানপরায়ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষ, তিনিই নিরালম্বযোগে অর্থাৎ নিত্য-নৈমিত্তিকাদি সমস্ত কর্ম্ম দূরে পরিহার করিয়া, করচরণাদি মূর্ত্তিবিশিষ্ট মণ্ডলাদি বিষয়ক ভাবনার নাম সালম্বন যোগ। আর, সমস্ত নাম, রূপ ও কর্ম্ম দূরে পরিত্যাগ করিয়া, সকল প্রকার কামাদি অন্তঃকরণবৃত্তির সাক্ষীরূপে ও চিত্তের বিষয়তারহিত-রূপে ভাবনার নাম নিরালম্বন যোগ,—এই নিরাবলম্বন যোগে অধিকারী জানিবে। পরন্তু, তাদৃশ নিষ্কাম অবিদ্যা-শূন্য আত্মজ্ঞানপরায়ণ পুরুষ সংসারে অতি দুর্লভ। অতএব, তাদৃশ নিরালম্বনযোগের অধিকারী বা অনধিকারী সকলেরই ভক্তিযোগ প্রশংসনীয়রূপে গ্রাহ্য। কেন না, ভক্তিযোগে কোন প্রকার বিঘ্ন নাই, ভক্তিযোগ নিরুপদ্রব। ভক্তিযোগ হইতে মুক্তিলাভ হয়। এই ভক্তিযোগের অনুশীলনকারী মানবগণের অনায়াসে অচিরাৎ তত্ত্ব-জ্ঞানোদয় হয়। তাহা কিরূপ? যিনি মাতৃ-গর্ভে অবস্থানকালে আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন, গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া, কি আহার করিব—ভাবিয়া, আমাদিগের জন্য মাতৃস্তনে যিনি দুগ্ধ সঞ্চয় করিয়া রাখেন, যাঁহার কৃপায় আমরা বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া, জীবন ধারণ করিতেছি; তিনি ভক্তবৎসল। ভক্তবৎসল ভগবান্, ভক্তিনিষ্ঠ ভক্তকে সকল প্রকার মোক্ষের বিঘ্নরাশি হইতে রক্ষা করেন; তাহাদিগকে সকল প্রকার অভিলষিত প্রদান করেন ও মোক্ষ দান করাইয়া থাকেন। মহামহিম সৃষ্টিকুশল চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা প্রভৃতি সকলেরও বিষ্ণুভক্তি ভিন্ন কোটি কোটি কল্পেও মোক্ষ হয়-না। যে প্রকার কারণ ভিন্ন কখনও কার্য্য হয় না, সেই প্রকার ভক্তি বিনা ব্রহ্মজ্ঞান কখনও হয় না। অতএব, তুমিও সকল প্রকার মোক্ষ-প্রাপ্তির উপায় পরিত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মসাযুজ্যকারিণী পরমা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ কর। ভক্তিতে নিষ্ঠাবান্ অর্থাৎ তৎপরতা লাভ কর। ভক্তিতৎপর হও। ভক্তি হইতেই অণিমাদি সকল প্রকার সিদ্ধি লাভ হয়। ভক্তি দ্বারা সম্পন্ন হয় না, এমন কিছুই নাই। অতএব, বুঝা যায় যে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের পক্ষেই ভক্তিযোগ সমীচীন; কেন না, এই ভক্তিমার্গে কলির মানব ধাবিত হইলে, আর পতনের বা পদস্খলনের আশঙ্কা থাকে না। কারণ,—

মার্গে মার্গে জায়তে সাধুসঙ্গঃ।
সঙ্গে সঙ্গে শ্রূয়তে কৃষ্ণকীর্ত্তিঃ।
কৃত্তৌ কৃত্তৌ নস্তদাকারবৃত্তিঃ,
বৃত্তৌ বৃত্তৌ সচ্চিদানন্দভাসঃ॥

রম্ভাশুকসংবাদ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই বিষ্ণুসাযুজ্যকারিণী ভক্তিমার্গের স্তরে স্তরে সাধুসঙ্গলাভ ঘটে, সাধুসঙ্গলাভ ঘটিলে, সাধুমুখে অনন্তমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপার লীলা, অপার খেলা ও অপার মহিমা শ্রবণ করিতে পায়, তাহাতে তাহাদের চিত্তশুদ্ধি ঘটে। চিত্তশুদ্ধি হইলে হৃদয় নির্ম্মল হয়, নির্ম্মল হৃদয়াকাশে বৈরাগ্য-ভাস্কর সমুদিত হয়, বৈরাগ্যোদয় হইলে, সংসারের যাবতীয় পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজন, বিভব-বৈভব, ধন-সম্পত্তি প্রভৃতির প্রতি আসক্তিশূন্য হয়; এমন কি, আপন কায়ার মায়া—যাহা হইতে মায়া জন্মে, তাহার ছায়া পর্য্যন্ত ছাড়িয়া, সংসার-কোলাহল কল্লোলের অন্তরালে বসবাস করিয়া থাকে। মায়াময় সংসারের মায়িক বস্তুর প্রতি আসক্তি হইতে বিমুক্ত হইলে, হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হয়, চিত্ত ভগবৎ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠে। তখন তাহার সাধন-মার্গের যাবতীয় অন্তরায় আপনা হইতে অপসৃত হয়। হৃদয়ের ক্ষুদ্র স্বার্থের সঙ্কীর্ণতা দূরে পলায়ন করে, আমিত্বের অহঙ্কার ভাব-সাগরে বিলুপ্ত হইয়া যায়, ক্ষুদ্র মানব-জীবন অসীম উদার অনন্ত নীলাকাশের মত বিস্তৃতিলাভ করে, মন বিশাল বারিধির উন্মুক্ত উচ্ছ্বাসের মত আকুল আবেগে বিশ্ব প্লাবিত করিয়া, অনন্তের পানে ছুটিয়া যায়। তখন জ্ঞাতব্যের অবশিষ্ট কিছুই থাকে না,—প্রার্থনীয় কিছুই থাকে না;—সচ্চিদানন্দময়ে আশ্রয় লাভ করিয়া, চিদ্‌ঘন-রসে মগ্ন থাকে। তখন তাহার অহঙ্কারের মূলোচ্ছেদ হয়, তাপত্রয়ের উপশম হয় এবং সকল কর্ম্মের অবসান হইয়া যায়। সুতরাং বেশ বুঝা গেল যে, সর্ব্বনিয়ন্তা পরমপিতা পরমেশ্বরে ঐকান্তিকী ভক্তিই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখত্রয় নির্ম্মূলের পরমোপায়। যে পর্য্যন্ত ভগবানের প্রতি দৃঢ় ভক্তি না জন্মিবে, তাবৎ জীবের সংসাররূপ মহারণ্যের সুদীর্ঘ বর্ত্মে গমনাগমন শেষ হইবে না, ব্যাকুলতা-বিধায়িনী কামনা-বাসনাও ঘুচিবে না। অতএব, ঐকান্তিকী ভক্তিই জীবের একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

বেদান্তেষু যমাহুরেকপুরুষং ব্যাপ্য স্থিতং রোদসী,
যস্মিন্নীশ্বর ইত্যনন্যবিষয়ঃ শব্দো যথার্থাক্ষরঃ।
অন্তর্যশ্চ মুমুক্ষুভির্নিয়মিতপ্রাণাদিভির্মৃগ্যতে,
সংস্থাণুঃ স্থিরভক্তিযোগসুলভো নিঃশ্রেয়সায়াস্তু বঃ॥

সুভাষিত রত্নভাণ্ডাগার।

———০———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভক্তি কাহাকে বলে ?

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনেন,
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

সাধুগণ প্রেমাঞ্জন দ্বারা নির্ম্মলীকৃত ভক্তি-রূপ নেত্র দ্বারা যাঁহাকে সর্ব্বদা হৃদয়-কমলের রক্তিম-দলে অবলোকন করিয়া থাকেন, যিনি শ্যাম-সুন্দর অচিন্ত্য গুণস্বরূপ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, আপনি বলিয়াছেন যে.—'সত্যাদি ত্রিযুগে জ্ঞান ও বৈরাগ্য মুক্তির সাধক ছিল ; কিন্তু কলিযুগে তাহা নাই। কেন না, কলিযুগের কলির কাম-কিঙ্কর অন্নগত-প্রাণ অল্পায়ুঃ দুর্ব্বল জীবের তাহা সাধ্যাতীত ; সেইজন্য বলিয়াছেন,—"কলৌ তু কেবলা ভক্তির্ব্রহ্মসাযুজ্য-কারিণী" ; সুতরাং, ভক্তি কাহাকে বলে ?

ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিসাধনভূয়সী॥

গরুড় পুরাণ। পূর্ব্বঃ। ২৩১

"ভজ" ধাতুর উত্তর "ক্তি" প্রত্যয় করিলে, "ভক্তি" এই পদ নিষ্পন্ন হয়। ভজ ধাতুর অর্থ—সেবা, পূজা, অর্চ্চনা, উপাসনা, আরাধনা—ইত্যাদি। বুধগণ কহিয়াছেন,—'সদাচারযুক্ত ও কামনারহিত হইয়া, বেদোক্ত বিধানানুসারে স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রমোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ঈশ্বরকে পরিতুষ্ট করিবে। এইরূপ, ঈশ্বরের প্রীতিসাধন-মানসে কামনা ও সঙ্কল্পাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম-পালন এবং সমস্ত কর্ম্ম পরমেশ্বরে সমর্পণ করিয়া, নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাকেই ভক্তি বলে।' পরম ভাগবত দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সা কস্মৈ পরমা প্রেমরূপা।"

নারদসূত্র।২

'আধি-ব্যাধি-শোক-তাপে মুহ্যমান্ সংসারে বসবাস করিয়া,—অথচ, সংসার কোলাহলকল্লোল-গণ্ডগোলের অন্তরালে বসিয়া, সকল কাজের ভিতর দিয়া, সংসারের তাপ-জ্বালার মধ্য দিয়া, স্বার্থের সঙ্কীর্ণতা দূরে পরিহার করিয়া, আমিত্বের অহঙ্কার ভুলিয়া, জাতি-বিদ্যা-রূপ-যৌবন ও মহত্বের অভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া, নিন্দা ও উপহাসের অভিঘাত নীরবে সহ্য করিয়া, আপনাকে—"তৃণাদপি সুনীচেন" ভাবিয়া, সর্ব্বংসহা কঠোরতায় শরীর আচ্ছাদিত করিয়া,—"তরোরিব সহিষ্ণুতা" হইয়া, সুধাধবলিত আকাশভেদী সুরম্য হর্ম্ম্যাবলীর বাহ্য-চাকচিক্য ভুলিয়া, পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজন, অগণিত ধন-সম্পত্তি ও পার্থিব সুখৈশ্বর্য্যের মায়া-মমতা ভুলিয়া,—এমন কি, যাহা হইতে মায়া জন্মে, তাহার ছায়া পর্য্যন্ত ছাড়িয়া, আপন কায়ার মায়া-মোহের সূচীভেদ্য তমোরাশি ভেদ করিয়া, দীনতা—হীনতা—কাতরতার ছায়ামণ্ডিত হইয়া, কর্ম্মবেষ্টনী ভেদ করিয়া. পরম-কারুণিক পরমেশ্বরের প্রতি আত্মনির্ভর করিয়া,—মায়া-মমতা, আশা-ভরসা, শোক-তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা, ভূত-ভবিষ্যৎ সমস্তই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিয়া, বৈরাগ্যে হৃদয় দীক্ষিত করিয়া, আড়ম্বরের মিথ্যাভান ছাড়িয়া দাস্যভাবের সাধনাপথ বহিয়া, নির্লিপ্ত-চিত্ত হইয়া, রাজসিক বা তামসিক পূজার ভিতর দিয়া, স্বকীয় ইষ্টদেবতা—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর,—কালী-তারা-মহাবিদ্যা,—রাম-কৃষ্ণ-বামন,— মীন-কূর্ম্ম-বরাহ,— নৃসিংহ-পরশুরাম-বুদ্ধ,— গণেশ-দিনেশ-কপীশ,—ইত্যাদি যথাভিমত তেত্রিশ কোটি দেবতার কোনও একটি দেবতার প্রতি যে পরম প্রেমভাব অর্থাৎ একান্ত অনুরাগ, তাহাকেই ভক্তি বলে।' ভক্তিশাস্ত্রের আচার্য্য মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন,—

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।"

শাণ্ডিল্যসূত্র।

'এই আধি-ব্যাধি-সঙ্কট, শোক-তাপ-সঙ্কুল, জরা-মৃত্যু সঙ্কীর্ণ মুহ্যমান্ সংসারে থাকিয়া, রাজরাজেশ্বরের সুধাধবলিত আকাশভেদী সুরম্য হর্ম্ম্যাবলীতে বসবাস করিয়া, পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত বৃহৎ সংসার পাতিয়া, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া, দেশের বা দশের উপর প্রভুত্ব করিয়া, ধন-জন সুখৈশ্বর্য্যের অভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া, পুত্র-পরিজন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মীয়-স্বজনের মায়া-মমতা ভুলিয়া, অগণিত ধনসম্পত্তি, পার্থিব সুখৈশ্বর্য্য ও উন্নতি অট্টালিকার বাহ্য-চাকচিক্য ভুলিয়া, রূপময়ী সৌন্দর্য্যময়ী আকর্ষণশালিনী বিলাসিনীর বিলাসে না মজিয়া, আত্যন্তিক চেষ্টা-সম্ভূত ভোগ্য-বিষয়কে বাত্যা-বিতাড়িত মেঘের ন্যায় অসার ও অনিত্য জ্ঞান করিয়া মানবজীবন সংসার-জলদজালে সৌদামিনী সদৃশ ক্ষণভঙ্গুর ভাবিয়া, ষড়রিপু সংযত করিয়া, ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া, বিষম বিষময় বিষোদ্গারী বিষয় হইতে মনের আসক্তি ফিরাইয়া, ষোল-আনা মন দ্বারা পরমেশ্বরে যে অনুরক্তি, তাহাকেই ভক্তি বলে। অথবা শতছিদ্র দরিদ্রের পলালাবশেষ জীর্ণ শীর্ণ ভগ্ন-কুটিরে বসবাস করিয়া, সংসারের দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তার ছুরিকাঘাতে, অভাব-অনাটনের তীব্রতড়ানায় অষ্টপ্রহর রুধিরাক্ত হইয়া ও তাহাতে বিচলিত না হইয়া, কঠোর-সংসারভার প্রপীড়িত, বহু পরিবার প্রতিপালন ভারে ভারাক্রান্ত হইয়াও তাহাতে স্থির থাকিয়া, কামনা-প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়াও তাহাতে না মজিয়া, সংসারের গুরুভার বহনের ক্লেশ অকাতরে সহ্য করিয়াও তাহাতে উদ্বেগ-শূন্য হইয়া, দুর্বিসহ দুঃখ-দৈন্যের নির্ম্মম কশাঘাতে নিরন্তর ক্লিষ্ট এবং মথিত হইয়াও অচঞ্চল অবস্থায় অবস্থিত হইয়া, হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি বিশ্বগ্রাসী দাবানলের মর্ম্মন্তুদ জ্বালা-যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া, সংসার-কোলাহল-কল্লোলের অন্তরালে বসিয়া আপন কায়ার মায়া ভুলিয়া, —এমন কি, যাহা হইতে মায়া বাড়ে—স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির ছায়া পর্য্যন্ত ছাড়িয়া, অভিমান, মোহ ও পুত্র-কলত্রাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া, সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে, শয়নে স্বপনে অহর্নিশ পরমেশ্বরে যে অন্তঃকরণের একান্ত অনুরক্তি, অর্থাৎ যখন অন্তঃকরণের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরাভিমুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হয়, অন্তঃকরণের সেই অবস্থাকে অর্থাৎ যখন মনুষ্যের অন্তঃকরণ যাবতীয় বস্তুর আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরে নিবিষ্ট হয়. অর্থাৎ যখন মনুষ্যের জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরানুসন্ধান করে, কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরে অর্পিত হয়, অন্তঃকরণের সেই ষোল আনা বৃত্তি পরমেশ্বরে অর্পণ করাকেই ভক্তি বলে।' বেদান্তকেশরী জগৎগুরু শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন,

"স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে।"

বিবেকচূড়ামণি।

'সুধীগণ বলিয়াছেন,—সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন করিয়া, অভিমান, মোহ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুত্র-কলত্রাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া, সংসার-কোলাহলকল্লোল গণ্ডগোলের অন্তরালে বসিয়া, যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া, ক্ষিপ্ত আত্মাকে শান্ত করিয়া, ষড়রিপু সংযত করিয়া, ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া, নির্লিপ্ত-চিত্ত হইয়া, অন্তর ও বাহিরে অহর্নিশ আত্মানুসন্ধান করাকেই ভক্তি বলে। অর্থাৎ এই অনন্তবৈচিত্র্য-শালিনী শোভন-সৌন্দর্য্যময়ী নানা জীব সঙ্কুলা মন্দর-ভূধর-সাগরাম্বরা সুবিশাল বসুন্ধরায় অনলে-অনিলে-সলিলে,—পাদপে-প্রান্তরে প্রস্তরে,—অনন্তে-আকাশে-অবনীমণ্ডলে,—জল-স্থল মরুব্যোম বিশ্বচরাচরের পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ স্থাবর-জঙ্গম, নর-অমর, বৃক্ষ-লতা, তৃণ-বল্লী প্রভৃতি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জীবকুলের অদৃশ্যস্থলে পাঞ্চভৌতিক দেহাভ্যন্তরে হৃদয়কমলের রক্তিমদলে যে কোটি-সূর্য্য-প্রদীপ্ত কোটি-চন্দ্রোৎফুল্ল জ্যোতির্ম্ময় সত্যস্বরূপ সদানন্দময় সূক্ষ্মস্বরূপ চিন্ময় আত্মা হৃদয়কন্দরকে আলোকিত করিয়া, দ্রুতবিচ্ছুরিত-রশ্মিজালকে কেন্দ্রীভূত করিয়া, সজলজলদমালা-মধ্যগত চকিতোজ্জ্বলা বিদ্যুল্লতার ন্যায় সর্ব্বদা দীপ্তি পাইতেছেন; সেই চির উজ্জ্বল, চির-জ্যোতিষ্মান্ আত্মার অনুসন্ধান নিমিত্ত প্রাণের যে ঐকান্তিকী ব্যাকুলতা, মনের যে ঐকান্তিকী একাগ্রতা, হৃদয়ের যে ঐকান্তিক অনুরাগ, তাহাকেই ভক্তি বলে।' মোটের উপর, বলিতে গেলে, এইমাত্র বলা যায় যে,—

সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশং সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

নারদপঞ্চরাত্র।

অন্য কামনা-বাসনা বিসর্জ্জনকরতঃ একাগ্রমনে ও বিশুদ্ধভাবে ইন্দ্রিয় ব্যাপার দ্বারা যে কৃষ্ণানুশীলন, তাহাই ভক্তি বলিয়া কথিত। অর্থাৎ অসীম সুষমাকর এই নরাবাস ধরাধামে কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি দীন, কিবা বর্ষীয়ান্, কিবা শিশুপ্রাণ কিবা মূর্খ, কিবা জ্ঞানী,—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই সমনির্ব্বিশেষে, রোগে শোকে, দুঃখে-সুখে বিপদে-সম্পদে, জরায়-যন্ত্রণায়, ক্ষুধায়-পিপাসায় সকল সময়ে, কি সুদর্শনে, কি কুদর্শনে মন যে কোন বিষয়ে ধাবিত হউক না কেন, সেই সেই বিষয় হইতে মনকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, ভগবন্নয়নারবিন্দে নিবিষ্ট করাকে;—কি পুরস্কার, কি তিরস্কার, কি সুশ্রাব্য, কি কুশ্রাব্য যে কোন বিষয়ে চিত্ত ধাবিত হউক না কেন, তত্তৎ বিষয় হইতে চিত্তকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, ভগবল্লীলাশ্রবণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং মৃদঙ্গ-মন্দিরার মনোমোহন ধ্বনিত ভগবন্নামশ্রবণে চিত্তকে নিরত করাকে ;—কি সুগন্ধ, কি দুর্গন্ধ, কি মনোমদ সুরভি-সুগন্ধের আঘ্রাণে চিত্ত ধাবিত হইবে, চিত্তকে তত্তৎ বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, ভগবৎপদারবিন্দে নিরত করাকে ;—কি মধুর, কি অম্ল, কি তিক্ত, কি কষায়, কি সুমিষ্ট-সুস্নিগ্ধ সুরসাস্বাদনে যে কোন রসাস্বাদনে চিত্ত ধাবিত হউক না কেন, মনকে তত্তৎ রস হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, মৃদঙ্গ-মন্দিরার মনোমদ মোহন ধ্বনি সমন্বিত ভগবন্নামামৃত রসপানে নিরত করাকে ;—কি শীত, কি উষ্ণ যে কোন বিষয়ে চিত্ত ধাবিত হউক না কেন, চিত্তকে তত্তৎ বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, ভগবদ্ভক্তসঙ্গরূপ স্পর্শসুখে নিরত করাকে ; এইরূপে বিষয়-বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক দশেন্দ্রিয়ের বাহ্য-দৃষ্টিকে লুপ্ত করিয়া, ঐহিক ও পারত্রিক সকল বিষয়ে নিঃস্পৃহ হইয়া, ঐহিক বাসনার বিশ্বগ্রাহী লেলিহান জিহ্বা সমূলে উৎপাটিত করিয়া সংসারের যাবতীয় মায়িক পদার্থের মায়া-মমতা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, এমন কি—আপন কায়ার মায়া, মমতাময়ী জায়ার মায়া, যাহা হইতে মায়া জন্মে—পুত্র-কন্যাদির ছায়া পর্য্যন্ত ছাড়িয়া, আকুল-প্রাণে ব্যাকুল হইয়া,—"সরঃ সমুদ্রনদ্যাদীন্ বিহায় চাতকো যথা। বিহায় ম্রিয়তে বাপি যাচতে বা পয়োধরম্॥" সেই প্রকার একাগ্রমনে ভগবদ্গত-চিত্ত হইয়া, ভাবময় ভগবান্‌কে মনোময় করিয়া, ষোল-আনা মন দ্বারা ভগবৎসেবা করাকে ভক্তি বলে। কিন্তু শাস্ত্র কহিয়াছেন,—

"ভক্তিস্তু দ্বিবিধা জ্ঞেয়াঃ পরাপরেতি সংজ্ঞিকাঃ।
একধাত্র পরা প্রোক্তাত্বপরা নবধা মতাঃ॥"

ভক্তিশাস্ত্র।

এই ভক্তি ও আবার দুই প্রকার ;—পরা ও অপরা। তন্মধ্যে পরা-ভক্তি এক প্রকার ; কিন্তু অপরা-ভক্তি নয় প্রকার। এই দ্বিবিধ ভক্তি দ্বারা ভাবময় ভগবান্‌কে মনোময় করিয়া, ভজনা করিলে, ভগবান্ এই কাম-ক্রোধাদিরিপুনক্র-সঙ্কুল মোহাবর্ত্ত-চঞ্চল দুস্পার অকুল ভব-পারাবার হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। তাই বলি—মানব! এই দ্বিবিধা ভক্তি দ্বারা ভগবদ্ভজনায় নিরত হও—দেখিবে, সংসারের যত সব মায়া-মমতা তোমাকে বন্ধন করিতে পারিবে না,—যত সব কামনা-প্রলোভন কেহই আর তোমায় ঠকাইতে পারিবে না। ঐকান্তিকী ভক্তি সহকারে ভগদর্চ্চনায় নিরত হও, তোমার সেই সাধনার ধন, নিদানের বন্ধু, ভব-পারাবারের কাণ্ডারী, সংসারসাগর-তরী, ত্রিতাপহারী ভগবান্ শ্রীহরি নিকটে আসিবেন ;—তোমাকে ভব-পার করিয়া, নিজের লোক করিবেন ; তোমার সকল দুঃখ-তাপ-জ্বালা ঘুচিয়া যাইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরা-ভক্তি কাহাকে বলে?

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, আপনি এক্ষণে বলিলেন যে, ভক্তি দুই প্রকার; পরা ও অপরা। তন্মধ্যে আবার পরা-ভক্তি এক প্রকার; অপরা-ভক্তি নয় প্রকার। এই দ্বিবিধা ভক্তি দ্বারা ভগবানের ভজনা করিলে, ভগবান্ ভব-পারাবার পার করিয়া থাকেন। অতএব, তন্মধ্যে পরা-ভক্তি কাহাকে বলে?

অধুনা পরাভক্তিস্তু প্রোচ্যমানাং নিবোধ মে।
মদ্‌গুণশ্রবণং নিত্যং মম নামানুকীর্ত্তনম্॥
কল্যাণগুণরত্নানামাকরায়াং ময়ি স্থিরম্।
চেতসো বর্ত্তনঞ্চৈব তৈলধারা সমং সদা॥
হেতুস্তু তত্র কো বাপি ন কদাচিদ্ভবেদপি।
সামীপ্যসার্ষ্টিসারূপ্যসালোক্যানাং ন চেষণা॥
মৎসেবাতোঽধিকং কিঞ্চিন্নৈব জানাতি কর্হিচিৎ।
সেব্যসেবকতাভাবাত্তত্র মোক্ষং ন বাঞ্ছতি॥
পরানুরক্ত্যা মামেব চিন্তয়েদ্ যো হ্যতন্দ্রিতঃ।
স্বাভেদেনৈব মাং নিত্যং জানাতি ন বিভেদতঃ॥
মদ্রূপত্বেন জীবানাং চিন্তনং কুরুতে তু যঃ।
যথা স্বস্যাত্মনি প্রীতিস্তথৈব চ পরাত্মনি।
চৈতন্যস্য সমানত্বান্ন ভেদং কুরুতে তু যঃ।
সর্ব্বত্র বর্ত্তমানং মাং সর্ব্বরূপাঞ্চ সর্ব্বদা॥
নমতে যজতে চৈবাপ্যাচাণ্ডালান্তমীশ্বরঃ।
ন কুত্রাপি দ্রোহবুদ্ধিং কুরুতে ভেদবর্জ্জনাৎ॥

দেবীভাগবত। ৭।৩৭

তদুত্তরে নগনন্দিনী মহামায়া ভগবতী, নগরাজকে কহিতেছেন,—'হে নগাধিপ! অধুনা পরা-ভক্তির বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অহর্নিশ আমার লীলা-গুণাদি শ্রবণ, আমার নাম-গুণাদি কীর্ত্তন এবং স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্ব্বজীবের কল্যাণ ও গুণাবলীর আকর স্বরূপ আমাতেই তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্নভাবে অহর্নিশ যে চিত্তের সম্পাদন অর্থাৎ নির্ব্বাহ, ঐরূপ মদ্গত-চিত্ততাই পরা-ভক্তির লক্ষণ বলিয়া জানিবে। ঐরূপ পরা-ভক্তির ফলানুসন্ধানাদিরূপ কোন কারণই কদাচ দৃষ্ট হয় না। অধিক কি, উহাতে সামীপ্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্য বা সালোক্য মুক্তির ও স্পৃহা থাকে না। যাহার হৃদয়ে পরা-ভক্তির উদয় হইয়াছে, সে কদাচ আমার সেবা ভিন্ন অপর কোন কার্য্যকেই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে না। 'ব্রহ্মময়ী আমার সেবনীয় ও আমি তাঁহার সেবক;' এইরূপ ভাব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, সে কখনও নির্ব্বাণ মুক্তির অভিলাষী নহে। যে ব্যক্তি পরম অনুরাগের সহিত অতন্দ্রিতভাবে আমাকেই চিন্তা করে এবং যে ব্যক্তি 'আমিই সচ্চিদানন্দরূপিণী ভগবতী' এই ভাবনা করতঃ আমাকে আপনা হইতে অভিন্ন বলিয়া অবগত হয়, সে তাদৃশ অভেদজ্ঞানবশতঃ কিছুতেই ভীত হয় না। যে ব্যক্তি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদয় প্রাণিগণকেই আমার স্বরূপ চিন্তা করে এবং যাহার আপনাতে যাদৃশী প্রীতি, পরমাত্মরূপিণী আমাতেও তাদৃশী প্রীতি জন্মে। এক ব্রহ্ম-চৈতন্য অনলে-অনিলে-সলিলে,—পাদপে-প্রান্তরে-প্রস্তরে, অনন্তে-আকাশে-অবনীমণ্ডলে,—জল-স্থল-মরুব্যোম বিশ্ব-চরাচরে,—পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ স্থাবর-জঙ্গম, নর-অমর সর্ব্বত্রে ওতঃপ্রোতো-ভাবে এবং সর্ব্বপদার্থে সমভাবে বিরাজমান্, এইরূপ জ্ঞানবশে যে ব্যক্তি, সর্ব্বব্যাপিনী সর্ব্বরূপিণী আমার প্রতি ও স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জীবগণের প্রতি ভেদবুদ্ধি করে না এবং ঐরূপ ভেদজ্ঞানবর্জ্জিত হওয়ায় আচণ্ডাল সকলকেই তদ্রূপ জ্ঞানকরতঃ বিনীতভাবে যথোচিত সমাদর করিয়া থাকে, কখন কাহারও অনিষ্টাচরণের ইচ্ছা করে না। আর,—

মৎস্থানদর্শনে শ্রদ্ধা মদ্ভক্তদর্শনে তথা।
মচ্ছাস্ত্রশ্রবণে শ্রদ্ধা মন্ত্রতন্ত্রাদিষু প্রভো॥
ময়ি প্রেমাকুলবতী রোমাঞ্চিততনুঃ সদা।
প্রেমাশ্রুজলপূর্ণাক্ষঃ কণ্ঠগদ্গদনিঃস্বনঃ॥
অনন্যেনৈব ভাবেন পূজয়েদ্ যো নগাধিপ।
মামীশ্বরীং জগদ্যোনিং সর্ব্বকারণকারণম্॥
ব্রতানি মম দিব্যানি নিত্যনৈমিত্তিকান্যপি।
নিত্যং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মদুৎসব দিদৃক্ষা চ মদুৎসবকৃতিস্তথা।
জায়তে যস্য নিয়তং স্বভাবাদেব ভূধর॥
উচ্চৈর্গায়ংশ্চ নামানি মমৈব খলু নৃত্যতি।
অহঙ্কারাদিরহিতো দেহতাদাত্মবর্জ্জিতঃ॥
প্রারব্ধেন যথা যচ্চ ক্রিয়তে তত্তথা ভবেৎ।
ন মে চিন্তাস্তি তত্রাপি দেহসংরক্ষণাদিষু॥
ইতি ভক্তিস্তু যা প্রোক্তা পরাভক্তিস্তু সা স্মৃতা;
যস্যাং দেব্যতিরিক্তস্তু ন কিঞ্চিদপি ভাব্যতে॥
ইত্থং জাতা পরাভক্তির্যস্য ভূধর তত্ত্বতঃ।
তদৈব তস্য চিন্মাত্রে মদ্রূপে বিলয়ো ভবেৎ॥
ভক্তেস্তু যা পরাকাষ্ঠা সৈব জ্ঞানং প্রকীর্ত্তিতম্।
বৈরাগ্যস্য চ সীমা সা জ্ঞানে তদুভয়ং যতঃ॥

দেবীভাগবত। ৭।৩৭

মদীয় স্থান ও মদীয় ভক্তদর্শনে এবং মদীয় মহিমা প্রকাশক শাস্ত্র ও তন্ত্র-মন্ত্রাদি শ্রবণে যাহার শ্রদ্ধা থাকে, যাহার অন্তঃকরণ মদীয় প্রেমে আকুল, শরীর প্রেমানন্দে রোমাঞ্চিত, লোচনদ্বয় প্রেমাশ্রুপূর্ণ এবং কণ্ঠস্বর প্রেমাশ্রুভরে জড়িত হয়; হে নগাধিপ! যে ব্যক্তি আমাকে পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গম, নর-অমর সকলের ঈশ্বরী এবং এই অনন্ত-বৈচিত্র্যশালিনী শোভন-সৌন্দর্য্যময়ী নানাজীব-সঙ্কুলা মন্দর-ভূধর-সাগরাম্বরা সুবিশাল বসুন্ধরার উৎপাদিকা ও সমুদয় কারণের কারণ বোধকরতঃ একাগ্রচিত্তে আমার পূজা করে এবং যে ব্যক্তি বিত্তশাঠ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে নিয়ত মদীয় প্রীতিকর নিত্য-নৈমিত্তিকাদি ব্রত সকল অনুষ্ঠান করে;—হে নগাধিপ! যাহার স্বভাবতঃই সর্ব্বদা আমার উৎসব দর্শনেচ্ছা ও উৎসব অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে, যে ব্যক্তি দেহাত্মবুদ্ধি ও অহঙ্কারাদিরহিত হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে মদীয় নাম গান করিতে করিতে, নৃত্য করিতে থাকে; আর, যে ব্যক্তি এইরূপ বিবেচনা করে যে, প্রারব্ধবশে যাহা হইবার হইবে, তাহাতে আমার চিন্তার বিষয় কি আছে এবং দেহরক্ষণাদি বিষয়েই বা আমার চিন্তা করিবার প্রয়োজন কি? তাদৃশ অবিদ্যা-শূন্য আত্মজ্ঞানপরায়ণ জ্ঞানবান্ ব্যক্তির ভক্তিই পরা-ভক্তি বলিয়া কথিত। এইরূপ পরা-ভক্তি হৃদয়ে জন্মিলে, দেবী ভিন্ন অপর কিছুই আর চিন্তার বিষয় থাকে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে ভূধর! যথার্থরূপে যাহার ঈদৃশী পরা-ভক্তির উদয় হয়, সে তৎক্ষণাৎ একমাত্র চিন্ময় মদীয়রূপে বিলীন হইয়া থাকে। ঐরূপ পরা-ভক্তি ও বৈরাগ্যের চরম সীমাই তত্ত্বজ্ঞান নামে কথিত হইয়াছে। কারণ, তত্ত্বজ্ঞান ভক্তি ও বৈরাগ্যের ও সম্পূর্ণতা হয়।' শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ কপিলদেব স্বীয় জননী দেবহূতিকে কহিতেছেন,—

"দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ম্মণাম্।
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা॥
অনিমিত্তা ভাগবতি ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।
জরয়ত্যাশু যা কোশং বিগীর্ণমনলো যথা॥"

শ্রীমদ্ভাগবত। ৩।২৫

'মাতঃ! যাহাদের দ্বারা শব্দ, স্পর্শাদি বিষয়ের অনুভব হয়, সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি সেই সকলের যে স্বাভাবিকী বৃত্তি, তাহাকেই নিষ্কামা ভাগবতী ভক্তি বলা যায়। সশুদ্ধ পুরুষের পক্ষে তাহা মুক্তি অপেক্ষাও গরীয়সী! বেদ-বিহিত-কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মিলে পর, ইন্দ্রিয় সকলের ঐ বৃত্তির উদ্রেক হয়। ঐ প্রকার ভক্তি-প্রসঙ্গে মুক্তি ও হইয়া থাকে। জীবের জঠরস্থ অনল যেমন ভুক্ত অন্ন জীর্ণ করে, তদ্রূপ সেই ভক্তিও শীঘ্র লিঙ্গ-শরীরকে দগ্ধ করে।

"মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যাঃ ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥
সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
স এব ভক্তিযোগস্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥"

শ্রীমদ্ভাগবত। ৩।২৯

'উত্তাল-তরঙ্গ অনন্ত মহার্ণবে গঙ্গাসলিল-ধারার ন্যায় যে মনোগতি আমার গুণশ্রবণমাত্র ফলানুসন্ধান না করিয়া, ভেদ-দর্শন-রহিত হইয়া, সর্ব্বান্তর্যামী আমাতে অর্থাৎ পুরুষোত্তমে অবিচ্ছিন্নভাবে নিহিত হয়, সেই মনোগতিরূপ ভক্তি,—নির্গুণ-ভক্তিযোগের লক্ষণ। নির্গুণ-ভক্তিকামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকদিগকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং সাযুজ্য—এই সকল মুক্তি দিতে চাহিলেও, তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না। তাঁহারা আমার সেবা ভিন্ন কিছুই গ্রহণ করিতে চাহেন না। জননি! এ প্রকার ভক্তিযোগকেই আত্যন্তিক ভক্তি বলা যায়। এই ভক্তিযোগেই ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া, ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তি হয়।' মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন,—

"পরাং কৃত্বৈব সর্ব্বেষাং তথা হ্যাহ।"

শাণ্ডিল্যসূত্র। ২।২

'পরা-ভক্তি প্রভাবে প্রত্যেকেই মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।' ভগবদ্‌গীতাতে ভগবান্ স্বয়ং কহিয়াছেন,—"ভক্তিং পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যতা-সংশয়ম্।" 'আমার প্রতি যাঁহার পরা-ভক্তি জন্মে, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হন।' অপিচ, ভগবান্ ভাগবতে কহিয়াছেন,—

"যথাগ্নি হেমং মলং জহাতি,
ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতি চ রূপম্।
আত্মা চ কর্ম্মানুশয়ং বিধূয়,
মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্॥"

শ্রীমদ্ভাগবত॥ ১১।১৭

'যেমন সুবর্ণ অনলতাপিত হইয়া মল ত্যাগ করে এবং পুনর্ব্বার নিজরূপ লাভ করিয়া থাকে; সেইরূপ সাধকের জীবাত্মা মদ্ভক্তিযোগে কর্ম্ম-বাসনা ত্যাগ করিয়া, মৎস্বরূপতা লাভ করে।' সেই অবস্থাই মুক্তি বা মোক্ষ। যিনি পরা-ভক্তির রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতিমা-পূজাদি বাহ্য-অনুষ্ঠানের আবশ্যক করে না। মহান্ প্রেম-সমুদ্র তাঁহার হৃদয়ে তখন প্রবেশ করে। তখন তিনি সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রিয়তম প্রেমময়কে দেখিতে পান। এরূপ ভক্ত এখনও জগতে আছেন, জগৎ কখনই এতাদৃশ ভক্তশূন্য হয় না।

এই ভক্তিকে চারি লক্ষণে লক্ষণান্বিত করিতে পারা যায়। প্রথম লক্ষণ, ভক্তি—"জ্যোতীরূপাঃ;" দ্বিতীয় লক্ষণ, ভক্তি—"ভাব" পদার্থ; তৃতীয় লক্ষণ, ভক্তি—"দ্রাবণাত্মিকা" এবং চতুর্থ লক্ষণ, ভক্তি একটি "রস।" ভক্তিকে জ্যোতীরূপা কেন বলা যায়? না, যে অতি মূর্খ, ভক্তির উদয়ে তাহার হৃদয় ও জ্যোতিয়ান্ হইয়া উঠে। অজ্ঞান তিমির তাহার প্রাণের প্রাঙ্গণ হইতে বিদূরিত হইয়া যায়। তাহার অন্তর তখন বেদ্-বেদান্তের বিমল জ্যোতিতে স্নাত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এতল্লক্ষণের একটি জীবন্ত প্রমাণ। তিনি সম্ভবতঃ স্কুল-কলেজের বা টোলের শিক্ষা পান নাই। ব্যবহারিক হিসাবে তিনি বিদ্বান্ ছিলেন না। অথচ, তাঁহার কথাবার্ত্তায় যে সকল উপাদেয় উপদেশ-রত্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়, সমগ্র শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়াও, একত্র সে রত্ন হস্তগত করা যায় কি না, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ। তাই বলা যায়, ভক্তি জ্যোতীরূপা। আর, ভক্তিকে যে ভাব পদার্থ বলা যায়, তাহার কারণ, এই 'ভাব' একটি সাধারণ ভাব নহে, ইহা একটি ক্ষীণ-নির্ঝরের ক্ষীণ-ধারা নহে; এই ভাব একটি গম্ভীরভাবের বিপুলতোয়া মন্দাকিনী। প্রাণের বন্ধুর-ভূমিতে যখন এই ভাব-মন্দাকিনী বিপুলবেগে খরস্রোতে ছুটিতে থাকে, তখন প্রাণের বন্ধুরতা আর থাকে না,—তখন প্রাণ আলোড়িত বিলোড়িত হইয়া যায় ও ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আর একরূপ হইয়া পড়ে। যাহার প্রাণে এই পূত-সলিলা ভাব-মন্দাকিনী বহিতে থাকে, সে পৃথিবীতে থাকিয়াও অপার্থিব হইয়া উঠে। এমন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে বিভোর হইয়া পড়ে যে, তাহার অন্তর প্রকৃতির রাজ্য ছাড়াইয়া, এক অলৌকিক আনন্দময় রাজ্যে গিয়া উপনীত হয়। অন্তর সে রাজ্যের কথা সহজে ভুলিতে চায় না; তন্ময় হইয়া, সেই রাজ্যে সতত বসবাস করিবার ইচ্ছা করে। সেখানে উত্তেজক বাক্য আছে, ভীতি-সূচক বাক্য আছে; কিন্তু হিংসা নাই। পরুষ বাক্য আছে; কিন্তু ক্রোধ নাই। তন্ময়তা আছে; কিন্তু মোহ নাই। স্থূলতঃ দুঃখ নাই বা দুঃখের কোনও কারণ নাই। থাকিলেও, ভাব অলৌকিক শক্তি বলে, দুঃখের কারণগুলিকে পর্য্যন্ত আনন্দের ছাঁচে ঢালিয়া, সুখময় করিয়া তুলে। তখন সবই যেন সরস সুন্দর। তখন সে নীরধির নীলাম্বু-অঙ্গে শ্যামনটবরের শ্যামলতনু-রুচি দেখিতে পায়; দেখিতে পায়,—

"বৃষভানুসুতা পরমা প্রকৃতিঃ,
পুরুষো ব্রজরাজ-সুত-প্রকৃতিঃ।
মুহুর্নৃত্যতি গায়তি বাদয়তে,
সহ গোপিকয়া বিপিনে রমতে॥"

রাসগীতা।

শ্রীমতি রাধিকা বৃষভানুনন্দিনী পরমা প্রকৃতি, পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ তন্মধ্যে সুশোভিত; তাঁহারা উভয়ে নৃত্য করিতেছেন, গান করিতেছেন ও বেণুবাদন করিতেছেন, গোপীগণ তাঁহাদের সঙ্গিনী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবের প্রবাহে এইরূপ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। তাই শ্রীমতি রাধিকা, তমাল-তরুকে 'প্রাণসখা' বলিয়া, আলিঙ্গন করিয়াছিলেন; কলিপাবন প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ নীল সলিলের নীলোর্ম্মি মাঝে ভাবাবেশে লুটাইয়া পড়িয়াছিলেন; শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সহধর্ম্মিণীকেও মাতৃমূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলেন। এই ভাব অনুভূতির বিষয়। সাধন-পথে আরূঢ় হইলে এবং অন্তর্মুখ হইতে পারিলে, তবেই এই ভাবের ব্যাপার—সাধন-ব্যাপার বুঝিতে পারা যায়। আর, ভক্তিকে যে দ্রাবণাত্মিকা বলা হইয়াছে, তাহার কারণ, ইহা পাষাণকেও কুসুম-কোমল করিয়া থাকে। অতি বড় কঠিন হৃদয়ও ভক্তির সংস্পর্শে গলিয়া যায়। শুধু গলে না, গলিয়া প্রেমের ফোয়ারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া, গো-মুখ বহিয়া তারাকার ধারায় ছুটিতে থাকে। তাই দুর্দ্দান্ত পাপিষ্ঠ পামর জগাই-মাধাই হেন দস্যুর কঠিন কঠোর-হৃদয় প্রেম-পুলকে পুলকিত হইয়া, গলিয়া গিয়াছিল। যেরূপ পরশমণির সংস্পর্শে ইতর ধাতু ও কাঞ্চনে পরিণত হয়; তদ্রূপ, ভক্তির উচ্ছ্বাসে দস্যুহৃদয়ও সুকোমল হইয়া উঠে। তাই রত্নাকর দস্যু, নারদ-প্রদত্ত ভক্তিমন্ত্রে ভক্ত-চূড়ামণিতে পরিণত হইয়াছিলেন। তাই বলা হইয়াছে, ভক্তি-দ্রাবণাত্মিকা। হৃদয়কে দ্রবীভূত করিতে, এমন ঐন্দ্রজালিক জিনিষ আর দ্বিতীয় নাই। আর, ভক্তিকে যে 'রস' বলা হইয়াছে, তাহার কারণ, ইহার কণামাত্র হৃদয়ে উদ্রেক হইলে, মন-প্রাণকে মধুর-রসে আপ্লুত করে। এই রসের আবার, দুইটি প্রকৃতি। একটী স্থায়ী, অপরটি ব্যাভিচারী বা অস্থায়ী। প্রাণে ভক্তির উদ্রেক হইলে, যখন বাহ্যতঃ কোন প্রকার চাঞ্চল্য বা পরিবর্ত্তন ঘটে না, কেবল একটা নিত্য আনন্দের ধারা প্রাণের মধ্যে বিরাজ করিতে থাকে, তখন সেইটীকে স্থায়ীভাব বা আনন্দাত্মিকারতি বলে। আর, যখন ভক্তির উচ্ছ্বাসে বাহ্য চাঞ্চল্য দেখা যায়, যখন পুলক, রোমাঞ্চ, গদ্‌গদ্‌-ভাষণ, অশ্রুপাত, নর্ত্তন, ক্রন্দন, উৎকণ্ঠা, গান, দৈন্য, মুহুর্ম্মুহুঃ শ্বাস প্রভৃতি প্রকাশ পায়, তখন ভক্তির সেই অবস্থাটিকে অস্থায়ী বা ব্যাভিচারী বলা যায়। এই ভাব হইতেই প্রেম-ভক্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রেম-ভক্তি ভক্তির একটি উপাদেয় অবস্থা। ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পুঞ্জ পুঞ্জ সুকৃতি ও কঠোর সাধনাসাপেক্ষ।

———০———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অপরা-ভক্তি কাহাকে বলে?

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, পরা-ভক্তি কাহাকে বলে এবং পরা-ভক্তি দ্বারা যে জীবের মুক্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী, তাহা কথঞ্চিৎ অবগত হইলাম;—"ত্বপরা নবধা মতা" কিন্তু, নবধা অপরা-ভক্তি কাহাকে বলে এবং তাহার ফল কি?

গৌণীত্রিধাগুণভেদাদার্ত্তাদিভেদাদ্বা।

নারদসূত্র। ৭৬

ভক্তি-শাস্ত্রের প্রধান আচার্য্য দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন,—'গুণভেদে অর্থাৎ সত্ত্ব, রজস্তমোভেদে—সাত্ত্বিক-ভক্তি, রাজসিক-ভক্তি ও তামসিক-ভক্তি এবং আর্ত্তাদি-ভেদে আর্ত্তি-ভক্তি, জিজ্ঞাসা-ভক্তি ও অর্থার্থিকা-ভক্তি,—এইরূপে ভক্তি তিন প্রকার হইয়া থাকে; এই ত্রিবিধা-ভক্তিকে অপরা-ভক্তি বলে। দেবীভাগবতে ভগবতী হিমালয়কে কহিতেছেন,—

"গুণভেদান্মনুষ্যাণাং সা ভক্তিস্ত্রিবিধা মতা॥
পরপীড়াং সমুদ্দিশ্য দম্ভং কৃত্বা পুরঃসরম্।
মাৎসর্য্যক্রোধযুক্তো যস্তস্য ভক্তিস্তু তামসী॥
পরপীড়াদিরহিতঃ স্বকল্যাণার্থমেব চ।
নিত্যং সকামো হৃদয়ে যশোঽর্থী ভোগলোলুপঃ॥
তত্তৎফলসমাবাপ্তৈ মামুপাস্তেঽতি ভক্তিতঃ।
ভেদবুদ্ধ্যা তু মাং স্বস্মাদন্যাং জানাতি পামরঃ।
তস্য ভক্তিঃ সমাখ্যাতা নগাধিপ তু রাজসী॥
পরমেশার্পণং কর্ম্ম পাপসংক্ষালনায় চ।
বেদোক্তত্বাদবশ্যং তৎ কর্ত্তব্যস্তু ময়ানিশম্॥
ইতি নিশ্চিতবুদ্ধিস্তু ভেদবুদ্ধিমুপাশ্রিতঃ।
করোতি প্রীতয়ে কর্ম্ম ভক্তিঃ সা নগ সাত্ত্বিকী॥
পরভক্তেঃ প্রাপিকেয়ং ভেদবুদ্ধ্যবলম্বনাৎ।
পূর্ব্বে প্রোক্তে হ্যভে ভক্তী ন পরপ্রাপিকে মতে॥"

দেবীভাগবত।৭।৩৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'সত্ত্ব, রজস্তমঃ—এই ত্রিবিধ গুণভেদে মনুষ্যগণের ভক্তি ত্রিবিধা বলিয়া উক্ত আছে। যে ব্যক্তি মাৎসর্য্য বা ক্রোধের বশীভূত হইয়া, দম্ভ পুরঃসর অপরকে ক্লেশ দিবার নিমিত্ত ভক্তিমান্ হয়, তাহার ভক্তি তামসী এবং যে ব্যক্তি যশঃপ্রার্থী বা ভোগলোলুপ হইয়াও অন্যের ক্লেশোৎপাদনাদি না করিয়া, কেবল প্রার্থিত ফল-লাভরূপ স্বীয় কল্যাণার্থ সকামহৃদয়ে জীব-ব্রহ্মের ভেদ-বুদ্ধি-নিবন্ধন আমাকে আপনা হইতে পৃথক জ্ঞানকরতঃ অতি ভক্তিসহকারে নিরন্তর আমার উপাসনা করে, তাহার তাদৃশী ভক্তিকে রাজসী বলিয়া জানিবে। আর, যে ব্যক্তি জীব ও ব্রহ্মে ভেদ-বুদ্ধি রাখিয়া, কর্ম্ম সকল যখন বেদে উক্ত হইয়াছে, তখন অবশ্যই আমার সর্ব্বথা করণীয়, এইরূপ স্থির নিশ্চয় করতঃ কর্ত্তব্য-কার্য্যের অকরণ জন্য পাপক্ষালন ও আমার প্রীতিসাধন নিমিত্ত বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক পরমেশ্বররূপিণী আমাতেই কর্ম্মফল অর্পণ করে, হে নগাধিপ! তাহার সেই ভক্তিই সাত্ত্বিকী ভক্তি। কিন্তু ঐ সাত্ত্বিকী ভক্তিতেও জীবেশ্বরে ভেদ-বুদ্ধি থাকায়, উহা পরমেশ্বরে পরম প্রেমরূপ পরমাভক্তি নহে। তবে উহা হইতে পরা-ভক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত তামসী ও রাজসী—এই উভয়বিধ ভক্তি কদাচ পরা-ভক্তির প্রাপিকা হইতে পারে না। এ জন্য সাত্ত্বিকী ভক্তির আশ্রয় করা কর্ত্তব্য।' ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন,—

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥
উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্।"

ভগবদ্গীতা ৭

'আর্ত্ত, আত্মজ্ঞানাভিলাষী, অর্থাভিলাষী ও জ্ঞানী,—এই চারি প্রকার পুণ্যবান্ লোক আমার আরাধনা করিয়া থাকে। তন্মধ্যে অতিমাত্র ভক্ত ও যোগযুক্ত জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ; আমি জ্ঞানবানের ও জ্ঞানবান্ আমার একান্ত প্রিয়। পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার উপাসকই মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু আমার মতে জ্ঞানীই আমার স্বরূপ, তিনি মদেকচিত্ত হইয়া, আমাকে একমাত্র উত্তম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গতি অবধারণকরতঃ আশ্রয় করিয়া থাকেন।' ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য মহর্ষি শাণ্ডিল্যও উক্ত কথার সমর্থন করিয়া কহিয়াছেন,—

"গৌণং ত্রৈবিধ্যমিতরেণ স্তুত্যর্থত্বাৎ সাহচর্য্যম্।"

শাণ্ডিল্যসূত্র।২।২

'ভক্তিসাধনের গৌণমুখ্যভাব বিদ্যমান আছে।' ভগবদ্গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—'আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী —এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তি-আমার ভজনা করে। কিন্তু ঐ চতুর্ব্বিধ ভক্তের মধ্যে ত্রিবিধ গৌণ; চতুর্থ জ্ঞানী, শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানীর সাহচর্য্য নিবন্ধন উক্ত ত্রিবিধ ভক্তের অর্থাৎ আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী প্রভৃতির শ্রেষ্ঠতা হইয়াছে। রাজারাজেশ্বরের সহিত যেমন রাজমন্ত্রীগণের উল্লেখ করা হইয়া থাকে, অর্থাৎ 'নৃপতি সমভিব্যাহারে মন্ত্রীগণ থাকিলে, তাঁহারাও তদ্রূপ গৌরব বিশিষ্ট হয়েন, তদ্রূপ জ্ঞানীর সাহচর্য্যনিবন্ধন ত্রিবিধ গৌণভক্তের শ্রেষ্ঠতা জানিবে।'

তাৎপর্য্য এই যে, বৈধ জীবনাবস্থিত সুকৃত ব্যক্তিদিগের মধ্যে চারি প্রকার লোকে ভগবান্‌কে ভজনা করিতে যোগ্য হয়। তন্মধ্যে যাঁহারা কাম্যকর্ম্মপরায়ণ, তাঁহারা প্রাপ্ত-ক্লেশ দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া, ভগবান্‌কে মনে করেন। ইঁহারাই আর্ত্ত-ভক্ত। নৈতিক মূঢ়গণ তত্ত্বজিজ্ঞাসাক্রমে যখন ঈশ্বরের প্রয়োজনিতা বোধ করে, তখন জিজ্ঞাসানুরূপে ক্রমশঃ ভগবান্‌কে স্মরণ করে। নৈতিকগণ নীতিগত ঈশ্বরে সন্তুষ্ট না হইয়া, যখন নীতির অধীশ্বরকে জানিতে পারে, তখন তাহারা বৈধভক্ত হইয়া, অর্থার্থী-রূপে ভগবান্‌কে স্মরণ করে। যখন ব্রহ্মপরমাত্মজ্ঞানকে অপূর্ণ জানিয়া, ভগবানের শুদ্ধ ভগবৎজ্ঞানকে আশ্রয় করে, তখন মায়াদ্বারা আচ্ছন্নজ্ঞান পুরুষের মায়াচ্ছাদন হইলে, জীব ভগবৎ-স্বরূপের নিত্য দাস বলিয়া, ভগবানের প্রপত্তি অর্থাৎ প্রাপ্তি স্বীকার করে। ফলতঃ আর্ত্ত-ভক্তদিগের কামরূপ কষায়, জিজ্ঞাসুভক্তদিগের সামান্য নৈতিক জ্ঞানবদ্ধতারূপ কষায়, অর্থার্থী ভক্তদিগের সামান্য পারলৌকিক স্বর্গাদি প্রাপ্তি-আশারূপ কষায় এবং জ্ঞানী-ভক্তদিগের ব্রহ্মলয় ও ভগবত্তত্ত্বের অনিত্যত্ব-বুদ্ধিরূপ কষায় দূর হইলে, ঐ চারিপ্রকার ভক্ত ভগবদ্ভক্তি-লাভে অধিকারী হইতে পারে। যে পর্য্যন্ত উক্তরূপ কষায় থাকে, সে পর্য্যন্ত ঐ সকল ভক্তের ভক্তি প্রধানীভূতা; পূর্ব্বোক্ত কষায় সকল দূর হইলে, কেবলা অকিঞ্চনা বা উত্তমা ভক্তি লাভ করে। কষায়-শূন্য আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—ভগবৎপর হইয়া,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত হয়। কিন্তু, তন্মধ্যে জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞানরূপ কষায় পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধজ্ঞান লাভকরতঃ ভক্তিযোগ যুক্ত হইয়া, অন্যান্য তিন প্রকার ভক্তগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, স্বভাবতঃ জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা চৈতন্যস্বরূপ জীবের স্বরূপ লাভ যত বিশুদ্ধ হয়, কর্ম্মাদিগের কর্ম্মকষায়-শূন্য হইলেও, স্বস্বরূপাবস্থিতি তত বিশুদ্ধ হয় না। ভগবদ্ভক্তসঙ্গক্রমে সকলেরই স্বরূপাবস্থিতি চরমে লব্ধ হইয়া পড়ে। সাধন দশায় উক্ত চারি প্রকার অধিকারীর মধ্যে এক ভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানী ভক্তই ভগবানের বিশুদ্ধ দাস এবং ভগবান্‌ও তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়। আবালবিরাগী জ্ঞানবান্ বৈরাগ্যরসিক শুকদেব গোস্বামী প্রভৃতির ভগবৎজ্ঞান স্ফূর্ত্তিই উহার জলন্ত উদাহরণ। শুদ্ধজ্ঞানলব্ধভক্তগণের সাধনকালীয় ভগবৎ-কৈঙ্কর্য্য বিশুদ্ধ চিন্ময়। জড় গন্ধ তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। কেবলা-ভক্তি স্বীকারকরতঃ পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার অধিকারী সকলেই পরম উদার হন। কিন্তু, জ্ঞানী ভক্তের আত্মনিষ্ঠতা অর্থাৎ চৈতন্যনিষ্ঠতা অধিকতর প্রবল থাকায়, চৈতন্যগতিরূপ সর্ব্বোত্তম গতি যে ভগবান্, তাঁহাতে অবস্থিত হন। তিনি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। তিনি ভগবান্‌কে অত্যন্ত বশীভূত করেন। জ্ঞানী ভক্ত শুধু ভক্তিবশতঃই ভগবানের ভজনা করেন অর্থাৎ কোনরূপ কামনা না করিয়া ভগবদর্চ্চনা করেন; কিন্তু আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী ভক্তগণ ভগবানের আরাধনা করিয়া, তাহার পুরস্কার স্বরূপ কিছু আশা করেন। প্রত্যেকেই কামনানুরূপ বস্তু পাইয়া থাকেন। কেন না, ভগবান্ স্বয়ং কহিয়াছেন,—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"

ভগবদ্গীতা।৯

'যাহারা অনন্যমনে আমাকে চিন্তা ও আরাধনা করে, আমি সেই সকল মদেকনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে যোগক্ষেম প্রদান করিয়া থাকি।' বাস্তবিক, তিনি যে কল্পতরু। কল্পতরুতলে দাঁড়াইয়া, যিনি যে ফল কামনা করেন, তিনি তাহাই পাইয়া থাকেন। অতএব, জ্ঞানার্থী জ্ঞান, অর্থার্থী অর্থ প্রাপ্ত হন। পরন্তু, যিনি কামনা-শূন্য হইয়া, ভক্তিবশতঃই ভগবৎ ভজনা করেন, তিনি ভগবান্‌কেই পাইয়া থাকেন। তখন ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে আর প্রভেদ থাকে না; সেই কথা ভগবান্ স্বয়ং কহিয়াছেন,—"জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—'জ্ঞানী ভক্তদিগকে আমি আত্মবৎ মনে করি।' সুতরাং এই সকল আলোচনা করিয়া, এক্ষণে জানা গেল যে, পাপনাশ এবং বিপদুদ্ধারের জন্য যে স্মরণ-কীর্ত্তনাদি করে, তাহাই আর্ত্তি-ভক্তি; অর্থাৎ পাপগ্রস্ত ও বিপন্ন হইলেই লোকে ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করে; ইহাই 'আর্ত্ত-ভক্তি।' ভগবৎ-জ্ঞানের জন্য যে যজ্ঞাদি আচরণ, তাহাকে 'জিজ্ঞাসা-ভক্তি' বলে এবং যাঁহারা জ্ঞান-প্রাপ্ত্যর্থ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা জিজ্ঞাসু ভক্ত। আর, জ্ঞানের নিমিত্ত স্ববর্ণাশ্রমবিহিত বেদোক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠানই 'জিজ্ঞাসা-ভক্তি'; এই জিজ্ঞাসা-ভক্তি অর্থার্থিকা। ভক্তি দুই প্রকার; তন্মধ্যে একরূপ ভক্তি কর্ম্মভক্তির নিমিত্ত ক্রিয়মাণ হয়; আর, রাজ্য-স্বর্গাদি লাভের জন্য যে ভগবৎনাম-গুণকীর্ত্তনাদি, তাহাই অন্যরূপ—'অর্থার্থিকা-ভক্তি।' যদি বল যে, ভগবন্নাম-গুণকীর্ত্তনাদি ভক্তির অঙ্গ হইলে, আর্ত্তি প্রভৃতি ভক্তির শ্রেষ্ঠতা কিরূপে ঘটিতে পারে? তদুত্তরে মহর্ষি শাণ্ডিল্য কহিয়াছেন,—

"বহিরন্তরস্থমুভয়মবেষ্টিসববৎ।"

শাণ্ডিল্যসূত্র।

'উহারা—"অবেষ্টি" ও "সব" নামক যজ্ঞদ্বয়ের ন্যায় পরা-ভক্তির ভিতর-বাহির উভয়ই হইতে পারে।' অর্থাৎ স্মরণ-কীর্ত্তনাদি পরা-ভক্তির অঙ্গ। আর্ত্তি-ভক্তি প্রভৃতি তদন্তর্ভূত। অন্তর্ভূত কর্ম্মের আরম্ভ না করিয়া, প্রধান কর্ম্মের ফললাভ হয় না; সুতরাং আর্ত্তি-ভক্তি প্রভৃতিরও শ্রেষ্ঠতা আছে। যেরূপ রাজসূয় যজ্ঞের অন্তর্গত "অবেষ্টি" নামক কর্ম্ম না করিলে, যজ্ঞ নিষ্ফল হয় এবং "বৃহস্পতি সব" নামক যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ হইয়াও, বাজপেয় যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপে কথিত আছে; তদ্রূপ আর্ত্তি-ভক্তি প্রভৃতি স্মরণ-কীর্ত্তনাদির অন্তর্ভূত হইলেও, তাহাদিগের উৎকর্ষ জানা যায়। এই সমস্ত প্রমাণ দ্বারা বুঝাইল যে, নৈমিত্তিক অঙ্গরূপে সমস্ত কার্য্যেরই প্রবৃত্তি আছে। সুতরাং স্বর্গাদি ফলসাধন আর্ত্তি-ভক্তি প্রভৃতির শ্রেষ্ঠতাবিরুদ্ধ নহে। যাহাই হউক, এক্ষণে দেখা যাউক, ভক্তির নবধা অঙ্গ কি কি?

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত। ৭।৫

ভক্তির প্রথম অঙ্গ,—স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্ব্বজীবের—"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" চিরসখা ত্রিতাপহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবতার—রাম-কৃষ্ণ-বামন, মীন-কূর্ম্ম-বরাহাদি অবতার সকলের বাল্য-লীলাদি শ্রবণ ; দ্বিতীয় অঙ্গ, ভব-পারাবারের কাণ্ডারী, সংসার-সাগর-তরী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর উক্ত অবতার সকলের নাম-গুণাদি কীর্ত্তন ; তৃতীয় অঙ্গ,—বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ-বিরাট-পুরুষ শ্রীবিষ্ণুর অবতার সকলের করচরণাদিবিশিষ্ট মূর্ত্তির চিন্তন ; চতুর্থ অঙ্গ,—সর্ব্বেশ্বর-সর্ব্বরূপ-সর্ব্বস্বরূপ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু গদাধরের পাদসেবন ; পঞ্চম অঙ্গ,—অনন্তমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর অবতার সকলের পঞ্চোপচারে, দশোপচারে, ষোড়শোপচারে শ্রদ্ধাসহকারে পূজন ; ষষ্ঠ অঙ্গ,—ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর অবতার মূর্ত্তি সকলের বন্দন ; সপ্তম অঙ্গ, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর অবতার সকলের পরিচর্য্যায় অথবা তাঁহার পরম ভক্তগণের পরিচর্য্যায় দাস্যভাব স্থাপন ; অষ্টম অঙ্গ,—চিরসখা নিদানের বন্ধু ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর যাঁহারা পরমভক্ত, তাঁহাদের সহিত সখ্যতা স্থাপন ; আর, ভক্তির নবম অঙ্গ,—আমার বলিয়া যাহা কিছু—দেহ, গেহ, প্রাণ-মন, পুত্র-কলত্র, সুখৈশ্বর্য্য প্রভৃতি যথা সর্ব্বস্ব, সেই সাধনার ধন, নিদানের বন্ধু, ভব-পারাবারের কাণ্ডারী, সংসার-সাগর-তরী,—"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে সমর্পণ করিয়া, অর্থাৎ পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজন, আপন দেহ গেহ, সুখৈশ্বর্য্যের মায়া-মমতা, আশা-ভরসা, আধি-ব্যাধি, শোক-তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা, ভূত-ভবিষ্যৎ সমস্তই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিয়া, তাঁহার উপর আত্মনির্ভর করিয়া, নিশ্চিন্ত-চিত্তে অহর্নিশ তাঁহার চিন্তায় নিরত হইয়া, কালযাপন করা—ভক্তির এই নবধা অঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 'শ্রবণ-ভক্তি', যথা—

যেনাপি কেন করণেন চ শব্দপুঞ্জং,
যত্র ক্বচিচ্ছিব পরং শ্রবণেন্দ্রিয়েণ।
স্ত্রীকেলিবদ্ধদৃঢ়তরং প্রনিধীয়তে যৎ,
তদ্বৈ বুধাঃ শ্রবণমত্র জগৎপ্রসিদ্ধম্॥

শিবপুরাণ। বিদ্যেশ্বর।২

স্ত্রীকেলিতে যেরূপ কামনা-বিজড়িত কামার্ত্ত কামুক পুরুষের মনের আসক্তি হয়, যে কোন কারণে, যে কোন স্থানে জগন্নিদান জগদীশ্বরের উদ্ভূত ভগদ্বিষয়ক বচনাবলীতে শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা তদ্রূপ যে দৃঢ়তর আসক্তি, তাহাই ভক্তির প্রথম অঙ্গ—"শ্রবণ" বলিয়া, অসীম সুষমাকর এই নরনিবাসভূমি সুবিশাল বসুন্ধরায় প্রসিদ্ধ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে, ভক্তপ্রবর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈরাগ্যরসিক শ্রীমৎ শুকদেব গোস্বামী কহিয়াছেন,—

"পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং,
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং,
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্॥"

শ্রীমদ্ভাগবত। ২।২

'যাঁহারা, সাধুদিগের আত্মস্বরূপে প্রকাশমান ভগবানের কথামৃত শ্রবণপুটদ্বারা পান করেন; অতি দূষিত হইলেও, তাঁহাদিগের অভিপ্রায় পবিত্র হইয়া উঠে; সুতরাং তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম প্রাপ্ত হন।' আর, কীর্ত্তন-ভক্তি, যথা—

গীতাস্তনা শ্রুতিপদেন চ ভাষয়া বা,
শম্ভুপ্রতাপ-গুণ-রূপ-বিলাস-নাম্নাম্।
বাচা স্ফুটস্বরসবৎ স্তবনং যদস্য,
তং কীর্ত্তনং ভবতি সাধনমত্র মধ্যম্॥

শিবপুরাণ। বিদ্যেশ্বর।২

ত্রিতাপহারী ভগবান্ শ্রীহরির বা ভব-দুঃখহারী ভগবান্ ত্রিপুরারি শ্রীহরের প্রতাপ, গুণ, রূপ, বিলাস ও নাম প্রকাশক সঙ্গীত, বেদবাক্য বা স্ব স্ব কপোল-কল্পিত মাতৃ-ভাষা দ্বারা সানুরাগে তাঁহাদের যে স্তব, তাহাই মধ্যম সাধন কীর্ত্তন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। দেবর্ষি নারদ কহিয়াছেন,—

"ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা,
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থ কবিভির্নিরূপিতো—
যদুত্তমশ্লোকগুণানুবর্ণনম্॥"

শ্রীমদ্ভাগবত।১।৫

'বিবেকবান্ ব্যক্তিরা পবিত্রকীর্ত্তি ভগবানের গুণবর্ণনকেই তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, মন্ত্রপাঠ এবং দানের নিত্যফল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।' আর, স্মরণ-ভক্তি, যথা—

আত্মনঃ কেশবস্যাপি দ্বয়োরপি চ যত্নতঃ।
যদেকীকরণং তচ্চ বিষ্ণুস্মরণমুচ্যতে॥

পদ্মপুরাণ। ক্রিয়া। ১৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসারকোলাহল গণ্ডগোলের অন্তরালে গমন করিয়া, যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া, ক্ষিপ্ত আত্মাকে শান্ত করিয়া, কাম-ক্রোধাদি ষড়রিপু সংযত করিয়া, দুরন্ত দশেন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া, নির্লিপ্ত-চিত্ত হইয়া, একাগ্রচিত্তে স্বকীয় হৃদয়-কমলের রক্তিমদলে চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতিষ্মান্ পরমাত্মার সহিত সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত জীবাত্মার ঐক্যতা স্থাপনপূর্ব্বক অথবা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর,—কালী-তারা-মহাবিদ্যা,—রাম-কৃষ্ণ-বামন,—মীন-কূর্ম্ম-বরাহাদি মূর্ত্তির যথাভিমত কোন মূর্ত্তিকে হৃদয়কমলের রক্তিম-স্তবকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তন্ময় হইয়া, একাগ্রতার সহিত ধ্যান করাকে 'স্মরণ' বলে। বৈরাগ্য-রসিক ভক্তপ্রবর শ্রীমদ্ শুকদেব গোস্বামী কহিতেছেন,—

"বিদ্যাতপঃ প্রাণনিরোধমৈত্রী,
তীর্থাভিষেকব্রতদানজপৈঃ।
নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা,
যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে॥"

শ্রীমদ্ভাগবত।১২।৩

'হৃদয়বিহারী ভগবান্ শ্রীহরি হৃদয়স্থিত অর্থাৎ হৃদয়-কমলের রক্তিমদলে প্রতিষ্ঠিত হইলে, অন্তরাত্মা যেরূপ শুদ্ধিলাভ করেন —তেত্রিশকোটি দেবতার উপাসনা; কঠোর-কৃচ্ছ্র-উগ্রতপস্যা, প্রাণবায়ু-নিরোধ, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্ব্ব-জীবের সহিত মিত্রতা, প্রয়াগে-পুষ্করে, বারাণসী-হরিদ্বারে, সেতুবন্ধে-গঙ্গা-সাগরে, তীর্থে তীর্থে স্নান, কখন অনশন, কখন একাশন, কখন অর্দ্ধাশন, কখন পর্ণাশন, কখন কণা-ভক্ষণ, কখন বায়ুভক্ষণ, কখনও বা জলমাত্র পান করিয়া ব্রতসাধন, গো-হিরণ্যাদি দান ও মন্ত্রাদি জপ দ্বারা সেরূপ অত্যন্ত শুদ্ধি পাইয়া থাকে না।' আর, পাদসেবন-ভক্তি যথা—

পাদসেবনমেবাহুরস্যি সেবাং মনিষিণঃ।
গদাধরস্য পাদো বা গয়ায়াং পূজ্যতে যথা॥
পদ্যতে প্রাপ্যতে বিষ্ণোর্মূর্ত্তির্যত্র তদেব সঃ।
জঙ্গমানাং চ যে পাদাঃ পাদা বা তে হরেঃ স্মৃতম্॥
পচ্ছব্দশ্চরণে প্রোক্তো গঙ্গান্তঃ পাদ উচ্যতে।
তজ্জলং সেবনং তস্য স্নানপানাদিনা মতম্॥

অন্যত্র।

অসীম সুষমাকর এই নানাজীবসঙ্কুল নরাবাস ধরাধামে বিদ্বদ্বৃন্দ ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তবৃন্দ, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্ব্বজীবের ত্রিতাপহারী ভগবান্ শ্রীহরির যোগি-বৃন্দবন্দ্য পদারবিন্দযুগলের সেবা করাকেই 'পাদসেবন' বলিয়া, কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। পরন্তু, ত্রিতাপহারী ভগবান্ শ্রীহরি, কামনা-বিজড়িত ইন্দ্রিয়-পরায়ণ জীবের চর্ম্ম-চক্ষুর অগোচর; সুতরাং তাঁহার শ্রীচরণযুগলের সেবা করা, দুর্ভাগ্য-জীবের দুরদৃষ্ট সাপেক্ষ,—তেমন পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চিত না থাকিলে, —কিংবা কঠিন-কঠোররূপে তপস্যা করিতে না পারিলে,—অথবা, তেমন আত্মজ্ঞান না জন্মিলে, ভগবৎপদারবিন্দের দর্শনলাভ ঘটে না; তবে উপায় কি? যিনি অনুপায়ের উপায়; যোগিগণে যোগাসনে আজীবনকাল বায়ুরোধনে যে ধন পায়;—যাঁহার রাঙ্গাপায় জীব মোক্ষ পায়;—যাঁহার নামের গুণে জীবগণে ভব তুফানে পরিত্রাণ পায়;—দুরন্ত কৃতান্তের করাল-কবল হইতে মুক্তি পায়;—জননীর কঠোর জঠর-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পায়;— অনন্ত যাঁহার অন্ত না পায়; তিনি কলিকলুষিত জীবের দুর্গতি দর্শনে,— দয়াল প্রভু, জীবের যন্ত্রণায় যন্ত্রণা অনুভব করিয়া, গয়াতীর্থে পুণ্যধামে আবির্ভূত হইয়া, স্বীয় চরণ-চিহ্ন স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন; দুর্ভাগ্য-জীব তথায় যাইয়া, তাঁহার চরণ-সেবা করিলে, আপনাকে এবং ঊর্দ্ধতন ও অবস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষকে উদ্ধার করিতে পারিবে, সংশয় নাই। অথবা, ত্রিতাপহারী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পাদোদ্ভবা পতিতোদ্ধারিণী ত্রিলোকপাবনী স্বচ্ছতোয়া গঙ্গা, নরনিবাসভূমি এই সুবিশাল বসুন্ধরায়, করুণার এই স্বচ্ছ সুশীতল অনন্ত নির্ঝর উন্মুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। অভাগা নর তাহাতে অবগাহন, সেই জল পান করিলেই, ভগবৎ-পাদ-সেবন করিয়া, মুক্তিলাভ করিতে পারিবে; সংশয় নাই। পদ্মপুরাণে মহর্ষি কহিয়াছেন,—

"যত্র গঙ্গা মহারম্যা জাতা পুণ্যবিশেষতঃ।
বিষ্ণুপাদোদকী জাতা তচ্চরণস্পর্শনাত্ততঃ॥"

পদ্মপুরাণ। উত্তরঃ।২০

'যেখানে অতিরমণীয়া পতিতোদ্ধারিণী ত্রিলোকপাবনী গঙ্গা পুণ্য-বিশেষে ত্রিলোকেশ্বর ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পতিতোদ্ধারক শ্রীচরণ স্পর্শনে বিষ্ণুপাদোদকীভূতা হইয়াছিলেন, সেই স্থানে গিয়া, ত্রিলোকতারিণী ত্রিতাপ-নিবারিণী গঙ্গার সেবা করিলেই, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পাদসেবা করা হইবে।' আর, অর্চ্চন-ভক্তি, যথা—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্জায়তে হ্যনেনেতি বেদেস্বণস্ত যোজনা।
পূর্ভোগফলসিদ্ধিশ্চ জায়তে তেন কর্ম্মণা॥
মনোভাবাংস্তথা জ্ঞানমিষ্টভোগার্থযোজনাৎ।
পূজাশব্দার্থ এবং হি বিশ্রুতো লোকবেদয়োঃ॥

শিবপুরাণ। বিদ্যেশ্বর। ১৪

অর্চ্চন শব্দের অর্থ,—আরাধনা, পূজা ইত্যাদি। বেদে পূজা শব্দের অর্থ কহিয়াছেন,—'যাহা দ্বারা 'পূর্' উৎপন্ন হয়, তাহার নাম "পূজা।" পূর্ শব্দের অর্থ,—'ভোগ-ফল-সিদ্ধি,' উহা ঐরূপ ক্রিয়াতেই সিদ্ধ হয়। ঐ কর্ম্ম দ্বারা মনের অভিলষিত ভোগ এবং অভীষ্ট জ্ঞান সিদ্ধ হয়; সেই জ্ঞান এবং ইষ্টভোগ-রূপ অর্থের যোজক কার্য্যই লোকে এবং বেদে পূজা শব্দে বিশ্রুত। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ভক্ত উদ্ধবকে ঠিক ঐরূপ কথা কহিয়াছেন,—

"এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ।
অর্চ্চন্নুভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তো বিন্দত্যভীপ্সিতম্॥"

শ্রীমদ্ভাগবত। ১১।২৭

'হে উদ্ধব! পুরুষ এইরূপ বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়াযোগ দ্বারা ভগবানের পূজা করিয়া, কি ইহলোকে কি পরলোকে উভয় লোকে আমার নিকট অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।' সে পূজা কেমন?

যঃ প্রসন্নস্বভাবেন বিষ্ণুং বা রুদ্রমেব বা।
যথাশক্ত্যার্চ্চনং ভক্ত্যা এতদীশ্বরপূজনম্॥

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

এই নরাবাস ধরাধামে যশোমানের আশা পরিত্যাগ করিয়া, আড়ম্বরের মিথ্যাভান ছাড়িয়া, ধন-জন-যৌবনের দুর্জ্জয় অভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া, ষড়রিপু সংযত করিয়া, ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া, নির্লিপ্ত-চিত্ত হইয়া, অকার্পণ্যচিত্তে প্রসন্নমনা হইয়া, কায়মনোবাক্যে সাধ্যানুসারে পঞ্চোপচারে বা দশোপচারে অথবা ষোড়শোপচারে শ্রদ্ধা সহকারে জগন্নিদান শ্রীবিষ্ণুর বা জগন্নিয়ন্তা মহেশ্বরের অথবা জগদ্ধাত্রী মহেশ্বরীর পূজা করার নাম 'অর্চ্চন।' কিন্তু, আজকাল প্রায়ই অনেকে এ ভাবের ধার দিয়াও চলেন না,—কেবল বাদ্যের ঘটা, নৈবেদ্যের রাশি করিয়া, ধূম-ধামের গুতায় জীবজগৎ চকিত করিলেই ভগবানের পূজা হইল বলিয়া মনে করেন। পরন্তু,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাতে কি সত্য সত্যই ভগবানের পূজা হয়? আমার ত বিশ্বাস হয় না। কেন না, প্রকৃত ভক্তের পূজা—আড়ম্বর-শূন্য। সে পূজায় উচ্ছ্বাস নাই, উদ্বেগ নাই, তরঙ্গ নাই; তাহা—অচঞ্চল. প্রশান্ত, অন্তঃশীলা প্রবহমান্। অনেক সময়, অনেক সাধক-শ্রেষ্ঠ দেবচরিত মহাত্মা ও, সে ভাব বুঝিতে পারেন না। এমন ভক্ত সংসারে কয়জন আছে? ভক্তিতত্ত্ব কয়জন জগতে জানে? ভক্তির পূজায় বাহিরের আড়ম্বর আদৌ নাই। সে মানস-পূজা—মনে হয়, কোণে হয়, আর বনে হয়। তখন ভাবময় ভগবান্ মাটিতে নন, ঘটে নন, পটে নন। তখন তিনি অনলে-অনিলে-সলিলে,—পাদপে-প্রান্তরে-প্রস্তরে,—জল-স্থল-মরুদ্ব্যোম-বিশ্বচরাচরে। তখন প্রতি-অণু-পরমাণুতে ভগবানের প্রতিবিম্ব—পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গম, নর-অমর প্রতি ভূতে ভাবময় ভগবানের প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হয়। সে পূজার মন্ত্র নাই, যন্ত্র নাই, তন্ত্র নাই। "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" ধ্বনি মাত্র সে মহাপূজার মহামন্ত্র। নয়নের অশ্রু সে পূজার গঙ্গাজল কাম-ক্রোধাদি ষড়রিপু সে পূজার উপহার। ক্রন্দন, নর্ত্তন. স্বেদ, কম্পন, পুলক—সে পূজার নৈবেদ্য। "কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে" রবে জগৎভরা ভৈরব প্রতিধ্বনি সে পূজার বাদ্যভাণ্ড। জানিও—প্রকৃত ভক্তের পূজা-পদ্ধতি এইরূপ। শুধু বাহ্য-আড়ম্বরে কেহ ভক্ত হইতে পারে না। শিবপুরাণে মহামহিম সৃষ্টিকুশল বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা, সুত মুনিকে কহিতেছেন,—

"স্বজাত্যুক্তন্তু যৎকর্ম্ম কর্ত্তব্যং তৎ প্রযত্নতঃ।
যত্র যত্র তথা ভক্তিঃ কর্ত্তব্যং পূজনাদিকম্॥
বিনা পূজন-দানাদি পাতকং ন বিদূরতঃ।
যাবচ্চ পাতকং দেহে তাবৎ সিদ্ধির্নজায়তে॥
গতে চ পাতকে তস্য সর্ব্বঞ্চ সফলং ভবেৎ।
যথা চ মলিনে বস্ত্রে রঙ্গঃ শুভতরো ন হি॥
ক্ষারাদিনা কৃতে শুদ্ধে সর্ব্বো রঙ্গো বিসজ্জতে।
তথা চ নির্ম্মলে দেহে দেবানাং পূজয়া তথা॥
জ্ঞানরঙ্গঃ প্রজায়েত বিজ্ঞানং সম্ভবেত্তদা।
বিজ্ঞানস্য চ যন্মূলং জ্ঞানং সম্যগুদাহৃতম্॥
জ্ঞানস্যৈব তু যন্মূলং ভক্তিরব্যভিচারিণী।
ভক্তের্মূলন্তু যৎ কর্ম্ম দেবাদিপূজনং শুভম্॥"

শিবপুরাণ। জ্ঞানসং।২৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'যে যেরূপ জাতি, শাস্ত্রে যাহার যেরূপ অধিকার কীর্ত্তিত হইয়াছে, সে তদনুসারে যে দেবতাতে ভক্তি থাকিবে, সেই দেবতার পূজা করিবে। দেবতার পূজা ও গো-হিরণ্যদান ব্যতিরেকে কদাপি পাপ দূর হয় না। যে পর্য্যন্ত এই পাঞ্চভৌতিক দেহে পাপ থাকে, সে পর্য্যন্ত সিদ্ধি জন্মে না; অতএব, দেহস্থ পাপ দূর করা একান্ত আবশ্যক। যখন দেহ হইতে পাপরাশি অপসৃত হয়, তখন সকল কর্ম্ম সফল হয় জানিবে। যেমন মলিন বস্ত্রে রং উত্তমরূপে প্রকাশ পায় না; কিন্তু ক্ষারাদি দ্বারা পরিষ্কৃত হইলে, সেই বস্ত্রে রং প্রকাশ পাইয়া থাকে; সেইরূপ এই পাপপঙ্কিল সমল-দেহ নির্ম্মল হইলে, ইহাতে জ্ঞানরূপ রং উত্তমরূপে প্রকাশ পায় এবং তাহা হইতেই পরে বিজ্ঞান জন্মে; কারণ, জ্ঞানই বিজ্ঞানের অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের মূল বলিয়া উদাহৃত। আর, সেই বিজ্ঞান-সাধন জ্ঞানের অব্যভিচারিণী ভক্তিই মূল, সেই ভক্তির দেবপূজাদি কর্ম্মই মূল। অতএব, বেশ বুঝা গেল যে,—

জ্ঞানমূলং হরের্ভক্তির্ভক্তিমূলং জগৎপতেঃ।
পূজা মোক্ষদ্রুমোৎপত্তৌ মূলমারাধনং হরেঃ॥

পদ্মপুরাণ। ক্রিয়া।১০

বিরাট বিশাল মোক্ষ-মহাবৃক্ষের অসংখ্য কাণ্ড-প্রকাণ্ড। মনে কর—সেই মোক্ষরূপ অক্ষয় কল্পপাদপের শিরোদেশে আরোহণ করিতে হইবে; উচ্চ হইতে উচ্চতর শাখা-প্রশাখা স্তরে স্তরে সজ্জীকৃত আছে। কেহ হয়ত, একেবারেই শীর্ষস্থানে স্থান পাইয়া বসিয়া আছেন; কেহ হয়ত, তন্নিম্নে অবস্থিত রহিয়া, ঊর্দ্ধে উত্থানের চেষ্টা পাইতেছেন; কেহ হয়ত, অতি নীচ-শাখায় আশ্রয়-মাত্র পাইয়াছেন; কেহ হয় ত. সে নিম্নতম শাখাও এখন ধরিতে পারেন নাই—স্পর্শের চেষ্টা-মাত্র করিতেছেন। যাঁহার যতটুকু ক্ষমতা, যতটুকু কৃতিত্ব, তদুচিত অধিকার তাঁহার সম্ভবপর। সেইরূপ পূজা, ভক্তি ও জ্ঞান প্রভৃতি যেন নিম্নোচ্চ স্তর; নিম্নে না নাম, অন্ততঃ মধ্যস্থলে থাকিতে ও উপরে উঠিতে চেষ্টা কর। অবশ্যই আশানুরূপ ফললাভ হইবে। আরও, যাহা শুভদায়ক, প্রাণ তাহারই আকাঙ্ক্ষা করে। দেবার্চ্চনা আমাদের পক্ষে সেই শুভকর - সেই মঙ্গলজনক পদার্থ। দেবার্চ্চনায় অমঙ্গল নাই, অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, দেবার্চ্চনা সর্ব্বমঙ্গলময়। আর বন্দন-ভক্তি, যথা—

খং বায়ুমগ্নি সলিলং মহীং চ
জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সরিৎ সমুদ্রাশ্চ হরেঃ শরীরং,
যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ ॥

ভাগবত। ১১।২

সর্ব্বেশ্বর-সর্ব্বরূপ-সর্ব্বস্বরূপ—বিশ্বেশ্বর-বিশ্বরূপ-বিরাট্-পুরুষ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু, এই অনন্তবৈচিত্র্যশালী নানাজীব-সঙ্কুল মন্দর-ভূধর-সাগরাম্বর শোভন-সৌন্দর্য্যময় অখণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকাণ্ডের অনলে-অনিলে-সলিলে,—পাদপে-প্রান্তরে-প্রস্তরে,—অনন্তে-আকাশে—অবনীমণ্ডলে ;—জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্যে :—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ পাঞ্চভৌতিক দেহধারী স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জীবদেহে ;—পূর্ব্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ প্রভৃতি দিক সকলে এবং অগ্নি-বায়ু ঈশান-নৈর্ঋত প্রভৃতি দিগন্তরালে ;—মোটের উপর এই জল-স্থল-মরুদ্ব্যোম-বিশ্বচরাচরের সর্ব্বপদার্থে—এমন কি, আসমুদ্র—হিমালয়ের বালুকণাটির ভিতরেও ওতঃপ্রোতোভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন। অতএব, এই বিরাট্বপু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আসমুদ্র—হিমালয়ের বালুকণাটি পর্য্যন্ত সর্ব্ব পদার্থকে ভগবান্ শ্রীহরির শরীর জানিয়া প্রণাম করিবে ; এইরূপে সর্ব্বপদার্থকে প্রণাম করাকেই বন্দন বলে। পাণ্ডবগীতাতে উক্ত আছে যে—

একোঽপি কৃষ্ণং সকৃৎ প্রণামী,
দশাশ্বমেধী ন চ যাতি তুল্যম্।
দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম,
কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায় ॥

পাণ্ডবগীতা।

বিশ্বেশ্বর-বিশ্বরূপ-বিরাট্ পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যোগিবৃন্দবন্দ্য চরণারবিন্দে একবার মাত্র প্রণাম করিয়া, কলিকলুষিত কামনা-বিজড়িত জীব যে ফল প্রাপ্ত হয়, দশাশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেও, তত্তুল্য ফললাভ করিতে পারে না। কারণ, দশাশ্বমেধিজনের পুনর্ব্বার জন্ম হইয়া থাকে ; কিন্তু যে ব্যক্তি ভক্তি-সহকারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে একবারমাত্র প্রণাম করে, তাঁহাকে আর এই মর-জগতে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। অতএব,—

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্,
যস্মাদণীয়াংশ্চ তথা মহীয়ান্।
ব্যাপ্তং হি তেনেদমিদং বিচিত্রং,
তং দেবমীশং প্রণমেৎ সুখার্থী ॥

বৃহন্নারদপুরাণ।৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাঁহা অপেক্ষা কনিষ্ঠ এবং জ্যেষ্ঠ কিছুই নাই, যাঁহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ও মহত্তর কিছুই নাই,—তিনিই এই অখণ্ড বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন; এই জন্যই শোভন-সৌন্দর্য্যময় জগৎ বিচিত্র। সুতরাং পরম-সুখ অভিলাষ থাকিলে, সেই বিশ্বেশ্বর-বিশ্বরূপ-বিরাট্-পুরুষ পরম-দেবতা জগদীশ্বরকে প্রণাম করিবে। আর, দাস্য-ভক্তি; যথা—

এবং হি কামমপি পূরয় মেহদ্য কৃষ্ণ,
দূরেণ যান্তু মম পাতকসঞ্চয়াস্তে।
দাসোঽস্মি ভৃত্যবদহং তব জন্ম জন্ম,
ত্বৎপাদপদ্মযুগলং সততং নমামি॥

পদ্মপুরাণ। ভূমি। ২২

হে কৃষ্ণ! এই বিশাল-সংসারগর্ত্ত ঘোর অন্ধকার-পটলে পরিব্যাপ্ত, এ গর্ত্তে আমি পতিত হইয়া ভয়াতুর হইয়াছি। তুমি আমার প্রতি কৃপান্বিত হও! আমি সেই সংসারে বিরক্ত হইয়া তোমারই শরণাগত হইলাম। আমি অন্যের নাম কীর্ত্তন করি না, অন্যকে ভজন বা চিন্তা করি না, আমি তোমার পাদপদ্মযুগলে সতত নমস্কার করিব হে কৃষ্ণ! তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ কর। আমার পাতকরাশি দূরীভূত হউক। হে দেব! আমি তোমার দাস, আমি তোমার কিঙ্কর। জন্ম জন্ম তোমার পাদপদ্মযুগলই যেন আমি স্মরণ করি। কিন্তু বিশেষ কথা এই যে, এই ভাব-মাধুর্য্য এত সহজে কেহ আনয়ন করিতে পারে না, তাই আগে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্ব্বজীবের সেবা করিতে হয়। ভাবিতে হইবে,—

হিরণ্যগর্ভোভগবান্ বাসবোঽথ প্রজাপতিঃ।
মারুতো বসবো রুদ্রা ভাস্করাস্তারকা গ্রহাঃ॥
গন্ধর্ব্বযক্ষা দৈত্যাদ্যাঃ সকলা দেবযোনয়ঃ।
মনুষ্যাঃ পশবঃ শৈলাঃ সমুদ্রাঃ সরিতো দ্রুমাঃ॥
ভূপ ভূতান্যশেষাণি ভূতানাং যে চ হেতবঃ।
প্রধানাদিবিশেষান্তং চেতনাচেতনাত্মকম্॥
একপাদং দ্বিপাদঞ্চ বহুপাদমপাদকম্।
মূর্ত্তমেতৎ হরেঃ রূপং ভাবনাত্রিতয়াত্মকম্॥

বিষ্ণু পুরাণ ৬।৫।৬

হিরণ্যগর্ভ, ইন্দ্র, প্রজাপতি, বায়ু, বসু, রুদ্র, ভাস্কর, নক্ষত্র, গ্রহ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গন্ধর্ব্ব, যক্ষ এবং দৈত্য প্রভৃতি সমস্ত দেবযোনি,—মনুষ্য, পশু, শৈল, সমুদ্র, নদী ও তরু-লতা-তৃণ-বল্লী প্রভৃতি অশেষ ভূতনিবহ ও তাহাদের কারণসমূহ এবং প্রধান আদি বিশেষ পর্য্যন্ত একপাদ, দ্বিপাদ, বহুপাদ অথবা অপাদ, চেতন অচেতন স্বরূপ এই সমস্তই,—ভাবনাত্রিতয়াত্মক পরমাত্মার মূর্ত্ত আর্থাৎ সাকার রূপ। আমাতে তোমাতে তাঁহাতে সর্ব্বত্র তাঁহার অংশ বিদ্যমান্। পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গম, নর-অমর, সর্ব্বত্রই ন্যূনাধিক পরিমাণে তিনি প্রকাশ পাইতেছেন। সেই কারণে হিন্দুশাস্ত্রের হিন্দুর দেব-দেবীর আরাধনা প্রণালী এত বিশদ ও বিস্তৃত; সেই কারণে, হিন্দুর দেব-দেবী অসংখ্য-অগণ্য "তেত্রিশ কোটী;" সেই কারণে, বিশ্বেশ্বর-বিশ্বরূপ-বিরাট্‌পুরুষ মঙ্গলময়ের অংশ-স্বরূপে পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ সর্ব্ব-প্রাণীই হিন্দুর আরাধনার সামগ্রী। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই কথা অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন,—'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" "এই জীবলোকে সনাতন জীব আমারই অংশ।' যদি বল যে, তবে কি ঈশ্বর আমাদের একজাতীয়? আমরা সকলেই কি তবে ব্রহ্মজাতি? আমরা ঈশ্বরের এক জাতীয়। আমরা সকলেই ব্রহ্মজাতি। ব্রহ্মজাতী; কিন্তু তাই বলিয়া ব্রহ্ম নহি। সাগর ও শিশির-কণা এক জাতীয় হইলেও শিশির-বিন্দু সাগর নহে। সাগরে শিশির-কণাতে যে প্রভেদ, ঈশ্বরে ও জীবে সেই প্রভেদ। শিশির-কণা উত্তাল-তরঙ্গ অনন্ত মহার্ণবের এক দেশের ও তত্ত্ব জানিতে অক্ষম। অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর-সর্ব্বরূপ-সর্ব্বাধার পূর্ণ সচ্চিদানন্দ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু। তাঁহার অংশ দ্বিবিধ;—স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ। স্বাংশক্রমে তিনি রাম-কৃষ্ণ-বামন,—মীন-কূর্ম্ম-বরাহাদি-রূপে জীব-জগতে লীলা-বিলাস করেন; আর, বিভিন্নাংশক্রমে তাঁহার নিত্য কিঙ্করূপ জীবের প্রকাশ। স্বাংশ প্রকাশে তাঁহার "অহং তত্ত্ব" সম্পূর্ণ-রূপে থাকে; কিন্তু, বিভিন্নাংশ প্রকাশে তাঁহার পরমেশ্বরীয় "অহংতত্ত্ব" থাকে না। তাহাতে একটি স্বসিদ্ধ "অহংতত্ত্ব" উদয় হয়। সেই বিভিন্নাংশ গত-তত্ত্ব জীবের দুইটি দশা;—বন্ধন দশা ও মুক্ত দশা। কিন্তু, উভয় দশায় জীব সনাতন অর্থাৎ নিত্য। মুক্ত দশায় জীব সম্পূর্ণরূপে ভগবদাশ্রিত ও প্রকৃতি সম্বন্ধ-শূন্য। আর, বন্ধনদশায় জীব স্বীয় উপাধি প্রকৃতিস্থিত মন ও পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয়—এই ছয়টি ইন্দ্রিয়কে স্বকীয় তত্ত্ববোধে আকর্ষণ করিয়া, চিরসঙ্গিনী ব্যাকুলতা-বিধায়িনী বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, এই সংসার-রূপ মহারণ্যের সুদীর্ঘ বর্ত্মে স্বচ্ছন্দে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গমনাগমন করিয়া থাকে। সংসার-দশায় জীব দেহাত্মাভিমানবশতঃ জড়সঙ্গ-লিপ্সু। আর, মুক্তদশায় শুদ্ধজীব শ্রীভগবানের পবিত্র-ভাবের নিরন্তর আস্বাদক। বদ্ধজীব, বাসনা ও ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইয়া, প্রকৃতিকে আপন ভাবিয়া ভ্রমে পড়িতেছে; আর, উহাতে প্রবলভাবে আসক্ত হইতেছে। লীলাময়ী প্রকৃতি ও সুযোগ পাইয়া, জীবকে আরও দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া, দাসবৎ কার্য্য করাইতেছে। বদ্ধজীব, প্রকৃতির ক্রীতদাসবৎ বাধ্য হইয়া, আপন—"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ"কে ভুলিয়া পুত্র-কলত্র—আত্মীয়-স্বজনে দৃঢ়-রূপে আসক্তি করিয়া, পার্থিব সুখৈশ্বর্য্যের সুখে মজিয়া, বিষয়-সুখের আস্বাদে মোহিত হইয়া, আপনাকে সর্ব্বশক্তিমান ভাবিয়া, আত্ম-পূজায় নিরত রহিয়াছে। কিন্তু মুক্ত-শুদ্ধ-জীব আপন "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" চিরসখা, নিদানের বন্ধু, ভব-পারাবারের কাণ্ডারী, সংসার-সাগর-তরী, ত্রিতাপহারী শ্রীহরির নিত্য কিঙ্কর হইয়া, ভৃত্যভাবে তাঁহার সেবায় নিরত রহিয়া ভগবৎপদারবিন্দ নিঃসরন্মকরন্দমধুপানে প্রমত্ত হইয়া; প্রকৃতি-রাজ্য ছাড়িয়া, এক অলৌকিক সুখ-শান্তি আনন্দময় রাজ্যে উপনীত হইয়া, এমন এক অনির্ব্বচনীয়ভাবে বিভোর হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহার অন্তর সে রাজ্যের কথা সহজে ভুলিতে চায় না। তন্ময় হইয়া, সেই রাজ্যে সতত বসবাস করিবার ইচ্ছা করে, তাহার আনন্দ লাভে নিবৃত্ত হয় না। সেই অবস্থায় তাঁহাদিগের আর কোনরূপ স্পৃহা থাকে না, বাসনা বিজিত হয়, স্বার্থের সঙ্কীর্ণতা দূরে পলায়ন করে; তাঁহাদের তখন সকল আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয়। তখন সংসারের যত সব মায়া-মমতা কেহ বন্ধন করিতে পারে না,—কামনা প্রলোভন কেহই আর তাঁহাদিগকে তখন ঠকাইতে পারে না। এমন কি, তাঁহাদিগকে কেহ কোনরূপ দুঃখ-কষ্ট দিতে পারে না। তৎকালে ভগবান্ আসিয়া, আপন লোক করিয়া, তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন। মনে পড়ে না কি? মহামুনি দুর্ব্বাসার কথা! যৎকালে কঠোর তপস্যায় বিলক্ষণ উন্নত হইয়া, অতি তেজঃসম্পন্ন ও তপোবলে বলীয়ান্ হইয়া, যোগ-গর্ব্বে গর্ব্বিত দুর্ব্বাসা, ভক্তপ্রবর রাজর্ষি অম্বরীষকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; তৎকালে ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু, স্বীয় সুদর্শন-চক্রকে প্রেরণ করিয়া, তাঁহাকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সুদর্শন-চক্র, দুর্ব্বাসাকে দগ্ধ করিতেছিল; দুর্ব্বাসা দুঃখ-দুর্দ্দশার অগ্নিশিখায় জ্বলিয়া পুড়িতে থাকিলে, তাঁহার দুঃখ-দর্শনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তপ্রবর অম্বরীষ কাতর হইয়া, ভক্তবৎসল ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। সুদর্শন-চক্র, রাজার প্রার্থনাতে প্রশান্ত হইল। দুর্ব্বাসা, অস্ত্রাগ্নি-তাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, ভক্তপ্রবর ভূপতিকে আশীর্ব্বাদ দিয়া, ভূপতির প্রশংসা করিতে লাগিলেন ;—

"অহো অনন্তদাসানাং মহত্বং দৃষ্টমদ্য মে।
কৃতাগসোঽপি যদ্রাজন্মঙ্গলানি সমীহসে॥
দুষ্করঃ কোনু সাধূনাং দুস্ত্যজো বা মহাত্মনাম্।
যৈঃ সংগৃহীতো ভগবান্ সাত্বতামৃষভো হরিঃ॥
যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিং বা দাসানামবশিষ্যতে॥"

শ্রীমদ্ভাগবত।৯।৫

'অহো! আমি অদ্য অনন্তমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু-দাসদিগের অদ্ভুত মহত্ত্ব দেখিলাম! হে রাজন্! আমি কৃতাপরাধ হইলেও, তুমি আমার এক্ষণে কল্যাণ-চেষ্টা করিলে! অথবা যে সকল ব্যক্তি ভক্তের প্রভু ভগবান্ শ্রীহরিকে বশীভূত করিয়াছেন, সেই সকল সাধু-পুরুষের দুষ্কর অথবা দুস্ত্যজ কি আছে? যাঁহার নাম শ্রবণমাত্রে পুরুষ নির্ম্মল হয়, সেই তীর্থপাদ-ভৃত্যদিগের কি অবশিষ্ট থাকে?'

সত্য বটে, তপস্যা ও যোগ—এই, উভয়ই জীবের মুক্তিকর; কিন্তু দুর্ব্বিনীত কর্ত্তার পক্ষে তাহা বিপরীত ফলজনক হয়। প্রায়ই মনোনিবেশনে উদ্যত যোগিগণ ধ্যেয়-বস্তুতে নিরন্তর মনোযোগ করিতে না পারিয়া, চিত্ত-নিগ্রহে কাতর হইয়া, বিষাদ-ভোগ করিয়া থাকেন; সেইজন্য, যাঁহারা সারাসার-বিচারে চতুর, তাঁহারা ভগবানের ক্রীতদাস হইয়া, সমস্ত আনন্দ পরিপূরক ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর অফুরন্ত আনন্দ ভাণ্ডার শ্রীচরণ-কমল সেবা করেন। ইঁহারা কদাপি মায়া-বিহত নহেন; অতএব, যোগ করিতেছেন বলিয়া গর্ব্বিত হন না। সুতরাং যে যোগী ভগবানের শরণ লইয়া, এইরূপ যোগানুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে কদাপি বিঘ্ন সকলের দ্বারা অভিভূত হইতে হয় না; তিনি নিঃস্পৃহ হইয়া, কেবল সুখানুভব করেন। অতএব, জানা গেল যে, কেবলমাত্র যোগ-সাধন করিয়া, ভগবান্‌কে কেহ কখন বশীভূত করিতে সমর্থ হয়েন না; যোগের সহিত ভক্তি মিশ্রিত করিয়া, যোগমিশ্রা ভক্তি দ্বারা দাস্য-ভাবে ভগবানের আরাধনা করিতে পারিলেই, ভগবান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই যোগ-মিশ্রা-ভক্তিনিষ্ঠ ভক্তের প্রতি সদয় হইয়া, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। যোগাভ্যাস না করিলে, দুরন্ত ইন্দ্রিয় ও দুর্দ্দান্ত রিপুগণকে দমন করিয়া, সংযত না করিলে, ভক্তি আসিতে পারে না; একথা সত্য। সেইজন্য ভগবান্ কহিয়াছেন,—"ভক্ত্যা মুক্ত যোগবলেন চৈব।" কারণ, যোগহীন হইলে, জীব সংসারে আসক্ত হইয়া, মায়া-মোহের ক্রীতদাস হইয়া পড়ে; ক্রীতদাসের ভগবদ্বশীকারিণী ভক্তি বা ভগবৎ-আকর্ষণকারী প্রেম কোথায়? মহামহিম সৃষ্টিকুশল বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা, ভগবান্‌কে কহিতেছেন;—

"তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রিনিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত।১০।১৪

'হে শ্রীকৃষ্ণ! যতদিন লোকে 'তোমার' হইতে না পারে, ততদিনই তাহাদিগের রাগাদি—চৌর, গৃহ—কারাগারগৃহ এবং মোহ—পদশৃঙ্খল-স্বরূপ হইয়া থাকে।' অতএব, সংসারের আসক্তি পরিহার করিয়া, মায়া-মোহ হইতে বিমুক্ত হইয়া, মনে-প্রাণে মিলাইয়া, নির্লিপ্ত হইয়া, কাতরোদ্বেলিত-প্রাণে ভক্তিভরে বল,—

আনন্দকন্দ কমলাপ্রিয় বাসুদেব,
সর্ব্বেশ ঈশ মধুসূদন দেহি দাস্যম্।
পাদৌ নমামি তব কেশব জন্ম জন্ম,
কৃপাং কুরুষ্ব মম শান্তিদ শঙ্খপাণে॥

পদ্মপুরাণ। ভূমিঃ ৩২

হে আনন্দকন্দ, কমলাপ্রিয়, বাসুদেব, সর্ব্বেশ, মধুসূদন! আমায় আপনার দাস্য প্রদান করুন। হে কেশব! আপনাকে আমি নমস্কার করি। হে শান্তিপ্রদ, শঙ্খপাণে! জন্ম জন্ম আমার প্রতি আপনি কৃপা বিতরণ করুন। আর সখ্য-ভক্তি, যথা—

বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা।

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১১।৪৩

ভক্তসখা ভগবান্, ভক্ত উদ্ধবকে কহিতেছেন,—'হে সখা উদ্ধব! এক-প্রাণ মিত্রের ন্যায় সম্মাননা দ্বারা আমার প্রিয়ভক্ত সকলে আমার পূজা করিবে, তাঁহাদিগকে পূজা করিলে, আমার পূজা করা হয় এবং তাঁহাদিগের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

 Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিত মিত্রতা করিলে, আমার প্রতি মিত্রতা জন্মে। কেন না,—

"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা"

শ্রীমদ্ভাগবত।১১।১৯।১৯

'আমার ভক্তদিগের অতিশয় পূজা, আমার পূজা অপেক্ষাও অধিক অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ; সুতরাং শ্রদ্ধাসহকারে আমার ভক্তদিগের পূজা করিবে।' ভক্তবৎসল ভগবান্ আপনা অপেক্ষা আপন ভক্তকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া, সর্ব্বপূজ্য করিলেন; কারণ কি? তদুত্তরে দেবর্ষি নারদ কহিয়াছেন,—

"যতস্তদীয়া"

নারদসূত্র।

'যেহেতু, ভক্তগণ যে ভগবানের।' সুতরাং তাঁহাতে এবং তাঁহার একান্ত অনুগত ভক্তে, কোনও প্রভেদ নাই। তাঁহারা তন্ময়। যেমন জলের ভিতর লবণ থাকে, সেইরূপ একান্ত অনুগত তন্ময় ভক্তগণ ভগবৎ-সমুদ্রে ডুবিয়া আছেন; তাঁহাদের স্বতন্ত্র সত্তা বা অস্তিত্ব থাকে না। অতএব, ভক্ত ও ভগবান্—এই দুই এক, পৃথক নহে। এই দুইয়ের মিলনসূত্র—'ভক্তি।' সুতরাং ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান্—এই তিনে এক, একে তিন;—"সূত্রে মণিগণা ইব" অভিন্ন। ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান্—যাঁহার কথাই উত্থাপন কর, একের কথায়, আপনা হইতেই তিনটি আসিয়া পড়ে। ভক্ত কবি কহিয়াছেন,—"ভক্তভক্তিভগবন্তগুরু চতুর্নাম বপু এক। ইন্‌কে চরণ বন্দন করে, নাশে বিঘন অনেক॥" ভক্ত-কবি, গুরুকেও এ তিনের সহিত মিলাইয়া কহিলেন,—ভক্ত, ভক্তি, ভগবান্ ও গুরু—এই চারিটি এক, একই চারিভাগে বিভক্ত। এই চারিটির নাম পৃথক হইলেও, শরীর কিন্তু এক। এই চারিটির যাঁহারা সেবা করেন, তাঁহাদের রাশি রাশি বিঘ্নরাশি নাশ পাইয়া যায়। ভগবানের কথায় যেমন জীবন সার্থক হয়, ভক্ত, ভক্তি, ভগবান্ ও গুরু—এই চারিটির কথায় ও তেমনই জীবন সার্থক ও জন্ম সফল হইয়া থাকে।

তাই বলি—মানব! যদি ভগবানের সহিত মিত্রতা করিতে চাও, তাঁহার প্রিয় ভক্তগণকে ভাল বাসিতে চাও, তবে আপনাকে, আপনার জনকে, আপনার সম্প্রদায়কে আগে ভালবাসিতে শিখ। তাহাদিগকে ভালবাসিতে বাসিতে ক্রমে ভগবান্‌কে ভালবাসা হইবে। ভালবাস, তাঁহার বিভিন্নাংশগততত্ত্ব জীবসকলকে এবং তাঁহার প্রিয়তম ভক্তবৃন্দকে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু লক্ষ্য রাখ, ভবপারাবারের কাণ্ডারী ত্রিতাপহারী চিরসখা ভগবান্ শ্রীহরির পরম পদে। তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, তাঁহার দাসানুদাসের সেবা করিলে, তিনি তাহাতে যত সন্তুষ্ট হন, বোধ করি, তাঁহাকে ভালবাসিলে ততটা নহে। এইরূপে পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জীব সকলের সহিত মিত্রতা করিয়া, তাহাদিগকে ভালবাসিতে বাসিতে, যখন তাঁহার প্রিয়ভক্তদিগকে ভালবাসিতে শিখিবে, তখন সেই "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" চিরসখা সর্ব্বভূতে দৃশ্যমান হইবেন।

এবং কৃষ্ণাত্মনাথেষু মনুষ্যেষু চ সৌহৃদম্।
পরিচর্য্যাঞ্চোভয়ত্র মহৎসু নৃষু সাধুষু॥
পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্‌যশঃ!
মিথো রতি মিথস্তুষ্টি নিবৃতি মিথ আত্মনঃ॥

ভাগবত।১১।৩

এইরূপে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যাঁহাদিগের আত্মনাথ, সেই সকল পরম ভক্তের সহিত মিত্রতা; স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জীব সকলের পরিচর্য্যা; বিশেষতঃ মনুষ্যগণের,—মনুষ্যগণের মধ্যে আবার রাজার ও ধর্ম্মশীল ব্যক্তিগণের,—তন্মধ্যে আবার সাধু ও মহজ্জনের পরিচর্য্যা করিবে। পরস্পরের মধ্যে পবিত্রতাজনক ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর যশঃকীর্ত্তন; পরস্পরে অনুরাগ; পরস্পরে তুষ্টি ও পরস্পরে স্বকীয় দুঃখ-নিবৃত্তি যাহাতে হয়, তাহা শিক্ষা করিবে। অতএব,—

প্রাণয়েদখিলানেব যদীচ্ছেচ্ছুভমাত্মনঃ।
কো জানাতি কদা কুত্র কিং রূপে মিলতি প্রভুঃ॥

অন্যত্র।

পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গম, নর-অমর, সর্ব্ব প্রাণীই আমার আত্মীয়;—সকলেই আমার আপন, জগৎ বিষ্ণুময়;—কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, কি দীন;—কিবা বর্ষীয়ান, কিবা শিশু-প্রাণ, কি দয়ালু, কি দয়াহীন;—স্থাবর-জঙ্গম সর্ব্ব প্রাণীরই এক প্রাণ, এক আত্মা; সুতরাং সকলেই এক,—সকলেই আমার চিরসখা। এইরূপ জ্ঞানে সকলকেই আপনার কোলে টানিয়া লইবে, ইহাতে শুধু আত্মোন্নতি হইবে না; আত্মোৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে, সেই জগন্নিদান জগদাধার জগদীশ্বর-সন্নিকর্ষ-লাভ সুসত্বর হইয়া আসিবে। কেন না, সর্ব্বময়-সর্ব্বাধার সর্ব্বস্বরূপ ভগবান্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহুরূপী,—তিনি—"একমেবাদ্বিতীয়ম্" হইয়াও আবার অনন্ত, অসংখ্য, অগণ্য—তেত্রিশকোটী। তিনি বহুরূপীর ন্যায় বহুরূপ ধরিয়া, জগৎকে মোহিত ও ভক্তকে পরীক্ষা করেন; তাঁহার অপার লীলা,—লীলাক্রমে যে কোন্ মূর্ত্তি ধরিয়া, কোন্ সময়ে ভক্তকে দেখা দেন; তাহা কে বলিতে পারে?—অতএব, সকল প্রাণীকে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর মূর্ত্তরূপ ভাবিয়া, তাহাদিগের প্রীতিভাজনে যত্ন করিবে; নিখিল প্রাণীকে সন্তুষ্ট করিবে। কেন না, প্রভু কোন্ সময়ে কিরূপে আসিয়া দাসকে কৃপা করেন, তাহা কে জানে? সেই চতুর-চূড়ামণির চতুরতার একটী বেশ মজার গল্প আছে। গল্পটি এই—রামদাস নামক জনৈক কৃষক, একদিন মহাত্মা তুলসীদাসের সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল,—'মহাত্মন্! আপনি পরমভক্ত, কৃপা করিয়া আমায় ভগবদ্দর্শন করাইয়া দেন।' মহাত্মা ভাবিলেন,—'ভগবদ্দর্শন, দুর্ভাগার দুরদৃষ্ট সাপেক্ষ; পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চয় করিতে না পারিলে, কঠিন-কঠোররূপে আত্মলীন হইতে না পারিলে,—বা হৃদয়ে ভক্তি-প্রেম অথবা পূর্ণ পবিত্র আত্মজ্ঞান না জন্মিলে, ভগবৎ সন্নিকর্ষ সুদুর্লভ এবং তাহাতে অনেক ধ্যান-ধারণা জ্ঞান-গরিমার আবশ্যক। কিন্তু, ইহার ভগবদ্দর্শনে অতীব আগ্রহ, কি বলা যায়?' কিছুক্ষণ কত কি ভাবিয়া, পরিশেষে কহিলেন,—'কৃষক! কাল তুমি পূজার আয়োজন করিও, তোমাকে তিনি দেখা দিবেন।' রামদাস মহানন্দে উৎফুল্ল হইয়া, বুক চাপড়াইয়া, গৃহে ফিরিল এবং পূজার আয়োজন করিল। পরদিন অপরাহ্নে একটি বৃহৎকায় মহিষ আসিয়া, পূজার উপহার দ্রব্যাদি খাইতেছে দেখিয়া, রামদাস দ্রুতগতিতে আসিয়া, লাঠি প্রহার করিয়া মহিষকে দূরে সরাইয়া দিল এবং দিবাবসান পর্য্যন্ত ভগবানের প্রতীক্ষা করিয়া, হতাশচিত্তে মহাত্মার নিকট উপস্থিত হইয়া, সবিশেষ জানাইল। মহাত্মা কহিলেন,—'রামদাস! তোমার গৃহে কাল ভগবান্ গিয়াছিলেন; কিন্তু তুমি হতভাগ্য, তাঁহাকে প্রহার করিয়া, তাড়াইয়া দিয়াছ।' রামদাস কহিল,—না প্রভু! ভগবান্ আমার পর্ণকুটীরে পদার্পণ করেন নাই।' মহাত্মা কহিলেন,—'তিনি মহিষ-রূপ ধারণ করিয়া তোমার গৃহে আগমন করিয়াছিলেন, তুমি ভাগ্যদোষে তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া প্রহার করিয়াছ।' তাহা শুনিয়া রামদাস কাঁদিতে লাগিলেন। তাই বলিয়াছিলাম যে,—"কো জানাতি কদা কুত্র কিং রূপে মিলতি প্রভুঃ।" অতএব, শ্রদ্ধাসহকারে ভক্তিভরে সর্ব্বতোভাবে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্ব্বজীবকে ভগবানের সাকার মূর্ত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবিয়া, সেবা করিবে এবং ভগবদ্ভক্তদিগকে ভালবাসিবে,—তাঁহাদের সহিত মিত্রতা করিবে। কেন না, দেবাদিদেব মহাদেব ভগবতীকে কহিতেছেন,—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"

হরিভক্তিবিলাস।১

'হে দেবি! তেত্রিশকোটি দেবতাদিগের আরাধনার মধ্যে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু, আবার যাঁহারা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর ক্রীতদাস—পরম প্রিয় ভক্ত, তাঁহাদিগের আরাধনা, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর।' ভগবান্ স্বয়ং কহিয়াছেন,—

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥"

শ্রীমদ্ভাগবত।৯।৪

'সাধুগণই আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুকুলের হৃদয়স্বরূপ। একমাত্র আমাকে ভিন্ন তাঁহারা অপর কাহাকে ও পরিজ্ঞাত নহেন; আমিও সেই সমস্ত সাধু ভিন্ন অপর কাহাকেও জানি না' অতঃপর আত্মনিবেদন-ভক্তি, যথা—

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা,
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোমি যদ্‌যৎ সকলং পরস্মৈ,
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।১১।২

দেহ, বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও চিত্ত দ্বারা যাহা যাহা করা হয়, যে যেরূপ জাতি, শাস্ত্রে যাহার যেরূপ অধিকার কীর্ত্তিত হইয়াছে, সে তদনুসারে আপন আপন বাঞ্ছিত বস্তু, অর্থাৎ যে ব্যক্তি বহুবিভবশালী, সে যথাপ্রাপ্ত আপন ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি; যে ব্যক্তি কান্তা-সম্ভোগ ও বিবিধ সুরস ভক্ষ্য-ভোজনাভিলাষী, সে যথা প্রাপ্ত আপন সুখ-সম্ভার; যে ব্যক্তি দরিদ্র, সে আপন দারিদ্র্য; যিনি অতুল-ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, তিনিও আপন রাজ্যভার; যে ব্যক্তি নিজ পুত্র-কলত্র আত্মীয়-স্বজনাদির সহিত অহর্নিশ কলহ করিয়া, কালাতিপাত করে, সেও আপন মনোবৃত্তি রাগ-দ্বেষাদি;—এমন কি, যাহা যাহার আয়ত্ত, তাহারা তত্তৎ বস্তু এবং মৃত্যু, জীবন, স্বপ্ন প্রভৃতি যাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার অভীপ্সিত,—স্ত্রী-পুত্র, দেহ-গেহ, প্রাণ-মন, ধন-সম্পত্তি, সমস্তই শ্রীমন্নারায়ণে সমর্পণ করিবে; ইহাকেই বলে আত্মসমর্পণ বা আত্ম-নিবেদন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, উদ্ধবকে কহিতেছেন,—

"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা,
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো—
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।১১।২৯

'হে উদ্ধব! মনুষ্য যখন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাতে আত্ম-সমর্পণ অর্থাৎ আপনার বলিতে যাহা কিছু আছে, পুত্র-কলত্র, বিভব-বৈভব, ধন-সম্পত্তি, বিষয়-আশয়, সুখৈশ্বর্য্য, দেহ-গেহ, প্রাণ-মন, মায়া-মমতা, আশা-ভরসা, সুখ-দুঃখ, আধি-ব্যাধি, শোক-তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা, ভূত-ভবিষ্যৎ, সমস্তই আমার উপর ছাড়িয়া দিয়া, আমার সন্তোষজনক কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হয়, নিশ্চয় জানিও, তখনই সে অমৃতত্ব লাভ করিয়া, অর্থাৎ অমর হইয়া, আমার সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হইয়া থাকে।'

অতএব, এই আধি-ব্যাধি-সঙ্কট, শোক-তাপ-সঙ্কুল, জরা-মৃত্যু-সঙ্কীর্ণ অসুখকর সংসারে থাকিয়া, পুত্র-পরিজন আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত বৃহৎ সংসার পাতিয়া, তাহাদের মায়া-মমতায় না মজিয়া, সংসারের তাপ-জ্বালার ভিতর দিয়া, সকল কাজের মধ্য দিয়া, সংসার কোলাহল, গণ্ডগোলের অন্তরালে বসিয়া, দাস্যভাবের সাধনা-পথ বহিয়া, ষড়রিপু দমন করিয়া, দশেন্দ্রিয় সংযত করিয়া, আড়ম্বরের মিথ্যা-ভাণ ছাড়িয়া, একাগ্রচিত্তে বল,—"কামতোঽকামতো বাপি যৎ করোমি শুভাশুভম্। তৎ সর্ব্বং ত্বয়ি সংন্যস্তং তৎপ্রযুক্তং করোম্যহম্॥" এই ভাবে সংসারধর্ম্ম পালন করিয়া, সাংসারিক কর্ম্ম-সাধনে নিরত হইয়া, সংসার-পথে চলিতে পারিলেই আর সংসার-বন্ধনের কারণ রহিল না। এইরূপে সকাম বা নিষ্কাম, শুভ বা অশুভ, তৎ সমস্তই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিয়া, ভগবৎযুক্ত হইয়া, ভগবানের উপর আত্মনির্ভর করিয়া, সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বময় ভগবান্‌কে সর্ব্বত্র, সকল কাজের কর্ত্তা, সকল বিষয়ের ভোক্তা ও সকলের হর্ত্তা বলিয়া, বোধ জন্মিলেই মুক্তি করতলগত হয়। যতদিন না মানুষের এইরূপ বোধ জন্মে, ততদিন তাহার ভোগবাসনা উদ্দীপিত থাকে। সুতরাং যেখানে উহা সত্বর স্পষ্ট উদ্দীপিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করার মত কার্য্য বিকাশ হইবার সুবিধা পায় এবং পরম বিভু পরমেশ্বরের কর্ম্ম ভাবিয়া, জীব যেখানে উহা দমন করিতে পারে, সেই ক্ষেত্র প্রশস্ত। নতুবা, একটা মান-সম্ভ্রম-লাভের কাজের বেলায় বুক্ চাপড়াইয়া বলিবে,—'আমি ইহা করিয়াছি; সুতরাং ইহার কর্ত্তা আমি।' আর, একটা দুষ্কর্ম্ম—যাহা দ্বারা লোক-সমাজে অখ্যাতি হইবে, তাহাতে বলিবে,—'ভগবান্ যেমন করাইয়াছেন, তেমনি করিয়াছি।' ইহাকে আত্ম-সমর্পণ বলে না, ইহাই আত্ম-প্রবঞ্চনা;—ভাল ও তাঁহার, মন্দ ও তাঁহার, সৎ ও তাঁহার, অসৎ ও তাঁহার; সুখ ও তাঁহার, অসুখ ও তাঁহার, দুঃখ ও তাঁহার, যন্ত্রণা ও তাঁহার, এইরূপ ভাবিয়া, তাঁহার উপর সকলই ছাড়িয়া দিতে হয়; নিজের বলিয়া ভাবিলে, আত্ম-সমর্পণ হয় না। অতএব, ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়া, আত্ম-প্রবঞ্চনা করিও না, নিষ্ফল আরাধনায় কালাতিপাত করিয়া, বৃথা অনুতপ্ত হইও না। সকল কাজের ভিতর দিয়া, সংসারের তাপ-জ্বালার মধ্য দিয়া, প্রকৃত-ভাবে ভগবানে আত্ম-সমর্পণ কর. অমঙ্গলের অবসান হইবে, মঙ্গলের মাল্য তোমার শিরোভূষণ হইবে। ভগবানে আত্মোৎসর্গ কর, —তোমার দুঃখের অবসান হইবে, সুখের সুষমায় প্রাণ পুলকিত হইবে। ভগবানে আত্ম-নির্ভর কর, অচিরাৎ তোমার দুঃখের মেঘ কাটিয়া যাইবে—শীঘ্রই সুখ-সূর্য্যের অরুণালোকে তোমার হৃদয় উদ্ভাসিত হইবে। মোটের উপর,—সর্ব্বনিয়ন্তা পরমপিতা পরমেশ্বরে আত্মনির্ভরই আধ্যাত্মিক, আধি-দৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখত্রয় নির্ম্মূলের পরমোপায়, তাহা ভিন্ন "নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" অতএব জানা গেল যে, যিনি ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়া, ভগবানের উপর আত্মনির্ভর করিয়া, সাংসারিক বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া বলিতে পারেন;—

"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ,
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন,
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

এই মহান্ ভাব একবার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিলে, আর ভয় কি?—আবার, ইহার উপর যদি হৃদয়ে এইরূপ ভাব জন্মে যে,—'এই সংসারে আমি বলিয়া কেহ নহি আমি ঈশ্বরের দাস; তিনি প্রভু, আমি তাঁহার দাসানুদাস—ভৃত্য, আশ্রিত; আমি সংসারে আসিয়া, তাঁহার প্রদত্ত নির্ম্মাল্য প্রসাদ উপভোগ করিয়া,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার অধীনস্থ আজ্ঞাকারী কর্ম্মচারীর ন্যায়,—তাঁহার পদানত আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায়, সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি। তিনি আমার হৃদয়ে থাকিয়া, আমাকে যেরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া, সংসার-রূপ মহারণ্যের সুদীর্ঘ বর্ত্মে চালাইতেছেন, আমি সেইরূপে চলিতেছি। এই যে মায়াময় সংসারের মায়িক বস্তুনিচয়, —গগন-স্পর্শী সৌধ-অট্টালিকা, আত্যন্তিক চেষ্টা-সম্ভূত অগণিত ধন-সম্পত্তি, প্রভুত্ব-প্রতিপত্তি, পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজন, পার্থিব সুখৈশ্বর্য্য প্রভৃতি, এই সমুদয় আমার নহে, সমস্তই ভগবা'নর ;—তিনি আমার উপর এইগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়াছেন মাত্র ; তাঁহার আজ্ঞা পালন করাই আমার ধর্ম্ম এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম।' এই ভাব হৃদয়ে ধরিয়া, সেই ভাব-সৌন্দর্য্যের আধার, সুখ-শান্তির লীলা-নিকেতন, পরম আনন্দ-ভবন ভগবানে আত্ম-নির্ভর করিয়া, সংসার কর্ম্ম সাধন করিলে,—"গৃহেহপি মোক্ষঃ পুরুষোত্তমানাম্।" এই ভাবের ভাবুক হইয়া, সংসার-কোলাহল কল্লোল-গণ্ডগোলের মধ্যে থাকিয়া, সংসারে না মজিয়া,—"কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।" এইরূপে সংসারে থাকিয়া, সংসারে না মজিয়া,—কর্ম্মবেষ্টনী ভেদ করিয়া, সংসারের যথাসর্ব্বস্ব—মোটের উপর সংসার-ভার ভগবানে সমর্পণ করাকেই প্রকৃত আত্মনিবেদন বলে। যদি বল যে,—'দৈনন্দিন পূজাকালে আমরা ত তাহা করিয়া থাকি, তবে কি তাহা কিছু নয়? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে,—তাহা আত্ম-সমর্পণ বা আত্ম-নিবেদন নহে ; তাহা আত্ম-প্রবঞ্চনা। সত্য বটে, আমরা পূজা-কালে তোতাপাখীর ন্যায় বলিয়া থাকি,—"নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিং পরমেশ্বর" কিন্তু, ইহা কি আমরা ভাবসিক্ত-হৃদয়ে তন্ময়ভাবে বলি? কখনই না ; মুখে বলি বটে ; কাজে কিছু না। কেন না, ভগবানের প্রতি আমাদের লক্ষ্য নাই, ভক্তি নাই, কাহারও কাহারও আবার বিশ্বাসও নাই ; লোকের কাছে সম্মান লাভের নিমিত্ত অথবা স্বার্থের নিমিত্ত বলিয়া থাকি ; প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা করি না। লক্ষ্য যে আগেই নৈবেদ্যের আয়োজন,—উদ্দেশ্য যে প্রসাদ ভক্ষণ, লোভের নিকট ভাব-ভক্তি শ্রদ্ধা-বিশ্বাস সকলেই পরাস্ত! হৃদয়ে লোভ থাকিলে, নিবৃত্তি আসিতে পারে কি? ভগবানের পূজা-পদ্ধতি নিবৃত্তির কার্য্য, প্রবৃত্তি থাকিলে, নিবৃত্তি কদাপি আসিতে পারে না। পুরাকালে প্রবৃত্তি-মার্গের মূলেও, এই ভাব নিত্য বিদ্যম'ন ছিল ; পরন্তু এই ভাব-মাধুর্য্য, এখন আর নাই বলিলে, অত্যুক্তি হয় না। এক্ষণে আছে কেবল—'ঘটে-পটে-প্রতিমায় পূজা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও ভগবানের ভোগ-রাগ ;—পরে আনন্দ সহকারে প্রসাদ-প্রাপ্তি।' আবাল-বিরাগী নিষ্কাম ভক্ত শুকদেব গোস্বামী কহিয়াছেন,—

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা,
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণাঃ,
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত।৫।১৮

'ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি যাহার নিষ্কাম-ভক্তি হয়, সমস্ত গুণের সহিত দেবতারা তাহার দেহে বাস করেন। আর, যে অভক্ত এবং যাহার চিত্ত অসৎ বাহ্য বিষয়ে ধাবিত হয়, তাহার মহৎগুণ কোথা হইতে হইবে, অর্থাৎ তাহার কোন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ ঘটে না।' অতএব, যদি এই দুর্লভ মানবশরীর লাভ করিয়া, বৈষয়িক, ব্রাহ্ম ও ঐশ্বরিক—এই ত্রিবিধ সুখলাভে অভিলাষী হও, তবে অপরা-ভক্তি অর্থাৎ ভগবৎকথা শ্রবণ, ভগবন্নামকীর্ত্তন, ভগবৎস্মরণ, ভগবৎপাদসেবন, ভগবদর্চ্চন, ভগবদ্বন্দন, ভগবদ্দাস্য, ভগবৎসখ্য ও ভগবদাত্মনিবেদন প্রভৃতি নবধা ভক্তি দ্বারা নিষ্কামভাবে ভগবানের উপাসনা কর ; তাহা হইলে ঐ ভক্তি, অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি, বিষয়-স্বরূপ—শাশ্বত ব্রাহ্ম ও নিত্য পরমানন্দময় ঐশ্বরিক সুখ অনুভব করাইবে। এমন কি, যাঁহার হৃদয়ে অল্পমাত্রও ভগবদ্ভক্তি উৎপন্ন হয়, তাঁহার নিকট ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গ তৃণবৎ প্রতীত হয়। রাজমহিষী গমন করিতে থাকিলে, দাসীরা যেমন ভীত-চিত্তে তাঁহার অনুগমন করে, সেইরূপ ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধি—সকলে হরি-ভক্তি মহাদেবীর পশ্চাৎ ভীত-চিত্তে গমন করে। অতএব,—

যে শৃণ্বন্তি হরের্গুণানহরহঃ কুর্ব্বন্তি যে কীর্ত্তনং,
যে চাস্য স্মরণং যদোশ্চ ভজনং যেঽমুং যজন্তে তথা।
যে দাস্যেন নমন্তি চৈনমমুনা কুর্ব্বন্তি যে মিত্রতাং
যে চ স্বঞ্চ নিবেদয়ন্তি ন হি তে বাঞ্ছন্তি মুক্ত্যাদিকম্॥

পদ্মপুরাণ। উত্তরঃ। ১৯৯

যাঁহারা সর্ব্বময়-সর্ব্বাধার-সর্ব্বরূপ, বিশ্বেশ্বর-বিশ্বরূপ-বিরাট্ পুরুষ, ভব-পারাবারের কাণ্ডারী ত্রিতাপহারী ভগবান্ শ্রীহরির গুণ শ্রবণ, অহর্নিশ নামকীর্ত্তন, অবতার মূর্ত্তি সকলের স্মরণ ও পাদসেবন করেন এবং যাঁহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে পূজা করেন, তদীয় দাস্যে নত থাকেন, তাঁহার সহিত মিত্রতা করেন, নিজ চিত্তাদি অর্পণ করেন; তাহাতে তাঁহারা তুচ্ছজ্ঞানে মুক্তিকেও অবহেলা করিয়া, মুক্তি প্রভৃতিকে অভিলাষ করেন না। তাঁহারা এমন এক আনন্দরসে অভিষিক্ত হন যে, ব্রহ্মানন্দকেও গোষ্পদতুল্য বোধ করিয়া থাকেন। কারণ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র কথা শ্রবণে, তাঁহার গুণকীর্ত্তনে, তাঁহার চিন্তনে, তাঁহার চরণারবিন্দ-সেবা-প্রভাবে, তাঁহার অর্চ্চনায়, তাঁহার বন্দনায়, তাঁহার সেবায়, তাঁহার সহিত মৈত্রীকরণে এবং তাঁহাতে সর্ব্ব সমর্পণে তাঁহাদিগের হৃদয়স্থ অমঙ্গল অর্থাৎ মায়াদি দূরীভূত হয়। ভগবৎসেবা প্রভাবে অমঙ্গল নষ্ট হইলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ঐকান্তিক ভক্তি জন্মে, তখন রজস্তমোগুণোৎপন্ন কাম-লোভাদি আর চিত্তকে আয়ত্ত করিতে পারে না; তখন চিত্ত প্রসন্ন হয় এবং বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের উদয় হয়। চিত্ত প্রসন্ন হইলে, মুক্তসঙ্গ মহাত্মা ব্যক্তির ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান স্বতঃই প্রকাশ-গোচর হয়, তাহা হইলে সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায় ও সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয় এবং সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্ম ক্ষয় পাইয়া যায়।

—:*:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

——(০)——

একত্র কি এই নবধা-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে হইবে?

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, এই যে, অপরা-ভক্তি—ভগবদ্‌গুণ শ্রবণ ও ভগবন্নাম কীর্ত্তনাদি অঙ্গীভূত নবধা-ভক্তিসাধন-সমূহ বর্ণিত হইল, ঐ নবধা-ভক্তি-সাধনের অনুষ্ঠান একত্র করিতে হইবে, কি একটিমাত্র সাধন করিবে, কিংবা ক্রমে ক্রমে সকল সাধনের অনুষ্ঠান করিতে হইবে?

অত্রাঙ্গপ্রয়োগাণাংযথাকালসম্ভবো গৃহাদিবৎ।

শাণ্ডিল্যসূত্র।২।৭

ভক্তি শাস্ত্রের প্রধান আচার্য্য মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলেন,—'গৃহনির্ম্মাণের গৃহোপকরণ দ্রব্যাদি যেমন কালে কালে সংগৃহীত হইয়া থাকে, তদ্রূপ পরা-ভক্তির প্রণোদক উপায়গুলিও কাল ও অবস্থানুসারে ব্যবস্থা হইয়া থাকে। অর্থাৎ যেমন একটি সৌধ-অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে ইট, কাঠ, চূণ, সুরকী, বালি, রং, মাটি প্রভৃতি নানাবিধ মাল মসলার আবশ্যক হয়; কিন্তু ঐগুলি যে একই সময়ে সংগ্রহ করিতে হইবে, এমত নহে। কাল ও অবস্থানুসারে ঐগুলি সংগ্রহ করিতে থাক; ক্রমে ক্রমে সংগ্রহ করিতে করিতে, পরে দেখিতে পাইবে যে, একটি সুরম্য হর্ম্ম্যের উপযোগী সমস্তই তোমার সংগৃহীত হইয়া গিয়াছে; এবারে নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল, দেখিতে দেখিতে, কত অভিনব সামগ্রীর সমাবেশে সুন্দর অট্টালিকা প্রস্তুত হইয়া গেল। দেখিতে কত সুদৃশ্য—কত সুরম্য। উপর্য্যুক্ত, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি যে সকল সহকারী উপায়ের কথা বলা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধেও ঠিক ঐরূপ। একই সময়ে উহাদের সকলগুলিরই যে অনুশীলন করিতে হইবে, তাহা নহে।

ঈশ্বরতুষ্টেরেকোঽপি বলী।

শাণ্ডিল্যসূত্র।

উপরোক্ত উপায়ের যে কোন একটিতেই ঈশ্বর তুষ্ট হইয়া থাকেন। অর্থাৎ ভক্তি-সাধন কর্ম্মের মধ্যে যেটি বলবান্ হয়, সেইটিই কার্য্যসাধক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অত্যন্ত অনুষ্ঠান দ্বারা কোন একটি প্রবলতর হইলে, সেই সাধনই পরমেশ্বরের প্রীতি উৎপাদনপূর্ব্বক পরা-ভক্তি প্রদান করিতে পারে।'

তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্ববিধ সাধনই কার্য্যসাধক, ইহাই প্রমাণীকৃত আছে। কিন্তু, এক সময়ে সমস্ত সাধনের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাদৃশ কোন প্রমাণ নাই। যেখানে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ইত্যাদির এক-প্রয়োগ-শ্রবণ আছে, তথায় সহানুষ্ঠান প্রয়োজনীয়। অন্যত্র সময়ানুসারে যথাসম্ভব অনুষ্ঠান করিলেই হয়। যেরূপ গৃহসাধন ইষ্টকাদির সঞ্চয় করিতে হইলে, কোন কোন সময়ে একদা, কোন কোন সময়ে বা ক্রমে ক্রমে আহরণ করিয়া থাকে, তাহাতে গৃহকর্ম্মের কোন বিঘ্ন ঘটে না, তদ্রূপ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠানেও কোন নিয়ম নাই। যে যে প্রকারে কার্য্য সাধন করিতে সক্ষম হয়, সে তদ্রূপে নিজশক্তি অনুযায়ী কার্য্যানুষ্ঠান প্রদর্শন করিতে পারিলেই, তাহার ভক্তি জানা যায়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান যে কতদিন এবং কি প্রকারে করিতে হইবে তাহার কোন নিয়ম দৃষ্ট হয় না। অর্থাৎ পরা-ভক্তি লাভার্থ নানাবিধ উপায় নির্দ্ধারিত আছে। কাল ও অবস্থা বিশেষে কেহ হয়ত উহাদের অনেক-গুলির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু, একটির অভ্যাসেও তাঁহার পরা-ভক্তি লাভ হইতে পারে। দুঃখীদিগের দুঃখ মোচন করিবার মত প্রচুর পরিমাণ অর্থ দরিদ্রদিগের নাই। সুতরাং বদান্যতার অনুশীলন করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা করিয়া উঠিতে পারেন, এইরূপ অন্যান্য উপায় আছে। যদি সম্ভব হয়, তবে আমাদের প্রকৃতির সামঞ্জস্য-ঘটিত উৎকর্ষ-সাধনই আমাদের বাঞ্ছনীয়; কিন্তু, উহার একদিকেরও পূর্ণ বিকাশ যদি আমরা লাভ করিতে সক্ষম হই, তবে তাহাতেও আমরা চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারিব। যিনি ভগবানে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, কোন দুঃখ যাতনাই তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। তিনি অনায়াসে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। যে কার্য্যই করা যাউক না কেন, উহা করিবার সময় যদি ভগবান্‌কে মনশ্চক্ষুর সমক্ষে রাখা যায়, তবে কার্য্য ভাল হইতেছে কি মন্দ হইতেছে, তাহা দেখিবার আবশ্যক করে না। সেরূপ ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। কেবল লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, ভগবান্ দৃষ্টির অন্তরালে না যান। দর্শনাচার্য্য বাদরায়ণ কহিয়াছেন,—

"অনিয়মঃ সর্ব্বেষামবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম্।" ব্রহ্মসূত্র ৩।৩।৩২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—'শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি ভক্তির নবধা অঙ্গের একটিমাত্র শ্রদ্ধাসহকারে যাজন করিলেও কলিকলুষিত কামনা-বিজড়িত সংসারাসক্ত-বদ্ধজীবের সংসারবন্ধন ছিন্ন হইয়া থাকে, ইহা স্মৃতি ও শ্রুতিসম্মত; অবিরোধে নবধা ভক্তি অঙ্গ সকল সাধনের প্রত্যেকটিরই প্রভুত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে।

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ।

ব্রহ্মসূত্র ৪।১।১

যতদিন ভক্তিপ্রিয় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে পাওয়া না যায়, ততদিন পর্য্যন্ত বারংবার ভক্তি অঙ্গ সকলের যাজন অর্থাৎ ভগবৎকথা শ্রবণ, ভগবন্নাম কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কেন না, ভক্তি অঙ্গ সকলের অনুষ্ঠান করিতে করিতে, কোন না কোন একটি ভক্তির অঙ্গে অনুষ্ঠাতার চিত্ত আসক্ত হইয়া পড়িবে; যখন চিত্ত ভক্তির কোন একটি অঙ্গে আসক্ত হয়, তখন ভক্তির সেই অঙ্গকে দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিয়া, তদ্দ্বারা অহর্নিশ ভগবদারাধনা করিতে থাকিলে, কালান্তরে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে; সংশয় নাই।'

কিন্তু, কাহারও কাহারও মত, যে পর্য্যন্ত বিষয়-বৈরাগ্য না জন্মে, যে পর্য্যন্ত ভগবানের গুণ-কীর্ত্তনাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সে পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমবিহিত কার্য্য করিবে। কেহ কেহ জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে ভক্তির অঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করেন; বাস্তবিক তাহা নহে। ভক্তি-মার্গের অবিরোধী জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তি-মার্গে প্রবেশ করাইবার সহায় মাত্র; সুতরাং তাহা ভক্তির অঙ্গ নহে। সুধীগণ বলেন যে,—জ্ঞান ও বৈরাগ্য চিত্তকাঠিন্যের হেতু; অতএব, সুকোমল-স্বভাবা ভক্তিই ভক্তিযোগে প্রবেশের হেতু। কারণ, নানাবাদনিরাসপূর্ব্বক তত্ত্ব-বিচার করিতে গেলে এবং দুঃসহ অভ্যাসপূর্ব্বক বৈরাগ্য-সাধন করিতে হইলেই, চিত্তের কাঠিন্য জন্মে। সুতরাং ভক্তিপ্রবেশে ভক্তি ভিন্ন অন্য হেতু হইতে পারে না। কেন না, তদ্‌গতচিত্ত ভগবদ্‌ভক্ত, বিধিনিষেধের অতীতাবস্থা প্রাপ্ত হন। তন্ময়তা-প্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্তই মানব, বিধি-নিষেধের ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়। বিধি-নিষেধ যে বেদ হইতে উৎপন্ন, সেই বেদ যাঁহা হইতে উৎপন্ন, তাঁহার চরণে যে জন একান্ত শরণাগত, তাহার আবার বিধি-নিষেধ কি? সংসারাসক্ত বদ্ধজীব, বিধি-নিষেধের আদেশে পরিচালিত। ভক্তের—"কো বিধিঃ কো নিষেধঃ" বিধি-নিষেধ-পালন নিষ্প্রয়োজন। গোবিন্দদাসের গোবিন্দচরণারবিন্দমকরন্দপানানন্দ ব্যতীত আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন প্রয়োজনই নাই। দেবর্ষি নারদ, ভগবান্ ব্যাসদেবকে কহিয়াছেন,—

"ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধিদত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো—
যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্ ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত।১।৫।২২

'হে ব্যাস! উত্তমশ্লোক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে গুণানুবর্ণন, পণ্ডিতগণ তাহাকেই তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, মন্ত্রপাঠ, জ্ঞান এবং দান—এই সকল কর্ম্মের নিত্যফল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।'

অতএব, জানা গেল যে, যিনি শ্রীভগবান্‌কে পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধন। ভক্তের পক্ষে শ্রীভগবান্ সেরূপ সুলভ, আবার ভগবানের প্রাপ্তি-সাধন-ভক্তিও তদ্রূপ অপরাপর সাধন অপেক্ষা সুলভ। ভক্তি ভিন্ন অন্য সাধন ভগবানের নিকট পৌঁছিতে পারে না; কিন্তু ভক্তি ভগবান্‌কে ভক্তের নিকটবর্ত্তী করাইয়া দেয়। ভক্তি ভগবানের স্বরূপ-শক্তি, এই কারণেই ভক্তিতে ভগবান্ সুলভ হয়েন। সে কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে,—"অন্যস্মাৎ সৌলভ্যং ভক্তৌ" অন্যান্য সাধনে বিঘ্নাশঙ্কা আছে; কিন্তু,—"ভক্তিযোগঃ নিরুপদ্রবঃ" ভক্তিতে তাহা নাই। ভক্তি একবার মাত্র অনুষ্ঠিত হইলে, সত্বরেই হউক বা বিলম্বেই হউক্, ভগবৎপ্রাপ্তি হইবেই, তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্য মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে,—ভক্তিমার্গে সে শঙ্কা নাই—একেবারে নাই। বিশেষতঃ ভক্তির অনুষ্ঠানও অতি সহজ, একমাত্র ভগবানের নাম আশ্রয় করিলে যথেষ্ট। আবার, ঐ নাম আশ্রয়ে অধিকার অনধিকার বিচার নাই; সুতরাং ভক্তির ন্যায় শ্রেষ্ঠ সাধন আর নাই। অতএব, ভক্তিমার্গে কোন বিধি-নিষেধ খাটিতে পারে না। যে ধরিতে সমর্থ, সেই তাঁহাকে ধরিবে, তাহাতে আর বিধি-নিষেধ কি? তবে যতদিন পর্য্যন্ত ভক্তির গাঢ়তা না জন্মে, ততদিন পর্য্যন্ত লোক-মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা উচিত নহে। বিধি নিষেধের অতীতাবস্থায় উপস্থিত হইলে, কিছুই আবশ্যক করে না; কিন্তু যতদিন না তাদৃশাবস্থা জন্মে, ততদিন লোকমর্য্যাদা রক্ষা করা কর্ত্তব্য।ভক্তির অধিকারী ত্রিবিধ;—স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ। স্বনিষ্ঠ অর্থাৎ স্বাশ্রমস্থ অধিকারী, ফলোদয় পর্য্যন্ত নিষ্কাম-ভাবে হিংসা-দ্বেষ-শূন্য হইয়া, স্বাশ্রমবিহিত কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিবে। আর, যিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বাশ্রমে থাকিয়া, লোক-সংগ্রহের নিমিত্ত ভক্তির প্রাধান্য রক্ষা করতঃ তদনুষ্ঠানে রত থাকেন, তিনিই পরিনিষ্ঠিত ভক্ত। আর, যিনি কেবল মানসেই ভগবান্ শ্রীহরির অর্চ্চনাদি করেন এবং সংসারের সহিত সম্বন্ধ রাখা বা ত্যাগ করায় কোন বিধি নিষেধের অপেক্ষা করেন না, তিনিই নিরপেক্ষ ভক্ত। ভক্তি ব্যতীত কোন সাধনই সত্বরে ভগবান্‌কে ধরিয়া দিতে পারে না। সে কথা শ্রুতিও স্বীকার করিয়া কহিয়াছেন,—"ভক্তিরেবৈনং প্রাপয়তি, ভক্তিবশঃ সবৈ পুরুষঃ" একমাত্র ভক্তিই ভগবান্‌কে ধরিয়া দিতে পারে; তিনি ভক্তিরই একান্ত বশ। দম্ভাদি এককালীন হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিয়া, হৃদয়ের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া, শ্রবণ, কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান করিলে, হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাব হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ কপিলদেব, স্বীয় জননী দেবহূতিকে কহিতেছেন,—

"ভক্ত্যা পুমাঞ্জাতবিরাগ ঐন্দ্রিয়া—
দৃষ্টশ্রুতান্মদ্রচনানুচিন্তয়া ।
চিত্তস্য যত্তো গ্রহণে যোগযুক্তো—
যতিষ্যতে ঋজুভির্যোগমার্গৈঃ ॥
অসেবয়ায়ং প্রকৃতেগুর্ণানাং,
জ্ঞানেন বৈরাগ্যবিজৃম্ভিতেন ।
যোগেন মযার্পিতয়া চ ভক্ত্যা,
মাং প্রত্যগাত্মানমিহাবরুন্ধে ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত ।৩।২৫

'মাতঃ! চিত্ত যখন 'আমি-আমার' ইত্যাকার অভিমান-উৎপাদক কাম, লোভ, মোহ প্রভৃতি মল-বিরহিত হইয়া পবিত্রীকৃত হয়, তখন পুরুষ,—হৃদয় ও কর্ণের সুখদায়ক, আমার বীর্য্য প্রকাশক কথা শ্রবণ, আমার গুণ-কীর্ত্তন, আমার স্বরূপচিন্তন, আমার অর্চ্চন করিতে থাকে, তৎসেবনেই আশু আমাতে অর্থাৎ অপবর্গ-বর্ত্মস্বরূপ ভগবান্ শ্রীহরিতে তাহার শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি জন্মে। এইরূপে ক্রমে ভক্তি উৎপন্না হইলে, তাহার ইহ-পরকালীন ইন্দ্রিয়-সুখে বিরতি হয়। পরে সে উদ্‌যুক্ত হইয়া, ভক্তিপ্রধান যোগমার্গ-অবলম্বনে চিত্ত-সংযমন করিতে যত্নশীল হয়। জননি! ঐ প্রকার করিয়াই এই জীব,—প্রকৃতিগুণসমূহের অসেবন, বৈরাগ্য-বিবর্দ্ধিত জ্ঞান, যোগ এবং আমাতে অর্পিত ভক্তি প্রভৃতি দ্বারা এই দেহেই আমাকে পাইয়া থাকে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতএব, ভক্তি অঙ্গসকলের কোনও একটিকে দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিয়া, ভগবানের আরাধনা করিতে পারিলে, যথেষ্ট হইবে; তাই ভক্তি শাস্ত্রের প্রধান আচার্য্য মহর্ষি শাণ্ডিল্য কহিয়াছে,—"ঈশ্বরতুষ্টেরেকোঽপী বলী" নবধা ভক্তির মধ্যে যেটি বলবান্, সেইটি কার্য্যকরী হইবে। তবে অত্যন্ত অনুষ্ঠান আবশ্যক। ভক্তি অঙ্গের কোন একটিতে আসক্ত হইয়া, ভক্তিপ্রিয় ভগবানের আরাধনা করিতে পারিলেই, ভগবৎ-সান্নিধ্যলাভ সুসম্ভব হইয়া আইসে,—তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া, ভক্তের প্রতি কৃপা করিয়া থাকেন। সে বিষয়ের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত ইতিহাসে ও পুরাণে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে। যথা—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে,
প্রহ্লাদস্মরণে তদঙ্ঘ্রি ভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুপূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ,
সর্ব্বমাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরা॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। পূর্ব্বলহরী।২

মনে পড়ে না কি?—মুমূর্ষু পরীক্ষিতের কাহিনী! মুমূর্ষু পরীক্ষিৎ যখন বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে জীবনাবসানরূপ দৃশ্যের শেষ যবনিকায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন আর কোনও উপায় নাই ভাবিয়া, অচিরাৎ জীবন-বীণা নীরব হইবে—সুখের যবনিকা পতন হইবে জানিয়া, জীবন-নাট্যের যবনিকা-প্রান্তে অন্তর্জ্জলীর পূত-ক্রোড়ে শায়িত হইয়া, ভব-পারাবারের কাণ্ডারী, সংসার-সাগর-তরী, ত্রিতাপহারী, ভগবান্ শ্রীহরির বাল্যলীলা ও নাম-গুণাদি শ্রবণে আসক্ত হইয়া, শ্রবণ-ভক্তি দ্বারাই অনেক জন্মের কঠোর সাধন-লভ্য দেবদুর্লভা মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। আবাল-বিরাগী পরমভাগবত ব্যাসনন্দন শুকদেব, অহর্নিশ ত্রিতাপহারী ভগবান্ শ্রীহরির নাম-গুণাদি কীর্ত্তনে আসক্ত হইয়া, এই নানাজীব-সঙ্কুলা সুবিশাল বসুন্ধরাকে এবং সংসারতাপদগ্ধ অনন্তকোটিজীবের কর্ণকুহর পবিত্র করিয়া, অন্তিমে সেই চির-সুখ-শান্তিময় প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্যলোকে উপনীত হইয়া, ভগবৎ-সাযুজ্যমুক্তি লাভ করিয়াছেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর দৈত্যকুল-সূর্য্য, ভক্তচূড়ামণি পরম ভাগবত প্রহ্লাদ, রাজরাজেশ্বর হইয়াও রাজপথে জলাঞ্জলি দিয়া, সুধাধবলিত আকাশভেদী সুরম্য হর্ম্ম্যাবলীর বাহ্য-চাকচিক্য ভুলিয়া, পার্থিব সুখৈশ্বর্য্য ভুলিয়া, অতুল ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া, মাতাপিতার স্নেহ-মমতা ভুলিয়া, সংসার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভুলিয়া, এমন কি—আপন কায়ার মায়া পর্য্যন্ত ভুলিয়া, সব ভুলিয়া, নির্লিপ্ত-চিত্ত হইয়া, সেই সাধনার ধন, নিদানের বন্ধু, ভব-পারাবারের কাণ্ডারী চিরসখা শ্রীহরির সৌম্য-শান্ত-জ্যোতির্ম্ময় রূপের ধ্যানে মগ্ন হইয়া, অহর্নিশ অশেষ দুঃখ-কষ্টের নির্ম্মম কশাঘাতে ক্লিষ্ট এবং মথিত হইয়াও, ভগবচ্চিন্তা হইতে বিচলিত হইলেন না ; একে একে খড়্গাঘাত, হস্তিপদতল, অগ্নিকুণ্ড, সাগরগর্ভ, সমুচ্চ পর্ব্বত হইতে ভূপৃষ্ঠে নিক্ষেপ, বিষপ্রদান প্রভৃতি প্রাণান্তকর দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইলেন ;—তবুও তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল না, একাগ্রতা নষ্ট হইল না, কোন কিছুতেই একাগ্রতা ভাঙ্গিল না ; পরিশেষে সেই সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যাধার অফুরন্ত আনন্দভাণ্ডার ত্রিতাপহারী ভগবান্ শ্রীহরির সাক্ষাৎকার করিয়া, অন্তিমে চির-শান্তি মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। জগন্মাতা লক্ষ্মী, কেবলমাত্র শক্তিমান্ পুরুষ, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর বৃন্দারকবন্দিত পদারবিন্দের সেবা করিয়াই, ভগবানের প্রিয়তমা স্বরূপভূতা শক্তিরূপে অর্দ্ধাঙ্গিনী হইয়াছেন। রাজরাজেশ্বর মহারাজা পৃথু, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও, নানারত্নখচিত মূল্যবান্ বিভান্ উড্ডীয়মান রাজ-সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া, কোটি-কোটি জনের উপর প্রভুত্ব করিয়াও রাজ্যসুখে না মজিয়া, অতুল ঐশ্বর্য্যের আসক্তি ছাড়িয়া, সংসার কর্ম্মের ভিতর দিয়া, কর্ম্মবেষ্টনী ভেদ করিয়া, সাত্ত্বিক-রাজসিক পূজার ভিতর দিয়া, অর্চ্চন-ভক্তিতে আসক্ত হইয়া, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর তুষ্টিলাভে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। আদি পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য অক্রূর, ঐহিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, আত্মীয়-স্বজন জাতি-কুটুম্বের কঠোর-নিন্দা-উপহাসের অভিঘাত নীরবে সহ্য করিয়া, পুত্র কলত্রাদির মায়া-মোহের সূচীভেদ্য তমোরাশি ভেদ করিয়া, সংসারের তাপ-জ্বালার মধ্য দিয়া, কেবল-মাত্র পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জীব সকলকে ভগবৎ-জ্ঞানে অভিবাদন করিতেন ; এইরূপে, বন্দন-ভক্তিতে আসক্ত হইয়া, তাহাতেই তিনি ভগবানের কৃপায় সাযুজ্য-মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে,—পবননন্দন কপিপতি হনুমান, জগতের পার্থিব সুখৈশ্বর্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া, ঐহিক সুখে না মজিয়া, দাস্যভাবের সাধনা-পথ বহিয়া, অহর্নিশ ত্রিলোকেশ্বর ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের সেবা ও পরিচর্য্যায় আসক্ত হইয়া, ত্রিলোকপতিকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাতেই ভবপারাবারের কাণ্ডারী, কপিপতিকে ভীম-ভবার্ণব পার করিয়া, সাযুজ্য-মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। দ্বাপরযুগে,—পুরুষপ্রধান কর্ম্মবীর অর্জ্জুন, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া, রাজসুখের আস্বাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভুলিয়া, সকল কর্ম্মের ভিতর দিয়া, কর্ম্মবেষ্টনী ভেদ করিয়া সখ্য-ভক্তিতে আসক্ত হইয়া, আপন—"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিত্রতা করিয়া, ভগবানের কৃপায়—"বনে রণে শত্রুজলাগ্নি-মধ্যে" সর্ব্বকর্ম্মে ও সর্ব্বকার্য্যে লাভ করিয়া, ভগবানের—"অনাদিমধ্যান্ত-মনন্তবীর্য্যামনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্" বিশ্বরূপ দর্শনে চরিতার্থ হইয়া, অন্তিমে চরম-সুখ—চির-শান্তি—স্থায়ী-আনন্দলাভে ধন্য হইয়াছেন। আরও দেখ, বিরোচনপুত্র দৈত্যেশ্বর ভক্তপ্রবর বলি, রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া, রাজ্যভার ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে সমর্পণ করিয়া—এমন কি, আপন দেহ-প্রাণ-মন শুদ্ধাত্মা পর্য্যন্ত সমুদয় ত্রৈলোক্যেশ্বর ভগবান্ শ্রীবামনদেবকে নিবেদন অর্থাৎ আত্ম-সমর্পণ করিয়া, আত্ম-নিবেদন ভক্তিতে আসক্ত হইয়া, দৈত্যেশ্বর এই আধি-ব্যাধি-সঙ্কট,—শোক-তাপ-সঙ্কুল,—জরা-মৃত্যু-সঙ্কীর্ণ অসুখকর সংসার হইতে চিরতরে নিষ্কৃতি পাইয়া, চির-অমর হইয়া, ভগবৎকৃপায় সামীপ্য মুক্তিলাভে ভগবান্‌কে বশীভূত করিয়া,—এমন কি, স্বীয় দ্বারে দ্বারী করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপে, ইঁহারা সর্ব্বতোভাবে ভক্তির এক একটি অঙ্গে আসক্ত হইয়া, এক একজন সেই সাধনার ধন, নিদানের বন্ধু, ভব-পারাবারের কাণ্ডারী, সংসার-সাগর-তরী, চিরসখা ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনায় নিরত হইয়া, ইহলোকে সুখ-শান্তি-আনন্দ উপভোগ করিয়া, অন্তিমে চরম-সুখ,—চির-শান্তি,—স্থায়ী আনন্দ মুক্তিলাভ করিয়াছেন। পরন্তু, যাঁহারা ভক্তির সমুদায় অঙ্গ দ্বারা এককালে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিবেন, তাঁহারা যে অনায়াসে এই দুস্তর ভীম-ভবার্ণব পার হইয়া, সেই চির-সুখ-শান্তিময় ব্রহ্মানন্দসুখাহ্বয় প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবা-রাধ্যালোক বৈকুণ্ঠধামে উপনীত হইতে পারিবেন; তদ্বিষয়ে আর বক্তব্য কি?—অতএব,—

পত্রেষু পুষ্পেষু ফলেষু তোয়ে—
ষ্বকষ্টলভ্যেষু সদৈব সৎসু।
ভক্ত্যৈকলভ্যে পুরুষে পুরাণে,
মুক্ত্যৈ কথং ন ক্রিয়তে প্রযত্নঃ॥

গরুড়পুরাণ। পূর্ব্ব। ২৩১

ভগবৎ-সৃষ্ট পত্র, পুষ্প, ফল ও জল—এই সমস্তই অনায়াসলভ্য; কেবল মাত্র ভগবানে পত্রাদি প্রদানে মুক্তিলাভের আশা নাই; পরন্তু, পুরাণ পুরুষ ভগবান্ শ্রীহরিতে ভক্তি সংস্থাপন করিতে পারিলেই, অনায়াসে মুক্তিলাভ হইতে পারে।

———(০)———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ভক্তিই মুক্তির প্রধান কারণ।

—(*)—

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, অধুনা বলিলেন, কেবলমাত্র বিষ্ণুসাযুজ্য-কারিণী ভক্তির দ্বারা ভগবানের উপাসনা করিলে, অনায়াসে কলি-কলুষিত কামনা-বিজড়িত সংসারাসক্ত বদ্ধজীবের মুক্তিলাভ হয়। কিন্তু, দার্শনিক দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া বলেন যে,—"ঋতে জ্ঞানান্ন মুক্তিঃ" সুতরাং কেবলমাত্র ভক্তিদ্বারাই যে মুক্তিলাভ হইবে, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ কি?

ভক্তিমেবামৃতং প্রাপ্য পুনর্দুঃখং ন জায়তে।
বৈকুণ্ঠাখ্যং পদং প্রাপ্য মোদতে বিষ্ণুসন্নিধৌ॥

পদ্মপুরাণ। উত্তরঃ।১৩২

প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য অমরার অমরগণ যথার্থ অমৃত প্রাপ্ত হইয়াছেন বটে; কিন্তু তথাপি মর্ত্ত্যবাসী বিষ্ণুভক্তিহীন মানববৎ তাঁহারা নিরন্তর দুঃখিত। কেন না, ভক্তিই অমৃত; একমাত্র ভক্তিরূপ অমৃত প্রাপ্ত হইলেই, নর-অমর কাহারও আর কখনই দুঃখ উৎপন্ন হয় না; অধিকন্তু, চির-সুখ-শান্তিময় ব্রহ্মানন্দসুখাহ্বয় বৈকুণ্ঠাখ্য পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া, নর-অমর উভয়ই জগন্নিয়ন্তা পরমপিতা পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণুসমীপে পরমানন্দে বিহার করিয়া থাকেন। ভক্তিশাস্ত্রের প্রধান আচার্য্য মহর্ষি শাণ্ডিল্য কহিয়াছেন,

"অতএব তদভাবাদ্বল্লবীনাম্।"

শাণ্ডিল্যসূত্র।২।৫

'ব্রজধামে গোপীরমণীগণের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মরূপে জ্ঞান ছিল না; কিন্তু তথাপি কেবল ভগবানের প্রতি অনুরাগহেতু তাঁহাদিগের মুক্তি ঘটিয়াছে। অন্য কোনরূপ হেতু না থাকিলেও, যেমন বিশুদ্ধ কার্য্যদ্বারা ফলসিদ্ধি হয়, তদ্রূপ গোপবালাগণের ভজনাদি অন্য কোন হেতুর অভাবে কেবল গাঢ় অনুরাগ বলেই তাঁহাদিগের মুক্তি হইয়াছিল।' অধুনা বক্তব্য এই যে, জ্ঞান অঙ্গ বটে; কিন্তু তাহা শ্রেষ্ঠ নহে। কেন না, জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বীকার করিলে, জ্ঞানাভাবে মুক্তি হইতে পারে না। ব্রহ্মাদ্বৈক্যজ্ঞান ও চিন্তা নহে; কেন না, ব্রহ্মৈক্যজ্ঞানে চিন্তার কারণ শ্রবণ-মননাদির সম্ভব নাই। কিন্তু, অনুরাগবশতঃ সর্ব্বদা স্মৃতিই চিন্তা। মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলেন,—

"ভক্ত্যা জানাতীতি চেন্নাভিজ্ঞস্যা সাহায্যাৎ।"

শাণ্ডিল্যসূত্র।২।৬

'ভগবদ্‌গীতায় লিখিত আছে যে,—"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥" 'যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে বিদিত হইতে পারে, সেই ব্যক্তি আমাতে প্রবিষ্ট হয়।' তৈত্তিরীয় সংহিতায় লিখিত আছে যে,—"ঐন্দ্র্যা গার্হপত্য-মুপতিষ্ঠতে" যেমন ইন্দ্রদৈব মন্ত্রে গার্হপত্য অগ্নির আরাধনা করে, তদ্রূপ বলবতী ভক্তিই জ্ঞানের হেতু। অভিজ্ঞা শব্দের অর্থই পূর্ব্বানুভূত বস্তুর জ্ঞান। অতএব, ভক্তির উপকারী পূর্ব্বজ্ঞানই তৎফলরূপ ভক্তির প্রবর্ত্তক।'

তাৎপর্য্য এই যে, ব্রজগোপীগণ জ্ঞানবতী না হইলেও, প্রগাঢ় ভক্তিমতী ছিলেন। একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অপেক্ষা একজন নিরক্ষর নর বা নারী অধিকতর ভক্তিমান্ বা ভক্তিমতী হইতে পারে। ব্রজগোপীগণ অবলা —সরলা; কিন্তু সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর যোগিনী। হৃদয় নির্ম্মল হইলেই, তাহা হইতে ভক্তি নিঃসৃত হয়। জ্ঞানে হৃদয় পরিষ্কৃত হইলেও হইতে পারে; কিন্তু ভক্তির উচ্ছ্বাসে মাতোয়ারা হইতে হইলে, হৃদয়ের নির্ম্মলতা নিতান্তই আবশ্যক। সেই নির্ম্মলতাটুকু যদি তোমার থাকে, তবে তুমি জ্ঞানের ধার আদৌ না ধারিয়া, ভক্তি-মার্গ দিয়াই চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারিবে। প্রাচীন ও আধুনিক বিদ্যায় মস্তিষ্ক ভূষিত হইলেও, তাহা হইতে ভক্তি বিগলিত হয় না। বর্ত্তমান, উন্নতি-পথে আগুয়ান বিজ্ঞান, মানুষকে অজ্ঞান করিয়া দিয়াছে। নব যুগ, অসাধ্য সাধন করিতে শিখিয়াছে; কিন্তু মানুষের কল্পনায় দেবতার সাধনায় দ্বন্দ্ব বাধিয়াছে। সব হইয়াছে; কিন্তু বিশ্বাস হারাইয়াছে। আস্তিক নাস্তিক সকলেই ব্রজগোপী সম্বন্ধে ভুল ধারণা করিয়াছে। ইহা অজ্ঞতার ফল। গোপীগণকে অন্যায় পূর্ব্বক লোকে নিন্দা করিয়া থাকে। প্রাচীনকালের লেখক কবিদিগের ভাষা দুরূহ ও রূপকালঙ্কারে পরিপূর্ণ। উহার যথার্থ ভাব পরিগ্রহ করিতে না পারিয়াই, অনেকে গোপীদিগের সম্বন্ধে প্রতিকূল সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের প্রতি ভক্তের যে অনুরাগ থাকে ও যে অনুরাগবশতঃ তিলার্দ্ধ বিরহযাতনাও মৃত্যু-যাতনা অপেক্ষা অসহ্য বলিয়া বোধ হয়, সেই অনুরাগের আতিশয্যাবস্থা প্রাচ্যদেশ-সুলভ মধুর কল্পনাবলে অতি সুন্দর রূপকালঙ্কারে বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদিগের যে ভালবাসা ছিল, তাহাতে কামের লেশমাত্রও নাই। উপপতির প্রতি উপপত্নীর যে ভালবাসা, তাহাতে যদি কাম-গন্ধ না থাকে, তবে সেই ভালবাসাটুকু যেরূপ নির্ম্মল জিনিষ হয়, গোপীপ্রেম সেইরূপ নির্ম্মল বস্তু। কলি-পাবন মহাপ্রভু নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীচৈতন্য পর্য্যন্ত কৃষ্ণ-প্রেম-সুধাপানে উন্মত্ত হইয়া, স্ত্রী, জননী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে ত্যাগ করিয়া, পদব্রজে সমস্ত ভারত পরিভ্রমণকরতঃ 'প্রেম' বিলাইয়াছিলেন। তিনি সাধারণের নিকট অন্যায়রূপে নিন্দিত গোপী-দিগকেই ভক্তি-মার্গের গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন। যে সকল নাস্তিক-মতি সংস্কৃতভাষায় অনভিজ্ঞ, স্বর্গীয় গোপীপ্রেম বুঝিবার মত বুদ্ধি বা হৃদয় যাঁহাদের নাই, তাঁহারাই মনে করেন যে, উহা ধর্ম্মের অপব্যবহার ব্যতীত আর কিছুই নহে ও ইন্দ্রিয়ভোগের প্রশ্রয় দাওয়াই উহার একমাত্র লক্ষ্য। আধুনিক পাশ্চাত্যবিদ্যাশিক্ষিত ব্যক্তিগণ উপরোক্ত নাস্তিকদিগের মুখে শুনিয়াই তাঁহাদিগের 'ধুয়া' ধরিয়া বসেন; কিন্তু, নিজেরা ব্যাপারটি একটু আলোচনা করিবার আয়াসটুকুও স্বীকার করেন না। এখনও এমন ভক্ত ভারতে দেখা যায়, যাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীপ্রেমের উল্লেখ শুনিবামাত্রই প্রেমাশ্রু-মোচন করিতে থাকেন। গোপীপ্রেম গগনের ন্যায় নির্ম্মল। পরের মুখে না শুনিয়া, যাঁহারা অনন্ত সমুদ্রতুল্য হিন্দুশাস্ত্রের তলদেশে নিমগ্ন হইবেন, তাঁহারাই উপর্যুক্ত কথাটির যাথার্থ্য অনুভব করিতে সক্ষম হইবেন। যাঁহারা গোপী-বিদ্বেষী, একটি উজ্জ্বল জলন্ত ঘটনায় তাঁহাদিগকে নিরুত্তর হইতে হইবে। যৎকালে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গোপীদিগের নিকট বৃন্দাবনে ছিলেন, তখন তিনি বালকমাত্র। ঈশ্বরকে পিতা বা পুত্র, সখা বা পতিস্বরূপ ভাবিয়া ভজনা করা যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভক্ত অর্জ্জুন, ভগবান্‌কে ঠিক সেইভাবে কহিয়াছেন,—

"পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য,
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎ সমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো—
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং,
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ।
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥"

ভগবদ্‌গীতা। ১১

'হে অপ্রতিমপ্রভাব! তুমি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের পিতা, পূজ্য ও প্রধান গুরু; ত্রিলোকমধ্যে তোমা অপেক্ষা সমধিক বা তোমার তুল্য প্রভাবসম্পন্ন আর কেহই নাই অর্থাৎ তোমার অপেক্ষা অধিক হওয়া দূরে থাকুক, এই লোকত্রয়ে তুমি অপ্রতিমপ্রভাব। হে দেব! তুমি বস্তুতঃ জীবের ঈশ ও সেব্য; অতএব, আমি দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হইয়া, তোমায় প্রণাম করিয়া, প্রসন্নতা যাচ্ঞা করিতেছি। জীব ও তুমি নিত্য-অবস্থায় বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর রসগত সম্বন্ধে আবদ্ধ আছ; সেই সেই সম্বন্ধ ব্যাপারে নিত্য দাসরূপ জীব সকল তোমার প্রতি যে সমতা ব্যবহার করে অর্থাৎ যেমন পিতা পুত্রের, মিত্র মিত্রের, স্বামী প্রিয়তমার অপরাধ সহ্য করিয়া থাকেন, সেইরূপ তুমিও আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবে, তাহার সন্দেহ নাই।' অর্জ্জুন ভগবান্‌কে বলিলেন,—'যেমন পিতা পুত্রের নিকট, সখা সখার নিকট, প্রণয়ী প্রণয়িনীর নিকট, তদ্রূপ তুমিও আমার নিকট।' নন্দ ও যশোদা স্বামী স্ত্রী। তাঁহাদের সমস্ত স্নেহটুকু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপর কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। ভগবান্‌কে সন্তানের চক্ষে দেখিয়াই তাঁহারা মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন ভগবান্‌কে সখা ভাবিয়াই ঐহিক বন্ধনের অতীত হইয়াছিলেন। উদ্ধব, বিদুর প্রভৃতি, ঈশ্বরকে প্রভু ও আপনাদিগকে দাস বা সেবক ভাবিয়া অর্চ্চনা করিতেন। তাঁহারা তাহাতেই মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। নারদ প্রভৃতি ঋষিগণ ভাবিতেন,—ভগবান্ সৌম্য, গুণাতীত, বিভু ও অখণ্ড বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরস্থ পরমাত্মা। প্রণয়িনী প্রণয়ীকে যেরূপ ভালবাসে, গোপীগণ তাঁহাকে সেইরূপ ভালবাসিতেন। তুমি যেরূপেই তাঁহাকে অর্চ্চনা কর না কেন, তোমার ক্ষুদ্র 'অহং' টুকু সেই মহান্ বিরাট আত্মায় মিশাইয়া ফেলিতে হইবে। তখন দেখিতে পাইবে, তোমার আমিত্বের অহঙ্কার 'সোঽহং' সমুদ্রে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে;—ক্ষুদ্র স্বার্থের সঙ্কীর্ণতা দূরে পলায়ন করিয়াছে। তাঁহাকে তোমার সমস্ত স্নেহটুকুর কেন্দ্র করিতে হইবে ও সম্পূর্ণভাবে তোমাকে তাঁহার অনুকূল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া চলিতে হইবে। অহংজ্ঞান দূর কর, দেখিবে—ব্রহ্মজ্ঞানের জ্যোতিঃ, তোমার হৃদয়ে প্রতিভাত হইতেছে। গোপীদিগের স্বতন্ত্র বিদ্যমানতা ছিল না, তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত একীভূতা হইয়া গিয়াছিলেন।

অতএব, জানা গেল যে, ভক্তি জ্ঞান-সাধন পন্থা নহে; কেন না, গীতায় ভগবদুক্ত—"ভক্ত্যা মামভিজানাতি" "অভি" উপসর্গ "জানাতি" ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসিয়াছে। 'অভি' শব্দের অর্থ পুনরায় সম্যক্‌রূপে। পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা গিয়াছে যে, জ্ঞান ভক্তি অপেক্ষা নিম্নতর। ভক্তি লাভ করিবার পক্ষে জ্ঞান একটি উপায় মাত্র। কিন্তু, গীতার কথায়, পাছে লোকের মনে একটা ভুল ধারণা জন্মে যে, 'ভক্তি বুঝি—উপায় ও জ্ঞান—লক্ষ্য।' সেই জন্য মহর্ষি শাণ্ডিল্য সেই কথার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন, যে, তাহা নহে;—'অভি' উপসর্গ থাকায়, সেরূপ আপত্তি বিদূরিত হইয়াছে। অভি অর্থে—পুনরায় সম্যকরূপে। তাহা হইলে অর্থ হইতেছে যে, আমাকে পূর্ব্বে একবার জানিবার পর, তিনি পুনরায় আমাকে সম্যক্‌রূপে বিদিত হন ও পরিণামে আমাতে প্রবেশ করেন।' অভিজ্ঞান শব্দের অর্থ—যাহা পূর্ব্বে জানা ছিল বা চেনা ছিল, তাহা পুনরায় জানা বা চেনা। একটা সাধারণ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলে, আমরা কি বুঝি? মনে কর,—ধান ভানিয়া চাউল প্রস্তুত করিতে হইবে, চাউল প্রস্তুত করিতে হইলে, যতক্ষণ তুষের ভিতর হইতে চাউল বাহির হইয়া না আইসে, ততক্ষণ ঢেঁকীর পাড় দিতে হয়। কিন্তু, চাউল বাহির হইলেই হইল না, চাউলকে কাঁড়াইতে হইলে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করিতে হইলে, উহাতে আরও পাড় দিতে হয়। এই পরবর্ত্তী পাড়ই 'ভক্তি' ইহাতেই 'জ্ঞান' সম্পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতাকে, প্রেমিক ও প্রেম-পাত্রকে পরিচিত করিয়া দেয় মাত্র, উহাদিগকে একীভূত করিয়া তুলিতে পারে না। জ্ঞান যাহার সূচনা করে, ভক্তি তাহা সুসম্পন্ন করিয়া দেয়। অতএব, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গীতোক্ত শ্লোকানুসারে ভক্তিকে জ্ঞানসাধনী বলা যায় না। ভক্তিই মুক্তির প্রধান কারণ; ভক্তি দ্বারাই জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিতেছেন,—

"মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥"

ভগবদ্‌গীতা। ১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'যে ব্যক্তি অসাধারণ ভক্তি সহকারে আমাকে সেবা করেন, তিনি সত্ত্ব, রজস্তমোগুণ অতিক্রম করিয়া, ব্রহ্মলাভে সমর্থ হয়েন। অর্থাৎ তিনি গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হন্।'

ভগবান্ বলিলেন যে, যে আমাকে অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারা সেবা করে, সে গুণাতীত হইয়া, মোক্ষলাভের অধিকারী হয়। সুতরাং এই অব্যভিচারিণী ভক্তি পরম বস্তু। ভগবানে একান্ত অনুরাগের সহিত অনন্যচিত্তে তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন বৃত্তিপ্রবাহে মনঃপ্রণিধানরূপে ভজন করার নাম 'অব্যভিচারিণী ভক্তি।' এক্ষণে দেখা যাউক শ্রুতি কি বলেন;—ছান্দোগ্য শ্রুতি কহিয়াছেন,—

"ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি"

ছান্দোগ্যোপনিষৎ। ২।২৩।২

'কেবল যাঁহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ, তাঁহারাই মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন।' দর্শনাচার্য্য বাদরায়ণ কহিয়াছেন,—

"তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ।"

ব্রহ্মসূত্র।১।১।৭

'ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির মুক্তিলাভ সম্বন্ধে, শাস্ত্রোপদেশ শ্রুত হইয়া থাকে।' উপরোক্ত ছান্দোগ্য শ্রুত্যুক্ত 'ব্রহ্মসংস্থ' এবং বাদরায়ণোক্ত 'ব্রহ্মনিষ্ঠ' দুইটী একই কথা। তদুভয় কথায় ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য মহর্ষি শাণ্ডিল্য কোনও প্রতিবাদ করিলেন না, তিনিও উক্ত মতদ্বয় স্বীকার করিয়া কহিলেন,—

"তৎসংস্থস্যামৃতত্বোপদেশাৎ।"

শাণ্ডিল্যসূত্র।

'ধর্ম্মশাস্ত্র বলেন,—যিনি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেন, তিনি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন।' শাস্ত্র বলিতে এখানে ছান্দোগ্য উপনিষৎ বুঝিতে হইবে। ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত আছে,—"তস্যামৃতত্বফলমুপদিশ্যতে" অর্থাৎ এখানে ছান্দোগ্য পুরস্কারের বর্ণনা করিয়াছেন। পুরস্কার—'অমৃতত্ব।' অবিনশ্বর বস্তুকে ভক্তি করিতে করিতে অর্থাৎ ভাল বাসিতে বাসিতে, ঈশ্বরে ও জীবে ঐক্যজ্ঞান জন্মিবে অর্থাৎ জীব নিজেই অবিনশ্বর হইয়া উঠিবে। ঈশ্বরকে 'ভালবাসা'র অর্থই ঈশ্বরে জীবিত থাকা, ঈশ্বরময় হওয়া; ঈশ্বরকে 'ভক্তি' করার অর্থই তাঁহাকে জীবনের আদর্শ করা ও তাঁহার সহিত সম্পূর্ণভাবে এক হইয়া যাওয়া;—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশ্বরকে 'ভক্তি' করার অর্থই তাঁহাকে অনুভব করা বা স্বয়ংই ঈশ্বর হইয়া উঠা। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, মনুষ্য যে সঙ্গে থাকে, তাহার প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং কালক্রমে সঙ্গীদিগের চিন্তা ও অভ্যাসগুলি তাহার নিজস্ব হইয়া উঠে। যখন জীবের যাবতীয় ঐহিক বন্ধন ছিন্ন হয়, তখন সংশয়-নিচয় অপনীত হয় ও দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হয়। এই অবস্থায় জীবের যাবতীয় অনুরাগ ঈশ্বরে কেন্দ্রীভূত হয়, তখন জীবের আর স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না। যখন প্রেমিক সম্পূর্ণভাবে প্রেমপাত্রের সহিত নিজের একত্ব অনুভব করেন, তখন তিনি নিজেকেই বলিতে পারেন যে, "তত্ত্বমসি" অর্থাৎ তুমিই সেই বস্তু। এই সূত্রে মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলিলেন যে, 'যাঁহারা ব্রহ্মসংস্থ, তাঁহারাই 'অমৃতত্ব' লাভ করেন।' এই বলিয়া, পরসূত্রে ইহার মীমাংসা করিতেছেন। যথা—

"জ্ঞানমিতি চেন্ন দিবতোঽপি জ্ঞানস্য তদসংস্থিতেঃ।"

শাণ্ডিল্যসূত্র। ।৪

'ঐ স্থলে 'ব্রহ্মসংস্থ' শব্দের অর্থ ব্রহ্ম-ভক্তি নহে, 'ব্রহ্মজ্ঞান।' অতএব যদি বল, ব্রহ্মজ্ঞানীরই মুক্তিলাভ হয়, ব্রহ্মভক্তের হয় না; তাহা নহে। কেন না, ব্রহ্মসংস্থ শব্দে ব্রহ্মভক্তিই বুঝায়, ব্রহ্মজ্ঞান বুঝায় না; কারণ ব্রহ্মদ্বেষীর ও ব্রহ্মপরিজ্ঞান আছে। কিন্তু তাহার ব্রহ্মভক্তি ব্যবহার হয় না। সুতরাং যাহারা ব্রহ্মভক্ত, তাহাদিগকেই 'ব্রহ্মসংস্থ' বলে।' সুতরাং—

তয়োপক্ষয়াচ্চ।

শাণ্ডিল্যসূত্র। ১।৫

ভক্তিই মুক্তির প্রধান কারণ। কেন না, ভক্তির উদয়ে জ্ঞান ও ক্ষীণ হয় অর্থাৎ তখন জ্ঞান কোন কার্য্যকর হয় না; অতএব, ক্রিয়া যে ভক্তি অপেক্ষা হীন, তাহা বলা বাহুল্য। ভগবদ্গীতা ও উপনিষদাদিতেও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ঈশ্বরভক্তিই মুক্তির কারণ।

দ্বেষপ্রতিপক্ষভাবাদ্রসশব্দাচ্চ রাগঃ।

শাণ্ডিল্যসূত্র। ১।৬

যেহেতু, ভক্তি দ্বেষের বিরোধী অর্থাৎ যাহার প্রতি ভক্তি থাকে, তাহার প্রতি দ্বেষ থাকে না; সুতরাং অনুরাগই ভক্তি। যাহারা পরস্পর বিরুদ্ধভাববিশিষ্ট, তাহাদিগের প্রতিই 'ইনি দ্বেষ্টা ও ইনি ভক্ত' এই প্রকার লৌকিক ব্যবহার হয়। দ্বেষ ও অনুরাগ পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম। দ্বেষ না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকিলেই তথায় অনুরাগ থাকে। ঈশ্বরে দ্বেষ নাই; সুতরাং তাঁহার প্রতি অনুরাগ আছে, ঐ অনুরাগই ভক্তি।

ন ক্রিয়া কৃতানপেক্ষাজ্ জ্ঞানবৎ।

শাণ্ডিল্যসূত্র। ।৭

ক্রিয়াত্মিকা ভক্তি মুক্তিপ্রদানে অক্ষম। কৈবল্যোপনিষদে উক্ত আছে যে,—"নকর্ম্মণানপ্রজয়াধনেনত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশুরিত্যাদি" কর্ম্ম দ্বারা, প্রজা দ্বারা, ও ধনদ্বারা মোক্ষলাভ হয় না; সুতরাং ভক্তি দ্বারা কি মুক্তিলাভ হইবে? তদুত্তরে বলা যায় যে, প্রযত্নাভাববশতঃ ভক্তি ক্রিয়াত্মিকা নহে; যাহাতে প্রযত্ন নাই, তাহা কখন ক্রিয়া হইতে পারে না। যেরূপ জ্ঞান কোন প্রকার যত্নের অপেক্ষা করে না, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় জ্ঞান উৎপাদন করিতে কি না করিতে বা অন্যথা করিতে সক্ষম হয় না; তদ্রূপ ভক্তিকেও কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাবশে উৎপাদন করিতে পারে না। সুতরাং ভক্তিকে ক্রিয়াত্মিকা বলা যায় না।

অতএব ফলানন্ত্যম্।

শাণ্ডিল্যসূত্র। ১৮

'অতএব, ভক্তির ফলও অনন্ত অর্থাৎ ভক্তি যে ফল উৎপাদন করে, তাহার ক্ষয় নাই। যাহা ক্রিয়া জন্য, তাহাই নশ্বর, ভক্তিজন্য মুক্তির বিনাশ নাই।'

তাৎপর্য্য এই যে, 'ব্রহ্মসংস্থ' শব্দে 'ব্রহ্মজ্ঞান' নহে; কেন না, বিদ্বেষপূর্ণ ব্যক্তির জ্ঞানের অভাব পরিদৃষ্ট হয় না। এতদ্ব্যতীত, ভক্তিদ্বারা জ্ঞান উপক্ষীণ হইয়া থাকে। ভক্তি দ্বেষের পরিপন্থী; কিন্তু জ্ঞান সেরূপ নহে। অপিচ, অনুরাগই ভক্তির সার। ধর্ম্মশাস্ত্রে এই অনুরাগকেই 'রস' বলা হইয়াছে। জ্ঞান, যত্ন-চেষ্টা দ্বারা বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু ভক্তির বৃদ্ধি চেষ্টার উপর নির্ভর করে না। প্রায়ই দেখা যায় যে, হয়ত একটি লোক-সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান আছে অর্থাৎ তুমি তাহাকে চিন; কিন্তু জ্ঞান থাকিলেও তুমি যে তাহাকে শুধু ভক্তি কর না, তাহা নহে; হয়ত তুমি তাহাকে ঘৃণাই করিয়া থাক। অতএব, যেখানে জ্ঞান, সেইখানেই যে ভক্তি থাকিবে, এরূপ নহে। যেখানে জ্ঞান, সেখানে ঘৃণাও থাকিতে পারে। ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও সংহারকর্ত্তা,—এই জ্ঞান থাকিলেই যে একজন তাঁহাকে ভক্তি করিবে, এমত নহে। শাণ্ডিল্যসূত্রের ভাষ্যকার স্বপ্নেশ্বর বলেন যে, 'একজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজার অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গই তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে; কিন্তু অন্য একজন তুল্যপরাক্রান্ত রাজা কখনই তাঁহার উপর সেরূপ নির্ভর করেন না।' ঈশ্বরের উপর নির্ভর 'জ্ঞান' হইতে হয় না, 'ভক্তি' হইতেই হয়। ভক্তি যেরূপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, জ্ঞান তেমনি সঙ্গে সঙ্গেই নিষ্প্রভ হইতে আরম্ভ করে, যেরূপ সূর্য্যোদয়ে চন্দ্র হীনপ্রভ হয়। ভক্তির পাত্রের সঙ্গে তোমার সম্পূর্ণ একত্ব অনুভব হইলে, তোমার হৃদয়ে আর জ্ঞানের স্বতন্ত্র স্থান থাকিবে না। সে ক্ষেত্রে, প্রেমিক ও প্রেমপাত্র পরস্পর সম্পূর্ণভাবে মিলিত, একীভূত হইয়া যায়। তাই যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন,—'সে অবস্থায় কে কাহাকে জানিবে?' প্রণয়িণীর প্রতি প্রণয়ীর যে ভালবাসা, তাহার গাঢ়তা প্রকাশ করিবার শক্তি মানব ভাষার প্রচুর পরিমাণে নাই; কিন্তু ভালবাসার উৎস-স্বরূপ ভগবানের প্রতি একজন যোগীর যে ভক্তি, তাহা মনুষ্যভাষায় ব্যক্ত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ভক্তি ও জ্ঞান যে একার্থ-বোধক নহে, তাহা তাহাদিগের বিপরীত ভাবের আলোচনা দ্বারা মহর্ষি শাণ্ডিল্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ভক্তি ও জ্ঞান যে এক নহে, তাহার সরল প্রমাণ এই যে, ভক্তির বিপরীত 'ঘৃণা;' জ্ঞানের বিপরীত—'অজ্ঞান।' এক ব্যক্তির অন্য ব্যক্তির সম্বন্ধে যুগপৎ জ্ঞান ও ঘৃণা থাকিতে পারে; কিন্তু, ভক্তি ও ঘৃণা যুগপৎ থাকা অসম্ভব। শাণ্ডিল্য আরও বলেন যে, তৈত্তিরীয় উপনিষদে উক্ত আছে,—"রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি" ভক্তিকে 'রস' অর্থাৎ অনুরাগ শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে; কিন্তু জ্ঞানার্থবোধক কোন শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই। কেন না, রস শব্দের অর্থ যে 'অনুরাগ' তাহা ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের মুখারবিন্দবিনিঃসৃত ভাষায় বেশ জানা যায়। যথা—"রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্যপরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে" অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি রসময় রসাধার রসস্বরূপ ভগবানের রসোপলব্ধি করিয়া, এবং সর্ব্বসৌন্দর্য্যাধার ভগবানের সৌন্দর্য্য দর্শনপূর্ব্বক তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া, সামান্য জড়ীয় বিষয়রাগ ত্যাগ করেন অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইলেই রাগ স্বভাবতঃ নিকৃষ্ট বিষয়কে পরিত্যাগ করে। মহর্ষি শাণ্ডিল্য আরও দেখাইয়াছেন যে, ভক্তি ও জ্ঞান কখনই এক হইতে পারে না; কারণ, উহাদের অর্জ্জনপ্রণালীও স্বতন্ত্র। জ্ঞান যেরূপ পুরুষকার দ্বারা অর্জ্জিত হইতে পারে, ভক্তি সেরূপ হইতে পারে না। ভক্তির প্রকৃতি রহস্যপূর্ণা। উহার যথাযথ বর্ণন দুঃসাধ্য। ঐহিক ব্যাপারে দেখা যায়, তুমি হয়ত ব্যক্তিবিশেষকে ভালবাস বা ঘৃণা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর; কিন্তু তোমার এবম্বিধ ভালবাসা বা বিদ্বেষের কারণ তুমি নিজেও স্থির করিতে পার না। কখন কখন তুমি ভালবাসা ও ঘৃণা হৃদয়ে পোষণ কর; কিন্তু তুমি নিজেই তাহার হেতু অবগত নও। যাহা তুমি ভালবাস, তাহার প্রতি প্রায়ই অজ্ঞাতসারে তুমি আকৃষ্ট হইয়া যাক। আদৌ সঙ্কল্প বা অভিসন্ধি না থাকিলেও, এরূপ হইতে পারে। ভালবাসা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। কিন্তু জ্ঞানের বেলায় সেরূপ নহে; জ্ঞান পুরুষকার অবলম্বন করিয়াই বর্দ্ধিত হয়। অতএব, ভক্তির ফল অনন্ত। একজন প্রণয়ী, ভালবাসার রহস্যপূর্ণ শক্তির প্রভাবে কিরূপ দশাপন্ন হইয়া পড়িবে, তাহা পূর্ব্বেই স্থির করিতে পারে না। মনের উপর ভালবাসা কিরূপ কার্য্য করে, তাহা বর্ণন করা অপেক্ষা অনুভব করাই সহজ। যিনি একবার প্রেমামৃত পান করিয়াছেন, তিনি উহার বিস্ময়কর ফল অনুভব করিয়াছেন মাত্র; কিন্তু তাহার বর্ণনা সামর্থ্য তাঁহার নাই। কেন না,—"অনির্ব্বচনীয়-প্রেমস্বরূপম্" প্রেমের স্বরূপ বর্ণনা করা যায় না। তাহা ভাষার অতীত; সুতরাং—"মূকাস্বাদনবৎ" মূক ব্যক্তির আস্বাদনের ন্যায়। অনন্তের উপর প্রেম জন্মিলে, প্রেমিক অনন্তকে প্রাপ্ত হন এবং তদীয় প্রেমও অনন্ত হইয়া উঠে। তিনি তাঁহার প্রেমপাত্র অনন্তমূর্ত্তি ভগবান্‌কে সঙ্গী মনে করিয়া, অনন্ত এবং অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব করেন। যাবতীয় ঐহিক বস্তুই সসীম। উহাতে তুমি নিশ্চয়ই সুখী হইতে পারিবে না। তুমি আজ পৃথিবীশ্বর হইয়া, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইলেও, কখন সুখী হইতে পারিবে না; কেন না, তখনও তুমি সসীমত্বের গণ্ডীর মধ্যে অবস্থিত। তোমার একটি অভাব পূর্ণ হইলেই, আর একটি অভাব আসিয়া জুটিবে।

"নিঃস্বো বষ্টি শতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপো—
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ।
চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতির্ব্রহ্মাস্পদং বাঞ্ছতি,
ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং হরির্হরপদং তৃষ্ণাবধিং কো গতঃ॥"

অর্থাৎ দরিদ্রব্যক্তি প্রথমে শত মুদ্রা পাইতে ইচ্ছা করে। যদি সে শত মুদ্রা পায়, তবে অতঃপর সে সহস্র মুদ্রা পাইতে অভিলাষী হয়; তাহাও পাইলে তখন সে লক্ষ মুদ্রা চায়। লক্ষপতি হইলে, আবার সে রাজা হইতে ইচ্ছা করে। রাজা হইলে, তখন পুনর্ব্বার সে সম্রাট্ হইবার বাঞ্ছা করে। যদি সম্রাট্ হয়, তাহা হইলে সে ইন্দ্রত্ব প্রার্থনা করে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্র হইলে, তখন আবার ব্রহ্মত্ব লাভের বাঞ্ছা হয়। ব্রহ্মত্ব পাইলে, বিষ্ণুপদ লাভের আকাঙ্ক্ষা জন্মে এবং বিষ্ণুপদ লব্ধ হইলে, তখন আবার শিবত্বকে অভিলাষ করে। এইরূপে অভাব উত্তরোত্তর বাড়িতেই থাকে। অতএব, তৃষ্ণার শেষ সীমাতে কেহই গমন করিতে পারে না; কাহারও কখনই অভাব পূরণ হয় না। এবম্প্রকারে তুমি অভাব-অনটনের বিবর্ত্তনে পড়িয়া, কেবলই অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা করিবে। কখনই সন্তোষ পাইবে না। না পাইবার কারণ, যে সকল বস্তুতে তোমার অভাব পূর্ণ হইবে, সে সমুদয় বস্তু অসীম-প্রকৃতিসম্পন্ন। মুহূর্ত্তের জন্য সসীমত্বকে পদাঘাত করিয়া, পদতল হইতে সরাইয়া দাও; অমনি দেখিতে পাইবে যে, দুঃখ-যাতনা কিছুই নাই। 'সসীমত্ব' আমাদিগের 'স্বভাব', আত্মার 'অস্বভাব;' অপর পক্ষে, 'অসীমত্ব'ই আত্মার 'স্বভাব', আমাদিগের 'অস্বভাব।' জ্ঞানানুসরণে এবম্প্রকার ফলপ্রাপ্তি ঘটে না। যে জ্ঞান, ভক্তির সঞ্জীবন-উত্তাপ-বিরহিত, তাহা অতীব অকিঞ্চিৎকর; তাহার জন্য কেহ লালায়িত নহে। শুধু এবম্প্রকার জ্ঞানে সুখী হওয়া যায় না। প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত হইলেও, তাঁহার জীবন অসুখকর হইতে পারে। মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলেন,—

"তদ্বতঃ প্রপত্তিশ্চাচ্চ ন জ্ঞানমিতরপ্রপত্তিবৎ।"

শাণ্ডিল্যসূত্র। ১।৯

'যে জ্ঞান দ্বারা মহাত্মা ব্যক্তিরা ভগবান্‌কে বিদিত হইতে পারেন, ভক্তি সেই জ্ঞানেরও কারণ। আর, কামনা দ্বারা যাঁহাদিগের জ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা ইতর দেবতাকে প্রাপ্ত হন। ভক্তি জ্ঞানাত্মিকা নহে; রাগাত্মিকা। যদি অনুরাগকেও জ্ঞান-বিশেষ বল, তাহাতে ভক্তি ব্রহ্মজ্ঞান-বিষয়ে গৌণ, এই আশঙ্কাও নিরস্ত হয়।' অর্থাৎ জ্ঞানের আলোচনায় ক্রমে ভক্তিও আসিতে পারে; তাহা হইলেও, জ্ঞান ও ভক্তি এক জিনিষ নহে। কেন না, 'প্রপত্তি' অর্থাৎ প্রাপ্ত হওয়া সম্বন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্রে অর্থাৎ ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥"

ভগবদ্‌গীতা।৭

'জীবসকল অনেক জন্ম ধরিয়া, সাধন করিতে করিতে, জ্ঞান লাভ করে অর্থাৎ চৈতন্যনিষ্ঠ হয়। এক জন্মে হইতে পারে না; কারণ, আজন্ম-সঞ্চিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবসাদ, এক জন্মে ফুরায় না ; যে জ্বালা জন্ম-সংস্কার-লব্ধ সম্পত্তি, তাহাও একজন্মে শীতল হয় না। কতকোটিজন্মসঞ্জাত ভূয়োদর্শনলব্ধ জ্ঞানের ক্রমঃ-বিকাশে, কত উত্থান-পতন-বিবর্ত্তনের মধ্যে পড়িয়া, জীব একটু একটু করিয়া, উন্নত হইয়া চৈতন্যনিষ্ঠ হইতেছে। চৈতন্যনিষ্ঠ হইবার সময়ে প্রথমে কিয়ৎ-পরিমাণ জড়ত্যাগকালীয় অদ্বৈতভাব অবলম্বন করে। তখন জড়ীয় বিশেষের প্রতি ঘৃণাপ্রযুক্ত বিশেষ ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন হয়। চৈতন্য ধর্ম্মে একটু অবস্থিতি হইলেই, চৈতন্যের যে বিশুদ্ধ বিশেষ ধর্ম্ম, তাহা জানিতে পারিয়া তাহাতে অনুরক্ত হয়। অনুরক্ত হইয়া, পরম চৈতন্য-রূপ আমাতে 'প্রপত্তি' স্বীকার করে। তখন এই মনে করে যে, এই জড় জগৎ স্বতন্ত্র নয় ; চৈতন্যবস্তুর একটি হেয়-প্রতিফলন মাত্র। ইহাতেও বাসুদেব-সম্বন্ধ আছে। অতএব, সমস্তই বাসুদেবময়। এইরূপ যাঁহাদের 'ভগবৎ-প্রপত্তি,' তাঁহারাই মহাত্মা ; কিন্তু তাদৃশ মহাত্মা নিতান্ত দুর্লভ অর্থাৎ প্রায়ই দৃষ্ট হয় না।' প্রপত্তি শব্দটি গীতায় 'জ্ঞান' সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইলেও, অন্য সম্বন্ধে আরও অন্যভাবে ব্যবহৃত আছে। যথা,—"কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্য দেবতাঃ" অর্থাৎ, যাঁহাদের জ্ঞান, বাসনাপ্রভাবে বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়, তাঁহারা অন্য দেবতাকে প্রাপ্ত হন। মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলেন,—'জ্ঞানের সহিত মুক্তির কোনই সংশ্রব নাই ;' গীতার উপরোক্ত শ্লোকেও 'আমাকে প্রাপ্ত হন' এই বাক্যে তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। এখানে গীতার বক্তব্য এই যে,—'দেবগণের পূজকগণ দেবগণের সমীপে যাইয়া থাকেন ; কিন্তু আমার সেবকগণ আমারই নিকটে আগমন করেন।' বস্তুতঃ ভগবৎ-প্রাপ্তির পূর্ব্বে জ্ঞানীরও যখন বহুবার জন্ম-পরিগ্রহ করা আবশ্যক ; তখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তি যে জ্ঞানের ফল, একথা বলা যায় না। এতদ্ব্যতীত গীতার—"কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্য দেবতাঃ" শ্লোকে আমরা দেখিয়াছি যে, 'প্রপত্তি' শব্দে আদৌ মুক্তি বুঝায় না। মহর্ষি শাণ্ডিল্য এখানে দেখাইলেন যে, ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধও নাই। জ্ঞানী ব্যক্তি ও ভক্তিমান হইতে পারেন ; কিন্তু, যেখানে আদৌ জ্ঞানাভাব, সেখানেও 'ভক্তি' দেখা যায়। স্বাভাবিক হউক, অর্জ্জিত হউক, কোন প্রকার জ্ঞান না থাকিলেও, যখন ভক্তির বিদ্যমানতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তখন বুঝিতে হইবে যে, 'জ্ঞান' ভক্তির 'কারণ' নহে। ভক্তিতত্ত্ব দুর্ব্বোধ্য। ভক্তির কার্য্যকারিতা ও উৎপত্তি, কিছুই সম্যক্‌রূপে বুঝা যায় না। সেইজন্য মহর্ষি শাণ্ডিল্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিতেছেন,—

"সা মুখ্যেতরাপেক্ষিতত্বাৎ"

শাণ্ডিল্যসূত্র। ২।১০

'জ্ঞানযোগাদি অপরাপর মুক্তি-সাধনের মধ্যে আত্মরতিরূপা পরাভক্তিই মুক্তির প্রধান অঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তিত।' ছান্দোগ্য উক্তিতে জানা যায়,— "যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্" ব্রহ্মদর্শন ঈশ্বরে পরানুরক্তিরূপা ভক্তির প্রধান অঙ্গ। ইহাতে ব্রহ্মদর্শনবাদীগণের ভ্রম বিদূরিত হইল। ভগবান্ মনুও এইরূপে দর্শনকে ভক্তির অঙ্গ বলিয়াছেন। যথা,—"যঃ ত্যক্ত্বা প্রাকৃতং কর্ম্ম নিত্যমাত্মরতির্মুনিঃ॥ সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা স্যাচ্চেৎ পরতমা গতিঃ॥" সুতরাং আত্মরতিরূপ ভক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইল।

তাৎপর্য্য,—মোক্ষলাভের অনেকগুলি পন্থা ব্যবস্থিত আছে। যথা,— ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ ইত্যাদি। কিন্তু এতন্মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। বেদান্ত-কেশরী জগদ্গুরু শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন,—"মোক্ষকারণ-সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।" মোক্ষপ্রাপ্তির যাবতীয় কারণের মধ্যে ভক্তিই গরীয়সী। ভক্তির সহায়তা ব্যতিরেকে জ্ঞান কিছুই সম্পন্ন করিতে সমর্থ নহে। ভক্তিহীন জ্ঞানী সর্ব্বদা স্বীয় বুদ্ধির জালে জড়িত হইয়া থাকেন। ভক্তিশূন্য যোগী, আত্মলাঞ্ছনার অধীন হইয়া পড়েন। ভক্তিই জ্ঞান ও যোগকে স্বর্গীয় উত্তাপ ও দীপ্তি প্রদান করিয়া থাকে। কর্ম্মমার্গী ব্যক্তিকেও মানব-প্রেম-পূর্ণ হইতে হইবে। নচেৎ, তাঁহার কর্ম্মের প্রধান উৎসটিই শুষ্ক হইয়া যাইবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ভক্ত উদ্ধবকে কহিতেছেন,—

"যৎ কর্ম্মভির্যৎতপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেন শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥"

শ্রীমদ্ভাগবত।১।১২০

'যাহা কর্ম্মকাণ্ড ও কঠোর-কৃচ্ছ্র উগ্র-তপঃ সাধন দ্বারা, যাহা জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা, যাহা যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগ ও সাংখ্যযোগাদি দ্বারা এবং যাহা দানধর্ম্ম দ্বারা ও যাহা অন্যান্য মঙ্গলানুষ্ঠান প্রভৃতি শ্রেয়সাধন দ্বারা সিদ্ধ হয়, মদীয় ভক্ত একমাত্র মদ্ভক্তিযোগ দ্বারা তৎসমস্তই অনায়াসে লাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া থাকেন এবং যদিও তাঁহার কোন বিষয়ে বাসনা থাকে না; কিন্তু তথাপি তিনি ইচ্ছা করিলে, স্বর্গ ও অপবর্গ—এমন কি, মদ্ধাম অর্থাৎ "যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম" ও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।' বক্ষ্যমাণ বিষয়ের আলোচনা হইতেও ভক্তির প্রাধান্য সূচিত হইতেছে। মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলেন,—

"প্রকরণাচ্চ"

শাণ্ডিল্যসূত্র।১।১১

'প্রকরণবশতঃও আত্মরতিরূপা ভক্তির শ্রেষ্ঠতা জানা যাইতেছে। কেন না, আত্মরতিই ফলবান্; অতএব, দর্শন যে আত্মরতিরূপা ভক্তির অঙ্গ, তাহা সপ্রমাণ হইল।

দর্শনফলমিতি চেন্ন তেন ব্যবধানাৎ।

শাণ্ডিল্যসূত্র।১।১২

যদি বল যে. ব্রহ্মদর্শনবলেই স্বর্গভোগস্বরূপ অমৃতত্বপ্রাপ্তি হয়, তবে ব্রহ্মদর্শনেরই প্রকরণ হইতেছে, আত্মরতিরূপ ভক্তির প্রকরণ বলা যায় না; সুতরাং ভক্তির শ্রেষ্ঠতাও সপ্রমাণ হইল না। এই আশঙ্কা হইতে পারে না; কারণ, তৎ শব্দেই তাহার ব্যবধান করিতেছে।

দৃষ্টত্বাচ্চ।

শাণ্ডিল্যসূত্র। ১।১৩

লৌকিক ব্যবহারেও দেখা যায় যে, সৌন্দর্য্যাদি-জ্ঞানই যুবতীর প্রতি আসক্তির কারণ; অর্থাৎ যে স্ত্রী অতি রূপবতী, তাহার উপরেই পুরুষের অনুরাগ জন্মে। অনুরাগ সৌন্দর্য্যের হেতু হয় না, অর্থাৎ যাহার প্রতি অনুরাগ আছে, সেই যে অতি রূপবতী, ইহা বলা যায় না। এই সমস্ত উদাহরণ দ্বারাও ব্রহ্মদর্শনই ভক্তির অঙ্গ, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। আর, নিষ্করুণত্ব, অল্পমহিমত্ব ও অপ্রিয়ত্বাদি জ্ঞানই চিত্তমালিন্যের হেতু। কেন না, কোন প্রকার বিশেষ গুণ ও প্রিয়ত্বজ্ঞান না থাকিলেই তৎপ্রতি মনের বিরক্তি উৎপন্ন হয়। আত্মা অতিশয় করুণা, অব্যাহত ঐশ্বর্য্য ও অনন্ত রূপের আশ্রয়, এইজন্য তৎপ্রতি চিত্তমালিন্য নিবৃত্ত হইয়া, পরা-ভক্তি জন্মে।'

তাৎপর্য্য এই যে, দুঃখ সাধারণতঃ হেয়; কিন্তু সংসারে দুঃখেরও প্রয়োজনীয়তা আছে কোন মানব, জীবন লাভ করিয়া, সমস্ত সামগ্রী পাইয়াও, 'আমি ভগবান্‌কে পাইলাম না' বলিয়া যখন তাহার মর্ম্মান্তিক দুঃখ উপস্থিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়, তখন সেই দুঃখই মুক্তির কারণ হয়। ভগবান্ অন্তর্য্যামী, ভক্তের অন্তর কাঁদিয়া উঠিলে, তিনি দেখা না দিয়া থাকিতে পারেন না। মানব ইন্দ্রিয়-সুখকর-দ্রব্যলাভার্থ সর্ব্বত্রই যাইতে পারে, মহাবিপদেরও সম্মুখীন হইতে পারে। মূল কথা অনুরাগ। ভক্তের চাই—এই অনুরাগ, এই তীব্র ভালবাসা। ভগবানের দিকে এই ভালবাসার মোড় ফিরাইতে হইবে। যখন মানব 'ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারিলাম না,—যে জিনিষ জানিবার, তাহা জানিতে পারিলাম না;' বলিয়া অতিশয় ব্যাকুল হয় এবং তজ্জন্য যন্ত্রণায় অস্থির ও উন্মত্ত হইয়া উঠে,—বুঝিতে হইবে, তখনই তাহার ভগবদ্বিরহ উপস্থিত হইয়াছে। মনের এরূপ অবস্থা হইলে, প্রেমাস্পদ ব্যতীত আর কিছুই ভাল লাগে না। পার্থিব প্রেমে উন্মত্ত প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে এই বিরহ প্রায়ই দেখা যায়। ঐ অবস্থায় অপ্রিয়-পাত্রসমাগমে স্বতই তৎপ্রতি বিরক্তির উদয় হয়। এইরূপ, যখন হৃদয়ে পরা-ভক্তি বিস্তার লাভ করে, তখন উহার বিরোধী বিষয়ে বিরক্তি হইতে থাকে। তখন ভগবৎ-কথা ব্যতীত ভক্তের পক্ষে অন্য কথা বলাও বিরক্তিকর হইয়া উঠে। তখন এই শরীরধারণও ভক্তের পক্ষে ভগবদুপাসনার জন্য বোধ হয়। যাহারা অন্য কথা বলে, তাহাদিগকে শত্রু বলিয়া মনে হয়। সেই প্রিয়তমের চিন্তা হৃদয়ে থাকে বলিয়াই, ভক্তের পক্ষে জীবনধারণ সুখকর বোধ হয়। যখন সাধক সিদ্ধাবস্থা লাভ করেন, তখন তদীয়তা আসে; তখন তাঁহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হইয়া যায়, জীবনের সম্পূর্ণ সাধ পূর্ণ হইয়া যায়; তথাপি এইরূপ ভক্ত কেবল তাঁহারই উপাসনার জন্যই জীবনধারণ করেন। এই জীবনে ইহাই একমাত্র সুখ, তাঁহারা ইহা ছাড়িতে চাহেন না। পরম ভক্ত কহিতেছেন,—"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থাপি উরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যা-হৈতুকীং ভক্তিং ইথম্ভূতগুণো হরি॥" হরির এতাদৃশ মনোহর গুণরাশি যে, যাঁহারা একেবারে পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন,—যাঁহাদের হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাঁহারাও নিষ্কামভাবে ভগবান্ শ্রীহরিকে ভজনা করিয়া থাকেন। দেবতা, মুমুক্ষু ও ব্রহ্মবাদীরাও ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন। যখন 'আমি—আমার' জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন তদীয়তা আসে,—সমস্তই প্রেমাস্পদের বলিয়া, তখন সমস্তই ভালবাসিতে ও প্রেমের চক্ষে দেখিতে ইচ্ছা করে। যে ভগবান্‌কে ভালবাসে, সে সমস্ত জগৎকে ভালবাসে। প্রথমে সমষ্টিকে ভালবাসিতে না শিখিলে, ব্যষ্টিকে ভালবাসা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায় না। সমস্ত কার্য্যকারণাত্মক জগৎটাকে যখন পৃথক্ পৃথক্‌রূপে দেখা যায়, তখনই উহা জগৎ বা ব্যষ্টি। সমষ্টিভূত ঈশ্বরই জ্ঞানীর লক্ষ্য ও ভক্তের অন্বেষণীয়। যখন জানা যায়,—মুক্ত, মুমুক্ষু ও সংসারাসক্ত বদ্ধ জীব—সকলের আত্মা-সমষ্টিই 'ঈশ্বর;' তখনই বিশ্বজনীন প্রেম সম্ভবপর হইতে পারে। ভগবান্ সমষ্টি, আর পরিদৃশ্যমান্ এই জগৎ, ভগবানের অভিব্যক্তি মাত্র; সুতরাং ভগবান্‌কে ভালবাসিলেই, জগৎকে ভালবাসা হয়। ভগবৎ-প্রেম আসিলেই, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিশ্চিতফলস্বরূপ সর্ব্বভূতে প্রেম আসিবে। আমরা যতই ভগবানের দিকে অগ্রসর হই, ততই সমস্ত বস্তু তাঁহাতে দেখিতে পাই। যখন আমাদের জীবাত্মা পরম-প্রেমানন্দ-সম্ভোগে কৃতকার্য্য হন, তখন সর্ব্বেশ্বর-সর্ব্বাধার-সর্ব্বস্বরূপ ভগবান্‌কে পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গম সর্ব্বভূতে দর্শন করিতে থাকেন। তখন হৃদয় আনন্দের এক মহৎ প্রস্রবণ হইয়া দাঁড়ায়। তখন মানুষকে আর মানুষ বলিয়া বোধ হয় না, ভগবান্ বলিয়া বোধ হয় এবং বলিয়া থাকেন;—

"জলে বিষ্ণুঃ স্থলে বিষ্ণুঃ বিষ্ণুঃ পর্ব্বতমস্তকে।
জ্বালামালাকুলে বিষ্ণুঃ সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ।"

ঘেরণ্ডসংহিতা।৭

'অনলে-অনিলে-সলিলে,—পাদপে-প্রান্তরে-প্রস্তরে,—অনন্তে-আকাশে-অবনীমণ্ডলে;—জল-স্থল-মরুদ্ব্যোম প্রভৃতি সর্ব্বত্র এই বিষ্ণু বিরাজমান আছেন। অধিক কি, এই অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই বিষ্ণুময় জানিবে।' এখানে ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি বিখ্যাত স্থলের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা—

"স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান্ এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড়ঃ আত্ম-মিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড্ ভবতি।"

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

যিনি আত্মাকে এইরূপে দর্শন করেন, এইরূপ চিন্তা করেন, এইরূপ জানেন, তিনি ক্রমে এরূপ অবস্থায় আরূঢ় হন, যখন তাঁহার সমস্ত ভালবাসাটুকু আত্মার উপর ন্যস্ত হইয়া থাকে; আত্মাতেই তাঁহার বিশ্রাম,—আত্মাতেই তাঁহার সুখানুভব ও আত্মাতেই তাঁহার শান্তি বোধ হয়। তখন তিনি স্বতেজে তেজোময় হইয়া উঠেন।' এখানে 'রতি' শব্দে ভক্তি বুঝিতে হইবে। উদ্ধৃত বাক্যে মুক্তিপথের ভিন্ন ভিন্ন ক্রম সূচিত হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ সকল ক্রমবোধক শব্দের মধ্যে 'রতি' শব্দ অতি উচ্চ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। উদ্ধৃত বচনটিতে, চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবার যে নানাবিধ ক্রমের উল্লেখ করা হইয়াছে, মনুষ্যকে ঐ সকল ক্রম অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। প্রথমোক্ত ক্রমটি সর্ব্বনিম্ন এবং শেষোক্তটি সর্ব্বোচ্চ। এখানে 'ভক্তি' অপেক্ষা নিম্নতর স্তরে জ্ঞানের উল্লেখ করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত মহর্ষি শাণ্ডিল্য-সূত্রে যে, আত্মতেজের কথা বলা হইয়াছে, তাহা জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি শব্দের বিদ্যমানতা-হেতু দর্শন-ফল হইতে পারে না। সূক্ষ্মদর্শন হইতেও ইহা প্রমাণিত হয়। ভক্তি যে জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতরা, তাহা সূক্ষ্মদর্শন হইতেও জানা যায়। জ্ঞান, উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় মাত্র। যুবতীর সহিত যুবকের প্রথমে চিনা-পরিচয়, পরে প্রণয় হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে ভালবাসা সিদ্ধি; জ্ঞান উপায়। ইহার বিপরীত রীতি প্রকৃতিতে কখনই দৃষ্ট হয় না। প্রথমে জানা-শুনা হইল না; অথচ, উভয়ের প্রথমেই প্রণয় হইল, এমনটি হইতে পারে না। জানা-শুনার পরিমাণটা যাহাই হউক, যাহাকে ভালবাসিতে হইবে, যাহাতে ভালবাসাটা যথার্থ হয়, এজন্যও তাহার সম্বন্ধে কতকটা জানা-শুনার আবশ্যক। অতএব, ভালবাসার পূর্ব্বেই জ্ঞান আবশ্যক। জ্ঞান—উপায়; ভালবাসা—লক্ষ্য। জ্ঞান—ভৃত্য; ভালবাসা—প্রভু। এইরূপে ভালবাসা, জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাতে এরূপ বুঝিবে না যে, ভালবাসা জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী ফল। কারণ, জ্ঞানের ফল ত্বণাও হইতে পারে। আবার, যেখানে আদৌ স্বাভাবিক বা অর্জ্জিত জ্ঞান নাই, সেখানেও ভালবাসা দৃষ্ট হইতে পারে। প্রথমে হৃদয়-মুকুরখানি সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত করিতে হইবে; তাহা হইলে, উহাতে নিত্যপদার্থের প্রতিবিম্ব আসিয়া পড়িবে। প্রগাঢ় ভগবৎপ্রেম লাভ করিতে হইলে, বিদ্যাবত্তার আবশ্যক নাই, চিত্তশুদ্ধিরই প্রয়োজন। ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥"

ভগবদ্গীতা।৫

'ঈশ্বরেই যাঁহাদিগের সংশয়রহিত বুদ্ধি, ঈশ্বরেই যাঁহাদিগের আত্মা, ঈশ্বরেই যাঁহাদিগের নিষ্ঠা এবং ঈশ্বরেই যাঁহাদিগের পরম আশ্রয়, তাঁহারা জ্ঞানদ্বারা নিষ্পাপ হইয়া, মোক্ষলাভ করেন।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞান দুই প্রকার;—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। যাহাকে প্রাকৃত বা জড়প্রকৃতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান বলি, তাহাই জীবের অজ্ঞান বা অবিদ্যা। আর, অপ্রাকৃত জ্ঞানই বিদ্যা। যে সকল জীবের অপ্রাকৃত জ্ঞানোদয়ে প্রাকৃত জ্ঞান নষ্ট হয়, তাহাদের নিকট পরম জ্ঞানরূপ অপ্রাকৃত জ্ঞান উদিত হইয়া অপ্রাকৃত পরম-তত্ত্বকে প্রকাশিত করে। সেই অপ্রাকৃত স্বরূপবিশিষ্ট পরমেশ্বরে যাঁহাদের বুদ্ধি, মন ও নিষ্ঠা গতি লাভ করে, তাঁহারা অবিদ্যারূপ কল্মষ বিদ্যা দ্বারা ধৌতকরতঃ অপুনরাবৃত্তিরূপ মোক্ষলাভ করেন। ভগবানে যাঁহাদের অপ্রাকৃত রতি, তাঁহাদের আর জড়রতি হয় না। তখন তাঁহারা ভগবানের কথা শ্রবণ ও নাম-গুণাদিকীর্ত্তনের প্রিয় হইয়া পড়েন। এক্ষণে দেখা যাউক, ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য ভক্তপ্রবর দেবর্ষি নারদ কি বলেন। দেবর্ষি নারদ বলেন,—

"অমৃতরূপা চ।"

নারদসূত্র।১।৩

'ভক্তিদ্বারা মুক্তিলাভ হয়, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, যে বস্তু যাহা, তাহার চিন্তনে মানব তাহাই হয়। ভক্তি অমৃত-স্বরূপ। অমৃত যে কি বস্তু, তাহা কেহ কখনও আস্বাদন করে নাই; কিন্তু তথাপি অমৃত বলিলে, এক অত্যাশ্চর্য্য মোহনভাব মনোমধ্যে উদিত হয়, যেন অমৃত শব্দ সর্ব্বসুখদ-বিষয়ের পরাকাষ্ঠাবোধক। প্রকৃতপক্ষে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃশ্য, যাহা সর্ব্বাধিক শ্রুতিসুখপ্রদ, যাহার তুল্য উৎকৃষ্ট স্বাদ আর নাই, যাহার সৌরভে সর্ব্ব সদ্‌গন্ধ অপেক্ষা সমধিক আনন্দলাভ হয়, যাহা স্পর্শ করিলে, অন্যবিধ যাবতীয় সুখস্পর্শ দ্রব্য বিস্মৃত হইতে হয়, এতাদৃশ পদার্থই অমৃত, সুধা, পীযূষ বলিয়া অভিহিত। অমৃত যেরূপ খাইতে মিষ্ট এবং একবার খাইলে আর ক্ষুধা ও তৃষ্ণা থাকে না; ভক্তিও সেইরূপ মধুর হইতে মধুর,—অতি মধুর, এবং ভক্তির উদয় হইলে, ভক্তের সকল বাসনা নিশ্চলতা প্রাপ্ত হয়, সকল আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয়,—এমন কি, ভক্তিমান্ ভক্তের নিকট চিরসুখ-শান্তিময়ী মুক্তিও অতি তুচ্ছ পদার্থরূপে পরিগণিত হয়।

যল্লব্ধা পুমান্ সিদ্ধোভবতি অমৃতীভবতি তৃপ্তো ভবতি।

নারদসূত্র।১।৪

ভক্তের হৃদয়ে ভক্তির উদয় হইলে, ভক্ত সিদ্ধ হয়, তৃপ্ত হয় এবং অমৃতত্ব লাভ করে। ভক্তের হৃদয়ে ভক্তির উদয় হইলে, ভাষা নির্ব্বাক্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া যায়, রসনা নিশ্চলতা প্রাপ্ত হয়, ইন্দ্রিয়গ্রাম নিদ্রিত হইয়া পড়ে;—জ্ঞানেন্দ্রিয় বাহ্য-দৃষ্টিকে লুপ্ত করিয়া, মনশ্চক্ষুতে জাগ্রত হইয়া উঠে, অন্তরের আনন্দময়-আলোকে এক অপূর্ব্ব আনন্দানুভূতিতে শরীর, মন স্পন্দনরহিত হইয়া যায়, অন্তরেন্দ্রিয়ের জাগ্রৎ-শক্তি বাহ্যেন্দ্রিয়কে দুর্ব্বল করিয়া, আকুল আবেগে সাড়া দিয়া উঠে। তখন ভক্তের স্বভাবের মাধুর্য্য স্বতঃ উচ্ছ্বসিত হয়, জীবন-সঙ্গীত আনন্দ-গুঞ্জনে মুখরিত হয়, শোণিত-প্রবাহের বিপুল উদ্বেগের সঙ্গে প্রতি শ্বাসে শ্বাসে অমৃতধারা নিঃসৃত হইতে থাকে; তখন পার্থিব সুখৈশ্বর্য্য, যশোমান প্রভৃতি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া অনুভূত হয়।

যৎপ্রাপ্য ন কিঞ্চিৎ বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি।

নারদসূত্র।১।৫

ভক্তের হৃদয়ে ভক্তির উদয় হইলে, ভক্তিমান্ ভক্তের তখন আর কোন বিষয়ে বাসনা, কিংবা শোক, কিংবা কাহার প্রতি দ্বেষ বা কোন বিষয়ে উৎসাহ থাকে না। থাকিবেই বা কিরূপে? তখন যে তাঁহার হৃদয়ের ক্ষুদ্র স্বার্থের সঙ্কীর্ণতা দূরে পলায়ন করে, অভিমান, অভিমান করিয়া—দম্ভ, দম্ভ করিয়া দূরে সরিয়া যায়,—ভ্রমের এমন ভ্রম উপস্থিত হয় যে, ভ্রমেও সে পথে আসে না,—মোহের এমন মোহ উপস্থিত হয় যে, ভুলেও তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না;—তাঁহার ক্ষুদ্র মানব-জীবন তখন অসীম উদার অনন্ত নীলাকাশের মত বিস্তৃতি লাভ করে;—মন বিশাল বারিধির উন্মুক্ত উচ্ছ্বাসের মত আকুল-আবেগে বিশ্ব প্লাবিত করিয়া, অনন্তের পানে ছুটিয়া যায়।

যজ্ জ্ঞানান্মত্তো ভবতি স্তব্ধো ভবতি আত্মারামো ভবতি।

নারদসূত্র।

ভক্ত, বিষ্ণুসাযুজ্যকারিণী ভক্তিদেবীকে বিদিত হইলে, উন্মাদের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া, উদ্‌ভ্রান্তভাবে অনন্তের পানে ছুটিয়া যায়;—স্তব্ধ হইয়া গোবিন্দচরণারবিন্দমকরন্দপানানন্দে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করে;—হৃদয়ে এক প্রকার বিমল-আনন্দের মন্দাকিনী-ধারা আপনা আপনিই প্রবাহিত হইতে থাকে। হৃদয়ের এই আনন্দ-তরঙ্গ যে কেবল মনোময়-কোষেই পর্য্যবসিত হয়, এমত নহে; পরন্তু, সেই আনন্দ-তরঙ্গের স্পন্দন-শক্তি পাঞ্চভৌতিক-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থূলদেহেও সংক্রামিত হইয়া থাকে। উহার আণবিক—স্পন্দন-তরঙ্গ-রাশি তড়িৎ-শক্তির, জীবনীশক্তির—চৈতন্য-শক্তির বা প্রাণ-শক্তির বিশেষ কার্য্যকারিত্ব প্রকাশ করে। দেহ, প্রাণ ও মন আনন্দ-পুলকে নৃত্য করিতে থাকে; তখন ভক্তিমান্ ভক্তের আমিত্বের অহঙ্কার "সোঽহং" সমুদ্রে বিলুপ্ত হইয়া যায়। যেমন লবণের পুতুল জল মাপিতে গিয়া, গলিয়া তাহাতে মিশিয়া যায়, সে আর ফিরিয়া আসে না; সেইরূপ ভক্তিমান্ ভক্ত ভগবৎপ্রেমামৃত-সমুদ্রে যাইয়া, তাঁহাতে গলিয়া মিশিয়া যান, তিনি আর ফিরিয়া এই মর্ত্ত্যে মরিতে আসেন না।'

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽ—
স্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদিমুক্তঃ,
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥

মুণ্ডকোপনিষৎ।৩।২।৮

অনন্ত সমুদ্রাভিমুখে যাত্রাকালে নদী-উপনদী সমূহের নানা নামরূপ থাকে; কিন্তু, যখন তাহারা মহান্ সমুদ্রে গিয়া সম্মিলিত হয়, তখন তাহাদের নাম-রূপ লোপ পায়। তত্ত্বদর্শী ভক্তিমান্ ভগবদ্ভক্তগণেরও ঠিক সেইরূপ অবস্থা। জীব, যখন অবিদ্যার মোহে অভিভূত থাকে, তখন তাহারা কুপথ-সুপথ, কর্ম্মাকর্ম্ম, সুখ-দুঃখ নির্দ্ধারণ করিতে পারে না;—"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" কে জানিতে পারে না;—আধি-ব্যাধি-শোক-তাপে মুহ্যমান্ সংসারের পরে যে আধি-ব্যাধি-শোক তাপহীন, জন্ম-জরা-মৃত্যুবিহীন শান্তিনিকেতন আছে, তাহাও বিদিত হইতে পারে না; তখন তাহাদের নানা নাম-রূপ পরিকল্পিত হয়; সুতরাং তখন তাহারা মায়া-মোহ, কামনা-প্রলোভন, আশা-ভরসা, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বজালে বিজড়িত হইয়া, উত্থান-পতনের বিবর্ত্তনে পড়িয়া, জ্বালা-যন্ত্রণা অনুভব করিতে থাকে। কিন্তু, যখন তাহারা সুপথ দেখিতে পায়, সুপথে চলিয়া, সুকর্ম্ম করিয়া, আত্মজ্ঞানলাভে ভক্তিভাবে ভগবানের ভজনা করে, তখন তাহারা ভগবদ্ভক্ত হইয়া, সকল কষ্ট, সকল দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া, নাম-রূপ-বিবর্জ্জিত হইয়া, অক্ষয় অনন্ত অনাদি পুরুষের কোটিসূর্য্যপ্রদীপ্ত কোটি-চন্দ্রোৎফুল্ল জ্যোতির্ম্ময় অঙ্গে আত্মলীন করিতে সমর্থ হয়। তখন আর জন্ম-জরা-মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে না, তখন আর আধি-ব্যাধি-শোক-তাপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রপীড়িত হইতে হয় না। তখন চরম-সুখ—চির-শান্তি—স্থায়ী-আনন্দ লাভ হয়। ইহাকেই বলে মুক্তি বা মোক্ষ। অতএব,—

হে মানবাঃ শৃণুত মদ্বচনং সমস্তাঃ,
স্বর্গে সুধা ন হি বুধাস্তু মুধা বদন্তি।
কুর্ম্মস্তদত্র ভবতামুপকারকারি,
ভক্তিসুধাং পিবত তৎ পরমাদরেণ॥

হে আধি-ব্যাধি-শোক-তাপে মুহ্যমান্ মানবগণ! তোমরা যদি অমৃত পান করিয়া, অমর হইতে চাও, তবে পণ্ডিতমুখে স্বর্গ সুখের কাহিনীতে কর্ণপাত করিও না; স্বর্গসুখের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, অমৃতকে বিসর্জ্জন দিও না; তোমার শরীর ক্ষণবিধ্বংসী; যে কোন মুহূর্ত্তেই তোমার সবল, সুন্দর, সুঠাম দেহখানি ধূলিকণায় পরিণত হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। সুতরাং যে জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তই দৃষ্টিমাত্রেই অদৃশ্য হইতেছে; যে জীবন অতি দীর্ঘ হইলেও অতি ক্ষুদ্র, যাহা একেবারে অনিশ্চয় এবং অস্থায়ী, অমৃতকে উপেক্ষা করিয়া, সে জীবনের উপাসনা করা, স্বর্গ সুখের লোভে যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করা বাতুলতা মাত্র। তোমরা যাহা নও, তাহাই যদি হইতে চাও, তোমাদের যাহা নাই, তাহাই যদি পাইতে চাও, তবে তোমাদের যাহা আছে, তাহাতে অসন্তুষ্ট হও। ঐহিক-সুখে বিগত-স্পৃহ হইয়া, অনন্ত সুখের জন্য প্রস্তুত হও। অনন্ত সুখের অভিলাষী হইলে, ঐহিক-বাসনার বিশ্বগ্রাসী লেলিহান জিহ্বা সমূলে উৎপাটিত করিয়া,—"ভক্তিনিষ্ঠো ভব।" তাই আবার বলিতেছি যে, যদি প্রকৃত সুখ পাইতে চাও, যে সুখে সন্তাপ নাই, বিরাম নাই, যদি সেই সুখের অধিকারী হইতে চাও, তবে ঐহিক-সুখের মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইও না; আত্ম-হারা হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইও না। তোমাদের মন যদি স্বার্থ-চিন্তায় বিরত হইয়া পরমার্থ-চিন্তায় নিরত না হয়, তবে শিরঃ-কঙ্কালের ভিতর হইতে মস্তিষ্ক-পিণ্ডটি সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেল। তোমাদের অন্তঃকরণ যদি ভগবৎ-প্রেম-ভক্তিতে অনুপ্রাণিত না হয়, তবে বক্ষ-পঞ্জর ভেদ করিয়া হৃৎপিণ্ডগুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া দাও;—আর, সংসারের সকল অন্তরায়ের মধ্য দিয়া, সকল কাজের ভিতর দিয়া, তাপ-জ্বালা নীরবে সহ্য করিয়া, কাতর-তার ছায়া-মণ্ডিত হইয়া, দাস্য-ভাবের সাধনা-পথ বহিয়া,—"ভক্তিনিষ্ঠো ভব।" অমরার অমরবাসী দেবর্ষি কহিয়াছেন, "অমৃতরূপা চ" ভক্তিই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অমৃত। তবে আর ভয় কি? দিনরাত বিরাম দিও না, ছুটিয়া এস, সত্বভাবাপন্ন হইয়া,—'ভক্তি-সুধা' পান কর,—দেখিবে, সংসারের যত মায়া-মমতা, যত সব কামনা-প্রলোভন, কেহই তোমাদিগকে বন্ধন করিতে পারিবে না, কেহই আর তোমাদিগকে ঠকাইতে পারিবে না; তোমরা তোমাদের লক্ষ্যকে পাইবেই পাইবে। সুতরাং দৃঢ় হও, অচল অটল সঙ্কল্প কর;—আত্মোৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হও। ভক্তি-সুধাপানে মাতোয়ারা হইয়া, ভগবানের আরাধনায় রত হও, দেখিবে,—তোমাদের সেই সাধনার ধন, নিদানের বন্ধু, ভব-পারাবারের কাণ্ডারী, সংসার-সাগর-তরী, ত্রিতাপহারী ভগবান্ শ্রীহরি নিকটে আসিবেন;—তোমাদিগকে ভব-পার করিবেন, আপনার লোক করিবেন, তোমরা 'অমৃতত্ব' লাভ করিয়া, 'অমর' হইবে এবং তোমাদের সংসার-রূপ মহারণ্যের সুদীর্ঘ বর্ত্মে গমনাগমন শেষ হইবে;—তোমাদের সকল তাপ-জ্বালা ঘুচিয়া যাইবে, তোমরা ভগবৎ-কিঙ্করত্ব লাভ করিয়া, অমর হইয়া, প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য-লোকে বসবাস করিতে পারিবে। অতএব জানা গেল যে,—

অদ্ধৌ বিধৌ বুধমুখে ফণিনাং নিবাসে,
স্বর্গে সুধা বসতি বৈ বিবুধা বদন্তি।
ক্ষারং ক্ষয়ং যদি মৃতি গরলং নিপাতং,
কণ্ঠে সুধা বসতি বৈ ভগবজ্জনানাম্।

ভক্তিই পরম সুধা। বুধগণ কহিয়া থাকেন,—'অনন্তপ্রসারী মহান্ সমুদ্রের বিভীষিকাময় উল্লোল-কল্লোল উত্তাল-তরঙ্গোচ্ছ্বাসে, অনন্ত নীলাকাশে জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলে আলোক-রূপী ভগবান্ কারুণ্যপ্রাণ করুণানিদান সুবিমল সুধাকরের নয়ন-মনোরঞ্জন প্রসন্ন-স্নিগ্ধ প্রাণ-প্রীণন হাস্যরাশি-বিকশিত জ্যোৎস্না-রাশিতে, কাব্যামৃতপানে অমর কবিকুলের কোমল-সরস কণ্ঠোচ্চারিত ললিত-ললাম রচনাবলীতে বা তেজস্বী বর্ষীয়ান্ শাস্ত্র-পারদর্শী শাস্ত্র-মুকুটালঙ্কৃত বিদ্বদ্বৃন্দের গুরু-গম্ভীর উপদেশ-বাক্যের ওজস্বিনী ভাষায় এবং গরলোদ্গারী মণি-ভূষিত ফণিনিবাসে ও প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য স্বর্গলোকে সুধা ভাণ্ড রহিয়াছে; কিন্তু "বুধাস্তু মুধা বদন্তি।" কেননা যদি সমুদ্রে সুধার বসতি হইত, তবে সমুদ্রের জল লবণ কেন? যদি সুধাকরে সুধা থাকিত, তবে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় কেন? যদি বুধমুখে সুধার বসতি, তবে বুধগণ মৃত্যুর করাল-কবলে পতিত হয় কেন? যদি ফণিনিবাসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুধা থাকিত, তবে ফণিমুখে গরল কেন? আর, যদি স্বর্গে সুধার বসতি হইত, তবে স্বর্গবাসী—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" কেন? অতএব, এ সকল স্থলে কোন প্রকারে সুধার বসতি হইতে পারে না;—তবে সুধার বসতি কোথায়?—"কণ্ঠে সুধা বসতি বৈ ভগবজ্জনানাম্।" একমাত্র গোবিন্দচরণারবিন্দমকরন্দপানানন্দ ভক্তিমান্ ভক্তবৃন্দের কণ্ঠেই সুধার বসতি রহিয়াছে। তাই বুঝি, পরমভক্ত প্রহ্লাদ বিষপান করিয়া, অগ্নি-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, শাণিত ত্রিশূলাঘাত নীরবে সহ্য করিয়া, সমুচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া, মদমত্ত হস্তীর কুলিশাগ্রনিষ্ঠুর দন্তাঘাতে অবপীড়িত হইয়া, সাগর-গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াও মরিলেন না,—অমর হইয়াছেন? সেই কারণেই বুঝি,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গুরুগম্ভীর ওজস্বিনী ভাষায়, অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন,—"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" অর্জ্জুন! আমার ভক্ত কখনও মরে না, আমার ভক্ত 'অমর'। অতএব,—

মাংসাস্থিরক্তনিকরে স্বশরীরকেঽস্মিন্,
স্বত্বং ত্যজাশু মমতাং বনিতাসুতাদৌ।
পশ্যানিশং জগদিদং ক্ষণভঙ্গনিষ্ঠং,
জ্ঞানী বিরাগরসিকো ভব ভক্তিনিষ্ঠঃ॥

পদ্মপুরাণ। উত্তরঃ। ১৯৬

মাংস অস্থিনিকর ও শোণিত-সঙ্কুল এই পাঞ্চভৌতিক শরীরে ও বনিতা, সুতাদিতে আশু মমতা পরিত্যাগ করিয়া, এই জীব-জগৎ অনিশ ক্ষণভঙ্গুর অবলোকন কর এবং ভক্তিনিষ্ঠ ও বিরাগ-রসিক হইয়া জ্ঞানী হও।

———(০)———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অমৃত। তবে আর ভয় কি? দিনরাত বিরাম দিও না, ছুটিয়া এস, সত্ত্বভাবাপন্ন হইয়া,—'ভক্তি-সুধা' পান কর,—দেখিবে, সংসারের যত মায়া-মমতা, যত সব কামনা-প্রলোভন, কেহই তোমাদিগকে বন্ধন করিতে পারিবে না, কেহই আর তোমাদিগকে ঠকাইতে পারিবে না; তোমরা তোমাদের লক্ষ্যকে পাইবেই পাইবে। সুতরাং দৃঢ় হও, অচল অটল সঙ্কল্প কর;—আত্মোৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হও। ভক্তি-সুধাপানে মাতোয়ারা হইয়া, ভগবানের আরাধনায় রত হও, দেখিবে,—তোমাদের সেই সাধনার ধন, নিদানের বন্ধু, ভব-পারাবারের কাণ্ডারী, সংসার-সাগর-তরী, ত্রিতাপহারী ভগবান্ শ্রীহরি নিকটে আসিবেন;—তোমাদিগকে ভব-পার করিবেন, আপনার লোক করিবেন, তোমরা 'অমৃতত্ব' লাভ করিয়া, 'অমর' হইবে এবং তোমাদের সংসার-রূপ মহারণ্যের সুদীর্ঘ বর্ত্মে গমনাগমন শেষ হইবে;—তোমাদের সকল তাপ-জ্বালা ঘুচিয়া যাইবে, তোমরা ভগবৎ-কিঙ্করত্ব লাভ করিয়া, অমর হইয়া, প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য-লোকে বসবাস করিতে পারিবে। অতএব জানা গেল যে,—

অব্ধৌ বিধৌ বুধমুখে ফণিনাং নিবাসে,
স্বর্গে সুধা বসতি বৈ বিবুধা বদন্তি।
ক্ষারং ক্ষয়ং যদি মৃতিঃ গরলং নিপাতং,
কণ্ঠে সুধা বসতি বৈ ভগবজ্জনানাম্।

ভক্তিই পরম সুধা। বুধগণ কহিয়া থাকেন,—'অনন্তপ্রসারী মহান্ সমুদ্রের বিভীষিকাময় উল্লোল-কল্লোল উত্তাল-তরঙ্গোচ্ছ্বাসে, অনন্ত নীলাকাশে জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলে আলোক-রূপী ভগবান্ কারুণ্যপ্রাণ করুণানিদান সুবিমল সুধাকরের নয়ন-মনোরঞ্জন প্রসন্ন-স্নিগ্ধ প্রাণ-প্রীণন হাস্যরাশি-বিকশিত জ্যোৎস্না-রাশিতে, কাব্যামৃতপানে অমর কবিকুলের কোমল-সরস কণ্ঠোচ্চারিত ললিত-ললাম রচনাবলীতে বা তেজস্বী বর্ষীয়ান্ শাস্ত্র-পারদর্শী শাস্ত্র-মুকুটালঙ্কৃত বিদ্বদ্বৃন্দের গুরু-গম্ভীর উপদেশ-বাক্যের ওজস্বিনী ভাষায় এবং গরলোদ্গারী মণি-ভূষিত ফণিনিবাসে ও প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য স্বর্গলোকে সুধা নাই রহিয়াছে; কিন্তু "বুধাস্তু মুধা বদন্তি।" কেননা যদি সমুদ্রে সুধার বসতি হইত, তবে সমুদ্রের জল লবণ কেন? যদি সুধাকরে সুধা থাকিত, তবে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় কেন? যদি বুধমুখে সুধার বসতি, তবে বুধগণ মৃত্যুর করাল-কবলে পতিত হয় কেন? যদি ফণিনিবাসে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুধা থাকিত, তবে ফণিমুখে গরল কেন? আর, যদি স্বর্গে সুধার বসতি হইত, তবে স্বর্গবাসী—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" কেন? অতএব, এ সকল স্থলে কোন প্রকারে সুধার বসতি হইতে পারে না;—তবে সুধার বসতি কোথায়?—"কণ্ঠে সুধা বসতি বৈ ভগবজ্জনানাম্।" একমাত্র গোবিন্দচরণারবিন্দমকরন্দপানানন্দ ভক্তিমান্ ভক্তবৃন্দের কণ্ঠেই সুধার বসতি রহিয়াছে। তাই বুঝি, পরমভক্ত প্রহ্লাদ বিষপান করিয়া, অগ্নি-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, শাণিত ত্রিশূলাঘাত নীরবে সহ্য করিয়া, সমুচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া, মদমত্ত হস্তীর কুলিশাগ্রনিষ্ঠুর দন্তাঘাতে অবপীড়িত হইয়া, সাগর-গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াও মরিলেন না,—অমর হইয়াছেন? সেই কারণেই বুঝি,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গুরুগম্ভীর ওজস্বিনী ভাষায়, অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন,—"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" অর্জ্জুন! আমার ভক্ত কখনও মরে না, আমার ভক্ত 'অমর'। অতএব,—

মাংসাস্থিরক্তনিকরে স্বশরীরকেঽস্মিন্,
স্বত্বং ত্যজাশু মমতাং বনিতাসুতাদৌ।
পশ্যানিশং জগদিদং ক্ষণভঙ্গনিষ্ঠং,
জ্ঞানী বিরাগরসিকো ভব ভক্তিনিষ্ঠঃ॥

পদ্মপুরাণ। উত্তরঃ। ১৯৬

মাংস অস্থিনিকর ও শোণিত-সঙ্কুল এই পাঞ্চভৌতিক শরীরে ও বনিতা, সুতাদিতে আশু মমতা পরিত্যাগ করিয়া, এই জীব-জগৎ অনিশ ক্ষণভঙ্গুর অবলোকন কর এবং ভক্তিনিষ্ঠ ও বিরাগ-রসিক হইয়া জ্ঞানী হও।

———(০)———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভক্তির মহিমা ও প্রাধান্য।

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে,—"আধি-ব্যাধি-শোক-তাপে মুহ্যমান্ জীব, ভক্তি-বহির্ম্মুখ হইলে, কেবলই দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে।' কিন্তু, অনেককে ত দেখিতে পাই, ভগবানে ভক্তি না করিয়া, বেশ সুখে আছে। অথচ, যাঁহারা ভগবানে ভক্তি করেন, তাঁহারা অশেষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন। সুতরাং ভক্তি যে জীবের সুখদ, তাহা কিরূপে বুঝিব?

ভুক্তি-মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। পূর্ব্ববিভাগ।

ভক্তির মহিমা ও মধুরিমা কীর্ত্তন করিতে পারে, অসীম সুষমাকর এই নরাবাস সুবিশাল ধরাধামে কে আছে? যতদিন কলিকলুষিত কামনা-বিজড়িত সংসারাসক্ত বদ্ধ জীবের পিশাচী-সদৃশী ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা হৃদয়ে বিরাজ করে, ততদিন সে হৃদয়ে কি প্রকারে ভক্তি-সুখের সমুদয় হইবে? হৃদয়-রাজ্যের রাজা হৃদয়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত না হইলে, ভক্তিসুখাস্বাদ পাইবে কেমনে? এ যে মরুভূমি! উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ তৃণগুল্মপরিশূন্য বিস্তীর্ণ-প্রান্তর—সদাই ধূ ধূ করিতেছে! এখানে কি রাজ-সমাগম সম্ভবপর? সাহারার ভীষণ মরুক্ষেত্রে—সম্রাট্ কবে আসিয়া অবস্থান করেন? অনুর্ব্বর ঊষর ক্ষেত্র—শস্য-উৎপাদিকা-শক্তিবিরহিত; আকুল প্রজাকুল, কেহই তথায় বাস করিতে চাহে না। রাজা, কি লইয়া থাকিবেন? মরুমাঝেও—ক্বচিৎ ক্ষুদ্র জনস্থলী থাকে; ক্বচিৎ কোথাও ক্ষুদ্র সরিৎ জলদান করে; ক্বচিৎ কোনও গুল্ম-পাদপ, ক্লান্ত জনের শ্রান্তি-দূরে সমর্থ হয়। কিন্তু এ মরুভূমি—সর্ব্বাধার-বিবর্জ্জিত! —এখানে কি দেবতার স্থান হয়? দয়ার জল-নিধি—সে ত দূরে বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছে। শ্রদ্ধার একটা ক্ষুদ্র প্রস্রবণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিল; সেও বহুদিন হইল বিশুষ্ক হইয়াছে। সমবেদনার পাদপ-ছায়া—তক্ষক-দংশিত বিষ-বিশুষ্ক পত্রকাণ্ড-পরিত্যক্ত,—শ্রান্ত-প্রাণে শান্তি-দানে আর সমর্থ নয়! উপকারীর প্রত্যুপকার-লালসা, ক্ষীণা লতিকার ন্যায়, তরুশিরে আশ্রয় লইতেছিল; কিন্তু বৃক্ষ আপনিই উচ্ছেদিত—আশ্রিতা লতা থাকিবে কোথায়? সত্যের স্নিগ্ধ চন্দ্রমা, মার্ত্তণ্ডের খরকরে—মিথ্যার তীব্রদাপে, দৃষ্টি-বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে। সরলতার শুভ্র-গৃহ, আজি কুটিলতার কালকূটে পরিপূর্ণ। এ রাজ্যে রাজার আগমন কি প্রয়োজনে সম্ভবপর?

মহিমানন্তু ভক্তেস্তু ভক্তা এব বিজানতে।
মহতীং সূতিপীড়ান্তু বন্ধ্যা নানুভবেৎ কচিৎ।

স্কন্দপুরাণ। বিষ্ণুঃ। ৫৮

বন্ধ্যা রমণী যেমন প্রবল প্রসববেদনা কদাচ অনুভব করিতে পারে না, তেমন অভক্ত অভাজন ভক্তির মহিমা বুঝিতে সক্ষম নহে; ভগবদ্‌গত-চিত্ত ভক্তিমান্ ভগবদ্ভক্তবৃন্দই ভক্তির মহিমা অবগত আছেন। শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী কহিয়াছেন,—

"ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাম্।
শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাম্॥
জীবনীভূতগোবিন্দপাদভক্তিসুখশ্রিয়াম্।
প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাম্॥
ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা।
রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা তু রম্যতা॥
কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনি।
প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাং॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। দক্ষিণবিভাগ।

'ভক্তি-গঙ্গাজলে যাঁহাদিগের হৃদয়স্থ দোষসমূহ সম্পূর্ণরূপে প্রক্ষালিত হইয়াছে, যাঁহাদিগের অন্তঃকরণ পাতকরূপ মলশূন্য হইয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, প্রসন্ন ও সমুজ্জ্বল হইয়াছে, যাঁহারা ভগবৎকথায় অনুরাগী ও ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গমেচ্ছু, যাঁহারা প্রাণের সহিত ভগবান্‌কে একীভূত করিয়া, তাঁহার চরণারবিন্দে কল্যাণকর ভক্তিসুখ প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছেন; আর, যাঁহারা প্রেমের অঙ্গস্বরূপ সেবাদি আচরণ করেন; সেই সমস্ত ভগবদ্‌গত-চিত্ত ভক্তকুলের অপাপবিদ্ধ হৃদয় মন্দিরে শ্রীমৎ রাধাকৃষ্ণের যুগলভাব-সংস্কৃতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রতি সমুদিত হইয়া, তাঁহাদিগের মানস বশগকরতঃ সানন্দে প্রকাশিত হয়। সাধনকালে স্বীয় হৃদয়-কমলের রক্তিমদলে কৃষ্ণবর্ণাদি বিভাবসমূহ দৃষ্ট হইলে, তাঁহারা চমৎকারী পরমানন্দপরাকাষ্ঠা লাভ করেন।'

অবিদ্যোপহতচৈতন্য জীব, সেই চৈতন্যময় পরিপূর্ণ বিরাট্ পুরুষের অংশ মাত্র। জীব, ব্রহ্মের অংশ হইলেও তাঁহার করুণাভিখারী। তাঁহার করুণা ব্যতীত জীবের মায়া-মুক্ত হইবার উপায়ান্তর নাই। ভক্তির গুণে তাঁহাকে বাঁধিতে পারিলে, তিনি স্বাংশভূত জীব-হৃদয়ে স্বরূপে প্রকাশ পাইয়া, জীবকে চরিতার্থ করেন এবং মায়াপাশ হইতে মুক্ত করিয়া, স্বসমীপে টানিয়া লন। জীবের প্রতি তিনি বিমুখ নহেন। জীবই কর্ম্মবশে হৃদয়-নিধিকে বিস্মৃত হইয়া থাকে। ভগবদ্বশীকারিণী ভক্তির বিকাশের জন্য চিত্ত-শুদ্ধির আবশ্যক। তজ্জন্যই জ্ঞান ও কর্ম্মের আবশ্যক আছে। তবে ভক্তানুগৃহীত অথবা ভগবদনুগৃহীত ব্যক্তির সাধনান্তরের প্রয়োজন হয় না। কেন না, মহর্ষি শাণ্ডিল্য কহিয়াছেন;—

"কর্ম্মিজ্ঞানিযোগিভ্য আধিক্যশব্দাৎ।"

শাণ্ডিল্যসূত্র।

কর্ম্মযোগী, জ্ঞানযোগী ও অন্যান্য যোগী অপেক্ষা ভক্তিযোগী শ্রেষ্ঠ; কারণ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ অপেক্ষা ভজনই মুখ্য এবং ভক্তিই শ্রেষ্ঠ; এই বাক্যই স্থির সিদ্ধান্ত। আর, দেবর্ষি নারদ কহিয়াছেন,—

'সা তু কর্ম্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা।"

নারদসূত্র।

'ভক্তি'—কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ-সমুদয় অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ভক্তিযোগ, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ প্রভৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ কেন?

ফলরূপত্বাৎ।

নারদসূত্র।

কর্ম্মানুষ্ঠান, যোগাভ্যাস, দান-শৌণ্ডিকতা যজ্ঞানুষ্ঠান, তপশ্চরণ ও অনশন-একাশনাদি ব্রতাচরণ প্রভৃতি ফলস্বরূপ। ইহাতে বুঝা যায় যে, কর্ম্ম ও যোগাদি দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না, কর্ম্ম ও যোগাদি দ্বারা কেবল চিত্তের মলিনতা বা স্পন্দন বিদূরিত হইয়া যায় এবং চিত্ত শুদ্ধ বা নিরুদ্ধ হইলেই জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে; কিন্তু ভগবদ্ভক্তি না থাকিলে, শুধু জ্ঞানে কি ফল?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরন্তু,—"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।" মহামহিম সৃষ্টিকুশল বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা, ভগবান্‌কে কহিতেছেন,—

শ্রেয়ঃস্মৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো,
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে,
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥
পুরেঽহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিন—
স্ত্বদর্পিতেহা নিজকর্ম্মলব্ধয়া।
বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়া,
প্রপেদিরেঽঞ্জোঽচ্যুত তে গতিং পরাম্॥"

ভাগবত।১০।১৪।৪।৫

'যাহারা ক্ষুদ্র প্রমাণ ধান্য পরিত্যাগ করিয়া, স্থূল প্রমাণ তুষ সকল তাড়ন করে, তাহাদিগের যেরূপ কোন ফললাভ হয় না; সেইরূপ যাঁহারা তোমাতে মঙ্গলালয় ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র জ্ঞানলাভেই যত্ন করেন, তাঁহাদিগের ক্লেশস্বীকারই সার হয়। হে অপরিচ্ছিন্ন! হে অচ্যুত! এই ধরাতলে অনেকে প্রথমতঃ যোগী হইয়াও, জ্ঞানলাভ করিতে না পারায় তোমার প্রতি লৌকিক চেষ্টা সকল ও নিজ নিজ কর্ম্ম অর্পণ এবং তোমার কথা অবিরত শ্রবণ করেন; তাহাতে তোমার প্রতি তাঁহাদের যে ভক্তি উৎপন্ন হয়, সেই ভক্তিযোগেই তাঁহারা চিন্ময় আত্মাকে চিনিতে পারিয়া, তোমার গতি লাভ করিয়াছেন; অতএব, ভক্তিদ্বারাই জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে।' সুতরাং বারংবার আলোচনা দ্বারা জানা গেল যে,—

ভক্ত্যা বিনা ব্রহ্মজ্ঞানং কদাপি ন জায়তে।

ত্রিপাদ্বিভূতিমহানারায়ণোপনিষৎ ৮

ভক্তি বিনা ব্রহ্মজ্ঞান কখনও হয় না। পরম মঙ্গলের নিদান ভগবৎ-পদারবিন্দে ভক্তি না করিয়া, যে ব্যক্তি কেবলমাত্র জ্ঞানলাভের চেষ্টা করে, তাহার সে চেষ্টা তুষাবঘাতনের ন্যায় কেবলমাত্র ক্লেশেই পর্য্যবসিত হয় অর্থাৎ তণ্ডুলবিহীন তুষ ঢেঁকিতে কুটিলে যেমন তাহাতে কোন ফল লাভ হয় না, কেবলমাত্র কুটিবার ক্লেশই সার হয়, সেইরূপ ভক্তি ছাড়িয়া, জ্ঞানের চেষ্টা করিলেও, তাহাতে কোন ফল হয় না; কেবলমাত্র জ্ঞানার্জ্জনের ক্লেশই সার হয়। জ্ঞেয় ছাড়িয়া, জ্ঞান অর্জ্জন করিতে গেলে, জ্ঞেয় ত লাভ হইলেই না;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরস্ত, জ্ঞানও হারাইবে। তখন ব্যাকরণের 'যত্ব-ণত্ব' লইয়া হউক্ বা দর্শন-শাস্ত্রের 'অবচ্ছেদতা' লইয়াই হউক অথবা স্মৃতিশাস্ত্রের 'কার্য্যপণের পরিমাণ' লইয়াই হউক্, বাদী নিরস্ত করাই পণ্ডিতবৃন্দের লক্ষ্য হইয়া উঠিবে। সত্যই হউক্, আর মিথ্যাই হউক্, একজন যাহা বলিবেন, অপরে তাহা খণ্ডন করিবেনই; তাহাতে যদি সত্যের অপলাপ হয় হউক্। হায়! যাঁহার গুণগানের জন্য বেদের উদ্ভব, যাঁহার স্বরূপ নিরূপণের জন্য দর্শনের সৃষ্টি, যাঁহার লীলারসাস্বাদনের জন্য পুরাণের প্রকাশ, যাঁহার সেবা-বিধি জানিবার জন্য স্মৃতির বিকাশ, তাঁহাকে জানিতে, তাঁহার সেবা করিতে, তাঁহার নাম-গুণ গান করিতে এবং তাঁহার নিকট উপনীত হইতে যে সরল সুগম পন্থা ভক্তি, তাহার কেহই অনুসরণ করিতেছেন না; এইরূপে ভক্তিকে ছাড়িয়া অনেকে আয়াস-সাধ্য জ্ঞানচর্চ্চায় নিরত হইয়া, মন্দাকিনী-সলিলে বিষ্ঠা ধৌত করিতেছে, শালগ্রাম শিলার দ্বারা পলাণ্ডু পেষিতেছে'; কাজেই চিত্তশুদ্ধি ক্রমে দূরবর্ত্তিনী হইয়া পড়িতেছে। জন-সমাজ আধ্যাত্মিক-ভাব হইতে ক্রমে দূরে সরিয়া যাইতেছে; বাহ্য-উদ্দেশ্যেও ক্রমে বহু দোষ প্রকাশ পাইতেছে। বিরোধ-বিসম্বাদ, দ্বেষ-হিংসা ক্রমে সমাজে বদ্ধমূল হইতে চলিয়াছে; 'গলাগলি'র স্থানে 'দলাদলি' ঘটিতেছে; 'কোলাকোলি' বর্ত্তমান 'কিলাকিলি'তে পরিণত হইতেছে। এইরূপে,—

তস্যাঃ জ্ঞানমেব সাধনমিত্যেকে।

নারদসূত্র।

অনেকে বলেন যে, জ্ঞানই ভক্তির লক্ষণ; কিন্তু, মহর্ষি শাণ্ডিল্য তাহা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন,—"জ্ঞানমিতি চেন্নদ্বিষতোঽপি জ্ঞানস্য তদসংস্থিতে।" ভগদ্বিষয়ক জ্ঞানকে ভক্তি বলা যায় না; কেন না, ভগবদ্দ্বেষী পুরুষেরও তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিতে পারে। ঈশ্বর যে সর্ব্ব-শক্তিমান, মহান্ ও "পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ" অর্থাৎ এই জীবজগতের পিতা, পিতামহ, মাতা ও বিধাতা; সুতরাং জগতের আদি, ইহা অনেকেই জানে; কিন্তু কয়জনে তাঁহাকে প্রেম করে? অতএব, জ্ঞান থাকিলেই, প্রেম বা ভক্তি হয় না।

অন্যোন্যাশ্রয়ত্বমিত্যেকে।

নারদসূত্র।

আবার, কেহ কেহ বলেন যে, জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পর সাপেক্ষ অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানসাধন করিতে করিতে ভক্তি হয়, ভক্তিসাধন করিতে করিতে জ্ঞান হয়। কিন্তু মহর্ষি শাণ্ডিল্য, এ কথাও স্বীকার বা বিশ্বাস করেন নাই; তিনি বলিয়াছেন,—"তয়োপক্ষয়াচ্চ" ভক্তির উদয় হইলে, জ্ঞানের নাশ হয়, ভালবাসার আধিক্য জন্মিলে, প্রেম ও প্রেমাস্পদ এক হইয়া যায়, উহাদের আর পৃথক্ বলিয়া, বোধ হয় না। কিন্তু,—

স্বয়ং ফলরূপতেতি ব্রহ্মকুমারঃ।

নারদসূত্র।

'ব্রহ্মকুমারদ্বয় অর্থাৎ দেবর্ষি নারদ ও দেবর্ষি সনৎকুমার বলেন,—ভক্তিই স্বয়ং ফলস্বরূপ অর্থাৎ কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগ, যাহারই অনুষ্ঠান কর না কেন, কিছুতেই ভক্তি মিলিবে না; একমাত্র ভগবানের কৃপা হইলেই ভক্তির উদয় হয়। অতএব, কর্ম্মাদি কাহারও ফল নহেন, ভক্তি স্বয়ংই ফলস্বরূপ।'

তস্মাৎ সৈব গ্রাহ্যা মুমুক্ষুভিঃ।

নারদসূত্র।

অতএব, মুমুক্ষুগণ! তোমরা পার্থিব সুখৈশ্বর্য্য ভুলিয়া, এমন কি—আপন কায়ার মায়া পর্য্যন্ত ভুলিয়া, সংসার ভুলিয়া, সব ভুলিয়া, কর্ম্মানুষ্ঠানের উৎকৃষ্ট ফল স্বর্গসুখের কাহিনীতে কর্ণপাত না করিয়া, যোগাভ্যাসের শ্রেষ্ঠফল অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির কুহকজালে না পড়িয়া, সংসারের সকল কাজের ভিতর দিয়া, সংসার-কল্লোল-কোলাহলের মধ্যে থাকিয়া, দাস্যভাবের সাধনাপথ বহিয়া, ভক্তিসাধনায় প্রবৃত্ত হও। কেন না, ভক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী। ভক্তিশাস্ত্র—ভক্তির নিকট জ্ঞানের গৌরব খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছেন। যে জ্ঞান ভক্তিবিহীন, সে জ্ঞান কোনই ফলোপায়ক নহে। মহর্ষি শাণ্ডিল্য কহিয়াছেন,—

"যোগস্তুভয়ার্থমপেক্ষণাৎ প্রযাজবৎ।"

শাণ্ডিল্যসূত্র। ২।১০

'যদি কেহ এমন আশঙ্কা করেন যে,—যোগানুষ্ঠান দ্বারা জ্ঞান ও ভক্তি উভয় সিদ্ধ হয়। যাঁহাদিগের চিত্ত সমাধিগত, তাঁহারা জ্ঞানার্থ ও ভক্ত্যর্থই যোগানুষ্ঠান করেন। অতএব, যোগই প্রধান অঙ্গ; সুতরাং সেই যোগ কিরূপে ভক্তির অঙ্গস্বরূপ জ্ঞানের অঙ্গ হইবে?' তদুত্তরে বলা যায়, যেরূপ বাজপেয়াদি যজ্ঞের অঙ্গসমূহও সেই যজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তির দীক্ষার অঙ্গ হয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদ্রূপ জ্ঞানের অঙ্গীভূত যোগও ভক্তির অঙ্গ হইতে পারে। এই প্রকার বিষয়-বৈরাগ্যাদিও ভক্তির অঙ্গ।

"গৌণ্যা তু সমাধিসিদ্ধিঃ।"

শাণ্ডিল্যসূত্র। ২।১১

ঈশ্বর-প্রণিধানেই সমাধি হয়, এই দুরপনেয় প্রমাণসিদ্ধ বচন দ্বারা ঈশ্বর-প্রণিধান-রূপ ভগবদ্ভজনই সমাধি সাধন করে, ইহা বুঝা যাইতেছে; সুতরাং ঈশ্বর প্রণিধানেরই শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইল। ঈশ্বর-প্রণিধান জন্য সমাধিসিদ্ধি গৌণ ভক্তি, তাহা শ্রেষ্ঠ নহে। সেই ভক্তিদ্বারা সমাধিসিদ্ধি হয়, এই বাক্যও স্মৃতিবিরুদ্ধ। সুতরাং সমাধি সিদ্ধির গৌণত্ব সপ্রমাণ হইল। অতএব, হে গৌণযোগিগণ! তোমরা কেন একাগ্রতা ও বিভূতির ভার মস্তকে বহন করিয়া বেড়াইতেছ? বিষ্ণুসাযুজ্যকারিণী ভগবদ্বশীকারিণী ভক্তির প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিয়া, যোগরাজ্যে সিদ্ধিলাভ কামনায়, কেবলই বাহ্য-আড়ম্বরে বুক ফুলাইয়া, স্ফীতবক্ষে মস্তক উন্নত করিয়া, বৃথা ঘুরিয়া বেড়াইতেছ? ঐ শুন! দেবর্ষি নারদ কি কহিতেছেন,—

"ঈশ্বরস্যাপ্যভিমানদ্বেষিত্বাদ্দৈন্যপ্রিয়ত্বাচ্চ।"

নারদসূত্র।

'ভগবান্ অভিমানীকে বড় ঘৃণা করেন ও দীনকে ভালবাসেন। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ মানুষকে কেবল অহঙ্কারী করিয়া তুলে, দয়াল ভগবান্ কাঙ্গালের ঠাকুর, দীনের ধন, দরিদ্রের রতন; নিশ্চয় জানিও, তিনি অহঙ্কারী—অভিমানীর কেহ নন। তিনি দীনের বন্ধু, দীন-হীন কাঙ্গালকে তিনি বড় ভালবাসেন। অতএব, ভক্তিপথের পথিক হও; কেন না, ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।' বাস্তবিক, ভক্তিই শ্রেষ্ঠ; কেন না, ইহাতে দীনতা আনয়ন করে, যে দীনতা ঈশ্বরের প্রিয়। অতএব, তোমরা কি দেখিতে পাইতেছ না যে, তোমাদের বক্ষে অহঙ্কার-অভিমান ক্রমান্বয়ে বল্মীকস্তূপের ন্যায় জমিতে জমিতে দিনে দিনে পর্ব্বতাকার ধারণ করিতেছে? তোমরা কি দেখিতেছ না যে, সংসার-রূপ অনন্ত পারাবার সম্মুখে ভীষণ তরঙ্গ-ভঙ্গে ক্রীড়া করিতেছে! কামনার ঘোর ঝঞ্ঝা, বাসনার প্রবল-তরঙ্গ, আসক্তির খর-স্রোত, মোহের কুহেলিকা, মকর-কুম্ভীরের ন্যায় কাম-ক্রোধ রাগ-দ্বেষাদি হিংস্রজন্তুগণ করাল বক্ত্রব্যাদান করিয়া, নিয়তই পরিভ্রমণ করিতেছে। সংসারে মায়া-নির্ম্মিত যত প্রকার জলযান আছে, মনোময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যানই তাহা অপেক্ষা অধিক। তুমি যদি একবার সে সাগরে পতিত হও, তাহা হইলে তোমার সিদ্ধিলাভ ত দূরের কথা—বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

প্রচণ্ড বাসনাবাতৈরুদ্ধূতা নৌর্মনোময়ী।
বৈরাগ্যকর্ণধারেণ বিনা রোদ্ধুং ন শক্যতে॥

সুভাষিত রত্নভাণ্ডাগার।

এ সাগরের কূল-কিনারা নাই। তোমার পারে—'যোগ-রূপ তরণী' আছে বলিয়া, তুমি নিশ্চিন্ত আছ; কিন্তু, এ তরণীর না আছে পাল, না আছে গুণ, না আছে দণ্ড, না আছে ক্ষেপণী—এমন কি, ইহার কর্ণধার পর্য্যন্তও নাই। এই 'যোগ-তরণী' অতি সূক্ষ্ম, প্রজ্ঞাবলে উহা পরিচালিত হইয়া থাকে, বৈরাগ্য সহায়ক না হইলে, তরণী জলমগ্ন হয়। দেবর্ষি নারদ কহিতেছেন,—

"নিরালম্বে দ্বন্দ্ববাতপ্রোদ্ভূতোর্ম্মিসুদুস্তরে।
নিমগ্নানাং ভবাম্ভোধৌ বিষ্ণুভক্তিস্তরী স্মৃতা।"

স্কন্দপুরাণ। বিষ্ণু। পুঃ। ১০

'অবলম্বন-শূন্য ও সুখ-দুঃখ শীতোষ্ণাদিরূপ দ্বন্দ্ববায়ু-সমুত্থিত ঊর্ম্মিদ্বারা দুস্তর ভবসাগরে নিমগ্ন ব্যক্তিগণের বিষ্ণুভক্তিরূপিনী একমাত্র তরণী রহিয়াছে। অতএব, উহাতে আরোহণ না করিয়া, বৃথা সময় নষ্ট বা জীবনীশক্তি ব্যয়িত ও ক্ষয়িত করিও না; ভক্তি-তরীতে আরোহণ করিয়া, সাধনার মহান্ সমুদ্রে ভাসাইয়া দাও এবং—

"উত্তিষ্ঠংশ্চিন্তয় হরিং ব্রজংশ্চিন্তয় কেশবম্।
ভুঞ্জংশ্চিন্তয় গোবিন্দং স্বপংশ্চিন্তয় মাধবম্॥
যূয়মেকাগ্রচিত্তা হি সংশ্রিতা মধুসূদনম্।
জন্মমৃত্যুজরাগ্রাহং সংসারং সন্তরিষ্যথ॥"

বহ্নিপুরাণ।

একাগ্রতার সহিত কাতরতার ছায়া-মণ্ডিত হইয়া প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ-কালে শয্যা হইতে উঠিতে উঠিতে, ভবপারাবারের কাণ্ডারী ভগবান্ শ্রীহরিকে চিন্তা কর;—সাংসারিক কার্য্যসাধনকালে সংসার-রূপ মহারণ্যের সুদীর্ঘ বর্ত্মে চলিতে চলিতে, ত্রিতাপহারী ভগবান্ শ্রীকেশবকে চিন্তা কর;—ভোজনকাল উপস্থিত হইলে, ভোজন করিতে করিতে, ভগবান শ্রীগোবিন্দকে চিন্তা কর;—নিদ্রাকাল উপস্থিত হইলে, নিদ্রা করিতে করিতে, ভগবান্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমাধবকে চিন্তা কর;—আর, শয়নে-স্বপনে, বিপদে-সম্পদে, সুখে-দুঃখে সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থাতে মনঃ-প্রাণ এক করিয়া, একাগ্রচিত্তে ভগবান্ শ্রীমধুসূদনকে চিন্তা কর; তাহা হইলে তুমি নিরাপদে সেই প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধলোক 'বৈকুণ্ঠে' উপনীত হইতে পারিবে। অতএব, জানা গেল যে,—

বিষ্ণৌ ভক্তিং বিনা নৃণাং নিষ্ফলং জন্ম চোচ্যতে।
কলিকালপয়োরাশিং পাপগ্রাহসমাকুলম্॥
বিষয়াসঞ্জনাবর্ত্তং দুর্ব্বোধফেনিলং পরম্।
মহাদুষ্টজনব্যালমহাভীমং ভয়ানকম্॥
দুস্তরঞ্চ তরন্ত্যেব হরিভক্তিতরিস্থিতাঃ।
তস্মাদ্ যতেত বৈ লোকো বিষ্ণুভক্তিপ্রসাধনে॥
পদ্মপুরাণ। স্বর্গঃ। ৩২

বর্ত্তমান্ ঘোর কলি উপস্থিত! কলিকালে কলির কাম-দুর্ম্মদ জীবগণের বিষ্ণুভক্তি ব্যতীত মানব-জন্ম লাভ করা নিষ্ফল বলিয়া কথিত হইয়াছে। কেন না, কলি-কলুষিত দুর্ব্বল মানব কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগসাধন করিতে একেবারেই অসমর্থ; ইহা সম্পূর্ণরূপে বিঘ্ন-সঙ্কুল। এই কারণে শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, হরিভক্তিতরিস্থিত মানবগণ, পাপগ্রাহসমাকুল, বিষময়-বিষয়াসক্তিরূপ আবর্ত্তময়, দুর্ব্বোধ-ফেনিল, মহাদুষ্টগণরূপ মহাব্যালসকলে মহাভীমভয়োৎপাদক, পরম দুস্তর কলিকাল-সাগর, অনায়াসে পার হইতে পারে; এই নিমিত্ত লোক সকল বিষ্ণুভক্তি-প্রসাধনে প্রযত্ন করিবে।

বারি ত্যক্ত্বা যথা হংসঃ পয়ঃ পিবতি নিত্যশঃ।
এবং ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য বিষ্ণুভক্তিং সমাশ্রয়েৎ॥
অন্যভক্তিং পরিত্যজ্য বিষ্ণুভক্তিং সমাশ্রয়েৎ।
তোয়ং বদ্ধা তু বস্ত্রেন কৃতং কার্য্যং কথং ভবেৎ॥
প্রাপ্য দেহং বিনা ভক্তিং ক্রিয়তে স বৃথা শ্রমঃ।
বিষ্ণুভক্তিং বিনা ধর্ম্মানুপদিশন্তি যে জনাঃ।
তে পতন্তি সদা ঘোরে নরকে নাত্র সংশয়ঃ॥
বাহুভ্যাং সাগরং তর্ত্তুং যত্নমূর্খোঽভিবাঞ্ছতি।
সংসারসাগরং তদ্বদ্বিষ্ণুভক্তিং বিনা নরঃ॥
বিষ্ণুভক্তিঞ্চ রক্ষন্তি কর্ম্মণা পাত্যতে যদি।
অকিঞ্চনঃ স্পৃহাযুক্তো মেরৌ ধত্তে যথা স্পৃহাম্॥
পদ্মপুরাণ। উত্তরঃ। ১৩২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হংস যেমন জলাংশ পরিত্যাগ করিয়া, দুগ্ধ পান করে, সেইরূপ অন্য অর্থাৎ যাগ-যজ্ঞ, ব্রত-উপবাস, দান প্রভৃতি সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র বিষ্ণুভক্তিরই আশ্রয় লইবে। একথা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন,—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান ও ঈশ্বরজ্ঞানলাভের উপদেশস্থলে বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম, যতিধর্ম্ম, বৈরাগ্য, শমদমাদি ধর্ম্ম, ধ্যানযোগ, ঈশ্বরের ঈশিতার বশীভূততা প্রভৃতি যত প্রকার ধর্ম্ম বলা হইয়াছে, সে সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবৎস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র শরণাপত্তি স্বীকার কর। তাহা হইলে, ভগবান্ তোমাকে সংসার-দশার সমস্ত পাপ, তথা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মপরিত্যাগহেতু যে সকল পাপ হইবে, সে সমুদয় হইতে উদ্ধার করিবেন। তুমি অকৃতকর্ম্মা বলিয়া আর শোক করিও না। ভগবানে নির্গুণ ভক্তি আচরণ করিলে, জীবের চিৎ-স্বভাব সহজেই স্বাস্থ্যলাভ করে। ধর্ম্মাচরণ, কর্ত্তব্যাচরণ ও প্রায়শ্চিত্তাদি তথা জ্ঞানাভ্যাস, যোগাভ্যাস ও ধ্যানাভ্যাসে কিছুই আবশ্যক হয় না। বদ্ধাবস্থায় জীব, শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত কর্ম্ম করিবে; কিন্তু সেই কর্ম্মে ব্রহ্মনিষ্ঠা ও ঈশ্বরনিষ্ঠা ত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্ব সৌন্দর্য্যাধার শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাকৃষ্ট হইয়া, একমাত্র তাঁহার শরণাপত্তি অবলম্বন করিবে। অতএব, অন্য ভক্তি অর্থাৎ দেবতান্তরভক্তি ছাড়িয়া, বিষ্ণুভক্তিরই আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য; অন্যথা, বস্ত্র দ্বারা জল বাঁধিয়া, কে কবে কোথায় কৃতকার্য্য হইয়াছে? সুতরাং এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-নিধান—মুক্তির সোপান পাঞ্চভৌতিক দুর্লভ মানবদেহ লাভ করিয়া, বিষ্ণুভক্তিহীন হইয়া, অন্যান্য ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, বৃথা শ্রমস্বীকারই করা হইয়া থাকে। যে সকল ধর্ম্মোপদেষ্টা বিষ্ণুভক্তি বিনা ধর্ম্মোপদেশ করেন, শাস্ত্র কহিয়াছেন,—'তাঁহারা সর্ব্বদা ঘোর নরকে বাস করেন।' অজ্ঞ অন্ধ মূঢ় জন যেমন অজ্ঞান প্রভাবে স্বীয় ভুজযুগসাহায্যে অতলস্পর্শজলরাশি অনন্ত মহাসাগর পার হইবার ইচ্ছা করে, নর বিষ্ণুভক্তি ছাড়িয়া, অন্যোপায় অবলম্বন করিয়া, তেমনই অকূল সংসার-সাগর পার হইবার ইচ্ছা করিয়া থাকে। অতএব, জানা গেল যে, বিষ্ণু-ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বসিদ্ধির মূল। দেবর্ষি নারদ কহিয়াছেন,—

"যথালোকো হি জন্তূনাং চেষ্টাকারণতাং গতঃ।
তথৈব সর্ব্বসিদ্ধীনাং ভক্তিঃ পরমকারণম্॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথা সমস্তলোকানাং জীবনং সলিলং স্মৃতম্।
তথা সমস্তসিদ্ধীনাং জীবনং ভক্তিরিষ্যতে॥
যথা ভূমিং সমাশ্রিত্য সর্ব্বে জীবন্তি জন্তবঃ।
তথা ভক্তিং সমাশ্রিত্য সর্ব্বকার্য্যাণি সাধয়েৎ॥

বৃহন্নারদপুরাণ। ৪

'আলোক যেরূপ প্রাণিগণের চেষ্টার কারণ হয়, ভক্তি সেইরূপ সমস্ত সিদ্ধির পরম কারণ;—জল যেমন সমস্ত লোকের জীবন, ভক্তি সেইরূপ সমস্ত সিদ্ধির কারণ। সমস্ত জন্তু যেরূপ ভূমিকে আশ্রয় করিয়া, জীবনধারণ করে, সেইরূপ ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া, সমস্ত কার্য্য সাধন করিবে।' ভগবান্ স্বয়ং কহিতেছেন,—

"যস্যাঃ শ্রেয়স্করং নাস্তি যয়া নির্বৃতিমাপ্নুয়াৎ।
যা সাধয়তি মামেব ভক্তিঃ তামেব সাধয়েৎ॥
ধর্ম্মানন্যান্ পরিত্যজ্য মামেব ভজ নিশ্চয়াৎ।
যাদৃশী যাদৃশী শ্রদ্ধা সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥"

ব্রহ্মসংহিতা। ৫

'যাহা অপেক্ষা মঙ্গলকর বস্তু আর দ্বিতীয় নাই, যাহা দ্বারা সংসার নিবৃত্তি হয় এবং আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া, আমার উপাসনা করিবে। অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র আমাকে ভক্তিসহকারে ভজনা করিবে; আমার প্রতি তোমার যে প্রকার শ্রদ্ধার বিকাশ হইবে, তুমি সেই প্রকার সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।' জ্ঞান ও ভক্তি তুল্যজাতীয় হইলেও, ভক্তির ভগবদ্বশীকারিণী শক্তি আছে; কিন্তু, জ্ঞানের তাহা নাই, এইজন্য ভগবান্ স্বয়ং বলিলেন,—"যস্যাঃ শ্রেয়স্করং নাস্তি যয়া নির্বৃতিমাপ্নুয়াৎ। যা সাধয়তি মামেব ভক্তিং তামেব সাধয়েৎ।" এই জন্যই জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়। বাস্তবিক,—'চিনি হওয়া' ও 'চিনি খাওয়া' দুইটি পৃথক্ ব্যাপার। জ্ঞান 'চিনি' হইতে দেয়; কিন্তু, ভক্তি 'চিনি' খাইতে দেয়। রস নিজে রসাস্বাদ লাভ করিতে পারে না; কিন্তু বিরাগরসিক জ্ঞানিজন রসাস্বাদেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া কহিয়াছেন,—"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" সুতরাং, জ্ঞান হইতে প্রেম-ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। যেমন আমরা কোনও ব্যক্তিকে প্রথমে জানি, পরে গুণ-গরিমার আলোচনায় তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হই, সেইরূপ স্থূলতঃ বা সূক্ষ্মতঃ ভগবান্‌কে জানিলে, তাঁহার অপার মহিমার অনন্ত শক্তির পরিচয় পাইলে, সহজেই হৃদয় তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। নাস্তিকের তর্ক-যুক্তি, লীলাময়ের লীলা-বিলাসের লেশমাত্রও স্পর্শ করিতে পারে না। প্রথম অল্প বিশ্বাসেই পদার্থাশ্রয় করিতে হয়, পশ্চাৎ তাহার গুণ-পরিচয় লাভ করা যায়। বস্তু-শক্তি স্বতঃই প্রকাশ পাইয়া থাকে, উহা তর্ক সাপেক্ষ নহে। প্রথমে গুরুবাক্যে ও শাস্ত্রবাক্যে আস্থা সংস্থাপন করতঃ ক্রমশঃ সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইবে, তবেই সিদ্ধিলাভ হইবে। আদরের ধনের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিলে, কখনই সিদ্ধিলাভ হয় না,—সুখ-শান্তিও পাওয়া যায় না। তাঁহাকে পাইবার জন্য হৃদয়ে প্রবল ইচ্ছা উদ্রিক্ত হইলে, অবশ্যই জীব জ্ঞাননেত্রে তাঁহাকে দেখিতে সমর্থ হয়। কিন্তু, ইচ্ছা প্রবল হইতেও, শত শত জন্ম গত হইয়া যায়। সেইজন্যই ভগবান্ স্বয়ং ভগবদ্‌গীতায় কহিয়াছেন,—"অনেক-জন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্।" জীবের জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার হৃদয়ে একটি তীব্র লালসা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ক্রমশঃ জ্ঞান-বৃদ্ধির সহিত ঐ লালসাও প্রতিদিন তীব্র হইতে তীব্রতর ভাব ধারণ করিতে থাকে। ঐ ইচ্ছা-জনিত চাঞ্চল্য আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়া থাকি; কিন্তু, ঐ ইচ্ছা কি, ঐ লালসা কাহার এবং ঐ আকাঙ্ক্ষারই বা পরিণাম কি?—তাহার রহস্য ভেদ করিতে আমরা অসমর্থ। এই আকাঙ্ক্ষার বেগ-বশতঃ জীবে পুরুষার্থের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই অব্যক্ত লালসা-বশতঃ জীব পাপ অথবা পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকে এই আকাঙ্ক্ষার বশেই উন্মত্ত জীব উত্তরকালে কৃতকৃতা হইয়া, আপনার চিরসখা ত্রিতাপহারি—"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" সেই অব্যক্ত শ্রীহরির চিন্তা করিতে সমর্থ হয় এবং এই অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষার বলেই পুরুষার্থের অন্তে পরমপদরূপ মুক্তিপদ পাইয়া থাকে। অতএব, মনের অদ্ভুত শক্তি আছে, যাহার বলে মন, যুক্তি-তর্কের অগোচর বস্তুও অনুভব করিতে পারে। মনেই ঐশভাব প্রতিফলিত হয়। সময় হইলে, কৃপাময়ের কৃপাসিদ্ধিবশে বিমল চিত্ত-দর্পণে ঐশ-প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তখন প্রেমিক-পুরুষ অন্যের অগোচরে তাহাতে প্রাণ মিশাইয়া দেয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অমৃতলাভ সাধারণের ভাগ্যে ঘটে না। যে ভাগ্যশালী, সেই সে ধনে ধনী হয়, অন্যে অবিশ্বাস-মরুভূমে পড়িয়া দারুণ পিপাসায় প্রাণ হারায়। ভক্তির গুণে তাঁহাকে বাঁধিতে পারিলে, তিনি জীব-হৃদয়ে স্বরূপে প্রকাশ পাইয়া, জীবকে চরিতার্থ করেন এবং মায়া-পাশ হইতে মুক্ত করিয়া, স্বসমীপে টানিয়া লন। জীবের প্রতি তিনি বিমুখ নহেন; জীবই কর্ম্মবশে হৃদয়-নিধিকে বিস্মৃত হইয়া থাকে। অতএব, জানা গেল যে,—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ।

শ্রীমদ্ভাগবত। ১০।৯

সর্ব্বজীবের "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" যশোদানন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তদ্‌গতচিত্ত ভক্তিমান্ ভক্তিনিষ্ঠ ভক্তগণের সম্বন্ধে যেমন সুখলভ্য, দেহাভিমানী তাপসদিগের এবং নিরভিমান জ্ঞানীজনের পক্ষে তদ্রূপ নহেন। সুতরাং, সৌর, শাক্ত, গাণপত্য, শৈব ও বৈষ্ণব—এই পঞ্চোপাসক মধ্যে যিনি যত বাহ্যাড়ম্বর প্রদর্শন করিতে পারেন, করুন; কিন্তু, ভক্তিশূন্যচিত্ত হইলে, সকলই—"শ্রম এব হি কেবলম্" কেবল পরিশ্রম মাত্র সার হইবে। ধর্ম্মমার্গে কড়া-ক্রান্তি পর্য্যন্ত ফাঁকি দেওয়া চলে না.—সর্ব্বত্র চাতুরী চলে; কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যের রাজার নিকট আদৌ চাতুরী চলে না; "যা লোকদ্বয়সাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী" যে চাতুরী বলে, ইহলোক ও পরলোক জয় করা যায়, সেই চাতুরীই চাতুরী। চতুর ব্যক্তিগণ কাচ দিয়া কাঞ্চন ক্রয় করে, আর মূর্খ কাচমূল্যে চিন্তামণি বিক্রয় করে। অতএব, হে ত্রিতাপদগ্ধ জীব! "ভক্তিনিষ্ঠো ভব।"

নানাশাস্ত্রপুরাণবেদবিমলব্যাখ্যামৃতাম্ভোনিধিং,
সম্মথ্যাতিচিরং ত্রিলোকমুনয়ো ব্যাসাদয়ো ভাবুকাঃ।
কৃষ্ণে ভাবমনন্যমেবমমলং হৈয়ঙ্গবীনং নবং,
লব্ধ্বা সংস্থিতিনাশনং ত্রিভুবনে শ্রীকৃষ্ণতুল্যায়তে॥

কল্কিপুরাণ। ১২

লোকপাবন ভগবান্ বেদব্যাস প্রভৃতি ত্রিলোকস্থিত ভাবুক মুনিগণ চতুর্ব্বেদ, অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ এবং শ্রুতি-স্মৃতি নানা শাস্ত্রের নির্ম্মল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাখ্যারূপ অমৃত-সাগর মন্থন করিয়া, সংসার-বন্ধন-মোচনক ঐকান্তিকী-ভক্তিরূপ নূতন নির্ম্মল হৈয়ঙ্গবীন অর্থাৎ সদ্যোজাত ঘৃত উদ্ধার করিয়াছেন; কলির ত্রিতাপদহনে দগ্ধীভূত মানব উহা লাভ করিয়া, ত্রিভুবনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণতুল্য হন।

——(০)——

নবম পরিচ্ছেদ।

ভক্তিলাভের উপায় কি?

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে,—"ভক্তি-যোগান্মুক্তিঃ" যে পর্য্যন্ত ভগবানের প্রতি দৃঢ় অনুরাগ বা ভক্তি না জন্মে, তাবৎ জীবের সংসার-রূপ মহারণ্যের সুদীর্ঘ বর্ত্মে গমনাগমন শেষ হয় না, ব্যাকুলতা-বিধায়িনী কামনা-বাসনাও ঘুচে না এবং ভগবানের কৃপালাভও করা যায় না। অতএব, ঐকান্তিকী ভক্তিই জীবের একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সুতরাং সেই ভক্তিলাভের উপায় কি?

তস্যাঃ সাধনানি গায়ন্ত্যাচার্য্যাঃ।

নারদসূত্র।

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়নিধান—মুক্তির সোপান, জীবাধাররূপ পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহধারী মানবকুলের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখত্রয় নির্ম্মূলের পরমোপায়; সংসার-রূপ মহারণ্যের সুদীর্ঘ বর্ত্মে গমনাগমন শেষ হইবার শ্রেষ্ঠোপায়;—ব্যাকুলতা-বিধায়িনী কামনা বাসনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘুচিবার একমাত্রোপায়;—ভগবৎসাক্ষাৎকারের প্রকৃষ্টোপায়;—সেই সর্ব্বমঙ্গল-বিধায়িনী ব্রহ্মসাযুজ্যকারিণী ভক্তির সাধন-প্রণালী দেবর্ষি নারদ, দেবর্ষি সনৎকুমার, মহর্ষি শাণ্ডিল্য, ব্রহ্মর্ষি শুকদেব প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রের প্রধান প্রধান আচার্য্যগণ বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। ভক্তিশাস্ত্রের প্রধান আচার্য্য দেবর্ষি নারদ কহিয়াছেন,—

"তত্তদ্বিষয়ত্যাগাৎ সঙ্গত্যাগাচ্চ।"

নারদসূত্র। ৫।২

মানব! যদি দুঃখত্রয়নির্ম্মূলের পরমোপায় ভক্তিসাধনা করিতে বাসনা কর,—তবে আগে আপন বিষয়-বিজড়িত বিষয়-পঙ্কিল মনকে ভক্তিরসে অভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত কর; বিষয়-লোলুপ মন যেন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক ও জিহ্বা—এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ—এই বিষয়পঞ্চ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, সদাই ভগবচ্চিন্তায়, ভগবৎকথায়, আবিষ্ট থাকে। বিষয়-পঙ্কিল বিষয়-লোলুপ মনকে এইরূপে বিষয়পঞ্চক হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, ভগবদ্মুখীন্ করিতে চাহিলে,—কি সুদৃশ্য, কি কুদৃশ্য যে কোন বিষয়ে মন ধাবিত হউক্ না কেন, তাহাকে তত্তৎ বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, সর্ব্বসৌন্দর্য্যাধার ভগবানে নিরত করিতে হইবে; মনকে একবার ভগবচ্চরণারবিন্দে, একবার তাঁহার বদনারবিন্দে, একবার তাঁহার নয়নারবিন্দে, একবার তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে নিরত করিতে হইবে। তাহা হইলে সৌন্দর্য্য-পিপাসু মন আর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৌন্দর্য্যসুধা অন্বেষণে আত্মহারা হইয়া, সৌন্দর্য্যদর্শনে ধাবিত হইবে না। এইরূপে কি পুরস্কার, কি তিরস্কার, কি সুশ্রাব্য, কি কুশ্রাব্য, যে কোন বিষয়ে আকুলিত-চিত্ত ধাবিত হউক না কেন, তত্তৎ বিষয় হইতে তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, একবার ভগবানের চরণারবিন্দে, একবার মুখারবিন্দে, একবার নয়নারবিন্দে, একবার তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে নিরত করিতে হইবে। তাহা হইলে, শ্রুতি-মধুর-লোলুপ চিত্ত আর, বীণা-বেণু-সারঙ্গ সপ্তস্বরার সমবেত-সুস্বর-লহরী-সমন্বিত বিহগ-বীণা-বিনিন্দিত বামাকণ্ঠের সুধাস্বরতরঙ্গ আত্মহারা হইয়া, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় উন্মত্ত হইবে না। এইরূপে কি সুগন্ধ, কি দুর্গন্ধ, যে কোন গন্ধে, মনোমদ সুরভি-গন্ধের আঘ্রাণ-মানসে উদগ্রীব মনকে তত্তৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, একবার ভগবানের পদপঙ্কজে, একবার বদনারবিন্দে, একবার নয়নারবিন্দে, একবার সর্ব্বাঙ্গে নিরত করিবে। তাহা হইলে, উদ্‌গ্রীব চিত্ত আর মনোমদ সুরভি-গন্ধের আঘ্রাণ-মানসে উদ্‌গ্রীব হইয়া, গন্ধান্বেষণে ধাবিত হইবে না। কি মধুর, কি কষায়, কি অম্ল, কি তিক্ত, যে কোন রসে রসিক চিত্ত ধাবিত হউক না কেন, তাহাকে তত্তৎ বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, একবার ভগবানের পদারবিন্দে, একবার নয়নারবিন্দে, একবার বদনারবিন্দে, একবার তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে নিরত করিবে। তাহা হইলে, সুরসে রসিক চিত্ত আর, সুমিষ্ট সুস্নিগ্ধ সুরসাস্বাদনে অগ্রসর হইবে না। এইরূপে কি শীত, কি উষ্ণ, যে কোন স্পর্শসুখে বিষয়-লোলুপ চিত্ত ধাবিত হউক না কেন, তত্তৎ বিষয় হইতে চিত্তকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, একবার ভগবানের চরণ-কোকনদে, একবার মুখপঙ্কজে, একবার কমললোচনে, এবং একবার সর্ব্বাঙ্গে নিরত করিবে। তাহা হইলে, চিত্ত আর প্রিয়স্পর্শ-লাভে সদা আকুলিত ও প্রসারিত হইবে না। কেন না, সেই সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যাধার, সর্ব্বরসস্বরূপ, সর্ব্বশ্রুতিমধুর, সর্ব্বস্পর্শসুখ, মধুময় ভগবানের গুণের কথা আর কি কহিব! তাঁহার গুণে চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া, সংসারকে ভুলিয়া, বিষয়পঙ্ককে ভুলিয়া, সর্ব্বগুণাকর রস-সাগরে ডুবিয়া যাইবে। কেন না,—

চিত্রং তদেতচ্চরণারবিন্দং,
চিত্রং তদেতন্নয়নারবিন্দম্।
চিত্রং তদেতদ্বদনারবিন্দং,
চিত্রং তদেতদ্বপুরস্য চিত্রম্॥

কৃষ্ণকর্ণামৃত। ৮৯

তাঁহার চরণারবিন্দ অতি সুন্দর! তাঁহার নয়নারবিন্দ অতি সুন্দর, অতি মনোহর! তাঁহার বদনারবিন্দ অতি সুন্দর,—অতি মনোহর! তাঁহার কোটি-সূর্য্য-প্রদীপ্ত কোটিচন্দ্রোৎফুল্ল জ্যোতির্ম্ময় ললিত-ললাম শরীর অতি সুন্দর, অতি মনোহর! তিনি অনন্ত সুন্দর!

এইরূপে বিষয়পঙ্কক হইতে, চিত্তকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, ভগবচ্চিন্তায় ভগবৎ-কথায় নিরত রাখিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিপথের অন্তরায়-স্বরূপ পুত্র-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধব, সুহৃৎ-মিত্র প্রভৃতির সঙ্গ ত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ সর্ব্বান্তঃকরণে উহাদের প্রতি আসক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিত্যাগ করিয়া, উহাদের মায়া-মমতা হইতে বিমুক্ত হইয়া, সংসার-কল্লোল-কোলাহলের অন্তরালে বিবিক্ত স্থানে বসিয়া, সদা ভগবচ্চিন্তায় ভগবৎকথায় আবিষ্ট হইলে, হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হয়, তখন আর জন-সমাগম-শূন্য সিংহ-ব্যাঘ্র-সমাকুল ভীষণ অরণ্যে গমন করিয়া, বা দুরারোহ শৈলশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া, কঠোর-কৃচ্ছ্র-উগ্র তপঃসাধনায় প্রাণপাত করিতে হইবে না। অপিচ,—

অব্যাবৃতভজনাৎ।

নারদসূত্র। ৫।৩

বিষয় হইতে চিত্তকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, সংসারের যাবতীয় মায়িক পদার্থের আসক্তি হইতে বিমুক্ত হইয়া, অহর্নিশ ভগবদ্ভজনা করাও ভক্তির সাধনবিশেষ বলিয়া কথিত হইয়াছে। অপিচ,—

লোকেঽপি ভগবদ্‌গুণশ্রবণকীর্ত্তনাৎ।

নারদসূত্র। ৫।৪

ভক্তিমান্ ভক্তের নিকট অমৃতময় হরিকথা এবং ভগবন্নাম শ্রবণ করাও ভক্তির সাধনবিশেষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। কেন না, শ্রীমদ্ভাগবতে কহিয়াছেন,—

"যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা॥"

শ্রীমদ্ভাগবত। ১।৭

'হে মুনিগণ! যাঁহারা একবার সেই পরম পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন করেন, সেই পুরুষগণের তৎক্ষণাৎ শোক, মোহ, ভয় প্রভৃতি বিনাশকারিণী ভক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে।'

মুখ্যতস্তু মহৎকৃপয়ৈব ভগবৎকৃপালেশাদ্বা।

নারদসূত্র। ৫।৫

কিন্তু, এ সকলের আচরণ করিলেও মহতের কৃপা বা ভগবৎ-কৃপা-কণা ব্যতীত ভক্তিলাভ করা যায় না; সুতরাং ভক্তিলাভের প্রধান উপায় মহতের কৃপা বা ভগবানের কৃপাবিন্দু। মহতের ও ভগবানের কৃপাকণা প্রাপ্ত হইলে, অন্ধ-অজ্ঞ-মূঢ় মানব ভক্তিমান্ হইয়া যায়, ভক্তিমান্ হইয়া, ভক্তিগদ্‌গদ্-চিত্তে ভগবানের ভজনা করিতে সমর্থ হয়। অপিচ,—

দুঃসঙ্গঃ সর্ব্বথৈব ত্যাজ্যঃ।

নারদসূত্র। ৬।১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুর্জ্জন-সঙ্গ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। কেন না, দুর্জ্জনসঙ্গ করিলে, চিত্ত কলুষিত হয়। ভক্তিলাভের পথে যত প্রকার অন্তরায় আছে, তন্মধ্যে দুর্জ্জনসঙ্গ প্রধান। অপিচ,—

স্ত্রী-ধনি-নাস্তিক-বৈরিচারিত্র্যং ন শ্রবণীয়ম্।

নারদসূত্র। ৮।৬

স্ত্রীলোকের, ধনীর, শত্রুর ও নাস্তিকের চরিত্র শ্রবণ করিবে না; কারণ, স্ত্রীলোকের চরিত্র শ্রবণ করিলে, চিত্ত কলুষিত হইয়া, স্ত্রীর প্রতি ধাবিত হয়; ধনীর চরিত্র শ্রবণ করিলে, ধনার্জ্জনের ইচ্ছা বলবতী হয়; নাস্তিকের চরিত্র-শ্রবণে আস্তিক মানবও নাস্তিক হইয়া পড়ে এবং শত্রুর চরিত্র শ্রবণ করিলে, ক্রোধ উপস্থিত হয়। অতএব, স্ত্রী, ধনী, নাস্তিক ও শত্রুর চরিত্র শ্রবণ করিতে কদাপি আগ্রহ করিও না। অপিচ,—

অভিমানদম্ভাদিকং ত্যাজ্যম্।

নারদসূত্র। ৮।৭

অভিমান, দম্ভ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি ত্যাগ করিবে। কেন না, হৃদয়ে অভিমান থাকিলে, দীনতা ও হীনতা আসিতে পারে না,—দম্ভ থাকিলে, কাতরতা ও সরলতা প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তিগুলি হীনতা প্রাপ্ত হয়;—ক্রোধ থাকিলে, কোমল হৃদয়ও কঠোরতা প্রাপ্ত হয়;—কাম থাকিলে, চিত্ত কলুষিত হয়; কাজেই ভক্তির আবির্ভাব ঘটে না। অতএব, অভিমানাদি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে। অপিচ,—

বাদনালোষ্য।

নারদসূত্র। ১০।১

ঈশ্বরের 'অস্তিত্ব' এবং 'নাস্তিত্ব' সম্বন্ধে কদাপি তর্ক করিও না। তর্ক ভক্তিপথের অন্তরায়। সেই জন্য শাস্ত্র কহিয়াছেন,—"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাস্তাংস্তর্কেণ ন যোজয়েৎ।" অর্থাৎ যে সমস্ত ভাব অচিন্ত্য, তর্কে তাহা যোজনা করিতে নাই। কেন না, তর্কের মীমাংসা নাই; উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে; সুতরাং ঈশ্বরকে লইয়া তর্ক করা বিড়ম্বনা মাত্র। কেহ কেহ বলেন যে, ভগবানের অস্তিত্বের যথেষ্ট প্রমাণ নাই; কেহ কেহ বলেন, তিনি গুণের অতীত, যুক্তি-তর্কের বহির্ভূত। আবার কেহ কেহ একেবারেই বলিয়া বসেন, 'ভগবান্ নাই।' কিন্তু, এই অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের একজন কর্ত্তা নাই,—এ বিশ্বাস কি মানুষ সরলান্তঃকরণে, সর্ব্বান্তঃকরণে হৃদয়ে ধারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে পারে? করা কি সম্ভব? মানব-প্রকৃতি কি স্বতঃই ভগবৎ-প্রীতির জন্য লালায়িত নহে? মানুষের তর্ক আছে; কিন্তু এ তর্কের মীমাংসা কোথায়? সুতরাং ভগবান্ আছেন, তিনি আমাদের কার্য্যাকার্য্য সবই দেখিতেছেন; এই বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূলমন্ত্র। তর্ক এ বিশ্বাসের ভিত্তি নহে,—ইহার ভিত্তি মানুষের স্বাভাবিক বিশ্বাস। সন্তানের প্রতি স্নেহময়ী জননীর বিশ্বাসের ন্যায় ইহা অচল, অটল। অতএব, ঈশ্বরে বিশ্বাস সার্ব্বজনীন। সকল সময়ে, সকল দেশেই, সকল লোকেরই এ বিশ্বাস আছে। ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ এত প্রচুর এবং এত স্পষ্ট যে, সামান্য বুদ্ধিবৃত্তি-পরিচালনের দ্বারাই ইহা প্রতীয়মান্ হয় এবং সহজেই ঈশ্বরে বিশ্বাস সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া বসে। সুতরাং দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ—উভয়ই সত্য; উভয়ই তুল্য; উভয়েরই লক্ষ্য এক; কেবলমাত্র উদ্দেশ্য ভেদে বা অধিকারী-ভেদে সাধন-পন্থা ভিন্ন; শব্দগুলি ভিন্ন। স্থূলে ভেদ থাকিলেও, মূলে কিন্তু সকলই এক। ভগবান্ সচ্চিদানন্দ। 'সৎ' অর্থাৎ—'নিত্য'; 'চিৎ' অর্থাৎ—'জ্ঞান'; 'আনন্দ' অর্থাৎ—'সুখ'; ইহার মধ্যে অদ্বৈতবাদীগণ জ্ঞানরূপী ভগবানের সাধক। জ্ঞান প্রকাশ-স্বভাব, তাই তাঁহারা জ্ঞান-বলে জীব-ব্রহ্মের স্বরূপ বা মূল নির্দ্ধারণ করেন। মূল নির্দ্ধারণ করিতে গেলে দেখা যায়, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুই নিখিল জগতের মূল; তাঁহা হইতেই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। তাই তাঁহারা "সোঽহং" তত্ত্বে মূল নির্দ্ধারণ করেন। আর, দ্বৈতবাদীগণ আনন্দরূপী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর ভজনা করেন, তাই তাঁহারা জগতের জৈব অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া,—"দাসোঽহং" বলিয়া, আনন্দ অনুভব করেন। জ্ঞানীর "সোঽহং" ভগবানের ঐশ্বর্য্য-বর্ণন; ভক্তের "দাসোঽহং" ভগবানের লীলা-বর্ণন; সুতরাং প্রকৃত জ্ঞানী দ্বৈতবাদকে উপেক্ষা করিতে পারেন না এবং প্রকৃত ভক্তও অদ্বৈতবাদ অস্বীকার করিতে পারেন না। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥" অর্থাৎ বহু জন্মের অন্তে জ্ঞানবান্ আমাকে প্রাপ্ত হয়। সে জ্ঞান কি?—"বাসুদেব সর্ব্বমিতি" অর্থাৎ বাসুদেবই সব—এই জ্ঞান; এইরূপ জ্ঞানী মহাত্মা অতি দুর্লভ। আবার, শ্রীমদ্ভাগবতে উত্তম ভক্তের লক্ষণে কি বলিয়াছেন?—"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥" অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে আত্মার ভগবদ্ভাব অবলোকন করেন ও আত্মাতে সর্ব্বভূত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবলোকন করেন; তিনিই উত্তম ভক্ত। যেরূপ নয়নমনোমুগ্ধকর বিবিধ-রাগরঞ্জিত চিত্রপট অঙ্কিত করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে পটখানা শুভ্রবর্ণে রঞ্জিত করিয়া একাকার করিয়া লইতে হয়; নচেৎ তাহাতে রং ফলে না, তদ্রূপ নানারাগরঞ্জিত ভক্তচিত্র অবলোকন করিতে হইলেও, সর্ব্বাগ্রে ভক্তের চিত্ত-পটখানিকে—"বাসুদেব সর্ব্বমিতি" এই নির্ম্মল শুভ্র জ্ঞান-জ্যোতিতে রঞ্জিত করিয়া, একাকার করিয়া লইতে হয়; নচেৎ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য্য প্রভৃতি ভক্তচিত্তের মনোহর চিত্রগুলি কখনই প্রতিফলিত হয় না। অতএব, জ্ঞানীর "সোঽহং" তত্ত্বে এবং ভক্তের "দাসোঽহং" তত্ত্বে মূলতঃ পার্থক্য কিছুই নাই; কেবল আমাদের বুঝিবার ভুল। যদিও নিখিল জগতের মূল ভগবান্; তথাপি জীবকে জীব বৈ ভগবান্ বলা যায় না। জীবের জীবত্ব নাশ না হইলে, "সোঽহং" বলিতে পারা যায় না। সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সাধনের পরেই আনন্দরূপী ভগবানের সাধনের অধিকার জন্মে। অদ্বৈতবাদের চরমসীমা অতিক্রম করিয়া, ভক্তিবাদের আরম্ভ। ভগবানের শ্রীমুখারবিন্দ-বিনিঃসৃত—"বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" এই জ্ঞান যাহার নাই, সে কি কখনও ভক্ত হইতে পারে? সুতরাং—"সোঽহং" বলিলে, সাধন-ভজনের অতীত হইলেন না; পরন্তু, অধিকারী হইলেন মাত্র। মূল জানিলে কি কখনও ফলের আস্বাদন হয়? কখনই না। অতএব, তর্ক করিও না, একজন যাহা সিদ্ধান্ত করেন, অপর এক অধিকতর তর্ককুশল ব্যক্তি সহজে তাহা অপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। তুমি তোমার মতের উপর যেমন নির্ভর কর, অপরকে তাহার মতের উপর তেমনি নির্ভর করিতে দাও; বৃথা তর্কে কোন ফল নাই, ভগবানের কৃপা হইলে, সকলেই আপন আপন ভ্রম বুঝিতে পারিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তর্ক ভক্তির অন্তরায়। অতএব, তর্ক করিও না, তর্ক না করিয়া, ভগবানের ভজনায় চিত্ত নিরত করিবে। তর্ক করিলে, ভগবৎ-বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়; সুতরাং তর্ক করিয়া ভগবৎ-বিষয়ে সন্দিহান হইও না। অপিচ,—

ভক্তিশাস্ত্রাণি মননীয়ানি তদর্দ্ধককর্ম্মাণ পি করণীয়ানি।

নারদসূত্র। ১০।৩

ভক্তিশাস্ত্রসমূহ মনন এবং ভক্তিবর্দ্ধক কার্য্য সমূহ অনুষ্ঠান করা উচিত; ইহা ভক্তিলাভের প্রধান উপায়। ভক্তিশাস্ত্র অর্থাৎ ভাগবত, পদ্মপুরাণ, নারদসূত্র, শাণ্ডিল্যসূত্র ও চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ সকলের পুনঃ পুনঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবৃত্তি ও আলোচনা করা এবং শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন প্রভৃতি ভক্তিবর্দ্ধক কার্য্যগুলির আচরণ করা কর্ত্তব্য। এমন কি,—

সুখদুঃখেচ্ছালাভাদিত্যক্তে কালে প্রতীক্ষ্যমাণে ক্ষণার্দ্ধমপি ব্যর্থং ন নেয়ম্।

নারদসূত্র। ১০।৪

সুখ-দুঃখ, ইচ্ছা, লাভাদি ত্যাগপূর্ব্বক কালের অপেক্ষা করিয়া, ক্ষণার্দ্ধও বৃথা কাটাইবে না। অর্থাৎ—সংসারে স্ত্রীপুত্রের মায়া-মমতায়, আত্যন্তিক চেষ্টা-সম্ভূত ভোগ্য-বস্তুর উপভোগে যে ক্ষণিক সুখ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া,—সংসারের দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তার ছুরিকাঘাতে, অভাব-অনাটনের তীব্র-তাড়নায় যে দুঃখ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া,—ধনার্জ্জনেচ্ছা, যশোলাভেচ্ছা প্রভৃতি ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিয়া, সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে, সকল সময়েই সংসারের সকল কাজের ভিতর দিয়া, যখনই সময় পাইবে, তখনই ভাবময় ভগবান্‌কে মনোময় করিয়া, ভগবচ্চিন্তায় নিরত হইবে, এমত চেষ্টা করিবে যে, মন যেন ক্ষণকালের জন্যও ভগবচ্চিন্তা হইতে বিরত না হয়; এমনভাবে ভগবচ্চিন্তা করিতে করিতে এমন দিন অবশ্য আসিতে পারে যে, যেদিন সুখে ও দুঃখে তুমি উৎফুল্ল বা অবসন্ন হইবে না; কিন্তু মনে রাখিও, ক্ষণার্দ্ধকাল যেন বৃথা না যায়। অপিচ,—

অহিংসাসত্যশৌচদয়াস্তিকতাদিচারিত্র্যাণি পালনীয়ানি।

নারদসূত্র। ১০।৫

যথাবিধি অহিংসা, সত্য, দয়া, আস্তিকতা প্রভৃতি যম-নিয়মাদি যথাসাধ্য পালন করিবে। কেন না, ঐ সকল সম্যক্ প্রতিপালিত হইলে, চিত্তশুদ্ধ ঘটে। চিত্তশুদ্ধি না হইলে, ভক্তির উজ্জ্বল জ্যোতিঃ কিরূপে হৃদয়ে প্রকাশ পাইবে?

তাৎপর্য্য—ভক্তিলাভের প্রত্যাশায় ভক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে হইলে, সাধনাবস্থায় কতকগুলি সদ্‌বৃত্তির সহায় না হইলে চলে না। সেইজন্য অহিংসা, সত্য, শৌচ, দয়া ও আস্তিক্য প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তিগুলির অনুশীলন করিয়া, হিংসা, মিথ্যাভাষণ, অশৌচ, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি অসৎ বা পশুবৃত্তি-গুলি বিসর্জ্জন দিতে না পারিলে, চিত্তের ময়লা ধৌত করিতে না পারিলে, চিত্ত নির্ম্মল না হইলে, তাহাতে প্রাণকান্তের প্রতিবিম্ব পড়িবে কেমনে? যথোপযুক্ত কর্ষণ, পারিপাট্য প্রভৃতির দ্বারা ক্ষেত্র প্রাপ্ত-বল না হইলে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে ক্ষেত্রে ফলোন্মুখ বীজও অঙ্কুরিত হয় না। আবাদ করিতে জানিলে, সোনা ফলে বটে; কিন্তু সেইরূপ কৃষক দুর্লভ। এই হৃদয়-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেই মানবের কত শত জন্ম গত হইয়া যায়;—"অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্।" চিত্ত-ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে, তাহাতে বীজ বপন করা মাত্রই আশু অঙ্কুরোদ্গম হয়। যে সকল জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদিগের অমানুষ-চরিত পাঠ করা যায়, তাঁহারাও শত শত জন্ম ধরিয়া, হৃদয়-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সে ক্ষেত্রে গুরুদত্ত বীজ পড়া মাত্র অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে এবং নিজের ও পরের হিতসাধন করিয়াছে। অতএব, হৃদয়-ক্ষেত্র প্রস্তুত করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। সুতরাং শাস্ত্রবিধি-অনুসারে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাবস্থাতে সর্ব্বদা পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্ব্বজীবের প্রতি হিংসা পরিত্যাগ করিবে; সদা সত্য ব্যবহার ও সত্য কথা কহিবে; মল-মূত্রোৎসর্গ করিয়া, মৃত্তিকা ও জলদ্বারা শৌচসাধন করিবে; স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি দয়া করিয়া, তাহাদের হিতসাধন করিবে এবং নাস্তিকতা পরিত্যাগ করিয়া, গুরুজন ও দেবতা-ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধা করিবে। এইরূপ আচরণ করিলে, হৃদয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নির্ম্মল ও পবিত্র হয় তৎপরে—

সর্ব্বদা সর্ব্বভাবেন নিশ্চিন্তৈশ্চিন্তৈঃ ভগবানেব ভজনীয়ঃ।

নারদসূত্র। ১০৬

সাংসারিক চিন্তাসকল পরিহার করতঃ নিশ্চিন্ত হইয়া, সর্ব্বদা ভগবানের ভজনা করিবে। সংসার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে না পারিলে, ভগবদ্ভজন করা যায় না। অতএব, সংসারে থাকিয়া, শাস্ত্র শাসনের অধীন হইয়া, পুত্র-কলত্র-পরিবৃত হইয়াও, নির্লিপ্ত-চিত্তে সাধন করিতে হয়। নতুবা, ভগবদ্ভজন বিড়ম্বনা মাত্র। কেন না, ভজন সাধন করা নিশ্চল-চিত্তের কার্য্য; ভজন-কালে চিত্ত চঞ্চল হইলে, ভজন সাধন হয় না। চিত্ত, তাহার অজন্মসেবিত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমনাগমন করিতে থাকে। যে মন চিরদিন বিষয়-চিন্তা করিয়া আসিয়াছে, সে মন এত সহজে ভগবচ্চিন্তা করিতে সমর্থ হয় না। তাহার চিরদিনের অভ্যস্ত সংস্কারের তরঙ্গরাশি সেই সময় একে একে উঠিতে থাকে। যদি তুমি চিরদিনই পুত্র-কলত্রাদিকে স্নেহ করিয়া আসিয়া থাক, তবে ভগবদ্ভজনকালে তোমার চিরাভ্যস্ত সেই বিষয়গুলি ক্রমান্বয়ে মনোমধ্যে উদিত হইবে; কাজেই ভজনে মনোনিবেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় না। তাই বলিয়াছেন যে,—"সর্ব্বদা সর্ব্বভাবেন।" মন কখনও এক কার্য্যে আসক্ত হইয়া থাকিতে পারে না, সেই জন্য তাহাকে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যে নিরত করিতে হইবে। কখন ভগবানের কথা শ্রবণে, কখন তাঁহার নাম কীর্ত্তনে, কখন তাঁহার পূজা-অর্চ্চনে, কখন তাঁহার পাদসেবনে, কখন তাঁহার মহিমা-বন্দনে, কখনও বা তাঁহাকে সর্ব্বময় ভাবিয়া, আমার বলিয়া যাহা কিছু আছে,—দেহ-গেহ প্রাণ-মন, যথাসর্ব্বস্ব তাঁহাতে অর্পণ ও তাঁহার উপর আত্মনির্ভর করিয়া, শয়নে-স্বপনে, সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার ভজন করিতে হইবে। এইভাবে অহর্নিশ ভজনা করিতে পারিলে, হৃদয়ে ভাব-ভক্তির আবির্ভাব হয়। এইরূপে আবার, মানব বুদ্ধির বা মনোবৃত্তির অতীত ভূমিতে আরোহণ করে, তখন সে এমত এক আনন্দের অবস্থা লাভ করে, যাহার সহিত তুলনায় ইন্দ্রিয় অথবা বুদ্ধিবৃত্তি-পরিচালনাজনিত সুখ অতি তুচ্ছ বলিয়া প্রতিভাত হয়। তাহারই নাম প্রেম! ভক্তিই পরিপক্ক অবস্থায় প্রেম নামে অভিহিত হয়। প্রেমের আবির্ভাবে জীব সর্ব্বভূতে প্রেমবান্ হইয়া, সর্ব্বত্র সমদর্শন করে, জগৎ প্রেমাস্পদ হইয়া দাঁড়ায় এবং মৃত্যু অতিক্রম করিয়া, জীব পরম-পদ লাভের অধিকারী হয়। যখন অনন্ত নীলাকাশে চন্দ্র সমুদিত হইয়া, উজ্জ্বলভাবে কিরণরাশি বিকীরণ করেন, তখন হীরকখণ্ড-প্রদীপ্ত তারাগণ নিষ্প্রভ হইয়া যায়। আবার, উজ্জ্বলতার কৌস্তুভমণি—আলোকের পবিত্র-রশ্মি—জ্যোতিষ্কজীবন সূর্য্যের প্রকাশ হইলে, চন্দ্রও নিষ্প্রভ হইয়া যায়। সুতরাং শ্রেষ্ঠতর ভাব নিকৃষ্টতর ভাবকে অবশ্যই বিস্মৃতি সাগরে ভাসাইতে পারে। যেমন উজ্জ্বল আলোকের নিকট ক্ষীণ-আলোক নিষ্প্রভ হইয়া যায়, তদ্রূপ ভগবৎ-প্রেমোন্মত্ততার নিকট সমস্ত সুখ বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই ভগবৎ-প্রেম ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া, এমন এক ভাব ধারণ করে, যাহাকে পরা-ভক্তি বলে। তখন সেই প্রেমিক-পুরুষের পক্ষে অনুষ্ঠানের আর আবশ্যকতা থাকে না। প্রতিমা, মন্দির, ভজনালয়, বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়, দেশ, জাতি, এ সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব এবং মায়া-মমতা, কামনা-প্রলোভন প্রভৃতি বন্ধনও আপনা হইতেই চলিয়া যায়। কিছুতেই কেহ তাঁহার সে ভাবকে নষ্ট করিতে বা কোন প্রকারে কেহ তাঁহাকে কষ্ট দিতে পারে না। জাহাজ সহসা চুম্বক-পাহাড়ের নিকট আসিলে, লৌহ-কীলকগুলি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে; আর, তক্তাগুলি খুলিয়া পড়িয়া, জলের উপর ভাসিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে। ভগবৎ-প্রেমের আকর্ষণে ভক্ত আকৃষ্ট হইলে, জীবের স্বরূপ-প্রকাশের বিঘ্নগুলি অপসারিত করিয়া, জীবকে ব্যবধান-রহিত করিয়া দেয়; তখন জীব মুক্ত হইয়া যায়। সুতরাং ভক্তিলাভের উপায়-সাধনে কোনও কঠোরতা নাই, ভক্তকে তাঁহার হৃদয়ের কোন ভাবই চাপিয়া রাখিতে হয় না; বরং তিনি সেই সকল ভাব প্রবল করিয়া, ভগবানের দিকে প্রেরণ করেন। সেই জন্য পরমভক্ত দেবর্ষি নারদ কহিয়াছেন,—

"তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ কামক্রোধাভিমানাদিকং তস্মিন্নেব করণীয়ম্।"

নারদসূত্র। ৮৮

'সমুদয় আচার-ব্যবহার ভগবানে অর্পণ করিয়া রাগাভিমানাদি করিতে হয় ত তাঁহারই উপর কর।' এইভাবে ভগবানের উপর সদসদ্ভাবগুলি অর্পিত হইলে, সকল প্রকার ভাবাভাববশতঃ ভক্তের তখন অন্তঃকরণ ঘৃণাশূন্য হয়, আত্ম-পর-ভেদ-ভাববর্জ্জিত হয়; ভক্তের বিষয়-বাসনা অপনীত হয়, স্বার্থের সঙ্কীর্ণতা দূরে পলায়ন করে, 'আমি ও আমার' জ্ঞান লোপ পায়;— ভক্ত তখন তদীয়তা প্রাপ্ত হয় এবং তখনই তাঁহার সারাজীবনের সাধনা পূরণ হইয়া যায় এবং তিনি পরমপদে অবস্থিতি করেন।

যেষাঞ্চিত্তে ভবেদ্ভক্তিঃ সর্ব্বদা প্রেমরূপিণী।
ন তে পশ্যন্তি কীনাশং স্বপ্নেঽপ্যমলমূর্ত্তয়ঃ॥
ন প্রেতো ন পিশাচো বা রাক্ষসো বাঽসুরোঽপি চ।
ভক্তিযুক্তমনস্কানাং স্পর্শনে দর্শনে প্রভু॥
ন তপোভির্ন বেদৈর্ন জ্ঞানেনাপি ন কর্ম্মণা।
হরির্হি সাধ্যতে ভক্ত্যা প্রমাণং তত্র গোপিকাঃ॥
নৃণাং জন্মসহস্রেণ ভক্তিঃ সুকৃতিনাং ভবেৎ।
কলৌ ভক্তিঃ কলৌ ভক্তির্ভক্ত্যা কৃষ্ণঃ পুরঃস্থিত॥
ভক্তিদ্রোহকরা যে চ তে সীদন্তি জগত্রয়ে।
দুর্ব্বাসা দুঃখমাপন্নঃ পুরা ভক্তিবিনিন্দকঃ॥
অলং বৃত্তৈরলং তীর্থৈরলং যোগৈরলং মখৈঃ।
অলং জ্ঞানকথালাপৈর্ভক্তিরেকৈব মুক্তিদা॥

পদ্মপুরাণ। উত্তরঃ। ১৯।

যে সুকৃতিশালী পুরুষদিগের নির্ম্মল হৃদয়ে সর্ব্বদা প্রেমরূপিণী ভক্তির উদয় হয়, সেই অমলমূর্ত্তি মানবগণ কদাচ স্বপ্নেও লেশমাত্র ক্লেশ দর্শন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন না। তাঁহারা মৃতান্তে কদাচ প্রেতযোনি, পিশাচযোনি, রাক্ষসযোনি ও অসুরযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন না; সর্ব্বজীবের প্রভু ভগবান্ শ্রীহরি সেই ভক্তিযুতমনা মানবগণের দর্শন ও স্পর্শপথে অহর্নিশ পতিত হয়েন। কি কঠোর-তপস্যা, কি বেদাধ্যয়ন, কি যজ্ঞানুষ্ঠান ও কি কর্ম্মানুষ্ঠান কোন কিছু দ্বারা ভগবান্ শ্রীহরি সাধ্য নহেন; তিনি কেবল ভক্তিসাধ্য;—গোপিকাগণই এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যাঁহারা সুকৃতি মানব, সহস্র জন্মের সুকৃতিবলে, তাঁহাদের হৃদয়ে ভক্তি সমুদ্ভূত হয়। তাই বলি,—কলিকালে কেবল ভক্তিই সার; আর, সেই ভক্তিদ্বারাই ভগবান্ শ্রীহরি ভক্তের সম্মুখে উপস্থিত হন। ইহলোকে যাহারা ভক্তিদ্রোহকারী, জগৎত্রয়ে তাহারা বিপন্ন হয়। পুরাকালে ভক্তিনিন্দা করিয়া, মহামুনি দুর্ব্বাসা অশেষ দুঃখ-দুর্দ্দশার অগ্নিশিখায় জ্বলিয়া পুড়িয়াছিলেন। অতএব, কলিকালে ভক্তিকে আশ্রয় করিবে; ভক্তিমান্ না হইয়া, যে কোন কার্য্য করা যায়, তৎসমস্তই বৃথা ক্লেশভোগ ও অর্থনাশমাত্র সার হয়। যাঁহারা ভগবানে ভক্তি করেন, তাঁহাদের তীর্থভ্রমণ অনর্থক; আর যাগ-যজ্ঞ, যোগাভ্যাস ও জ্ঞানকথালাপও নিষ্প্রয়োজন; কেন না, ভক্তিই জীবের মোক্ষদা।

জ্ঞানং ভক্তিঞ্চ বৈরাগ্যমেতদেব ন সংশয়ঃ।
জ্ঞাত্বৈবং সহজং প্রেম বিবেকেনৈব নান্যতঃ॥

অজ্ঞানবোধিনী।

জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্য,—এই কয়টিই সিদ্ধির মূল। জ্ঞান হইলেই বিবেকদ্বারা সহজ প্রেমের উৎপত্তি হয়। ইহা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

———০———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশম পরিচ্ছেদ।

বিষয়-ত্যাগ।

আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি, ভক্তিশাস্ত্রের প্রধান আচার্য্য দেবর্ষি নারদ কহিয়াছেন,—'ভক্তিলাভ করিতে চাহিলে, ইন্দ্রিয়গণের বিষয় ও পুত্র-পরিজনের সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে।' পরন্তু, ইন্দ্রিয়গণের উচ্ছেদসাধন ও পুত্র পরিজনের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনবাস,—এই দুইটিই গৃহস্থ-জীবনের অন্তরায়; সুতরাং এমতাবস্থায় গৃহস্থ-জীবনে কর্ত্তব্য কি?

বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং,
গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে,
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্॥

শান্তিশতক।

মানুষের এই পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়নিধান—মুক্তির সোপান পাঞ্চভৌতিক দেহাভ্যন্তরে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা,—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বিদ্যমান্। এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ,—এই পাঁচটি, ইহাদের উচ্ছেদসাধন করিতে শাস্ত্র বলেন নাই; উক্ত পঞ্চ বিষয় হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রত্যাহার করিয়া, উহাদিগকে স্ববশে রাখিতে উপদেশ করিয়াছেন। কারণ,—"বিষয়াকৃষ্টমাণা হি তিষ্ঠন্তি সুপথে কথম্" পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়পঞ্চকে চিত্ত আসক্ত থাকিলে, চিত্ত কদাপি সচ্চিন্তায়, সৎকথায় আবিষ্ট হয় না এবং সৎপথেও তিষ্ঠিতে পারে না। সুতরাং চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হইলে, ভক্তিপথে থাকিবে কিরূপে? চিত্ত সুপথ পরিত্যাগ করিয়া, সতত কুপথে, কুচিন্তায়, কুকথায় এবং তাহার চিরসেব্য বিষয়-সেবায় নিরত হইয়া, প্রতিনিয়তই বিষয় হইতে বিষান্তরে ধাবিত হয়, ক্ষণকালের জন্যও আপন প্রকোষ্ঠে থাকিতে পারে না। চিত্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, আপন প্রকোষ্ঠে নিরুদ্ধ না হইলে, মানব ভাবময় ভগবান্‌কে মনোময় করিয়া, তন্ময় হইয়া চিন্তা করিতে পারে না; সেই নিমিত্তই শাস্ত্র, মানুষকে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। অতএব, বিষয়-ত্যাগ বলিলে ইন্দ্রিয়গণের উচ্ছেদ-সাধন নহে,—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগ্যবিষয়-ত্যাগ বুঝিতে হইবে। যথা,—দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ভোগ্যবিষয়—'রূপদর্শন;' রসনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ভোগ্যবিষয়—রসাস্বাদন;' ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ভোগ্যবিষয়—'গন্ধগ্রহণ;' স্পর্শেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ভোগ্যবিষয়—'স্পর্শানুভব;' আর শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ভোগ্যবিষয়—'শব্দশ্রবণ;' সুতরাং ভক্তিলাভ করিতে চাহিলে, এই সকল ভোগ্য-বিষয় ত্যাগ করিতে হইবে। ভক্তিশাস্ত্র, এই সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগ্য-বিষয়সমূহকে ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন; কিন্তু, ইন্দ্রিয়সকলকে উচ্ছেদ করিতে বলেন নাই। আর, পুত্র-পরিজনাদি পরিত্যাগ করিয়া, বনে বাস করিতে শাস্ত্র উপদেশ দিতেছেন না; পুত্র-পরিজন-পরিবেষ্টিত গৃহে থাকিয়াই, তাহাদের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, ভগবানের আরাধনা করিতে বলিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। কারণ,—"এতৈর্মোহিতচিত্তস্য ন ভক্তিঃ স্যাজ্জনার্দ্দনে।" স্ত্রী-পুত্রাদিতে চিত্ত আসক্ত হইলে ভগবানের প্রতি ভক্তি হয় না। সুতরাং পুত্র-পরিজন-পরিবেষ্টিত কোলাহলময় সংসারে থাকিয়া, তাহাদের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিতে পারিলেই, সঙ্গত্যাগ করা হইবে। অতএব, ভক্তিশাস্ত্র এইরূপেই জনসঙ্গ ত্যাগ করিয়া, ভক্তিসাধন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, পুত্র-পরিজন পরিত্যাগ করিয়া, বনে বাস করিতে উপদেশ দেন নাই। কারণ, যাহার মনে বিষয়-বাসনা বিদ্যমান্, বনে গেলেও তাহার নানা দোষ ঘটে। আর যে ব্যক্তি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় দমন করিতে সমর্থ, তাহার গৃহে থাকিয়াও সম্যক্ তপস্যার ফল লাভ হয়। নিন্দিত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, বিরাগী হইতে পারিলে, তাহার পক্ষে গৃহ ও তপোবন—উভয়ই সমান। অর্থাৎ যাহারা বিষয়ানুরাগী, তাহারা বনে বাস করিলেও, তাহাদের নানাবিধ দোষ ঘটিয়া থাকে এবং যাঁহারা ইন্দ্রিয়গণকে বাধ্য করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা গৃহে বসিয়াও তপস্যাচরণ করিতে পারেন। অতএব, যাঁহারা পাপকর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, যাঁহাদের অন্তঃকরণ হইতে বিষয়ানুরাগ দূরীভূত হইয়াছে, যাঁহারা অভিমান, মোহ, ও পুত্র-কলত্রাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, শীত ও উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বজাল হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমস্ত অবিদ্যাশূন্য গৃহস্থদিগের পক্ষে গৃহই তপোবন এবং—"গৃহেঽপি মোক্ষ পুরুষোত্তমানাম্" গৃহে বসিয়াই তাঁহারা মোক্ষলাভ করিতে পারেন; কেন না, তাঁহারা আত্মজ্ঞানপরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য পুরুষোত্তম।

বিচারহীনস্য বনেঽপি বন্ধনং,
ভবেদবশ্যং ভয়তাদিবৎ যতঃ।
গৃহেঽপি মুক্তো জনকাদিবদ্ভবেৎ,
ততো বিচারৈকপরায়ণো ভবেৎ॥

পদ্মপুরাণ।

যাহার মনে বিষয়-বাসনা বিদ্যমান্, বনে গেলেও তাহার নানা দোষ ঘটে। অর্থাৎ বিষয়ানুরাগী মানব বিচারহীন হইয়া, গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহ-ব্যাঘ্র-সমাকুল জন-সমাগমশূন্য ভীষণ অরণ্যে একান্ত বনে গিয়া বসবাস করিলেও, তাহার তথায় শত বন্ধনের কারণ উপস্থিত হয়। তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—জড়ভরত বিচারহীন হইয়া, শ্বাপদ-সঙ্কুল নির্জ্জন বনে কঠোর-কৃচ্ছ উগ্রতপঃসাধনায় মগ্ন ছিলেন, এক মৃগশিশুর মায়ায় আবদ্ধ হইয়া, মৃত্যুকালে মৃগশিশুর চিন্তা করিতে করিতে, প্রাণত্যাগ করায়, পরজন্মে তাঁহাকে কালঞ্জর পর্ব্বতে জাতিস্মর মৃগরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। আর, প্রাতঃস্মরণীয় মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনক, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া, পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজন, অযুত-দাস-দাসী-পরিবেষ্টিত মর্ম্মর-নির্ম্মিত রাজরাজেশ্বরের সুধাধবলিত আকাশভেদী সুরম্য হর্ম্ম্যাবলীতে, সংসার-কোলাহল গণ্ডগোলের মধ্যে বসবাস করিয়া, ভোগ-সুখের তুঙ্গ সীমায় উপনীত হইয়া, নানারত্নখচিত দুগ্ধফেননিভ শয্যায় রাজ-সিংহাসনে বসিয়া, কোটি কোটি লোকের উপর প্রভুত্ব করিয়া, প্রলোভনময় সংসারের ভোগ্য-সামগ্রীতে না মজিয়া অনাসক্তভাবে সকল প্রকার গৃহমেধী সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিয়া, সংসারে থাকিয়া, বিচারবান্ হইয়া, প্রকাণ্ড রাজ্য শাসন করিয়াও জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন। অতএব, গৃহ পরিত্যাগ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। বিচারবান্ হইয়া, গৃহে থাকিয়া, সংসারে না মজিলে—পুত্র-কলত্রাদির মায়া-মোহে আসক্ত না হইলেই, জনসঙ্গ পরিত্যাগ করা হয় এবং রাজর্ষি জনকের ন্যায় জীবন্মুক্ত হইতে পারা যায়। মহর্ষি অষ্টাবক্র কহিয়াছেন,—

"বাসনা এব সংসার ইতি সর্ব্বা বিমুঞ্চ তাঃ।
তত্ত্যাগো বাসনাত্যাগাৎ স্থিতিরদ্য যথা তথা॥"

অষ্টাবক্রসংহিতা। ৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'বাসনাই সংসার অর্থাৎ কামনাই সংসারের কারণ; সেই বাসনা ত্যাগ হইলেই সংসার ত্যাগ হইবে। বাসনা ত্যাগ করিয়া, প্রারব্ধবশতঃ পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজন দাসদাসী পরিবেষ্টিত সংসার-কোলাহল গণ্ডগোলের মধ্যে থাকুক অথবা জনসমাগমশূন্য সিংহ-ব্যাঘ্র-সমাকুল ভীষণ অরণ্যে বসবাস করুক, বাসনাহীন বিচারবানের পক্ষে উভয়ই সমান।' সুতরাং পুনর্জ্জননকারিণী চিরসঙ্গিনী বাকুলতা-বিধায়িনী বাসনা লইয়া, বিচারহীন হইয়া বসবাস করিলেও, নিস্তার নাই; কেন না,—"বিচারহীনস্য বনেঽপি বন্ধনং ভবেদবশ্যং ভরতাদিবৎ যতঃ।" ভরতাদির ন্যায় প্রতিপদে দুঃখভোগ করিতে হইবে; কিন্তু, বিচারবান্ হইয়া, বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, অনাসক্ত-ভাবে সংসারে থাকিলে,—"গৃহেঽপিমুক্তো জনকাদিবত্তবেৎ ততো বিচারৈক-পরায়ণো ভবেৎ।" বিচারহীন বিষয়াসক্ত মানবের বিষয়-লোলুপ চিত্ত এই অনন্তবৈচিত্র্যশালিনী শোভন-সৌন্দর্য্যময়ী ভূতধাত্রী ধরিত্রীমাঝে সৌন্দর্য্য-সুধা অন্বেষণে অহর্নিশ আত্মহারা হইয়া, সমুৎসুক রহিয়াছে। দর্শনেন্দ্রিয়—বিভবরমণীয়া মণিভূষণঝঙ্কারকারিণী রূপময়ী সৌন্দর্য্যময়ী আকর্ষণশালিনী কামিনীর কমনীয় রূপরাশি দর্শন-লালসায়, তাহার বদন-সুধাকরের অনিন্দ্য-কান্তি সৌন্দর্য্য-দিদৃক্ষায় প্রতিনিয়ত ধাবমান্ হইতেছে। শ্রবণেন্দ্রিয়—সুমধুর শব্দাস্বাদ-লোলুপ হইয়া, প্রণয়মধুর প্রিয়সম্ভাষণলাভে, বীণা-বেণু-সারঙ্গ-সপ্তস্বরার সমবেত সুস্বর-লহরীতে, বিহগ-বীণা-বিনিন্দিত বামাকণ্ঠের সুধা-স্বরতরঙ্গে আকুলিত রহিয়াছে। ঘ্রাণেন্দ্রিয়—মন্দমারুত-সঞ্চালিত মধুগন্ধ, চন্দন-উশীরাদির গন্ধ, কর্পূর-কুঙ্কুমাদির গন্ধ ও সুবাসিত কুসুম-গন্ধ প্রভৃতি মনোমদ সুরভি সুগন্ধের আঘ্রাণ-মানসে স্বচ্ছন্দে উপভোগে উদ্‌গ্রীব রহিয়াছে। রসনেন্দ্রিয়—নীতিকুশল-বিবর্জ্জিতা বিরস-বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, সতত সুমিষ্ট সুস্নিগ্ধ সুরসাস্বাদ-গ্রহণে অহর্নিশ অগ্রসর হইতেছে। আর, ত্বগিন্দ্রিয়—প্রণয়োন্মাদের সযত্ন-রচিত নিকুঞ্জবনে প্রমোদ-কাননে, শীতল-মৃদুল নৈশসমীরণোত্থাপিত সুধাকরের সুধাময়-কিরণ-শোভিত প্রমোদাগারে নির্ব্বিঘ্নে বিলাসিনীর বিলাসভোগে, কমনীয় কোমল-কলেবরার স্পর্শসুধা-স্বাদনে বাসন্তীর মৃদুমন্দ সান্ধ্যসমীরণ সেবনে, কামিনী কুসুম-সজ্জিতা দুগ্ধফেনসন্নিভ সুখশয্যায় শয়নে সদা আকুলিত রহিয়াছে। এইরূপে চিত্ত বিষয়ভোগে আকৃষ্ট হইয়া, বিষয়ানন্দে ও বাসনানন্দে সতত আসক্ত হইয়া, পারলৌকিক আত্ম-কল্যাণে, সেই সর্ব্বসুখাস্পদ ব্রহ্মানন্দরসাস্বাদনে আদৌ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইচ্ছা না করিয়া, বিষয়ানন্দে ও বাসনানন্দে মগ্ন হইয়া, পরিণামে অশেষ ক্লেশকষ্টে অভিভূত হইয়া,—"জীবনের আশা ছাড়ি মৃত্যু করে কামনা।" তাহার কয়েকটি জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখ,—

কুরঙ্গ মাতঙ্গ পতঙ্গ ভৃঙ্গা—
মীনা হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ।
একঃ প্রমাথী স কথং ন হন্যাৎ
যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ॥

পদ্মপুরাণ। পূর্ব্ব। ১১৫

কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পতঙ্গ, ভৃঙ্গ ও মীন—এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়নিধান পাঞ্চভৌতিকদেহধারী বিচারবুদ্ধিহীন পঞ্চজীব, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ প্রভৃতি এক একটি বিষভোগে আসক্ত হইয়া, অবলীলাক্রমে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া, প্রাণ হারাইয়া থাকে; বিষয় সকলের এক একটিই যখন প্রাণনাশক, তখন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়নিধান বিচার বুদ্ধিনৈপুণ্য পাঞ্চভৌতিকদেহধারী মানব, বিচার-বুদ্ধিহীন হইয়া, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়পঞ্চকভোগে আসক্ত হইলে, তাহার প্রাণরক্ষা করিবার উপায় কোথায়?—কুরঙ্গ, কেবলমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়—শব্দ-শ্রবণে আসক্ত হইয়া, সুমধুর বীণা-বেণু-বংশীধ্বনি শ্রবণে মোহিত হইয়া,—"দাঁড়াইয়া ত্যজে প্রাণ নিষাদের বাণে" অর্থাৎ ব্যাধের বাণে প্রাণ হারায়; মাতঙ্গ, ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয়ে আসক্ত হইয়া, গৃহপালিত হস্তীর গাত্র-স্পর্শে কেবলমাত্র স্পর্শসুখানুভব করিয়া, হস্তিপকের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া, স্বাধীনতা হারায়; পতঙ্গ, দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়ে আসক্ত হইয়া, রূপদর্শনে প্রজ্বলিত দীপশিখায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণ হারায়; ভৃঙ্গ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয়ে আসক্ত হইয়া, কমলবনে কমলখণ্ড-কিঞ্জল্করাগে রঞ্জিত হইয়া, কমল-কোরকে বসিয়া মধুপানে মত্ত ও গন্ধসুখানুভূতিতে মোহিত হইয়া, দিবাবসানে কমল-দল সঙ্কুচিত হইলে, অবলীলাক্রমে সঙ্কুচিত কমল মধ্যেই প্রাণ হারায়; আর মীন, রসনেন্দ্রিয়ের বিষয়ে আসক্ত হইয়া, রসনার তৃপ্তি-বাসনায় বড়িশবিদ্ধ মাংসখণ্ড ভক্ষণ করিয়া, অকালে কালের করাল কবলে নিপতিত হয়। অতএব, ইহারা এক একটি বিষয়ে আসক্ত হইয়া, বিষয় ভোগ করিতে করিতেই প্রাণ হারাইয়া থাকে; সুতরাং যাহারা উক্ত পাঁচটী বিষয়ভোগে আসক্ত, তাহারা আবার, কোন সাহসে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবার আশা করিয়া থাকে? অহো, কি আশ্চর্য্য!—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অজানন্ দাহার্ত্তিং বিশতি শলভো দীপদহনং,
ন মীনোঽপি জ্ঞাত্বাবৃতবড়িশমশ্নাতি পিশিতম্।
বিজানন্তোঽপ্যেতান্ বয়মিহ বিপজ্জালজটিলান্,
ন মুঞ্চামঃ কামানহহ গহনো মোহমহিমা॥

শান্তিশতক।

পতঙ্গগণ, অগ্নির দাহিকাশক্তি না বুঝিয়া, দাহার্ত্তি অর্থাৎ দহন যন্ত্রণা না জানিয়া, প্রজ্বলিত বহ্নিশিখায় দীপদহনে প্রবিষ্ট হইয়া, অবশেষে প্রাণ হারায় এবং মৎস্যগণও না জানিয়া, রসনা-তৃপ্তিবাসনায় আমিষ ভোজন করিবার মানসে বড়িশবিদ্ধ মাংসখণ্ড গ্রাস করিয়া, পরিশেষে প্রাণ হারায়। এইরূপে ভৃঙ্গগণ, আপন মৃত্যুর কারণ কমলবন, জানিতে না পারিয়া, কমল-কোরকে বসিয়া প্রাণ হারায়; কুরঙ্গ, আপন মৃত্যু নিষাদবাণ, তাহা না জানিয়া, নিষাদের বংশীধ্বনি শ্রবণে মোহিত হইয়া প্রাণ হারায়; আর, হস্তী আপন শৃঙ্খল গৃহপালিত হস্তী, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়; কিন্তু, মনুষ্যগণ এই সংসারে বিষয়সমূহকে বিপদসঙ্কুল জানিয়াও পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছে না। হায়! মোহ-মহিমা কি দুর্ব্বোধ্য! কি গহন!

অবশ্যং যাতারশ্চিরমুষিত্বাপি বিষয়া.
বিয়োগে কো ভেদস্ত্যজতি ন জনো যৎ স্বয়মিমান্।
ব্রজন্তঃ স্বাতন্ত্র্যাৎ পরমপরিতাপায় মনসঃ,
স্বয়ং মুক্তা যে তে পরমসুখমনন্তং বিদধতি॥

শান্তিশতক।

চিরদিন বিষয়সেবা করিয়াও কেহ রাখিতে পারে না, তাহা অবশ্যই ধ্বংস হয়; ইহার বিরহের এক অতি অদ্ভুত প্রভেদ এই যে, যদি বিষয়গ্রাম স্বয়ং বিনাশ পায়, তাহাতে মানবের মনে অত্যন্ত সন্তাপ জন্মে; আর, যে ব্যক্তি স্বীয় ইচ্ছাবশতঃ বিষয় ত্যাগ করে, তাহার বিপুল শান্তিসুখ লাভ হয়। বিষয়াসক্ত মোহান্ধ মানব! তোমার আজন্ম-সেবিত বিষয়সমূহ বহুদিন বিদ্যমান থাকে সত্য; কিন্তু একদিন নিশ্চয়ই উহা নাশ পাইবে, সুতরাং উহা থাকায় না থাকায় এমন বিশেষ কি আছে যে, তোমরা স্বেচ্ছায় উহা বিসর্জ্জন করিতে পার না? বিষয় সকল স্বয়ংই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহাতে তোমাদের হৃদয়ে সন্তাপ জন্মে সত্য; কিন্তু, নিজে উহা পরিত্যাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে পারিলে, পরম-সুখ চির-শান্তি স্থায়ী-আনন্দ উৎপন্ন হইতে পারে।

দুঃখানি দুঃখোপশমায় ভোগান্,
সুখায় জানাতি বিমূঢ়চেতাঃ।
তান্যেব দুঃখানি পুনঃ সুখানি,
জানাত্যবিদ্বান্ সুবিমূঢ়চেতাঃ॥

মার্কণ্ডেয়পুরাণ। ২৫

যে সকল ব্যক্তি বিমূঢ়চিত্ত, তাহারাই দুঃখকে দুঃখোপশমের হেতু এবং ভোগসমূহকে সুখের কারণ বলিয়া বিবেচনা করে। যে সকল ব্যক্তি অবিদ্যান্ধ ও সেই হেতু মোহাচ্ছন্নচিত্ত, তাহারা তত্তৎ দুঃখকেই সুখ বলিয়া জানে। বাস্তবিক, অবিদ্যান্ধ মোহাচ্ছন্ন বিমূঢ়চিত্ত মানবগণ, প্রলোভনময় সংসারে প্রলোভনের নিকট সহজেই পরাস্ত হইয়া, আপনার স্বাধীন ইচ্ছাবৃত্তিকে প্রলোভনের প্ররোচনার পথে ছাড়িয়া দিয়া, দুঃখ-নিবৃত্তির মানসে ক্ষণিক তুচ্ছ সুখস্রোতে ভাসিয়া, পরিণামে প্রবল স্রোত-প্রবাহিত বিতাড়িত শুষ্ক-তৃণের ন্যায় অনন্ত দুঃখ-স্রোতে ভাসিয়া যায়। তাহারা জানে ও বুঝে যে, ইহার প্রারম্ভ সুখকর বটে; কিন্তু, পরিণতি নিতান্ত ভয়াবহ, তথাপি সে প্রলোভনকে পরাস্ত করিতে পারে না বা ইচ্ছাও করে না। দুঃখকে সুখ-জ্ঞানে আলিঙ্গন করিয়া, পরিণামে অনন্ত দুঃখের কশাঘাতে নিরন্তর ক্লিষ্ট এবং মথিত হইয়া, হা-হতাশে নভোমণ্ডল বিদীর্ণ করে। ভ্রান্ত জীব, তথাপি বুঝিতে চায় না,—জানিতেও পারে না যে, ইহা সুখ নহে; ইহাতে সুখ নাই, ইহা সুখের ছায়া অথবা সুখের প্রলোভন মাত্র। পরম-জ্ঞানী পরম ভাগবত আবালবিরাগী দৈত্যকুল সূর্য্য প্রহ্লাদ কহিয়াছেন,—

"যন্মৈথুনাদি গৃহমেধী সুখং হি তুচ্ছং,
কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখদুঃখম্।
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ,
কণ্ডূতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত। ৭।৯

'স্ত্রী-সঙ্গাদি গৃহস্থ-সুখ কেমন? যেমন কণ্ডূ প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলে করদ্বয় দ্বারা কণ্ডূয়ন করিলে, প্রথমতঃ কণ্ডূয়নকালে সুখানুভূতি হয়, পরিণামে অশেষ দুঃখ অনুভব হয়, তেমনই জানিবে। দদ্রু প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলে হস্তদ্বারা কণ্ডূয়ন করিলে, প্রথমতঃ ক্ষণকালের জন্য সুখানুভব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেও, পরিণামে যে প্রকার দুঃখ অনুভূত হয়, স্ত্রী-সম্ভোগাদি তুচ্ছ গার্হস্থ্য-সুখও সেই প্রকার দুঃখে অবসান হয়, জানিবে। অতএব, উহা তুচ্ছ; কিন্তু, তথাপি দীন-ব্যক্তিগণ বহু দুঃখ পাইয়াও, ইহাতে পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। সুতরাং কোন্ ব্যক্তি কণ্ডূয়নের ন্যায়, তুচ্ছ-সুখের অভিলাষে অসীম দুঃখ সহ্য করিতে সাহসী হয়?

তড়িন্মালালোলং প্রতিবিরতিদত্তান্ধতমসং,
ভবে সৌখ্যং হিত্বা শমসুখমুপাদেয়মনঘম্।
ইতি ব্যক্তোদ্গারং চটুলবচসঃ শূন্যমনসো—
বয়ং বীতব্রীড়াঃ শুক ইব পঠামঃ পরমসী॥

শান্তিশতক।

সংসারের যাবতীয় গৃহমেধী সুখ ক্ষণপ্রভা বিদ্যুন্মালাসদৃশ চপল এবং প্রত্যেক বিরাম সময়ে ঘোরতর মোহ উপস্থিত করে; অতএব, ইহা পরিত্যাগ করিয়া, নির্ম্মল শমসুখ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, এই সকল কথা স্পষ্টরূপে চটুল-বচনে আমরা শুকপক্ষীর ন্যায় সর্ব্বদা কেবল পাঠ করিয়া থাকি; কিন্তু আমাদের মনোমধ্যে ঐ ভাবের সম্পর্কও নাই।

বাস্তবিক, স্ত্রীসঙ্গাদি গৃহমেধী সুখভোগে, যে ব্যক্তি আনন্দের আলোক, দেখিতে পায়, সে ত মহা অজ্ঞ অন্ধ মূঢ়। অথবা মাতাল যেমন মদিরা পান করিয়া, ক্ষণিক ভ্রান্ত আনন্দে বিভোর হইয়া পড়ে, তেমনি কোনও অজ্ঞ অন্ধ মূঢ় মানব স্ত্রীসঙ্গমে ক্ষণিক আনন্দের আস্বাদ পাইয়া, অতি অসার অস্থায়ী আনন্দে ক্ষণকালের জন্য অধীর হইয়া উঠে। নেশা ছুটিয়া গেলে, হতভাগা মাতাল যেমন অবসাদের যন্ত্রণায় ছটপট করিতে থাকে, ক্ষণিক সাংসারিক গৃহমেধী সুখের মদ খাইয়াও অজ্ঞ অন্ধ মূঢ় মানব ক্ষণ-পরেই আবার সেইরূপ দুঃখ-দুর্দ্দশা-নিরাশায় ডুবিয়া যায়! অজ্ঞ অন্ধ মানব ঠিক কাকের অনুকরণকারী। একদা গাবফল খাইবার সময়, গাবের আঁটি এক কাকের গলায় লাগিয়াছিল; কাক যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, সেই সময় প্রতিজ্ঞা করিল যে,—"আর গাব খাব না, গাবতলা দিয়ে যাব না।" অর্থাৎ আর কখনও গাব খাইব না—এমন কি, গাবগাছের তলা দিয়াও যাইব না। কিছুক্ষণ পরে গাবের আঁটি গলা হইতে উলিয়া যাওয়াতে, কাকের যেমনই যন্ত্রণার অবসান হইল, অমনি বলিল,—"গাব খাব না ত খাব কি, গাবের মত আছে কি?" অর্থাৎ যদি গাবই না খাইলাম, তবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর খাইব কি? গাবের ন্যায় ভাল জিনিষ ত আর দেখিতে পাই না। সেইরূপ সংসারে যাহারা অজ্ঞ অন্ধ মূঢ় তাহারা নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ বা ক্ষণিক সুখের তৃপ্তিসাধন জন্য স্ত্রী-সঙ্গাদি করিয়া, বিষম বিপন্ন হয় এবং সেই বিপদ ভোগ করিবার সময় প্রতিজ্ঞা করে,—এই স্ত্রী-সঙ্গাদি আর করিব না; পরে কিন্তু, বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় তাহা করিয়া থাকে। এমন ভাবে যাহারা—

অহিতহিতবিচারশূন্যবুদ্ধেঃ ,
শ্রুতিসময়ে বহুভিস্তিরস্কৃতস্য ।
উদরভরণমাত্রতুষ্টবুদ্ধেঃ .
পুরুষপশোশ্চ পশোঃ কো বিশেষঃ॥

গরুড়পুরাণ। পূর্ব্ব। ১১৫

হিতাহিত বিবেচনারহিত, যাহাদের হিতাহিত বিবেচনার শক্তি নাই এবং যাহারা স্বীয় উদর ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমাত্রেই সন্তুষ্ট, সেই শিশ্নোদরপরায়ণ বিষাণপুচ্ছবিহীন দ্বিপদবিশিষ্ট নর-পশু ও বিষাণ-পুচ্ছধারী চতুষ্পদ পশুর সহিত প্রভেদ কি আছে? সুতরাং স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হইতেছে যে, যাহারা অসংযমী, তাহারা পশুতুল্য সন্দেহ নাই।

তাই বলি,—বিষয়াসক্ত মোহান্ধ মানব! আর বিষোদ্গারী বিষয়রসে মজিয়া, আপনি আপনার বিপদ টানিয়া আনিও না,—একবার স্থিরচিত্তে ভাব, বুঝিতে পারিবে;—সংসারের সকলই অসার অনিত্য অস্থায়ী। এমন কি, যে দেহ লইয়া জগতে আসিয়াছ, চিরজীবন যাহার সহিত অভিন্নভাবে একত্র বাস করিতে হইবে, প্রতিনিয়ত যাহার পরিচর্য্যা ও রক্ষার চেষ্টা করিতেছ, আজ যে দেহে পুনঃ পুনঃ গন্ধানুলেপন জন্য এত ব্যাকুলতা, যে কলেবরে এত রমণীয়তা, কল্য তাহার পরিণাম হয় শ্মশানক্ষেত্রের ভস্মস্তূপ,—নয় শ্মশান-প্রান্তরে শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্যবিশেষ। আর, মানব-জীবন সংসারজলদজালে সৌদামিনী-সদৃশ ক্ষণভঙ্গুর, আত্যন্তিক চেষ্টাসম্ভূত ভোগ্য-বিষয় বাত্যা-বিতাড়িত মেঘের ন্যায় অসার, বিলাসিনীর লীলা-নিকেতন হিমবিন্দুর ন্যায় অচির-স্থায়ী, ভোগসমূহ জল-কণার ন্যায় ক্ষণিক। অতএব, "পাপৌঘং পরিধূয়তাং ভবসুখে দোষোঽনুসন্ধীয়তাং" কলুষরাশি বিধৌত করিয়া দাও; গৃহমেধী সাংসারিক সুখের অনিত্যতাদি দোষের অনুসন্ধান কর, আর,—"শান্ত্যাদি পরিচীয়তাং" শান্তি, তিতিক্ষা, ধৃতি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপরতি প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে যত্নবান হও, সাধুদিগের সহিত সহবাস কর এবং "ভগবতো ভক্তির্দৃঢ়া ধীয়তাং" ভগবানের প্রতি অচলা ভক্তির সংযোগ কর। ভগবানের প্রতি অচলা ভক্তি সংযোগ করিতে চাহিলে,—"একান্তে সুখমাস্যতাম্" জনসমাগমশূন্য নির্জ্জন প্রদেশে সুখে বাস এবং "পরতরে চেতঃ সমাধীয়তাং" পরাৎপর পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে চিত্তের সমাধান কর; আর, "পূর্ণাত্মা সুসমীক্ষ্যতাং" অনলে, অনিলে, সলিলে,—পাদপে, প্রান্তরে, প্রস্তরে,—অনন্তে, আকাশে, অবনীমণ্ডলে,—জল স্থল-মরুদ্ব্যোম-বিশ্ব-চরাচরে সর্ব্বত্র,—পৃথিবীর আসমুদ্রহিমালয়ের বালুকণাটির ভিতরে ও পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জীবসকলের পাঞ্চভৌতিক দেহাভ্যন্তরে এবং আপন দেহের হৃদয়-কমলে পূর্ণাত্মার সূক্ষ্মতা বিচারণা কর। আর,—"জগদিদং তদ্ব্যাপিতং দৃশ্যতাং" পরম কারুণিক সর্ব্বগত পূর্ণাত্মা জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন, এইভাবে জগৎকে দর্শন কর;—"ঔদাসীন্যমভীপ্স্যতাং" সাংসারিক তাবদ্বিষয়েই ঔদাসীন্য বাসনা কর; আর,—"কামে মতিস্ত্যজ্যতাং" বিষয়বাসনা পরিত্যাগ কর। পরন্তু বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিতে হইলে, যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়; পরন্তু, মনই বিষয়পঞ্চকে আসক্ত হইয়া, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমনাগমন করিয়া, নিত্য নূতন বিষয়-বাসনা সৃষ্টি করিয়া থাকে। সুতরাং সেই মনকে আগে জয় করিতে হইবে; কেন না—"মনঃ প্রশমমাত্রেণ বিনা নাস্তি শুভা গতিঃ।" একমাত্র সুপুরুষকারসাধ্য স্বাভিমতত্যাগরূপ মনোজয় ব্যতীত শুভা গতি নাই। অতএব,—"হস্তং হস্তেন সংপীড্য দন্তৈর্দন্তান্ বিচূর্ণ্য চ। অঙ্গান্যঙ্গৈরিবাক্রম্য জয়েদাদৌ স্বকং মনঃ॥" হস্তের দ্বারা হস্ত পেষণ করিয়া, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া এবং অঙ্গ দ্বারা অঙ্গের আক্রমণ করিয়া, আগে নিজের মনকে জয় কর। কেন না,—"মনসো বিজয়ান্নাত্মা গতিরস্তি ভবার্ণবে।" সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায় মনোজয় ব্যতীত দ্বিতীয় আর কিছুই নাই। সুতরাং সেই মনকে জয় করিলে, সমস্তই জয় করা হয়; কিন্তু সেই মনকে আবার দুর্জ্জয় বলিয়া জানিবে। কেবল যুক্তিতেই উহা জিত হয়। সেই যুক্তি কি?—"অনাস্থৈব হি নির্ব্বাণং দুঃখমাস্থাপরিগ্রহঃ।" বিষয়ে অনাস্থাই পরম শান্তি; আর আস্থাই দুঃখের হেতু। অতএব, নিখিল বিষয়ের উপর যে আত্যন্তিক অনাস্থা, ইহাই মনোজয়ের যুক্তি, ইহাই পরমা যুক্তি। এই যুক্তিদ্বারাই মহামদমত্ত স্বকীয় চিত্তরূপ মত্তমাতঙ্গ ঝটিতি দমিত হয়। কিন্তু, এ যুক্তি অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরন্তু, আবার সুপ্রাপ্যও বটে,—অভ্যাস করিতে না পারিলেই দুষ্প্রাপ্য হয়; আর, অভ্যাস-বলে অনায়াসে প্রাপ্য হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলেন,—"অভ্যাসাৎ সিদ্ধিঃ" অভ্যাস করিতে করিতে, কালে সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরিদৃশ্যমান্ বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য, ক্রমান্বয়ে অভ্যাস করিতে করিতে, জলসিক্ত লতার ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যেমন বপন ব্যতিরেকে ধান্য জন্মে না, তদ্রূপ এই বিষয়-বৈরাগ্যও অভ্যাস ব্যতিরেকে মনের ইচ্ছাতে সম্পাদিত হয় না; অতএব, অভ্যাস দ্বারা উক্ত বিষয়-বৈরাগ্য স্থিরতর করিতে চেষ্টা কর। দেহীরা যে পর্য্যন্ত বিষয়-বৈরাগ্য লাভ করিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত তাহারা সংসাররূপ মহারণ্যের সুদীর্ঘ বর্ত্মে বারংবার গমনাগমন করিয়া, কেবল দুঃখই পাইয়া থাকে। গমন-ব্যাপার-শূন্য ব্যক্তি অর্থাৎ পঙ্গু যেমন দেশান্তরে যাইতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ অতি বলবান্ হইলেও, কোন দেহীই বিনা অভ্যাসে বিষয়-বৈরাগ্য লাভ করিতে পারে না; সেইজন্য শাস্ত্র কহিয়াছেন,—"দুর্লভো বিষয়ত্যাগঃ" বিষয়-বৈরাগ্য অতি দুর্লভ। অতএব, 'জীবন্মুক্তির হেতুভূত বাসনা-ত্যাগ আমি করিব,' এইরূপ ইচ্ছা করিয়া, দেহীকে অভ্যাস-বলে জলসিক্ত লতার ন্যায় 'বিষয়-বিরতি' বৃদ্ধি করিতে হইবে। যাহাতে হর্ষ-ক্রোধাদি-বর্জ্জিত ক্রিয়াফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাদৃশ শুভ উপায় পুরুষকার ব্যতীত কেহই পাইতে পারে না। তবে যে দৈবের প্রশংসা লোকে করিয়া থাকে, তাহা কি? সে দৈবের আকার ত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না; সুতরাং, 'যাহা অবশ্যম্ভাবী এবং যাহা স্বকীয় নিয়তি, তাহাই দৈব'—ইহা আত্মজ্ঞানপরায়ণ তত্ত্বদর্শী মহাত্মা বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক যাঁহারা আত্মজ্ঞানপরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন, তাঁহারা তাহা বলেন না; তাঁহারা বলেন,—'হর্ষ-ক্রোধাদির হেতু কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া গেলে, যাহা হর্ষ-ক্রোধাদির বিনাশক হইয়া উপস্থিত হয়, তাহাকেই দৈব বলা যায়, ঐ দৈবই নিয়তিস্বরূপ; উহা পুরুষকারদ্বারা সম্পাদিত হয় অর্থাৎ বৈরাগ্যের দৃঢ়াভ্যাস ব্যতিরেকে উহা সম্পন্ন হয় না।' তাত্ত্বিকী বুদ্ধি দৃঢ়ীভূত হইলে, যেমন মরীচিকায় জলভ্রম দৃঢ় হইতে থাকে, সেইরূপ যাহা যেরূপ সঙ্কল্পিত করা যাইবে, পুরুষকার বলে তাহাই সিদ্ধ হইবে। মনঃকল্পিত বিষয়জালের মধ্যে যাহা ফলবৎরূপে গৃহীত হইবে, তাহাই তদনুযায়ী ফল প্রদান করিয়া, সুখ প্রদান করিবে। আমাদের মতে মনই কর্ত্তা অর্থাৎ মন যাহা সঙ্কল্প করে, সেইরূপই নিয়তি হইয়া থাকে। মন কখন নিয়ত বিষয়ের সৃষ্টি করে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কখন বা অনিয়ত বিষয়ের সৃষ্টি করে, আবার, কখন নিয়তানিয়ত বিষয়ের সৃষ্টি করে; উক্ত প্রকারে মনই নিয়তির যোজক। অতএব, পরম পৌরুষ আশ্রয় করিয়া, বিষয়-বৈরাগ্য আহরণ করিবে। যতদিন ভোগ্যবিষয়ে ভব বন্ধন-মোচনী 'অরতি' না জন্মে, ততদিন জয়প্রদ সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাবৎ মোহকারিণী 'বিষয়-রতি' থাকিবে, তাবৎকাল এই সংসার-দশারূপ দোলায় দুলিতে হইবে। ভোগ্যজালরূপ বিষয়নিকরে যতদিন প্রবৃত্তি থাকিবে, ততদিন ভোগ্য-বিষয় হইতে চিত্ত বিরত হইবে না,—বৈরাগ্য, শ্রবণ ও মননাদির অভ্যাস ব্যতীত কখনই নিবৃত্ত হইবে না। অতএব, শাস্ত্রীয় যুক্তি ও সুবিচার দ্বারা বিষয়জাল হইতে চিত্তকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত স্বকীয় হৃদয়ে সচ্চিদানন্দ ভগবানে নিষ্ঠা করিয়া, বিষয়জালে অনুরাগ পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু, ঐ কার্য্যটি বলিতে যত সহজ হয়, কার্য্যে পরিণত করা তত সহজ নয়। যুক্তিসহকারে ঐ কার্য্য সমাধা করিতে হয়; কিন্তু, যুক্তি ও প্রযত্ন ব্যতীত কেহ কখনও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই; সুতরাং যুক্তি ও প্রযত্ন চাই। সে যুক্তি, সে প্রযত্ন কেমন?

"চিত্তস্য ভোগৈ র্দ্বৌ ভাগৌ শাস্ত্রেণৈকং প্রপূরয়েৎ।
গুরুশুশ্রূষয়া চৈকমব্যুৎপন্নস্য সংক্রমে॥
কিঞ্চিদ্ব্যুৎপত্তিযুক্তস্য ভাগং ভোগৈঃ প্রপূরয়েৎ।
গুরুশুশ্রূষয়া ভাগৌ ভাগং শাস্ত্রার্থচিন্তয়া॥
ব্যুৎপত্তিমনুজাতস্য পূরয়েচ্চেতসোঽন্বহম্।
দ্বৌ ভাগৌ শাস্ত্রবৈরাগ্যৈ র্দ্বৌ ধ্যানগুরুপূজয়া॥
সাধুতামাগতো জীবো যোগ্যো জ্ঞান যথাক্রমে।
নির্ম্মলাকৃতিরাদত্তে পট - উত্তমরঞ্জনাম্॥
শনৈঃ শনৈ লালনীয়ং যুক্তিভিঃ পাবনোক্তিভিঃ।
শাস্ত্রার্থ পরিণামেন পালয়েচ্চিত্তবালকম্॥"

যোগবাশিষ্ঠ। উপশম। ১৪

বালকের স্বভাব যেরূপ চঞ্চল, চিত্তের স্বভাবও ঠিক সেইরূপ;—"ন হি চঞ্চলতাহীনং মনঃ ক্বচন দৃশ্যতে। চঞ্চলত্বং মনোধর্ম্মো বহ্নের্ধর্ম্মো যথোষ্ণতা॥" চাঞ্চল্যবিহীন মন কোন পুরুষে দেখা যায় না অর্থাৎ তাদৃশ পুরুষ দুর্লভ। উষ্ণতা যেমন বহ্নির ধর্ম্ম, সেইরূপ চঞ্চলতা মনের ধর্ম্ম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বালককে যেরূপ ধীরে ধীরে যুক্তি ও প্রবোধবাক্য দ্বারা বিদ্যা-শিক্ষায় নিয়োগ করিতে হয়, চঞ্চল চিত্তকেও তদ্রূপ যুক্তিদ্বারা শাস্ত্রচিন্তনে ও ভগবদ্ধ্যানে ধীরে ধীরে নিযুক্ত করিতে হইবে। অতএব, যতদিন চিত্ত শাস্ত্রোক্ত নিয়মে সম্যক্ পরিনিষ্ঠা লাভ করিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত চিত্তের দুইভাগ দেহধারণ-মাত্রোপযোগী বিষয়-ভোগে পূর্ণ করিবে; একভাগ শাস্ত্রালোচনায় পূর্ণ করিবে; আর একভাগ গুরুশুশ্রূষায় নিরত রাখিবে। যখন চিত্ত শাস্ত্রনিয়ম-পালনে কিঞ্চিৎ পারদর্শী হইবে, তখন বিষয়ভোগের জন্য চিত্তের একভাগ নিযুক্ত করিবে;—দুইভাগ গুরুশুশ্রূষায় নিয়োজিত করিবে; আর শাস্ত্র-চিন্তার জন্য একভাগ রাখিবে। যখন দেখিবে,—চিত্ত ঐরূপ কার্য্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে, অনায়াসেই সাধুপথে ধাবিত হইতেছে, তখন চিত্তের দুইভাগ শাস্ত্রচর্চ্চায় ও বিষয়-বৈরাগ্যে পূর্ণ করিবে; অপর দুইভাগকে ভগবদ্ধ্যান ও গুরুপূজায় নিয়োজিত করিবে। যেমন পরিশুদ্ধ নির্ম্মল শুভ্র বসনে কুসুমাদি রঞ্জনা উত্তমরূপে পরিস্ফুট হয়, সেইরূপ জ্ঞানকথার বোধন-নিপুণ বিশুদ্ধচিত্ত জীবই উক্ত প্রকারে সাধুভাবাপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু, সাবধান! চিত্তকে যুক্তি-সহকারে ধীরে ধীরে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিবে, একদমে সম্পূর্ণ কার্য্যে কদাপি নিযুক্ত করিবে না বা শাস্ত্রীয় যুক্তির বহির্ভাগে যাইবে না অথবা ভোগ্যবিষয়ের চিন্তা করিবে না, কিংবা অলীক বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, তাহার নিকট ভোগ্য-বিষয়ের কথা উত্থাপন করিবে না; কারণ, প্রথমাবস্থায় চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকে। বিক্ষিপ্তাবস্থায় যে কথার উত্থাপন করা যাইবে, চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া, অধিক পরিমাণেই সেই কার্য্য করিবে; যেরূপ ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে কোন কার্য্য করিতে নিষেধ করিলে, সে অধ্যবসায় সহকারে সেই কার্য্য করিতেই প্রবৃত্ত হয়, বিক্ষিপ্ত অবস্থায় চিত্তের স্বভাবও প্রায় ঠিক সেইরূপ; তাহাকে সে কার্য্য করিতে বাধা দিলে, সে আরও অধিক পরিমাণে বিক্ষিপ্ত হইয়া, সেই কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। সুতরাং পাগল ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত,—এই উভয়েরই স্বভাব এক। পাগল আপন মনে বসিয়া থাকিলে, তাহার নিকট যেমন কোন বিপজ্জনক কথার উল্লেখ করিলে, নিজেকেই বিপদে পড়িতে হয়, তদ্রূপ বিক্ষিপ্তাবস্থায় বিষয়-ভোগের চিন্তা বা ভোগ্য-বিষয় দর্শন করিলে, চিত্ত সেই সকল ভোগ্য-বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়ে এবং তাহার প্রাপ্তির উপায় চিন্তা করিয়া থাকে। একটি পাগলের পাগলামীর কথা উল্লেখ করিতেছি। এক অর্দ্ধভগ্ন বাঁশের সাঁকোর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধারে এক পাগল আপন মনে দাঁড়াইয়াছিল ; অপর দিক হইতে এক ব্যক্তি সেই সাঁকোয় উঠিয়া ভাবিল, পাগল যদি সাঁকো নাড়ে, তাহা হইলেই বিপদ। এইরূপ ভাবিয়া সে পাগলকে বলিল,—'পাগলা, সাঁকো নাড়িস্ নে।' পাগলের সাঁকো নাড়িবার কথাটা মনেই আসে নাই ; কিন্তু ঐ ব্যক্তির কথায় তাহার সাঁকো নাড়িবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। সে বলিল,—'মনে ছিল না, ভাল মনে করে দিলি' অর্থাৎ ও কথাটা আমার মনেই ছিল না, ভাল কথা মনে করিয়া দিয়াছ। এই বলিয়া, সে সাঁকো নাড়িতে আরম্ভ করিল। যাহার যাহাতে আনন্দ, তাহাকে সেই কার্য্য করিতে নিষেধ করিলে, অনেক সময়ে তাহার সেই প্রবৃত্তি অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে। যাহার যে কার্য্যে প্রবৃত্তি, তাহাকে নিষেধ করিতে গিয়া, তাহার সেই প্রবৃত্তি জাগাইয়া দেওয়া হয়। অতএব, এই বিক্ষিপ্ত চিত্তকে বা চিত্ত-শিশুকে পবিত্র উপদেশ ও যুক্তি দ্বারা পালন করিবে ; যাহাতে শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বিষয়েই পরিণত করা যায়, এইরূপভাবে চিত্ত-বালককে পালন করিতে হইবে। এইরূপ করিতে করিতে, যখন চিত্ত পরমজ্ঞানে পরিণত হইবে অর্থাৎ ভগবানের পদ-পঙ্কজ-পঞ্জরান্তে প্রবিষ্ট হইয়া, একীভাবাপন্ন হইবে, এই বাহ্য মলিন জড়াকারের অর্থাৎ ভোগ্য বিষয়াদির গ্রহণ একেবারে শিথিল হইয়া যাইবে, তখন চিত্ত তাপহীন হইয়া, কৌমুদী-বিলিপ্ত স্ফটিকমণির ন্যায় সুন্দরভাবে বিরাজ করিবে। তখন চিত্ত বিষয়ানন্দে বা বাসনানন্দে শান্তি পাইবে না ; কাজেই বিষয়ানন্দ ও বাসনানন্দ পরিত্যাগ করিয়া, বিষয়-বৈরাগ্য-সম্পন্ন হইয়া, ধীরে ধীরে ব্রহ্মানন্দে পৌঁছিবার চেষ্টা করিবে। যেমন মদ্যপায়ী মাতাল সদাই মদময় হয়, তদ্রূপ যাহাতে জ্ঞানালোক, প্রেমালোক বা আনন্দালোকের প্রকাশ হয়, সে ব্যক্তি সর্ব্বদাই জ্ঞেয়রূপ ব্রহ্মানন্দের অনুভব করিয়া থাকেন। পরাৎপর পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকেই অমল জ্ঞেয়স্বরূপ বলিয়া জানিবে ; ঐ জ্ঞেয় জ্ঞান-সম্পর্ক পাইলে, স্বয়ংই অবিদ্যা-পঙ্ক-বিহীন হওয়ায়, সম্যক প্রকারে প্রকাশ পান। তখন সেই জ্ঞানী ব্যক্তি পরামানন্দে পরিপ্লুত থাকিয়া, সংসারের কোন কিছুতেই আসক্ত হন না,—পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজন, অযুত-দাস-দাসী-পরিবেষ্টিত সংসার-কোলাহলের গণ্ডগোলের মধ্যে থাকিয়াও, সর্ব্ববিষয়ে আসক্তি-রহিত হইয়া, পূর্ণকাম সম্রাটের ন্যায় অবস্থান করেন। তিনি তখন পদ্মেতে চন্দ্রের ন্যায়, মনোজ্ঞ-ধ্বনিকারী মনোমদ বীণা-বংশাদির মধুর শব্দে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপভুজ্যমানা রমণীর কমনীয় কোমল-কণ্ঠোচ্চারিত চিত্তাকর্ষক গীতে, বসন্ত-সমাগমে মদমত্ত ভ্রমরের গুঞ্জনে, বর্ষা-সম্ভূত পুষ্প-প্রকরে, বারিধরের ধীর গর্জ্জনে, নৃত্যকারী ময়ূরদিগের সুমধুর কেকারবে, শব্দায়মান্ মেঘখণ্ডে, সারসদিগের সমধুর নিনাদে এবং যে সকল বাদিত্র সূচী-শলাকা-করতল প্রভৃতি উপায়ে বাদিত হয়, সেই সমস্ত বিচিত্র বাদিত্রের সুমধুর শব্দে ও অন্য শ্রুতিমধুর এবং শ্রুতিকটু রুক্ষশব্দে কোন প্রকারে অনুরাগী হন না। তিনি রাজরাজেশ্বরের মর্ম্মরনির্ম্মিত সুধাধবলিত আকাশভেদী সুরম্য হর্ম্ম্যাবলীতে—রত্ন-কাঞ্চন ও মণিমুক্তাদিখচিত সুরম্য পর্য্যঙ্কে দুগ্ধফেণসন্নিভ কোমল শয্যায় মেনকা, উর্ব্বশী ও রম্ভাসদৃশী অলোকসামান্যা যৌবনমদগর্ব্বিতা রূপময়ী সৌন্দর্য্যময়ী যৌবনভরালসা বিলাসিনীর সহিত স্বচ্ছন্দ বিলাস-ভোগকেও তুচ্ছাদপিতুচ্ছবোধে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। তিনি কুন্দ-মন্দার-কহ্লার,—কমল-কুমুদ-উৎপল,—পুন্নাগ-কেতকী-গোলাপ প্রভৃতি পুষ্প-জাতীয় তরুতে ও কদম্ব-চূত-জম্বু,—আম্র-কিংশুক-অশোক প্রভৃতি বৃক্ষ-রাজিতে এবং চন্দন-অগুরু-কর্পূর,—লাক্ষা-এলাচী-লবঙ্গ, মৃগমদ-কেশর-কুঙ্কুম প্রভৃতি সুগন্ধি অঙ্গরাগাদিতেও কিছুমাত্র অনুরাগ স্থাপন করেন না। তিনি এই সকল ভোগ্য-বিষয়ের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া, সংসারে মজিয়া বিচলিত হন না; প্রিয়-অপ্রিয় সকল বস্তুতে সমান বুদ্ধি রাখিয়াই, তিনি সকলকে উপেক্ষা করেন। তিনি সমুদ্রের গুরু-গম্ভীর গর্জ্জনে, মদমত্ত হস্তীর বৃংহণে, বিকট সিংহ-ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদকুলের শব্দের প্রতিধ্বনিতেও কিছুমাত্র ভীত হন না; এমন কি, পরাক্রমশালী বিপক্ষ শত্রুদিগের তুমুল সংগ্রামের ভেরীশব্দে ও পটহাদির ভীষণ ঢঙ্কারে কিংবা দৃঢ় ধনুর টঙ্কারেও তাঁহার কিছুমাত্র ভয়োৎপন্ন হয় না। কি মদমত্ত হস্তী উৎকটরবে বৃংহণ করিয়া, কি সিংহ-ব্যাঘ্র ভয়ঙ্কর হুঙ্কার করিয়া, তাঁহাকে ধ্যান হইতে বিচলিত করিতে পারে না; অধিক কি, বজ্রপাতের ভীষণ নির্ঘোষেও সেই ধ্যান-পরায়ণ যোগীর কম্পন হয় না। তাঁহার দেহ করাতের ঘর্ষণে, শানিত খড়্গের আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইতে থাকিলেও, তিনি স্বস্বরূপে স্থিত থাকেন, সমাধি হইতে তিনি বিচলিত হন না। তিনি নানাবিধ সুগন্ধিকুসুমরাজিপরিশোভিত উদ্যান-বিহারে আনন্দ বা কণ্টকিত উপবনে বাস করিয়াও বিষাদ প্রাপ্ত হন না এবং উত্তপ্ত উষ্ণ মরুদেশে থাকিয়াও দুঃখিত বা শীতল স্নিগ্ধদেশে বাস করিয়াও আনন্দিত হন না। তিনি জ্বলিত অঙ্গার সদৃশ অসহ্য সন্তাপযুক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমিতে, কিংবা সুগন্ধি পুষ্পাকীর্ণ তরুরাজির ছায়া-সমাচ্ছাদিত নবতৃণমুকুলিত শষ্পশোভিত সমতল শ্যামল ভূমিতে বসিয়া, আনন্দিত বা হর্ষান্বিত হন না। তিনি তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারায় কিংবা নবোৎপলের শয্যায়; অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে কিংবা গভীর কূপে; গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্নতপন জ্যোতিষ্কজীবনের খরতাপে সন্তপ্ত পাষাণ-প্রতিমায়, কিংবা নব-যৌবন-সম্পন্না কোমল-কলেবরা কামিনীতে সমজ্ঞান করিয়া, সম্পদ-আপদ উভয়বিধ প্রিয়া-প্রিয় ব্যাপারে সমভাবে বিহার করিয়া, কদাচ কোন বিষয়ে বিষণ্ণ বা আনন্দিত হন না। কেবল চিত্তকে অন্তর্মুখী করিয়া; ত্যক্তভার ভারবাহীর ন্যায় বিশ্রামসুখ অনুভব করিয়া, উদাসীন হইয়া, সদাই অবস্থিত থাকেন; সংসারের ভোগ্যাভোগ্য কোন বস্তুই তাঁহাকে বিমুগ্ধ করিতে পারে না এবং তিনিও কদাপি মোহিত হন না। মাতেশ্বরী শ্রুতি কহিতেছেন,—

"পুঙ্খানুপুঙ্খবিষয়েক্ষণতৎপরোঽপি,
ব্রহ্মাবলোকনধিয় ন জহাতি যোগী।
সঙ্গীততাললয়বাদ্যবশং গতাপি,
মৌলিস্থকুম্ভপরিরক্ষণধীর্নটীব ॥"

বরাহোপনিষৎ। ২

'ভাবময় আনন্দময় ভগবানে নিবিষ্টচিত্ত, ধীর ব্যক্তি, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয়াসক্ত থাকিয়া, সংসারের অন্তস্তলে প্রবিষ্ট হইলেও, কখন মুহ্যমান্ হন না,—কোনও বিষয়ে কষ্ট অনুভব করেন না। যেমন কোনও নৃত্যশীলা রমণী, মস্তকে কুম্ভের উপর কুম্ভ, তাহার উপর কুম্ভ রাখিয়া, নৃত্য করিতে থাকে; মস্তকে কুম্ভ রাখিয়া, কুম্ভসহ নৃত্য করিবার সময়, সঙ্গীত-বাদ্য-লয়-তাল প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে মস্তকস্থিত কুম্ভকে অচঞ্চল রাখিবার জন্য তৎপ্রতি দৃঢ় লক্ষ্য রাখিয়া পদক্ষেপ করে; তদ্রূপ বিষয়-বৈরাগ্যবান্ ভগবদ্ধ্যাননিষ্ঠ যোগীও ভগবানের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া, প্রলোভনময় সংসারে অবস্থিতি করেন।'

অতএব, সংসারাসক্ত মানব! তুমিও এইভাবে ভাবিত হইয়া, সংসারের 'সং' ছাড়িয়া, 'সার' গ্রহণে তৎপর হও, পরিণামে আশানুরূপ ফললাভে সমর্থ হইবে। তুমি সাংসারিক বিষয়কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতে চাও,—থাক; তাহাতে তোমার কোনও অনিষ্ট নাই; কিন্তু, সংসারের সকল কাজের ভিতর দিয়া, কার্য্য করিবার সঙ্গে সঙ্গে এক একবার ভগবানের প্রতি চিত্ত ন্যস্ত করিবে এবং বিষয়সমূহে দোষ দর্শন করিবে; এইরূপে সংসারকার্য্য করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিলে, আর পরস্পরনের আশঙ্কা থাকিবে না,—অনায়াসে বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিবে। সুতরাং এই ভাবে ভগবানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া,—"ভবসুখে দোষোঽনুসন্ধীয়তাং" সংসার-সুখের অনিত্যতাদি দোষের অনুসন্ধান কর। ভাব—

দারাঃ পুত্রা ধনং বা পরিজনসহিতো বন্ধুবর্গঃ প্রিয়ো বা,
মাতা ভ্রাতা পিতা বা শ্বশুরকুলজনা ভৃত্য ঐশ্বর্য্যবিত্তে।
বিদ্যা রূপং বিমলভবনং যৌবনং যৌবতং বা,
সর্ব্বং ব্যর্থং মরণসময়ে ধর্ম্ম একঃ সহায়ঃ॥

স্কন্দপুরাণ। ব্রহ্ম—ধর্ম্ম।১

প্রিয়তমা পত্নী, প্রাণসম আত্মজ পুত্র, আত্যন্তিক চেষ্টা-সম্ভূত প্রাণান্তিক পরিশ্রমলব্ধ আয়াসসাধ্য ধন-সম্পত্তি, পরিজন, স্নিগ্ধ বন্ধুবর্গ, প্রিয়, মাতা-পিতা-ভ্রাতা, শ্বশুর-সম্বন্ধি, আজ্ঞাবহ ভৃত্য, অতুল ঐশ্বর্য্য, বিত্ত, বিদ্যা, রূপ, মর্ম্মরনির্ম্মিত সুন্দর ভবন, যৌবন ও যুবতিসমবায়,—এ সমস্তই ব্যর্থ; কেন না, মরণকালে একমাত্র ধর্ম্মই মনুষ্যের সহায়। অতএব,—"ক্ষণিকমিতি সমস্তং বিদ্ধি সংসারবিত্তং" যাবতীয় সংসারবিত্তকে অনিত্য ও অসার বলিয়া জানিয়া, উহাদের আসক্তি পরিত্যাগ করিবে। সুতরাং সংসারের সকলই ত অনিত্য ও অসার; এই অনিত্য অসার সংসারে আসিয়া, 'আমার—আমার' বলিয়া, পুত্র-কলত্রাদির মায়া-মমতায় মোহিত হইয়া, কেন বৃথা শোক প্রকাশ করিতেছ? কালবশে সকলই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে,—"অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবম্।" আজ হউক, কাল হউক, শতবৎসরান্তে হউক, বা সহস্রবৎসরান্তে হউক, মনুষ্যের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী,—মানুষ, কয়দিনের জন্য মাত্র সংসারে আসিয়াছে, মরিলেই সব ফুরাইবে। অতএব, সংসার-বিত্তের প্রতি, মাতা-পিতা, পুত্র-কন্যা, মিত্র-কলত্রের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, সঙ্গের সাথী, নিদানের বন্ধু,—"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" আপনজন ভগবানের প্রতি আসক্ত হও, পরকালে প্রকৃত সুখ, প্রকৃত আনন্দ, প্রকৃত শান্তিলাভে সমর্থ হইবে। মায়াময় সংসারের এই যে মায়িক বস্তুনিচয় ও মাতা-পিতা, পুত্র-কলত্র, ভাই-ভগ্নী, বন্ধু-বান্ধব, সুহৃন্মিত্র, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, আত্মীয়-স্বজন,—ইহারা সবাই ত পর, কেহ ত আপন নয়; তবে আর পর-প্রেমে অচেতন হইয়া, আপনজনকে ভুলিতেছ কেন? সকলেই ত সংসার-পথের পথিক; পথিকের মায়ায় মোহিত হইয়া, আপনজনকে ভুলিয়া,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনাকে সর্ব্বশক্তিমান্ ভাবিয়া, পথের পথিকের সহিত সৌহার্দ্দ্য করা, বর্ব্বরতার পরিচয় ভিন্ন আর কিছু নহে; কেন না, ইহাদের সহিত কয়দিনের জন্য পরিচয়? সেই চিরসখা—চির-সাথী—চিরবন্ধু ভগবানই আপন জন, আপন সুহৃৎ। তাঁহাকে ভুলিলে? হায়, কি করিলে! পথের পথিকের মায়া-মমতায় সব হারাইলে? একবার বিচার করিয়া ভাবিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে,—

মাতা পিতা গুরুজনঃ স্বজনো মমেতি,
মায়োপমে জগতি কস্য ভবেৎ প্রতিজ্ঞা।
একো মতো ব্রজতি কর্ম্মপুরঃসরোঽয়ং,
বিশ্রামবৃক্ষসদৃশঃ খলু জীবলোকঃ॥
সায়ং সায়ং বাসবৃক্ষং সমেতাঃ,
প্রাতঃ প্রাতস্তেন তেন প্রয়ান্তি।
ত্যক্ত্বান্যোঽন্যং তঞ্চ বৃক্ষং বিহঙ্গা,
যদ্বত্তদ্বজ্জ্ঞাতয়োঽজ্ঞাতয়শ্চ॥

শিবগীতা। ৮

ইন্দ্রজালসদৃশ এই জগতে 'আমার মাতা, আমার পিতা, আমার গুরুজন, আমার বন্ধুগণ',—এইরূপ 'আমার—আমার' প্রতিজ্ঞা কাহারও চিরস্থায়িনী হয় না; কারণ, মৃত্যুর পরে স্বীয় কর্ম্ম সহায় করিয়াই জীবগণ পরলোকে গমন করে, তখন মাতা-পিতা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি কেহই সঙ্গে যায় না,—কেহই সঙ্গী হয় না। সুতরাং মানব-জীবন কেবল-মাত্র কয়েকদিনের নিমিত্ত বিশ্রামবৃক্ষস্বরূপ। যেমন প্রতিদিন সায়ংকালে বিহগগণ সম্মিলিত হইয়া, একটি বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া থাকে, অনন্তর প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেই বৃক্ষকে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে চলিয়া যায়, এই প্রকার পিতামাতা, বন্ধু-বান্ধব. সুহৃন্মিত্র ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মানুরোধে কিছুকাল একত্র থাকিয়া, যথাযথস্থানে গমন করে।

ভূতানি জাতিস্মরণাত্মকানি,
জরাবিকারৈশ্চ সমন্বিতানি,
ভূয়শ্চ তৈস্তৈঃ প্রতিবোধিতানি,
মোক্ষং প্রশংসন্তি ন তঞ্চ বিদ্মঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্নেহেন যুক্তস্য ন চাস্তি মুক্তি—
রিতি স্বয়ম্ভূর্ভগবানুবাচ।
বুধাশ্চ নির্ব্বাণপরা ভবন্তি,
তস্মান্ন কুর্য্যাৎ প্রিয়মপ্রিয়ঞ্চ॥

মহাভারত। শান্তি। ১৬৭

এই নানাজীবসঙ্কুল জীবলোকে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদয় জীবই জন্ম, জরা, মৃত্যু ও বিকারের বশীভূত। ইহলোকে প্রায় সকল লোকেই জন্ম, জরা ও মৃত্যু প্রভৃতি দুরতিক্রমণীয় অসহ্য যাতনায় বারংবার নিপীড়িত হইয়া, মোক্ষেরই প্রভাব কীর্ত্তন করিয়া থাকে। দৃশ্যতঃ তাহাদের এই ভাব প্রকাশ পায় বটে; কিন্তু, অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, নিগূঢ় অনুসন্ধানের ফলে, এ সম্বন্ধে বিপরীত তত্ত্ব অবগত হই। সকল মানুষই মুক্তি চায় বটে; কিন্তু, যে ঐকান্তিকতা, যে ত্যাগস্বীকার তজ্জন্য প্রয়োজন, মানুষে তাহার সম্পূর্ণ অভাব দেখিতে পাই। তৃষ্ণার্ত্ত, পিপাসা নিবারণের জন্য জলের আকাঙ্ক্ষা করিতেছে; কিন্তু, জল গ্রহণ ও গলাধঃকরণ জন্য যে আয়াস-স্বীকার আবশ্যক, তজ্জন্য সে প্রস্তুত নহে। ইহাদের অন্তরের ভাব কতকটা,—গোঁফ খেজুরে'র মত; অর্থাৎ এক অলস ব্যক্তি গাছে উঠিয়া খেজুর পাড়িতে পরিশ্রম হইবে বিবেচনা করিয়া, গাছ তলায় পড়িয়া রহিল। আশা এই যে, যদি দৈবক্রমে এক আধটা খেজুর তাহার মুখে আসিয়া পড়ে। অনেকক্ষণ শুইয়া থাকিবার পর, একটা খেজুর তাহার গোঁফের উপর আসিয়া পড়িল। হাতটি বাহির করিয়া, খেজুরটি মুখের মধ্যে দিলে, স্বচ্ছন্দে খাইতে পারে; কিন্তু অতটা পরিশ্রম করিতেও গোঁফ-খেজুরে কাতর। সেই সময় সেইখান দিয়া, এক ব্যক্তিকে যাইতে দেখিয়া, অলস বলিল,—'ভাই! যদি দয়া করিয়া, পা দিয়া খেজুরটা আমার মুখের মধ্যে ফেলিয়া দাও, তবে বড় উপকার করা হয়।' অনন্ত-সুখ বা মুক্তিলাভ সম্বন্ধেও মানুষের প্রকৃতি তদ্রূপ দেখিতে পাই। সুতরাং জল গ্রহণের ও গলাধঃকরণের চেষ্টার অভাবে তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির যেরূপ তৃষ্ণা দূর হয় না, সেইরূপ মুক্তির বা অনন্ত-সুখের জন্য চীৎকার করিয়া বেড়াইলে বা কেবলমাত্র মুখে ভাব প্রকাশ করিলেও, মানুষ মুক্তি বা অনন্ত-সুখ লাভ করিতে সমর্থ নহে। আমরা সকলেই সংসার-যন্ত্রণায় কাতর হইয়া মুক্তি কামনা করি; কিন্তু, মুক্তি যে কি পদার্থ, তাহা আমরা জানি না। মহা-মহিমান্বিত সৃষ্টিকুশল বিশ্বস্রষ্টা ভগবান্ বিধাতা স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা কহিয়াছেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'যাহারা সংসারে মাতা-পিতা, পুত্র-কলত্র প্রভৃতির স্নেহ-মমতা-জালে সতত আবদ্ধ, তাহারা কদাপি মোক্ষলাভে সমর্থ হয় না।' এ সম্বন্ধে শাস্ত্রের একটি উদাহরণ আছে। পরোপকার-পরায়ণ পরম ভাগবত প্রহ্লাদের আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া,—"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" ভগবান্ শ্রীনারায়ণ যখন প্রহ্লাদকে বর গ্রহণ করিতে বলেন, তখন প্রহ্লাদ এক অভিনব বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। জনহিতপরায়ণ ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ, জনহিতকামনার বশবর্ত্তী হইয়া, সেই লোকপাবন শ্রীহরির নিকট প্রার্থনা জানাইলেন,—'হে হরি! হে নারায়ণ! আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া, যদি আমায় বর দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তবে আমায় এই বর দেন,—যেন মুক্তি-ইচ্ছু মানব সকলেই মুক্তি লাভ করে; প্রভু এই বর পাইলেই আমি কৃতার্থ হইব।' ভগবান্ শ্রীহরি উত্তর দিলেন,—"তথাস্তু।" কিন্তু, ভগবান্ মনে মনে একটু হাসিলেন; পরিশেষে প্রহ্লাদকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে কহিলেন, —'বৎস প্রহ্লাদ! তুমি যে বর চাহিলে, আমিও সেই বর দিলাম বটে; কিন্তু, তাহাতে মানুষের যন্ত্রণাভোগের কোনও লাঘব হইল বলিয়া মনে হয় না। তোমার উদ্দেশ্য মহৎ বটে; কিন্তু তোমার ধারণা—ভ্রান্ত ধারণা। কেন না, পুনঃ পুনঃ সংসারে গতাগতিনিবন্ধন সকল মানবকেই অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে, এই নিমিত্ত মনুষ্য মাত্রই মুক্তির জন্য লালায়িত, তাহা কখনই নহে। মানুষ যে মুক্তি চায়, সে কেবল মৌখিক। সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া, স্ত্রী-পুত্রাদির মায়া-মমতা হইতে মুক্ত হইতে পারিলে, তবে ত মানুষ মুক্তির অধিকারী হইবে! কিন্তু, মুক্তির ভাবনা যেই মনে আসে, মানুষ অমনিই সংসারের মায়া-মমতাদি শত-প্রলোভনের প্রতি চাহিয়া দেখে; ফলে, তাহার বন্ধন আরও দৃঢ় হইয়া পড়ে। সুতরাং, মুক্তিলাভের ঐকান্তিকী আকাঙ্ক্ষা কাহারও নাই,—কাহারও নাই। তাই,—কেহই মুক্তিলাভে সমর্থ হয় না।' পরম ভাগবত জনহিতপরায়ণ প্রহ্লাদের যেন জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল। প্রহ্লাদ একবার সংসারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন; কিন্তু, কি দেখিলেন? দেখিতে পাইলেন,—ভগবানের করুণ কোমল কণ্ঠোচ্চারিত উপদেশপূর্ণ ললিত-ললাম মধুর বাণী বর্ণে বর্ণে মিলিয়া রহিয়াছে। দেখিলেন,—"মমতাপাশসংবদ্ধঃ সংসারে ভ্রমপ্রত্যয়ে। অনাদি-কালতো জীবঃ সত্যবুদ্ধ্যা বিমোহিতঃ॥" অনাদি কাল হইতে জীবপরম্পরা এই ভ্রমপ্রত্যয় সংসারকে সত্য জ্ঞান করিয়া, মমতাপাশে আবদ্ধ ও বিমোহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া আছে। সুতরাং, মুক্তির জন্য কেহই লালায়িত নহে; তাহারা মুক্তি মুক্তি করিয়া চীৎকার করিতেছে বটে; কিন্তু, মুক্তির জন্য একাগ্রতা কাহারও নাই। বুঝিলেন,—তিনি যদি কাহাকেও ডাকিয়া বলেন, "সংসারে মায়িকে ঘোরে সত্যভাবেন মোহিতঃ। মমতাবদ্ধচিত্তোঽসি দেহাভিমানযোগতঃ॥ কো বাসি ত্বং কথং জাতঃ কঃ সুতো বা কলত্রকম্। কথং বা স্নেহবদ্ধোঽসি ক্ষণমাত্রং বিচারয়॥" 'মিথ্যা এই ঘোর মায়িক সংসারকে সত্যজ্ঞান করিয়া, দেহাভিমানবশতঃ মমতাবদ্ধচিত্তে বিমোহিত হইয়াছ। তুমি কে? কিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? এবং পুত্র-কলত্রাদিই বা কে? আর কি প্রকারেই বা তাহাদের স্নেহে আবদ্ধ হইয়াছ, ক্ষণকাল বিচার করিয়া দেখ। অতএব এস, সংসারের মায়া-মমতা পরিত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে এস,—তোমায় মুক্তি দিতেছি।' কেহই তাঁহার সঙ্গে আসিবে না; সংসারের কিছু পরিত্যাগ করিতে হইলে, কেহই মুক্তিপথে অগ্রসর হইতে চাহিবে না। তাহাদের তখন মনে হইবে,—'সংসারে আমার এখনও অনেক কাজ বাকী রহিয়াছে; আমি এত শীঘ্র সংসার ত্যাগ করি কি প্রকারে?' মানুষ কথায় কথায় প্রায়ই বলে,—"ধন্যা জনা মৃতাঃ" 'সুতরাং মরণ হইলে বাঁচি।' কিন্তু, সে কি তাহার প্রাণের কথা? কখনই নয়। তাহা হইলে, আসন্ন-মৃত্যু-শয্যা-শায়ী মুমূর্ষু মুহূর্ত্তকাল পরমায়ু বৃদ্ধির জন্য কখনও প্রয়াস পাইত কি? মুক্তিলাভ সম্বন্ধেও সেই ভাব। সকলেই কহিতেছেন,—'মুক্তি চাই।' কিন্তু, মায়া-মমতা হইতে 'মুক্ত' হইলে ত 'মুক্তি!' অতএব, সংসারের মায়া-মমতা হইতে 'মুক্ত' হইবার কাহারও প্রয়াস নাই; সুতরাং মুক্তি কিরূপে পাইবে? কেন না, যাঁহারা সংসারের মায়া-মমতাজাল হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন, সাংসারিক সুখ-দুঃখ, মান-অপমানকে অতিক্রম করিতে পারেন, তাঁহারাই মুক্তিভাজন হন। অতএব, সংসারের মাতা-পিতা, পুত্র-কলত্র, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি কাহাকেও প্রিয় বা অপ্রিয় বিবেচনা করিও না; এইরূপে সংসারের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, সত্য সত্যই মুক্তিপ্রার্থী হও, নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। একথা আমি যেরূপ বলিতেছি, তদ্রূপ চিরকাল সকলেই বলিয়া আসিতেছে এবং শাস্ত্রসকলও কহিতেছেন,—"যস্ত্বাত্মানং নিবধ্নাতি দুর্ম্মতিঃ কোষকারবৎ। তস্য মুক্তিং ন পশ্যামি জন্মকোটিশতৈরপি॥" 'যে দুর্ম্মতি কোষমধ্যগত কীটের ন্যায় আপন মুক্তির পথ রুদ্ধ করে, সে সংসারে মগ্ন হইয়া থাকে। কোটি কোটি জন্মেও তাহার মুক্তিলাভের সম্ভাবনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখা যায় না। যাহারা পুত্র-কলত্র কুটুম্বাদির মায়া-পাশে বদ্ধ হইয়া, সংসারে নিমগ্ন থাকে, তাহারা কদাপি মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না; আর যাঁহারা পুত্র-পরিজনাদির মায়া-মমতা পরিত্যাগ করিয়া, আসক্তি-শূন্য হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসে সংসার-বন্ধন-মুক্ত হইয়া, মুক্তিলাভ করিতে পারেন।' ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের সার কথা। মানুষ মুক্তি চায় বটে; কিন্তু, তাহা মৌখিক, আন্তরিক নহে। তাই বলি,—মানুষ! তুমি কি প্রকৃতপক্ষে মুক্তিপ্রার্থী হইতে পারিয়াছ? কৈ তাহা ত বিশ্বাস হয় না! জানিও, শাস্ত্রবাক্য কখনও ব্যর্থ নহে। শাস্ত্র কহিয়াছেন, —"কৃষ্ণেতি বৈষ্ণবং শান্তং জপ্ত্বা মুক্তো ভবেন্নরঃ।" 'সর্ব্বাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া,—'কৃষ্ণ' এই নাম সর্ব্বশান্তিপ্রদ, এই নাম জপ করিলে, মনুষ্য মুক্ত হইতে পারে।' অতএব, সত্য সত্য মুক্তিপ্রার্থী হও;—মুক্তি আপনিই তোমার অধিগত হইবে। শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ কহিতেছেন,—

"যো বৈ ন পাপে নিরতো ন পুণ্যে,
নার্থে ন ধর্ম্মে মনুজো ন কামে।
বিমুক্তদোষঃ সমলোষ্ট্রকাঞ্চনো—
বিমুচ্যতে দুঃখসুখার্থসিদ্ধেঃ॥"

মহাভারত। শান্তি। ১৬৭

'যে মহাত্মা পাপ বা পুণ্যানুষ্ঠান করেন না, তিনি ত্রিবর্গের কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখেন না, লোষ্ট্র ও কাঞ্চনে যাঁহার সমান জ্ঞান, যিনি কাম-ক্রোধাদি কোন দোষে লিপ্ত নন, তিনি সুখ-দুঃখ ও অর্থসিদ্ধি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন।' অতএব, যে কোন ব্যক্তি দেহ, মন, বুদ্ধি কিংবা কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা কার্য্য করিতে থাকিয়া বা কোনরূপ কার্য্যকারী না হইয়া, যদি সঙ্গবিহীন হন, তবেই তিনি নির্লিপ্ত থাকেন। কারণ, আসক্তিশূন্য মানসে কর্ম্ম করিলেও, জীব নির্লিপ্ত হন ও তাঁহার মনোরাজ্যের সঙ্কল্পাদি বিভব নষ্ট হয় বলিয়া, সুখ বা দুঃখে তিনি লিপ্ত হন না, তাঁহার চিত্ত সঙ্গহীন হয় বলিয়া, তিনি বাহ্যদৃষ্টিতে সকল ব্যবহার করিলেও, কিছুই করেন না। তখন তাঁহার চিত্ত ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পদারবিন্দেই লীন থাকে। সেই নিঃসঙ্গচেতাঃ মুক্তপুরুষ দেখিতে থাকিয়াও, দেখেন না; শুনিতে থাকিয়াও, শ্রবণ করেন না; স্পর্শ করিতে থাকিয়াও, স্পর্শ করেন না; ঘ্রাণ করিতে থাকিলেও, ঘ্রাণ করেন না; নয়ন উন্মীলন করিতে থাকিয়াও, উন্মীলন করেন না এবং ইন্দ্রিয়দিগের স্ব স্ব বিষয়াভূত পদার্থপুঞ্জে ইন্দ্রিয়বলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিপতিত হইয়াও, স্বয়ং পতিত হন না। অর্থাৎ এই দর্শনাদি ব্যাপারে অদর্শনাদি ব্যাপার সংস্থাপিত করিতে পারিলেই, সংসারাসক্তি পরিত্যাগ হইবে; সংসারসঙ্গ পরিত্যক্ত হইলে, জীবন্মুক্তি হয়। কেন না, সঙ্গই সংসারের কারণ, সঙ্গই আশারজ্জুর নিদান; সুতরাং সঙ্গই তাবৎ দুঃখ-সমূহের হেতু। ঐ সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই, বর্ত্তমান দেহাদির সহিত সম্বন্ধ-নিবৃত্তিরূপ মুক্তি হয় ও আর জন্মিতে হয় না; সুতরাং সংসারাসক্ত অবোধ মানুষ! তুমিও ঐ ভাবে সংসারে থাকিয়া, বস্তুর সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া, জীবন্মুক্ত হও। অর্থাৎ এই প্রলোভনময় সংসারে প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুর ক্রমিক সংযোগ হইলে, জীবের যে বাসনা আসিয়া, আনন্দ ও বিষাদ উৎপাদন করে, সেই বাসনারই নাম সঙ্গ। উহাকে ত্যাগ করিতে পারিলে, সকলই ত্যাগ করা হইবে। যদি তুমি আনন্দে বা বিষাদে আক্রান্ত হইয়া পরাধীন না হও, তবেই তোমার রাগ, ভয় ও ক্রোধাদি দূর হইবে ও তাহাতে তুমি নিঃসঙ্গ হইতে পারিবে। যদি তুমি দুঃখসম্পর্কে ব্যাকুল ও সুখ-সমাগমে আনন্দিত না হও, তবেই তুমি আশার দাসত্ব পরিহার করিয়া, নিঃসঙ্গ হইতে পারিবে। যদি এখানে সন্দেহ কর যে রাগাদি পরিত্যাগ করিলে, নিঃসঙ্গ হইতে পারা যায়। কিন্তু, বিচার করিয়া দেখিলে, বুঝিতে পারা যায় যে, ভক্তিও একটি রাগবিশেষ; সুতরাং রাগ পরিত্যক্ত হইলে, ভক্তিকেও পরিত্যাগ করা হইবে। অতএব, মুক্তিকামী মুমুক্ষুদিগকে রাগাত্মিকা ভক্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে কি না? না। ভক্তি-শাস্ত্রের আচার্য্য মহর্ষি শাণ্ডিল্য কহিয়াছেন,—"দ্বেষপ্রতিপক্ষভাবাদ্রসশব্দাচ্চ রাগঃ।"—'ভক্তি দ্বেষের বিরোধী অর্থাৎ যাঁহার প্রতি ভক্তি থাকে, তাঁহার প্রতি দ্বেষ থাকে না; সুতরাং অনুরাগই ভক্তি। যাহারা পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মবিশিষ্ট, তাহাদিগের প্রতি 'ইনি দ্বেষ্টা ও ইনি ভক্ত' এই প্রকার লৌকিক ব্যবহার হয়। দ্বেষ ও অনুরাগ পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম। দ্বেষ না থাকিলে তথায় অনুরাগ থাকে। ঈশ্বরে দ্বেষ নাই; সুতরাং তাঁহার প্রতি অনুরাগ আছে, ঐ অনুরাগই ভক্তি।' যদি বল যে, যোগসূত্রে মহামুনি পতঞ্জলি কহিয়াছেন,—'রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ,—এই সমস্ত ক্লেশ বলিয়া কথিত আছে।' সুতরাং ভক্তিও ত রাগবিশেষ; অতএব, মুক্তিকামীদিগকে ভক্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে। যখন রাগ-পরিত্যাগ যোগসূত্রের অভিমত, তখন রাগাত্মিকা ভক্তিও যে ত্যাজ্য, তাহাতে বাধা কি? কিন্তু, পরমেশ্বরে রাগরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তিকে ত্যাজ্য বলা যায় না; কারণ, রাগমাত্রেই পরিত্যাগের উপযুক্ত নহে। সুতরাং সংসার-সম্বন্ধি রাগই ত্যাজ্য; কদাচ ঈশ্বরানুরাগ ত্যাজ্য নহে। মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন,—"হেয়া রাগত্বাদিতি চেন্নোত্তমাত্তমাস্পদত্বাৎ সঙ্গবৎ।" 'যেমন সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, ঈশ্বর ভজনা কর বলিলে, সঙ্গমাত্র ত্যাজ্য নহে, অসৎসঙ্গই ত্যাজ্য, কখনও সৎসঙ্গ ত্যাগ করিবে না; তদ্রূপ ঈশ্বরানুরাগ ত্যাগ করিবে না।' রাগ কাহাকে বলে? মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন,—"সুখানুশায়ী রাগঃ" 'সুখের অনুশয়ের অর্থাৎ অনুবৃত্তির নাম রাগ। 'সুতরাং যাহার জ্ঞান পরমেশ্বরে, কর্ম্ম পরমেশ্বরে, ধর্ম্ম পরমেশ্বরে, আনন্দ পরমেশ্বরে, এবং শরীর, মন ও প্রাণ প্রভৃতি যথাসর্ব্বস্ব পরমেশ্বরে অর্পণ হইয়াছে, তাহার চিত্ত সুখময় শান্তিময় আনন্দময় পরমেশ্বরের ভাবনায় ভাবিত হইয়া, ভাবময় প্রেমময় ভগবানের প্রেম-সাগরে নিমজ্জিত; সুতরাং, তাহারই পরমেশ্বরে ঐকান্তিক অনুরাগ জন্মিয়াছে; তাহাতে দ্বেষভাবের লেশমাত্র সম্পর্ক নাই, বুঝিতে হইবে। যাঁহারা স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্ব্বজীবের হৃদয়ে সর্ব্বগত পরমেশ্বরকে অনুসন্ধান করিতে থাকেন এবং তাঁহাকে অনুভব করিয়া, আনন্দে মগ্ন হন, তাঁহাদের তাঁহার প্রতি দ্বেষ হইতে পারে না। জীবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হউক, আর পরম্পরা সম্বন্ধেই হউক, একবার সুখানুভব হইলে, সময়ান্তরে তাহা মনে হইবেই হইবে।—আহা! তাহা এমন বা তেমন ছিল। যেমন মনে হইবে, তেমনি তাহার ভোগ করিবার জন্য বা অনুভব করিবার জন্য মনুষ্যের অশেষবিধ চেষ্টা জন্মিবে। এইভাবে ক্রমে, সুখাভিজ্ঞ মনুষ্য যে পুনঃ পুনঃ সুখভোগের ইচ্ছা করে, ভোগ কামনা করে, সুখসাধন দ্রব্যে সমাসক্ত হয়, তাহাদের সেই ইচ্ছা, সেই কামনা বা তাদৃশ আসক্তিবিশেষকেই শাস্ত্রকার 'রাগ' বলিয়াছেন। এই প্রকার রাগ বর্ত্তমান থাকিতে, 'বিরাগ-রসিক' হইয়া, সংসারের প্রতি বিরাগী হইবার সাধ্য নাই। এই প্রকার রাগ হইতেই ক্রমে দ্বেষের উৎপত্তি হয়। দ্বেষ কি? মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন,—"দুঃখানুশায়ী দ্বেষঃ।" 'দুঃখের অনুশয়ের অর্থাৎ অনুবৃত্তির নাম দ্বেষ।' সুতরাং সুখের ন্যায় দুঃখেরও অনুশয় বা অনুবৃত্তি হইয়া থাকে। পূর্ব্বানুভূত দুঃখ মনে হইবামাত্রই দুঃখপ্রদ বস্তুর প্রতি বিতৃষ্ণা, অনিচ্ছা বা অনভিলাষ জন্মে। তাহার প্রতিঘাত-চেষ্টাও হয়; সেই প্রতিঘাত-চেষ্টা, অনভিলাষ বা অনিচ্ছাবিশেষকে আমরা দ্বেষ বলি। যে বস্তুতে একবার দুঃখ হইয়াছে, সে বস্তুর প্রতি দ্বেষ জন্মিবেই জন্মিবে। দ্বেষ জন্মিলে, যাহাতে আর তাহা না হয়, তাহার চেষ্টা জন্মিবে;—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবশ্যই তাহার প্রতিঘাত-চেষ্টা জন্মিবে। ক্রোধ, হিংসা ও প্রতারণা করিবার ইচ্ছা,—এই সমস্তই উল্লিখিত দ্বেষের রূপান্তর মাত্র। দ্বেষ হইতে না হয়, এমন অকার্য্যই নাই। উক্তবিধ দ্বেষ চিত্তে বদ্ধমূল হইলে, হৃদয়ে বৈরাগ্যের আবির্ভাব হইবে না, ভক্তিও জন্মিবে না। অতএব, যদি প্রকৃত বিরাগী, প্রকৃত ভগবানের প্রিয়পাত্র হইতে বাসনা কর, তবে—"সুখে দুঃখে সমৌ কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ" হইতে শিখ অর্থাৎ সুখে ও দুঃখে, লাভে ও অলাভে, জয়ে ও অজয়ে সমজ্ঞান কর, তাহা হইলে, ভগবানের প্রিয়পাত্র হইতে পারিবে। যে ব্যক্তি উক্ত বিষয়ে সমজ্ঞান হইয়া,—"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" হইতে পারেন অর্থাৎ দুঃখ প্রাপ্ত হইলেও উদ্বিগ্ন হন না, বা পার্থিব সুখৈশ্বর্য্য প্রভৃতির প্রতি বিগতস্পৃহ, সেই ব্যক্তি প্রকৃত বিরাগী, তিনিই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র হইতে পারেন। অতএব, সংসারের সকল বিষয়ের প্রতি রাগ ও দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্ববিষয়ে বিগতস্পৃহ হইয়া, স্ত্রী-পুত্রাদির সঙ্গ হইতে বিমুক্ত ও অসঙ্গ হইয়া, শান্তভাবে অবস্থান করিবে; কিন্তু, মনে যেন থাকে,—

নবে বয়সি যঃ শান্তঃ স শান্ত ইতি কথ্যতে।
ধাতুষু ক্ষীয়মাণেষু শমঃ কস্য ন জায়তে॥

গরুড়পুরাণ। পূর্ব্ব। ১১৪

নব্যবয়সে অর্থাৎ যুবাকালে যৌবনপথে পদার্পণ করিলে, হৃদয় যখন যৌবনের মাধুর্য্য-মুগ্ধ, শরীর যখন সুস্থ সবল ও নীরোগ থাকিবে, তখন যদি যুবক ইন্দ্রিয়বর্গের অধীনত্ব, ষড়রিপুর দাসত্ব ও চিত্তের আজ্ঞাবহ ভৃত্য না হইয়া,—মায়া-মমতা, আশা-ভরসা, শোক-তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা, ভূত-ভবিষ্যৎ সমস্তই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিয়া, ভগবানের দাসত্ব স্বীকার করিয়া, কিঙ্করের ন্যায়, ভৃত্যের ন্যায় সর্ব্বজীবের সেবায় নিরত হইয়া, সকলের নিকট নম্র হয়, তাহাকেই প্রকৃত শান্ত বলা যায়। নতুবা, যৌবনপথে পদার্পণ করিয়া, অসার আয়ুর উন্মত্ততায়, যৌবন বিজৃম্ভিত মোহের বশে—"দিনমে মোহিনী রাতমে বাঘিনী, পলক পলক লোহ চোবে;" বিলাসিনীর বিলাসে ভোগসুখে আসক্ত হইয়া শরীরের সারতম ধাতু বীর্য্যকে ক্ষয় করিয়া, জীবনের প্রান্তসীমায় উপনীত হইয়া, জরা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, বার্দ্ধক্য দুঃখের নির্ম্মম কশাঘাতে ক্লিষ্ট এবং মথিত হইয়া, বিষম ব্যাধির দংশনে কাতর হইয়া, যখন বিশ্বরঙ্গমঞ্চে জীবনাবসানরূপ দৃশ্যের শেষ যবনিকায় অন্তর্জ্জলীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূতক্রোড়ে শায়িত হয়, তখন স্বতঃই মানুষের অহঙ্কারী উন্নত মস্তক নত,—অভিমানী স্ফীত বক্ষ ক্ষত,—ইন্দ্রিয়শক্তি প্রতিহত হইয়া,—"অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং" হইলে, শান্তি কাহার না হইয়া থাকে? সুতরাং যাবৎ দেহ সুস্থ ও রোগহীন থাকে, যে পর্য্যন্ত বার্দ্ধক্য উপস্থিত না হয়, যতদিন ইন্দ্রিয়-শক্তি সুপটু থাকে, যাবৎ জীবনের অর্থাৎ আয়ুর হ্রাস না ঘটে, যাবৎ মানব সুখ-সমৃদ্ধির তুঙ্গসীমায় উন্নীত ও হৃদয় কৃতজ্ঞতারসে আপ্লুত থাকিবে, তদবস্থায় যিনি ভোগ্যবিষয়ে বিগতস্পৃহ হইতে পারিবেন; তিনিই প্রকৃত শান্ত বলিয়া অভিহিত হন। শাস্ত্র কহিয়াছেন,—

শ্রুত্বা স্পৃষ্ট্বা চ ভুক্ত্বা চ দৃষ্ট্বা জ্ঞাত্বা শুভাশুভম্।
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি যঃ স শান্ত ইতি কথ্যতে॥

মহোপনিষৎ। ৪

যিনি কি সুশ্রাব্য, কি কুশ্রাব্য, কি তিরস্কার, কি পুরস্কার, কি নিন্দা, কি স্তুতি শুনিয়াও বধিরের ন্যায় অবস্থান করেন; যিনি কি শীত, কি উষ্ণ, কি সুখস্পর্শ, কি দুঃখস্পর্শ অনুভব করিয়াও, স্পর্শানুভবরহিতের ন্যায় এক ভাবে অবস্থিতি করেন; যিনি কি মধুর, কি তিক্ত, কি কটু, কি অম্ল, কি উত্তমান্ন, কি কদন্ন, সকল প্রকার খাদ্যই সমান আস্বাদে আহার করেন; যিনি অতুল ঐশ্বর্য্য দর্শনে ও রূপময়ী সৌন্দর্য্যময়ী রমণী দর্শনে উন্মত্ত না হন,—"অষ্টজাতাং যথা নারীং তথা ষোড়শবার্ষিকীম্। শতবর্ষাং চ যো দৃষ্ট্বা নির্ব্বিকার স ষণ্ডকঃ॥" সদ্যোজাতা বালিকা দেখিয়া, যেরূপ নির্ব্বিকার থাকা যায়, সেইরূপ রূপবতী ষোড়শ-বর্ষীয়া যুবতী ও শতবর্ষীয়া বৃদ্ধা দেখিয়াও যিনি নির্ব্বিকার থাকিতে পারেন অর্থাৎ বালিকা, বৃদ্ধা ও যুবতীকে যিনি সমদৃষ্টিতে দেখিয়া, নপুংসকের ন্যায় থাকিতে পারেন; যিনি হিত—অহিত, মনোরম—শোকাবহ, সরস—নীরস, সুক্রীড়া—কুক্রীড়া, শুভা-শুভ সমস্তই সম্যক্ প্রকারে বিদিত হইয়া, সমস্ত-বিষয়ে সমান রুচি করিয়া কোন বিষয়ে হৃষ্ট বা বিমর্ষ না হয়েন, তাঁহাকেই বিদ্বদ্বৃন্দ শান্ত বলিয়া আখ্যাত করেন। এমন লোক কি এই মাটির মর্ত্তভূমে আছেন? আছেন। ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন,—

"ভক্তা একান্তিনো মুখ্যাঃ।"

নারদসূত্র। ৭১

ইহ-জীবলোকে ঐকান্ত ভগবদ্ভক্তই সেই স্তরে সেই সোপানে সমারূঢ়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাদের বৃত্তিই ঐরূপ। ভগবদ্ভক্ত চতুর্ব্বিধ;—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। এই চারি প্রকার ভক্ত, ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে, যাঁহারা কামা-কর্ম্মপরায়ণ, তাঁহারা প্রাপ্ত ক্লেশ দ্বারা অর্থাৎ সংসারের আধি-ব্যাধি—শোক-তাপে জর্জ্জরিত ও দুঃখ-দৈন্যের নির্ম্মম কশাঘাতে ক্লিষ্ট এবং মথিত হইয়া, দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তার ছুরিকাঘাতে, অভাব-অনাটনের তীব্র তাড়নায়, অষ্টপ্রহর রুধিরাক্ত হইয়া, আর্ত্তভাবে ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন; তাঁহারা আর্ত্তভক্ত। আর, যাঁহারা নৈতিকবাদী আত্মজ্ঞানাভিলাষী, তাঁহারা তত্ত্বজিজ্ঞাসাক্রমে যৎকালে ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন, তৎকালে জিজ্ঞাসানুরূপে ক্রমশঃ ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা নীতিগত ঈশ্বরে সন্তোষ লাভ করিতে না পারিয়া, যখন নীতির অধীশ্বর ভগবান্, তাহা বুঝিতে পারেন, তখন ভগবান্‌কেই ভজনা করিতে কৃতসঙ্কল্প হন; ইঁহারাই ভগবানের জিজ্ঞাসু ভক্ত। আর, যাঁহারা ধনার্থী, তাঁহারা ধনলাভের প্রত্যাশায়, ভগবানের আরাধনায় নিরত হইয়া, অহর্নিশ ভগবানের নিকট কেবল - "ধনং দেহি পুত্রং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি" বলিয়া, মনোভিলাষ জানাইয়া থাকেন;—ইঁহারাই ভগবানের অর্থার্থী ভক্ত। আর, যাঁহারা অভিমান, মোহ ও পুত্র-কলত্রাদির প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, সুখ-দুঃখ,—মান-অপমান, শীত-উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া, নির্দ্বন্দ্ব হইতে পারিয়াছেন; সেই সমস্ত আত্মজ্ঞান-পরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য মহাত্মারাই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় জ্ঞানী ভক্ত। এই চতুর্ব্বিধ ভক্তমধ্যে যিনি জ্ঞানী, বিরাগরসিক ভক্তিনিষ্ঠ, তিনিই ভগবানের ঐকান্ত ভক্ত। ঐকান্ত ভক্তই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেন না, ইঁহারা পুত্র পরিজন—আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ, সুখৈশ্বর্য্য—এমন কি, আপন কায়ার মায়া, যাহা হইতে মায়া জন্মে, তাহার ছায়া পর্য্যন্ত ছাড়িয়া, মোটের উপর আপন দেহের অস্তিত্ব ভুলিয়া, ভগবানে আত্মার্পণ করিয়া—আত্মনির্ভর করিয়া, সর্ব্বপ্রাণীর প্রিয়ভাজন হইয়া, নির্লিপ্ত-চিত্তে তন্ময় হইয়া, একাগ্রতার সহিত সতত ভগবানের আরাধনে, ভগবানের মধুর অমৃতময় সুধাসিক্ত নাম-কীর্ত্তনে ও তাঁহার যশোগানে নিরত থাকেন। সুতরাং ঐকান্ত ভক্তে ও ভগবানে কোনই প্রভেদ নাই, উভয়েই এক,—উভয়ে অভেদাত্ম—উভয়ে অবিচল সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ। মহামতি সূতমুনি কহিয়াছেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

 Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ঐকান্তিনশ্চ পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদম্।
তস্মাদৈকান্তিনঃ প্রোক্তাস্তদ্ভাগবতচেতসঃ॥
প্রিয়াণামপি সর্ব্বেষাং দেবদেবস্য সুপ্রিয়ঃ।
আপৎস্বপি সদা যস্য ভক্তিরব্যভিচারিণী॥"

গরুড়পুরাণ। পূর্ব্ব। ২৩১

'যাঁহারা ভাবময় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে একান্ত অনুরক্ত, তাঁহারাই ঐকান্ত ভক্ত; তাঁহারাই অনায়াসে ভবপারাবার পার হইয়া, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইজন্যই ইঁহারা ঐকান্ত নামে অভিহিত হয়েন। একান্ত অনুরক্ত ভক্তের প্রতি ভাবময় ভগবান্ শ্রীহরি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েন; কেন না, তাঁহারা আপদ-বিপদেও ভগবানের চিন্তন হইতে বিচলিত হন না। এইরূপে যাঁহারা ভগবানের প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, যাঁহাদের আপৎ-বিপদ্‌কালেও হরিভক্তির কিঞ্চিন্মাত্র অন্যথাভাব না হয়, ভগবান্ শ্রীহরির প্রিয় ব্যক্তি হইতেও সেই ব্যক্তি অধিকতর প্রিয় পাত্র। অবিবেকী ব্যক্তিদিগের বিষয়ভোগে যেরূপ প্রবল আসক্তি উৎপন্ন হয়,—'আমি সর্ব্বদা ভগবান্ শ্রীহরিকে স্মরণ করিতেছি, আমার হৃদয়ে যেন হরিভক্তি সেইরূপ দৃঢ়ভাবে বর্ত্তমান থাকে, কখনও যেন অপসৃত হয় না।' যিনি এইরূপ দৃঢ় ভক্তির আধার, তিনি বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্র-পারগ হইতে পারেন; যাঁহার চিত্ত এইরূপে ভগবান্ শ্রীহরিতে একান্ত অনুরক্ত, তিনিই ভগবৎ-পরায়ণ বলিয়া কীর্ত্তিত। ভক্তিশাস্ত্রের প্রধান আচার্য্য দেবর্ষি নারদ কহিয়াছেন,—

"কণ্ঠাবরোধরোমাঞ্চাশ্রুভিঃ পরস্পরং লপমানাঃ পাবয়ন্তি কুলানি পৃথিবীঞ্চ।"

নারদসূত্র। ৯।২

'ঐরূপ একান্ত ভক্তগণ, অমিতযশাঃ রসময় অমৃতসাগর প্রেমময় ভগবানের চিন্তন ও তাঁহার অমৃতময় সুধাসিক্ত মধুর নাম কীর্ত্তনে শ্লথহৃদয় হইয়া থাকেন, তদবস্থায় তাঁহাদের কণ্ঠাবরোধ হয় এবং পুলকে শরীর রোমাঞ্চিত ও নয়নে ঝরঝর দরদর ধারে প্রেমাশ্রুপাত হইয়া থাকে; তাঁহারা প্রেমাশ্রুপাত করিতে করিতে, পরস্পর পরস্পরের সহিত ভগবদ্বিষয়ক কথা কথোপকথনপূর্ব্বক স্ব স্ব কুল ও এই নানাজীবসঙ্কুলা পাপভারাক্রান্তা ভূতধাত্রী ধরিত্রীর পাপভারাবতরণ করিয়া পৃথিবীকে পবিত্র করেন। এমন কি,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি সুকর্ম্ম কর্ম্মাণি সচ্ছাস্ত্রী শাস্ত্রাণি।

নারদসূত্র।৯।৩.

যেখানে ঐরূপ ভগবৎপরায়ণ ঐকান্ত ভক্তগণ অবস্থিত হইয়া, ভাবময় রসময় প্রেমময় রসিকনাগর অনুপম ভগবানের অমৃতময় সুধারসসিক্ত মধুর নামে নিরত হইয়া, রুদ্ধকণ্ঠে, ঊর্দ্ধশ্বাসে, পুলকান্বিত রোমাঞ্চকলেবরে উদ্দাম-নৃত্যসহকারে কাঁপিতে কাঁপিতে, কাঁদিয়া, কাঁদিয়া, প্রেমাশ্রুপাতে বক্ষ প্লাবিত করিয়া, হরিগুণগান কীর্ত্তন করেন, সেইস্থানই প্রকৃত তীর্থক্ষেত্র; সেই স্থানে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই কর্ম্মই প্রকৃত কর্ম্ম; সেই স্থানে যে সকল শাস্ত্র পাঠ হয়, সেই শাস্ত্রই প্রকৃত সৎশাস্ত্র; সুতরাং, তাঁহারা যে স্থানে থাকেন, সেই স্থানই প্রকৃত তীর্থ; অপিচ, যে যে তীর্থে গমন করেন, সেই সেই তীর্থ, তাঁহাদের সমাগমে প্রকৃত তীর্থ হয়; তাঁহারা কৃপা করিয়া, কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হইলে, কর্ম্মীকে ও কর্ম্মকে পবিত্র করিয়া থাকেন; মোটের উপর তাঁহারা কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হইলে, কর্ম্মীসকল পবিত্র ও কর্ম্মসকল সুকর্ম্ম হয় এবং শাস্ত্রসকলও সৎশাস্ত্র হয়।' শ্রীমদ্ভাগবতে, ধর্ম্মবুধিষ্ঠির বিদুরকে সাদর-সম্ভাষণ-পূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—

"ভবদ্বিধা ভাগবতা তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥"

শ্রীমদ্ভাগবত।৩।১৩

'হে প্রভো! আপনার ন্যায় আত্মজ্ঞানপরায়ণ নিষ্কাম অবিদ্যাশূন্য ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠ মহাত্মারাই স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। তীর্থভ্রমণে আপনাদিগের কিছুমাত্র স্বার্থ লক্ষিত হয় না; বরং তাহাতে তীর্থেরই সৌভাগ্য বলিতে হয়। কেন না, যে সমস্ত কলুষজনস্পর্শে অতীর্থ অপবিত্র হইয়া পড়ে, আপনাদিগের হৃদয়মন্দিরাধিষ্ঠিত গদাধর ভগবানের দ্বারা সেই সকল তীর্থ পূত হইয়া, পুনরায় তীর্থত্ব প্রাপ্ত হয়।

ততস্ত তীর্থাস্পদপাদরেণুন্
ধরাধরাত্মালয়ভূমিরেখান।
সভাজ্য সম্পূজ্য পুণালক্ষ্মীঃ,
সর্ব্বস্বভূতানখিলাত্মভূতান্॥

পদ্মপুরাণ। পাতাল। ৫৬

'যিনি স্বয়ং লোককে স্বকীয় সাযুজ্যকারিণী ভক্তি প্রদান করেন, সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পবিত্রকীর্ত্তি—বিশুদ্ধমূর্ত্তি ভগবান্ অনন্ত যে কথায় কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন, সেই হরিভক্তকথিত হরিকথা অতি পবিত্র, অতি হিতকর—অতি মধুর। সেই অতি মধুর হরিনাম-কীর্ত্তনকারী হরিভক্ত, যে স্থানে উপনীত হয়েন, সে স্থান পবিত্র না হইয়া, থাকিতে পারে কি? অতএব, যাঁহাদের আবাস-ভূমি সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠধাম; যাঁহাদের পদরেণু তীর্থক্ষেত্রস্বরূপ; যাঁহারা পুণ্যরূপ লক্ষ্মীর সারসর্ব্বস্ব; সেই অখিলের আত্মরূপী ঐকান্ত ভগবদ্ভদিগকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে।' কেন না,—

গঙ্গা গয়া নৈমিষ পুষ্করাণি,
কাশীপ্রয়াগং কুরু জাঙ্গলানি।
তিষ্ঠন্তি দেহে কৃতভক্তিপূর্ব্বং,
গোবিন্দভক্তিং বহতাং নরাণাম্॥

পদ্মপুরাণ। উত্তর। ১৩০

পতিতপাবনী ত্রিলোকতারিণী পতিতোদ্ধারিণী শিবশিরঃরঙ্গিণী হিমাদ্রি-তনয়া গঙ্গা, পিতৃলোকপাবনী পিতৃপুরুষোদ্ধারিণী গয়া, মুনিজন ও ঋষিকুল-সেবিত তপস্বীপাবক নৈমিষারণ্য, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণসেবিত ব্রাহ্মণকুলপাবক পুষ্কর, সর্ব্বজীবসন্তারিণী 'জীবত্ব' নাশ করিয়া 'শিবত্ব' প্রদায়িনী কাশী, সর্ব্বজীব-নিস্তারকারী প্রয়াগ ও ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুজাঙ্গল প্রভৃতি পবিত্র পবিত্র তীর্থ সকল গোবিন্দভক্ত নরগণের দেহে সাদরে বিরাজ করিয়া থাকেন। দেবর্ষি নারদ কহিয়াছেন.—

"মোদন্তি পিতরো নৃত্যন্তি দেবতাঃ সনাথা চেয়ং ভূর্ভবতি।"

নারদসূত্র। ৯।৫

'যাঁহাদের চিত্ত হইতে দর্প, অভিমান, অহঙ্কার প্রভৃতি বিগলিত হইয়াছে, অমরার অমরগণের আত্মীয় বন্ধু ভগবান্ শ্রীহরিকে অর্চ্চনা করিয়া, যাঁহাদের চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে, ভবপারাবারের কাণ্ডারী শ্রীহরির মুনিবৃন্দবন্দ্য পদারবিন্দের সেবা করিয়া, যাঁহারা বীতশোক হইয়াছেন; এতাদৃশ ঐকান্ত ভগবদ্ভক্তসমাগমে পিতৃলোকে পিতৃপুরুষগণ, আনন্দিত হইয়া. আনন্দসহকারে বংশধরদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন. প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবারাধ্য স্বর্লোকে অমরগণ আনন্দে মাতিয়া, দুবাহু উত্তোলন করিয়া, সুধাসিক্ত মধুর হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে নৃত্য করিয়া থাকেন; আর, এই নানা-জীবসঙ্কুলা পাপভারে ভারাক্রান্তা সসাগরা আকাশাম্বরা ভূধাত্রী অনাথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধরিত্রী সনাথা হইয়া থাকেন। অতএব, তাঁহাদের দর্শন পাইবামাত্রই, তাঁহাদের পূজা, অর্চ্চনা ও বন্দনা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।' পরন্তু,—

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশদর্শনং হি,
তন্বাঃ ফলং ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বাফলং ত্বাদৃশকীর্ত্তনং হি,
সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে॥

হরিভক্তিসুধোদয়। ১৩

'এতাদৃশ ভক্তিনিষ্ঠ ভগবৎপরায়ণ ঐকান্ত ভাগবতগণের ইহসংসারে সাক্ষাৎলাভ দুর্লভ; কেন না, তাদৃশ ভক্তের দর্শন লাভ করিয়া, জীবগণ নেত্রের সফলতা লাভ করে; তাদৃশ ভক্তের গাত্রসঙ্গে জীবগণের মানব-জীবন ও দুর্লভ মানব-দেহ-ধারণের সাফল্য জন্মে এবং তাঁহাদের গুণবর্ণনে চিরকাল কুরসে রসিক জিহ্বা সফল হয়।'

এইরূপে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভে বিষয়াসক্ত চিত্তকে বিষয়পঙ্ক হইতে বিমুক্ত করিতে, বৈরাগ্যের আশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া, সংসারে বিচরণ করিবে। ইহাতেও যদি বিষয়ভোগলোলুপ চিত্ত বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত না হয়, তবে দৈবকে দূরে পরিহার করিবে এবং শ্রেয়োলাভের দ্বারের অর্গলস্বরূপ ভোগ-জালের প্রতি ঘৃণা করিবে। যখন ভোগজালের প্রতি ঘৃণা গাঢ় হইয়া আসিবে, তখন বর্ষা বৃদ্ধির পর শ্রীমান্ বিমল শরৎকালের ন্যায় আপনা হইতেই বিচার উপস্থিত হইবে। ঘৃণা হইতে বিষয়জালের প্রতি বিচার জন্মে, বিচার হইতে ভোগ্য-বিষয়ে ঘৃণা জন্মে, বিচার ও বিষয়জালের প্রতি ঘৃণা,—এই দুইটি সাগর ও মেঘের ন্যায় পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। গাঢ় স্নেহে আবদ্ধ বন্ধুরা যেমন পরস্পর মিলিত হইয়া, উভয়ের কার্য্য উভয়ে সংসাধন করিয়া থাকে, তদ্রূপ বিচার ও ভোগের প্রতি ঘৃণা,—ইহারা পরস্পর মিলিত হইয়া, পরমার্থ সাধন করিয়া থাকে। প্রথমে দৈবকে হেয় জ্ঞান করিয়া, প্রযত্নসহকারে একমাত্র পুরুষকার দ্বারা ভোগ্য-বিষয়ে বৈরাগ্য আনয়ন করিবে। দেশাচারসম্মত আত্মীয়-স্বজনের অনুমোদিত পুরুষকার দ্বারা অধর্ম্ম-পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রথমে ধন সঞ্চয় করিতে হইবে, পরে সেই সঞ্চিত ধন দ্বারা গুণবান্ সাধুজনের সেবা করিয়া, তাঁহাদিগকে আপন বশে আনিবে। অতএব,—"সঙ্গঃ সৎসু বিধীয়তাং" আগে সাধুদিগের সহিত সহবাস করিবে, তৎপরে,—"কর্ম্মাণ্ড সন্ত্যজ্যতাং" সংসারপাশরূপ সকাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মসকলকে আশু বিসর্জ্জন দিয়া, তৎপরে—"সদ্বিদ্যো হ্যুপসর্য্যতাং প্রতিদিনং তৎপাদুকা সেব্যতাং" সদ্‌বিদ্যাবান্ পুরুষের উপাসনা করিয়া প্রত্যহ তৎপাদুকার পরিসেবন করিবে। এইরূপে সৎপুরুষের পরিচর্য্যায় নিরত হইয়া, তাঁহাদের সঙ্গে থাকিলে, বিষয়ভোগের প্রতি তীব্র ঘৃণা উপস্থিত হইবে এবং চিত্ত ক্রমে বিষয়ে বিরত হইয়া, ভগবানের চিন্তায় নিরত হইবে; তৎপরে,—"নিজগৃহাত্তূর্ণং বিনির্গম্যতাং" শীঘ্রই নিজ গৃহ হইতে বিনির্গত হইবে; তাহা হইলে, বিষয়ত্যাগ সংসাধিত হইবে, সংশয় নাই।' ভর্ত্তৃহরি কহিয়াছেন,—

"ভক্তির্ভবে মরণজন্মভয়ং হৃদিস্থং,
স্নেহো ন বন্ধুষু ন মন্মথজা বিকারাঃ।
সংসর্গদোষরহিতা বিজনা বনান্তাঃ,
বৈরাগ্যমস্তি কিমতঃ পরমর্থনীয়ম্॥"

ভর্ত্তৃহরিশতক।

"পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি, অন্তরে জন্ম-জরা-মৃত্যু-ভীতি, পুত্র-পরিজন—আত্মীয়-স্বজনে নির্ম্মমতা, কাম-জনিত বিকারত্যাগ, জনসমাগমশূন্য বিজন বনভূমিতে বাস এবং বিষয়-বৈরাগ্য—এই সকল বিদ্যমান্ থাকিতে, আর, কি প্রার্থনীয় থাকে?'

———— *————

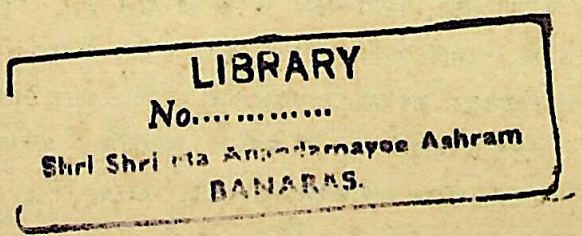

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

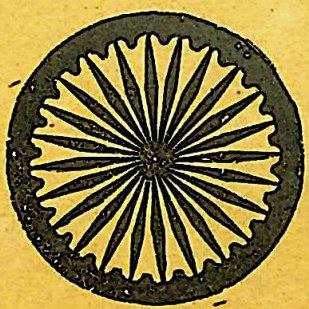

গ্রাম ডুড়িয়া, পোঃ দেহাটী, জেলা মেদিনীপুর সাকিনের শ্রীগিরিশচন্দ্র পাল
কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও নিউ সুলভ প্রেস মেদিনীপুর কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
মূল্য—২৲ টাকা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi